গোপালের মা

শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা

প্রণীত

"বাসি ফুল" প্রণেতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদিত

মূল্য ১॥০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

—

উৎসর্গ পত্র

— — —

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মহোদয়ের শ্রীপাদপদ্মে—

আপনার কাছে কি পেয়েছি ও কত পেয়েছি তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি মাত্র জানি আপনার সংস্পর্শে এসে আমার জীবন-ধারণ সার্থক হয়েছে।

আমার কল্পনা জল্পনা আপনারই হাতে গড়া। বড় দুঃখ করে "গোপালের মা" কে আপনার কাছে এনেছি; দেখবেন যেন নাতনীটি আদর, যত্ন, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত না হয়।

ইতি আপনার স্নেহের
প্রিয় অপরেশ

কলিকাতা—
৩১ চৈত্র ১৩২৪

নিবেদন

আমি নব্য লেখক। রস-সাহিত্যে এই আমার প্রথম প্রয়াস। এজন্য পূজাপাদ গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-সহচর, 'বাসি ফুল' প্রণেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে এই গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখিতে দি। তিনি ইহার আমূল সংস্কার এবং দোষ-গুণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

এই সংস্করণের লভ্যাংশ বেলুড়মঠস্থিত গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-মন্দিরের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

এই উপন্যাসখানির লিখন, সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রচারের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। লেখকমহাশয় তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই—তিনি আমার বিশেষ বন্ধু; সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠ সোদরোপম পূজনীয়; আমি এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য্যে সহযোগী; আর এই পুস্তক-প্রচারে যত্ন ও চেষ্টা করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কারণ এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমার পূজনীয় পরলোকগত নটরাজ, স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দির সংরক্ষণে নিয়োজিত হইবে। এই পুস্তকের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব,—একদিকে ছোট ভাই, আর একদিকে দাদা। তবে একথা ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারি যে, আমার এই ছোট ভাই একদিন দাদার আসনে উপবিষ্ট হইবেন, এবং দাদা তখন গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে আমার ন্যায় সাধনভজনহীন মূঢ়ও পাইয়াছে। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ উপলক্ষ্য মাত্র—লক্ষ্য অতি উচ্চ, অতি মহান, অতি পবিত্র,—তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দ।

৬ই চৈত্র, ১৩২৪
কলিকাতা

শ্রীজলধর সেন

উপহার

গোপালের স্ব

১

পদ্মায় ভরাডুবি হইয়া কোন বঙ্গদেশী কূলে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছিল,—'নাওখানা যে ডুব্‌ল তাও বাব্‌চি না, সর্ব্বনাশ ঐল অও বাব্‌চি না, স্তিরী-পুত্তুর গেল স্যাও বাব্‌চি না, বাব্‌চি—এ ঐল কি!' আমাদের সুরেশের আজ এই অবস্থা। যে ছোড়্‌দাদা তাহার একমাত্র বল, বুদ্ধি, ভরসা, জীবনের পরিচালক, ব্রহ্মচর্য্যের উৎসাহদাতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শ সেই ছোড়্‌দাদা—এ হল কি! নারীর নামমাত্রে যে ছোড়্‌দাদার শ্রীমুখ হইতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম প্রভৃতি বক্তৃতার জ্বলন্ত প্রবাহ ছুটিত, সেই ছোড়্‌দাদা—এ হল কি! যে ছোড়্‌দাদাকে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সুরেশ ভাবিয়াছিল, চক্ষু সার্থক করিবে, সেই ছোড়্‌দাদার বিবাহ!—এ হল কি! সুরেশ ঐরূপ ভাবিতে থাকুক্, ইত্যবসরে আমরা ব্যাপারটা বিশদরূপে সহৃদয় পাঠককে বুঝাইয়া দি।

পরেশ ও সুরেশ দুই সহোদর, কলিকাতায় মেসে থাকিয়া লেখাপড়া করে। পরেশ ফার্ষ্ট্ ক্লাস্ এম্. এ. পাস্ করিয়া আইন পড়িতেছে। সুরেশ এম্. এ. দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও দুই ভাইয়ে ভারি ভাব। পরেশ বহুভাষী, এমন কি একজন বক্তার মধ্যে পরিগণিত। সুরেশ স্বল্পভাষী। বয়সে বেশী বড় না হইলেও পরেশ সুরেশের অভিভাবকস্বরূপ। বাল্যকাল হইতে সুরেশ

পিতামাতাকে জানে না। জানে, কেবল তাহার ছোট্‌দাদাকে। ছোট-দাদাই তাহার সকল অভাব, সকল আব্‌দার্ পূর্ণ করে। ভাইয়ে-ভাইয়ে ভালবাসা অবাধ্। ছোটদাদার সহিত তাহার মতামতগুলিও সুরেশ অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে গ্রহণ করে। দৈবাৎ যদি কখন দুই ভাইয়ে মতদ্বৈধ হয় এবং সুরেশ নিম্নস্বরে দুই একটা প্রতিবাদ আরম্ভ করে, পরেশ—'দেখ সুরেশ'—বলিয়া লেক্‌চার সুরু করিলেই সুরেশ একেবারে নিবিয়া যায়।

ভ্রাতৃদ্বয়ের আর এক ভাই ছিল, তাহার নাম নিখিলেশ; সহোদর নয়, বৈমাত্রেয়। নিখিলেশ স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া দেশেই থাকেন, বিষয়-আশয়, জমি-জেওরাৎ দেখেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন। এই শারদীয় পূজার উপলক্ষেই পরেশ ও সুরেশ দেশে আসিয়াছে। বৎসরে একবার মাতৃদর্শন। এক মা প্রতিবৎসরেই একবার করিয়া তাহাদের গৃহে দেখা দেন। আর এক মা নিত্য গৃহবাসিনী, ইনিই পরেশ-সুরেশের বৃদ্ধা জননী। মাতার আন্তরিক বাসনা—তীর্থবাস। কিন্তু 'ছেলেদুটিকে সংসারী না ক'রে ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।' বিবাহের কথা লইয়া তিনি নিখিলেশকে প্রায়ই অনুযোগ করেন।

পাড়াগেঁয়ে নিখিলেশ বড়ভাই হইলেও কলিকাতা-প্রবাসী, এম্ এ. পাস করা ছোটভাইদের উপর প্রভুত্ব করিতে সাহস করেন না। কর্তৃত্ব করা ত দূরের কথা, ছোটভাইরা পাছে তাহাকে অমান্য করিয়া ফেলে, এই ভয়ে নিখিলেশ কথায়, কাজে, সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই সাবধান। বিবাহের কথা যদি পরেশ-সুরেশ না শুনে! এজন্য তিনি সেকথা তাহাদের কাছে তুলিতেই চান্ না। একাজ মা এবং তাঁহার স্ত্রী অনায়াসে করিতে পারেন, কিন্তু করেন না বলিয়া নিখিলেশ মনে-মনে তাঁহাদের উপর বিরক্ত। এবার কয়জনে ষড়যন্ত্র করিয়া এক ঘটককে ভার দিয়াছেন,

সে সুপাত্রী আনিয়া দিবে। কেবল তাহাই নহে। পরেশ-সুরেশকে তর্ক-বিচারে পরাস্ত করিয়া যদি সে বিবাহ ঘটাইতে পারে, বিশেষ পারিতোষিক পাইবে। 'মানুষ কি করিতে পারে, সকলই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ'—বলিয়া ঘটক কোমর বাঁধিয়াছেন।

পূজাবাটীতে আজ ভারি ধূম—যেমন উৎসবের, তেমনি তর্ক-বিচারের। দীর্ঘ-টিকিওয়ালা ঘটক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিচার করিতেছেন। পরেশ নির্ভয়ে, প্রফুল্লবদনে ঘটকের তর্কের যথাযথ প্রতিবাদ করিতেছে ও মাঝে-মাঝে সুরেশের পানে চাহিয়া বলিতেছে, "কেমন হে?—না?" সুরেশ ছোটদাদার বিজয়-কামনা করিয়া কখন ঘাড় নাড়িয়া, কখন 'হাঁ হুঁ' দিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছে। ঘটকঠাকুরও সাধ্যমত শিখাস্ফালনে করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "এখন প্রমাণিত হইল যে তুমি সংসারী জীব। সংসারী হইয়া সংসারধর্ম্ম-পালনে বিমুখ হইতেছ, 'তুমি ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট।' তুমি কি সমর-বিমুখ সৈনিকের ন্যায় হেয় হইতে চাও?"

পরেশ বলিল, "ভীষ্মদেব সংসারী ছিলেন, না, উদাসীন ছিলেন?"

ঘটক উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি! ভীষ্মের তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখ নাকি? এই কলিকালে কয়টা ভীষ্ম দেখিয়াছ? দ্বাপরযুগেই বা কয়জন ভীষ্মের ন্যায় দুরন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল? তোমার স্পর্দ্ধা সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ভীষ্ম পিতৃদেবের প্রীত্যর্থে যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, বাধ্য হইয়া, শাস্ত্রানুমোদিত সংসার-ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ ছিলেন, তোমাতে সেরূপ কি প্রতিবন্ধক আছে?"

পরেশ। আপনি কথাটা বেঁকিয়ে বল্‌ছেন কেন? ভীষ্মদেব সংসারে থেকে দারপরিগ্রহ না-করেও মহানন্দে ও অতুলবিক্রমে জীবন-যাপন করেছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বাধ্য হন্ বা নাই হন্, তিনি

যে দারপরিগ্রহ না-ক'রে, কেবল ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে এত বলবান্ ও তেজস্বী হয়েছিলেন তা ত শাস্ত্রবাক্যে প্রমাণিত। কি বল সুরেশ?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

একজন প্রবীণ—গ্রাম-সম্পর্কে যুবকদ্বয়ের জ্যাঠা—বলিলেন, "বাপু, তোমরা ত ভীষ্ম-ভীষ্ম করে আসর গরম করে তুল্‌লে, কিন্তু সেই পঞ্চ-পাণ্ডব আর কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সব মহারথী যে, পাঁচটা-সাতটা বিবাহ ক'রেও এতবড় বীর ছিলেন তার কি উত্তর দিচ্ছ? স্বয়ং বাসুদেব-ঠাকুরের ত গণনার ভিতর আসে না।"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরেশ-সুরেশও সে হাসিতে যোগদান করিয়া কক্ষস্থিত উষ্ণ বায়ুকে আরও তরল ক'রিয়া তুলিল।

সুরেশ বলিতে যাইতেছিল, "জ্যাঠা-মশাই, আমরা ক্ষুদ্র সৈনিক-মাত্র—"

সেই সময় গলা-খাঁকারি দিয়া একজন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "মশাইরা, আমি একটা কথা বলি। উপস্থিত কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী-বেষ্টিত হয়েও যে ছেলেটুট অচল, অটলভাবে লড়্‌ছে তাতে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয় কি?"

হঠাৎ গুরুগম্ভীরনাদে সকলেই চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে পীতাম্বরবাবু, কতক্ষণ?"

এই পীতাম্বরবাবুকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। পাঠক তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জানিয়া রাখুন।

পীতাম্বরের বাস এই গ্রামেই। ইনি একজন বিশিষ্ট ধনী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ইঁহার চাল-চলন স্বচ্ছল গৃহস্থের মত। দেশে বহুল সম্পত্তি, কলিকাতায় চীনাবাজারে একখানি বড় দোকান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম হইতে পীতাম্বরের প্রভূত আয় ছিল।

পীতাম্বরকে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বলিলে হয়। নানা কাজ-কর্ম্ম-উপলক্ষে নানাস্থানে ঘুরিতে হইলেও পীতাম্বরের কলিকাতায় প্রধান আড্ডা; পরিবারবর্গ প্রায়ই কলিকাতায় থাকে। তবে দেশের সম্পত্তি পরিদর্শন-অভাবে পাছে নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য পীতাম্বর মধ্যে-মধ্যে সপরিবারে দেশে আসেন। এবার পূজার সময় আসিয়াছেন। পাড়ায় তাঁহার অতুল প্রতিপত্তি। নিখিলেশ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। পূজায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ঘটক অগ্রসর হইয়া পীতাম্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন ত মশাই, এমন সুপাত্রী অনুসন্ধান ক'রে আনলুম—রূপেগুণে, বংশে, ধনেমানে অতুলনীয়া, কিন্তু পরেশ-বাবাজী কিছুতেই মত করছেন না। এসব ইংরাজী শিক্ষার—।"

পীতাম্বর বাধা দিয়া বলিলেন, "ঘটকমশাই, আপনি এদের নিতান্ত সামান্য ঠাওরাচ্ছেন নাকি? আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, এ নদে-জেলার ত কথাই নাই, সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে এমন সুপুরুষ, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, সদ্বংশজাত দুটী ছেলে বার করুন দেখি?"

নিখেলেশবাবু ভারি খুসি। একটু নীচুসুরে অথচ পীতাম্বর শুনিতে পান এরূপভাবে বলিল, "পীতাম্বরবাবু একজন মহাশয় ব্যক্তি।"

প্রবীণ জ্যাঠামহাশয় তাহাতে সায় দিয়া বলিলেন, "তার আর সন্দ আছে?" তৎপরে পীতাম্বরবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যা বল্লেন মশাই, বর্ণে-বর্ণে ঠিক। এ দুটী যাদের গলায় মালা দেবে, তারা পরম ভাগ্যবতী।"

ঘটক পাত্রের কথাটা চাপা পড়ে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা ত বটে, কিন্তু অপরপক্ষেও দেখুন। পাত্রী পরেশের সহিত যুক্তা হইলে

মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইবে। নচেৎ ইঁহারা এত সুপাত্র হইয়াও 'নির্গন্ধা ইব কিংশুকা' হ'য়ে দাঁড়াচ্ছেন।"

পীতাম্বর একটু কড়াস্বরে বলিলেন, "দেখুন ঘটকঠাকুর, এদের সাম্‌নে আপনার আর সংস্কৃত-আওড়ান শোভা পায় না। ওদের নির্ম্মল হৃদয়ের উচ্চ আশা, জগতের উপকার কর্‌বে, অবাধে বিদ্যা-উপার্জ্জন ক'রে যশস্বী হবে, দেশদেশান্তরে এদের নাম কর্‌বে, এদের কাছে কি আপনার স্বার্থ-পূর্ণ মতলব নিয়ে তর্কে পার্‌বেন?"

ঘটক একথায় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া মস্তক নত করিলেন। পীতাম্বর-বাবু তাহার কাণে কাণে বলিলেন, "আমার মেজ মেয়ের সঙ্গে যদি পরেশের বে দিতে পারেন, একশ টাকা বিদায়, কিন্তু আমি না বল্‌লে কদাচ একথাটা ভাঙ্‌বেন না।" অমনি ঘটকের নমিত শির যেন বৈদ্যুতিক তার স্পর্শে পুনরুত্থিত হইল।

ইত্যবসরে 'আহার-প্রস্তুত' সংবাদ পৌঁছিল। ঘটক পীতাম্বরের সহিত দু-একটা কথা কহিয়া প্রীতমনে আহারে বসিলেন। সকলে কিছু আশ্চর্য্য হইল যে পীতাম্বরবাবুর তাড়া খাইয়াও ঘটক বিন্দুমাত্র রুষ্ট নহে, বরং পীতাম্বরের সহিত আরও ঘনিষ্ঠতা দেখাইতেছে। কেহ-কেহ বলাবলি করিল, 'লোকটা যাদু জানে হে!'

আহারান্তে গৃহে ফিরিবার সময় পীতাম্বর নিখিলেশের কাণে-কাণেও কি বলিয়া গেলেন। শুনিয়া নিখিলেশের মুখও হর্ষোৎফুল্ল হইল। ভ্রাতৃদ্বয় আহারান্তে পীতাম্বরবাবুর উন্নত মন ও সহৃদয়তার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।

পীতাম্বর প্রকৃতই আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। একদিকে যেমন সুকৌশলী, অন্যদিকে তেমনি শিশুর মত সরল। তিনি দানে মুক্তহস্ত অথচ সঞ্চয়ে বদ্ধমুষ্টি; ধৈর্য্যে অটল, ধর্ম্মে দৃঢ়মতি, কর্ম্মে অক্লান্তরতি,

অন্যায়-অসত্যের উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিপন্নের বন্ধু ; আলাপে আপ্যায়নে যেমন অমায়িক, স্পষ্টবাদিত্বে তেমনি নির্ভীক ; পীতাম্বর একদিকে যেমন কুসুমকোমল, অন্যদিকে তেমনি বজ্রকঠোর ; তাঁহার মুখখানি যেমন চিরপ্রফুল্ল, প্রকৃতি তেমনি গম্ভীর। প্রহেলিকার মত এই দুর্ব্বোধ চরিত্রে লোকে যেমন আকৃষ্ট হইত, তেমনি সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। চাটুকার তাঁহার সম্মুখে নির্ব্বাক, প্রবঞ্চক ত্রস্ত, দুরাচার নতশির। পীতাম্বর সাধারণের সঙ্গে অবাধে মিশিতেন, কিন্তু উভয়পক্ষের মাঝখানে যে নির্দ্দিষ্ট রেখা থাকিত, অন্যপক্ষ তাহা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। পীতাম্বর অতি নিকটে থাকিলেও মনে হইত, যেন বহুদূরে অবস্থিত ; অতি সহজ হইয়াও যেন দুর্জ্ঞেয়। প্রথম আলাপে লোক মনে করিত, পীতাম্বর যেন কতকালের পরিচিত কিন্তু দীর্ঘপরিচয়েও লোকে বলিত, 'ইঁহাকে এখনও ভালরকম চিনিতে পারি নাই।' নক্ষত্র যেমন আকাশে থাকে, জলে তার ছায়ামাত্র পড়ে, সেইরূপ পীতাম্বরকেও মনে হইত—আসল লোকটা অন্যলোকে বিচরণ করিতেছে, পৃথিবীতে তাহার ছায়ামাত্র দেখিতেছি।

২

শারদীয় পূজার অল্পদিন পরে পীতাম্বর পরেশ ও সুরেশকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় আসিবামাত্র তাহাদের দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ মিষ্টালাপের পর, "তোমরা ব'স, আমি অন্দর থেকে আস্‌ছি"—বলিয়া উঠিলেন।

ঘরে টেবিলের উপর সুন্দররূপে বাঁধান একখানি খাতা ছিল। ভ্রাতৃদ্বয় তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিল,—সুস্পষ্ট, বামাহস্তে লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা শ্রেষ্ঠ বঙ্গকবিগণের রচনা হইতে উদ্ধৃত। লেখিকার নাম মাত্র দুটী-অক্ষরে লেখা—'চম্পা'। পরেশ স্থানে-স্থানে পাঠ করিয়া দেখিল, অধিকাংশ কবিতাই তাহার পরিচিত এবং মনোনীত। লেখিকার রুচির প্রশংসা করিয়া সুরেশকে দুই-একটা কবিতা শুনাইল। সুরেশ কবিতাগুলির মনোজ্ঞ-সঙ্কলন, খাতাখানির সুন্দর অবয়ব ও সর্ব্বোপরি লেখিকার চমৎকার হস্তলিপি দেখিয়া বলিল, "এসব দেখেই বেশ বোঝা যায়, ইনি কি রকম প্রকৃতির।"

দেয়ালে কতকগুলি ছবি টাঙ্গান ছিল, তাহার মধ্যে একখানি অতি সুন্দর, রঙ্গীন ফটোগ্রাফের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সুরেশ বলিল, "ছোড়্‌দা, ঐ দেখ—'চম্পকবালা'।

পরেশ ছবিখানি আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি পূর্ব্বে আর কখন সে দেখে নাই বলিয়া মনে হইল। একে সুন্দরী, তাহাতে উপযুক্ত বেশভূষা, তার উপরে আবার চিত্রকলার শিল্পচাতুরী, ছবি যে অনিন্দ্যসুন্দর হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? চিত্রের নীচে লেখা—'চম্পকবালা'।

পরেশ উঠিয়া গিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্র

দেখিতে লাগিল। সুরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "ছোড়্‌দা, এরা যখন খাবার নিমন্ত্রণ করেছে, তখন নিশ্চয়ই খেতে দেবে। ও ছবিখানা অমন করে দুচোখ দিয়ে গিল্‌ছ কেন? পীতাম্বরবাবু এসে পড়্‌লে মনে করবেন্ কি? ঘরে ত আরও ছবি রয়েছে, দেখ না?"

পরেশ চমকাইয়া উঠিয়া সে-ছবি ত্যাগ করিয়া অন্যান্য ছবির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। তার পর আবার টেবিলের কাছে বসিয়া খাতাখানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

যথাসময়ে পীতাম্বর ভ্রাতৃদ্বয়কে আহ্বান করিয়া আহারে বসিলেন। গৃহিণী স্বয়ং পরিবেশনকারিণী। একটা পরিবেশন-পাত্রের প্রয়োজন হওয়ায় গৃহিণী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা চামেলীকে ডাকিয়া বলিলেন, "একখানা রেকাবী নিয়ে আয় ত?"

একটী এগার-বার বৎসরের মেয়ে দৌড়িয়া আসিয়া একখানি রেকাবী দিয়াই ছুটিয়া পলাইল। মেয়েটীর সুন্দর কোঁকড়ান চুলের গুচ্ছ ও হাসি-হাসি মুখের ঈষন্মাত্র দেখা গেল। সুরেশ বলিল, "এইটী বুঝি আপনার ছোট মেয়ে?"

পীতাম্বর বলিলেন, "হাঁ বাবা, ওরই এখনই বিয়ে দিলে হয়, মেজ মেয়ের কথা আর কি বল্‌ব?"

পরেশ বলিল, "আপনার মেয়ের আর বিয়ের ভাবনা কি?"

পী। বাবাজী, পয়সা থাক্‌লেই কি সুপাত্র পাওয়া যায় মনে কর? আমার পুত্রসন্তান নাই, এরাই আমার সর্ব্বস্ব। বড় জামাইটীর মত কাছে হয়, অথচ সুপাত্র—তেমনটী না-জুট্‌লে বিয়ে দিতে মন সর্‌ছে না।

পীতাম্বরের বড় জামাই কলিকাতার একজন উন্নতিশীল ডাক্তার—

নাম বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বড় মেয়ে শ্বশুর-বাটীতেই আছে, আসন্ন-প্রসবা বলিয়া আসিতে পারে নাই।

এদিকে উভয়ভ্রাতার মাংসের পাত্র শূন্য দেখিয়া গৃহিণী পুনরায় তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। পরেশ,—"থাক্ থাক্, অত দেবেন না"—বলিয়া মাংস-রান্নার ভূয়সী সুখ্যাতি করিয়া সার্টিফিকেট দিল, "এরূপ রান্না পূর্ব্বে কখনও খাই নি।" গৃহিণী সেই সময় কর্ত্তার কাণে-কাণে কি বলিলেন।

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "গিন্নি তোমাদের সুখ্যাতি শুনে অনুরোধ করছেন যে পারিতোষিক-স্বরূপ রাঁধুনীর একটা বর খুঁজে দিতে হবে।"

পরেশ কথাটার শেষটা শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিয়াছিল, বুঝি বা ইঁহারা তাহাকেই বিবাহ করিতে বলে। তখনই আবার ঐরূপ অলীক ও অসম্ভব সন্দেহ মনে হওয়াতে মনে-মনে লজ্জিতও হইল। উত্তরে বলিল, "পাত্রের আর ভাবনা কি? অমন সুন্দরী, গুণবতী মেয়ের যে বর হবে সে ত ভাগ্যবান্। আমি এবার কলিকাতা গিয়েই একটা খুব ভাল পাত্র দেখে দেব।"

কথা শুনিয়া কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই হাসি-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরেশও অপ্রতিভ না হইয়া বালকের ন্যায় তাহাতে যোগদান করিল। দেখাদেখি সুরেশও হাসিতে লাগিল। মনের কপাট যেমন হাসিতে খোলে তেমন আর কিছুতেই নয়। উভয়পক্ষেই অতঃপর অসঙ্কোচে আলাপ চলিতে লাগিল।

পীতাম্বর গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বিদ্যায়, বয়সে আর জ্ঞানে বড় হলে কি হয়, পরেশের অন্তরটা ঠিক বালকের মত।"

পরেশের বাস্তবিকই মনে হইল—সে যেন বালক, আর ইঁহারা যেন কতকালের পরিচিত পরমাত্মীয়।

আহারান্তে পরেশ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করিল, "দেখ সুরেশ, স্ত্রীশিক্ষা দেশীভাবেই হওয়া উচিত—" ইত্যাদি। সুরেশও দুই-চারিটী কথায় সময়ে-সময়ে তাহার উপর টিপ্পনী দিতে লাগিল। পীতাম্বরও শুনিতে-শুনিতে তাহার উপর বেশ একটু রসান দিলেন। বিদ্যাদর্পিত যুবকদ্বয় বুঝিল যে, প্রবীণ সংসারাভিজ্ঞ লোকদিগের নিকট তাহাদের এখনও অনেক শিক্ষা করিবার আছে।

গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পরেশ পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে সে দিন বল্‌লেন,—পরোপকার, এই সব আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য; আপনি সে কথা কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

"কি জানি বাবা, তোমাদের দেখে কেমন দুট-কথা বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল। ভগবান্ যা বলিয়েছেন, তাই বলেছি।—" বলিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। পরে আবার বলিলেন, "ভগবান্ তোমাদের অশেষ কল্যাণ করুন, যে কয়দিন্ গ্রামে আছি, মাঝে-মাঝে এক-একবার এসো।"

সেই সময় চামেলী আরও গোটাকতক পান আনিয়া দুইভাইকে দিল। এবার না পলাইয়া, বড়-বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উভয়কে দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতৃদ্বয় অদৃশ্য হইলে পীতাম্বরবাবু চামেলীকে বলিলেন, "খাবার সময় অমন ক'রে পালিয়ে গেলি কেন?

চামেলী বলিল, "ওরা যে মেজদিদির বর!"

পীতাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিন্নি বলেছেন বুঝি?"

চামেলী গম্ভীরভাবে বলিল, "মা বল্‌বে কেন? আমি জানি।"

পীতাম্বর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দু'জনার কোন্‌টী তোর মেজদি'র বর বল্ দেখি?"

"যে তোমার পাশেই খেতে বসেছিল।"

৩

এই ঘটনার পর হইতে দুইভাই পীতাম্বরের বাটীতে ঘন-ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। পীতাম্বরবাবু বিবাহের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। কেবল স্নেহ, যত্ন ও আলাপে ভ্রাতৃদ্বয়কে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। বাটী-অপেক্ষা এস্থানে উভয়ে অধিকতর শান্তি অনুভব করে।

এদিকে পাড়ায় অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হইল যে, পীতাম্বরবাবু বুনো বাঘকে পোষ মানাইয়াছেন। সকলেই ঐ বিষয়ে কাণাকাণি করে কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে কিছু বলে না। সমবয়স্ক কেহ কোনও রূপ ঠাট্টা করিলে তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

কিছু দিনের পর পীতাম্বরের স্ত্রী আসিয়া সুরেশ-পরেশের মাতার সহিত গোপনে কি পরামর্শ করিয়া গেলেন—বড়বধূমাত্র তাহা অবগত। নিখিলেশ শুনিয়া মনে-মনে হাসে,—অনেক দিন হইল, পীতাম্বরবাবু ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো তাহার সফলতার কোনও নিদর্শন দেখিলাম না।

এদিকে চম্পকবালার রন্ধন-পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য ভ্রাতৃদ্বয়ের রসনা-গোচর হইতে লাগিল। কিন্তু রন্ধনকারিণী যেমন চক্ষুর অগোচর ছিল, তেমনই রহিল। পরেশ আহারে বসিয়া মনে করে, যেন আরব্য উপন্যাসের কোন দেশ হইতে পরী ও জিনি খাদ্যপূর্ণ পাত্রসকল সরবরাহ করিতেছে।

সুরেশ অল্পদিনেই বুঝিল যে ছোটদাদার মনের ভাবান্তর ঘটিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য সে পীতাম্বরকে বিশেষ অপরাধী করিতে পারিল না। তাহার জেদ হইল, যেমন করিয়া হউক, এ মোহজাল ছিন্ন করিয়া ছোটদাদাকে মনের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। ভাবিল, কি করা

উচিত ? শেষ স্থির করিল, কলেজ খুলিতেছে, আর সপ্তাহের মধ্যেই তো কলিকাতা ফিরিতে হইবে। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

পরেশ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে লইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য-সত্য-ভঙ্গের যে কোনও সম্ভাবনা আছে তাহা তাহার মনে উদয় পর্য্যন্ত হয় নাই। সে এখন এক অভিনব, অপরূপ সৌন্দর্য্যময় ও স্নেহময় জগতে বিচরণ করিতেছে। চামেলীর অনুরোধে অনেক গ্রন্থ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া সুন্দর-সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা চম্পার খাতায় লিখিয়া দিয়াছে। কোনটা ইংরাজী কবিতার পদ্যে বঙ্গানুবাদ, কোনটা বা স্বরচিত—বেচারী ইতি-মধ্যে অনেক পদ্য লিখিয়া ফেলিয়াছে। সুরেশ অবশ্য সকলগুলি চম্পার খাতায় লিখিয়া দিতে দেয় নাই। চম্পা গান গাহিতে পারে শুনিয়া, স্বরলিপি-সম্বলিত গানের বহি কলিকাতা হইতে ডাকে আনাইয়া পরেশ তাহাকে উপহার দিয়াছে। পরেশ ভাল গাহিতে পারে না, কিন্তু সুরেশের গলা বেশ। সুতরাং তাহাকে এখন প্রায়ই পীতাম্বরের বাড়ীতে মহলা দিতে হয়।

একদিন কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা 'পাক-প্রণালী' আসিতে দেখিয়া সুরেশ প্রশ্ন করিল, "ছোড়্‌দাদা, এখানা কি কারুর রন্ধন-নৈপুণ্যের পুরস্কার ?"

"না—হাঁ—তা" বলিতে-বলিতে পরেশের মুখ সেই বইখানার মলাটের মত লাল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মনে হইল যে, চম্পক-বালার বিশিষ্ট রন্ধন-পটুত্বের বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে—পাকপ্রণালী নয়—একটা বর ! যাহা-হউক আপাততঃ বইখানা চম্পার হাতে পৌঁছিল।

সুরেশ বুঝিল যে, ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইতেছে। একটা হেস্তনেস্ত করিতেই হইবে। আহারে, আপ্যায়নে, যত্নে পীতাম্বর যদি

ছেলে-ধরা ফাঁদ পাতিয়া থাকেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাহা ছিন্ন করা দরকার। ছোটদাদা, যিনি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত বলিলেই হয়, তাঁহার উচ্চতম আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ হইবে, চরিত্রের সংযম নষ্ট হইয়া অধোগতি হইবে, সুরেশের ইহা অতীব বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।—এক অপরিচিতা বালিকা ছোটদাদার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছে; ছোট-দাদা একটা ঘ্যান্‌ঘেনে কাঁদুনে ছেলেকে কোলে লইয়া তাহাকে অশেষ-যত্নে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে—এ চিত্র সুরেশের মনে বেশ পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল না. সব কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া! সে সেই দিনই পরেশের সমক্ষে পীতাম্বরবাবুকে কথায়-কথায় প্রশ্ন করিল, "মহাশয়! মানুষের কর্ত্তব্য কি?"

হরি! হরি! সুরেশ ভাবিয়াছিল, পীতাম্বরের যদি সত্যই ছেলে-ধরা মতলব হয়, তিনি অবশ্য বলিবেন, 'বে'থা ক'রে সংসারী হওয়া। ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করা।'—তা নয়, পীতাম্বর অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "মানুষের কর্ত্তব্য—ঈশ্বরান্বেষণ, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা।"

নাঃ, ইহাঁর সঙ্গে বাঁও-কসাকসি করিতে গেলে হারিতে হইবে! পীতাম্বর অতি সুচতুর, ইঁহাকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করাই ভাল। সুরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তবে আমরা সাধ ক'রে, সংসার-বন্ধন পরি কেন?"

পীতাম্বর তেমনি সহজভাবে উত্তর করিলেন, "মুক্তির উপায় খোঁজবার জন্য। দেখ নি বাবাজী, ক'নে বিবাহের পর, বরের হাতের সূতো খুলে দেয়।"

উত্তর শুনিয়া সুরেশ একটু থতমত খাইয়া গেল। বলিল, "তবে কি আপনি বল্‌তে চান্ যে সন্ন্যাসাশ্রম শ্রেষ্ঠ?"

"না।"

"এ ও নয়, ও-ও নয়, তবে কি ?"

"উভয় আশ্রমই ভাল।"

"এ হেঁয়ালী বোঝা যায় না।"

পীতাম্বর বলিলেন, "বাবাজী, সন্ন্যাসীর আদর্শ—বৈরাগ্য, গৃহীর আদর্শ—আত্মত্যাগ। এর মধ্যে তুমি, কোন্‌টাকে বড় বল্‌তে চাও ?"

সুরেশ বলিল, "তাই ত !"

পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসীর পথ ত্যাগ, সংসারীর পথ সেবা—আত্ম-ত্যাগে সেবা।"

"কে সে পথ নির্দ্দেশ কর্‌বে ?"

"গুরু।"

"যার গুরু নাই ?"

"তার পথ নির্দ্দেশ কর্‌বে প্রকৃতি।"

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে ত বেশ মজা। সংযমের আর আবশ্যক নাই। প্রকৃতি আমায় যে-পথে চালাবে, ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, সেই পথে চল্‌ব !

পীতাম্বর সুরেশকে কোন উত্তর না দিয়া পরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশ কি বল ?"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে, আপনি ও-ছেলে মানুষের কথা শোনেন কেন ? খামখা সংযমের কথা তুলে ফেল্‌লে !"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "বাপু, সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। সংযমে প্রকৃতি বশ, কিন্তু বাধায় বিপরীত হয়। বেগবতী নদীর গতি, খাল কেটে ভিন্ন পথে চালান যায়, কিন্তু বাধা পেলে সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। তা'তে মহা অকল্যাণ হয়।"

পরেশ বলিল, "ঠিক্ ত !"

পীতাম্বর বলিলেন, "একরকম আকৃতির মানুষ বরং দেখা যায়, কিন্তু একপ্রকৃতির দু'জন মানুষ হয় না। মানুষ কেন, ঈশ্বর যদি দু'জন থাকৃতেন, দু'জনে মতদ্বৈধ হ'য়ে মহা গোলমাল উপস্থিত হ'ত। ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির এক পথ কেমন ক'রে হবে? সবাই কি এক জিনিস ভালবাসে? এই দেখ, তুমি আর পরেশ, তোমরাই বল দেখি, কে কি ভালবাস?"

পরেশ ঝাঁ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "সুরেশ ভারি তর্ক করৃতে ভালবাসে।"

সুরেশ বলিল, "ছোড়্দাদা লেক্চার দিতে খুব ভালবাসে!"

হায় রে জ্যেষ্ঠানুগমন! কোথায় রে রাম-লক্ষ্মণ! দুইভাইয়ে চকিতের ন্যায় একবার মুখ চাওয়া-চায়ি হইল। তারপর তিনজনেরই তুমুল হাস্যে ঘরখানি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

ইহার পর পরেশ, চামেলীকে লেক্চার দিবার জন্য উঠিয়া গেলে, পীতাম্বর সুরেশকে বলিলেন, "তোমার আর তোমার ছোড়দাদার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোমাদের উভয়ের পথও বিভিন্ন। তুমি তোমার ভাইয়ের প্রকৃতি যে রকম দেখ্ছ, তা'তে কি ওর বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত?"

সুরেশ থতমত খাইয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে, না।"

"তা হ'লে পরেশ যদি বিবাহ করে, তুমি তা'তে বাধা দেবে না?"

সুরেশ প্রতিশ্রুত হইল, "না"।

কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বদিনে ভ্রাতৃদ্বয় পীতাম্বরের বাটীতে বিদায় লইতে গেল।

ফিরিবার সময় উভয়েরই মনে হইতে লাগিল, যেন কতকালের আত্মীয়তা-বন্ধন, ছিন্ন করিতে দুজনেরই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল।

তবে পরেশের কিছু বেশী। সে বিশেষ ম্লানভাবাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কবে কল্‌কাতায় যাবেন ?"

পীতাম্বর পরেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, "কল্‌কাতায় গেলে আমাদের বাড়ীতে এসো! আমরা আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ ফির্‌ব।"

পরেশ বলিল, "বেশ, আমরা হয় ত ষ্টেশনেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।"

৪

কলিকাতার মেসে ভ্রাতৃদ্বয় ফিরিয়া আসিল। সুরেশ পূর্ব্বের ন্যায় পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু পরেশের আন্‌মনা ভাব সকলেই লক্ষ্য করিল। দুইভাইকে এখন আর উচ্চকণ্ঠে তর্ক-বিতর্ক করিতে শুনা যায় না। বৈকালে পরেশ সুরেশের সহিত ইডেন-গার্ডেনে যাইয়া রাত্রি ৭, ৮টা পর্য্যন্ত বিচরণ করে।

আজকাল পরেশ স্বভাব-শোভা বড় ভালবাসে। সুরেশ দুই-একটা কথা পাড়িতে চেষ্টা করে, পরেশ কেবল দু'-একটা 'হাঁ-হুঁ' করিয়া, হয় চিন্তাযুক্তভাবে পাদচারণ করে, নয় বেঞ্চে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া থাকে সত্য কিন্তু তাহার মন হইতে বহির্জ্জগৎ একেবারে বিলুপ্ত।—দিনরাত্রি মনের চিন্তা—একখানি চিত্র, আর নীচে লেখা—'চম্পকবালা'।

সুরেশ ভাবিল, এরূপ মন-গুম্‌রে থাকা অপেক্ষা ছোটদাদা মনের ভাব কতকটা প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হইত। একদিন সে বলিল, "ছোড়্‌দা, পীতাম্বরবাবুর মেয়েরা আমাদের অত যত্ন করে খাওয়ালে-দাওয়ালে, আমাদের উচিত—ওদের একটা কোন জিনিষ কিনে উপহার দেওয়া।"

প। ঠিক বলেছিস্, কি দেওয়া যায় বল দিকি ?

সু। তুমি যা ভাল বোঝ।

পরেশ গভীর চিন্তামগ্ন হইল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "বঙ্কিম-বাবুর, হেমবাবুর, নবীনবাবুর আর রবিবাবুর যতগুলি বই আছে, সবগুলি খুব ভাল ক'রে বাঁধিয়ে, সোণার জলে—'চম্পকবালা' নাম লিখে, পাঠিয়ে দিলে হয় না?"

সুরেশ হাসিয়া উঠিল। পরেশ অপ্রতিভ হইয়া একটু বিরক্তভাবে বলিল, "বাঁদরের মতন দাঁত দেখাচ্ছিস যে?"

সুরেশ হাসি-সম্বরণ করিয়া বলিল, "তা কর্‌তে গেলে একখানি গরুর গাড়ী বোঝাই কর্‌তে হবে! তা ছাড়া ও-সব বই নিশ্চয়ই ওদের আছে। আমি বলি কি, ওদের বাড়ীর হারমোনিয়মটা মস্তবড়, বাজাতে অসুবিধা হয়, তুমি একটা ছোট দে'খে ভাল হারমোনিয়ম কিনে দাও না?"

পরেশ প্রীত হইয়া বলিল, "ঠিক বলেছিস্। এতক্ষণ বোধ হয় দোকান বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। কালই কিনে আনা যাবে।"

সু। আর চামেলীর জন্যও একটা কিছু দিও, নইলে ভাল দেখায় না।

প। ওর জন্যে একটা ভেল্‌ভেটের সেলাইয়ের বাক্স দেওয়া যাক্, কি বলিস্?

সু। বেশ্।

পরেশ ও সুরেশ ইডেন্-গার্ডেন্ হইতে ফিরিবার সময় সেলাইয়ের বাক্স কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন হারমোনিয়মও কেনা হইল।

৫

কম্পাসের কাঁটা যেমন নিয়ত উত্তরমুখ হইয়া থাকে, কলিকাতায় আসিয়া পরেশ তেমনি ৩রা অগ্রহায়ণের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? নির্দ্দয় দিনগুলি তাহাদের পরিমিত দণ্ড, পল, অনুপল হইতে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িতে চাহিল না। তুমি যেমনই থাক

না কেন—রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, আশায়, উৎকণ্ঠায়, বিচ্ছেদে, মিলনে—দিন আপনার চব্বিশটা ঘণ্টা আদায় করিয়া লইয়া তবে যায়। এ যে বেজায় জুলুম! পরেশ মনে মনে বলিল,—"রোসো, তুমি যেমন আমার ওপর পাথর হয়ে চেপে ব'সে আছ, আমিও দেখ্‌ছি।" তার-পর সুরেশকে বলিল, "সুরেশ, একটা ভাল দে'খে গান গা'ত ভাই!"—দেখি দিন কাটে কিনা? শেষের কথাটা অবশ্য স্বগতঃ।

সুরেশ হারমোনিয়ম লইয়া গাহিল, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"

পরেশের চক্ষু দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, "দেখ সুরেশ—।" সুরেশ বুঝিল, বায়স্কোপের ফিল্‌মের মত বত্রিশ মাইল লম্বা একটী লেক্‌চার আগতপ্রায়। বেচারী হারমোনিয়মটা একেবারে বাক্সে বন্ধ করিয়া ছোটদাদার মুখ চাহিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল।

পরেশ বলিল, "দেখ সুরেশ, এই যে আমাদের মৃত মহাত্মা রাম-মোহন রায় মহাশয়, অবশ্য আমি নিন্দা কর্‌ছি না, কিন্তু দেশের যত সর্ব্বনাশ ইনিই করেছেন।"

সুরেশের বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু নীরবে প্রশ্ন করিল, কেন?

পরেশ তাহা বুঝিল, বলিল, "কেন? ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছিস্, কেন? তর্ক কর্ না ছোঁড়া, তুই যে ভারি তার্কিক, তর্ক কর্!"

সুরেশ ছোটদাদার কথা আজীবন বেদবাক্যের মত মান্য করিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল না, তার্কিক হইল কবে!

ছোটদাদা বলিতে লাগিলেন, "চুপ করলে কেন? হয় তর্ক কর, নয় স্বীকার কর। সর্ব্বনাশ ক'রেছেন কেন? কাজ নেই, কর্ম্ম নাই, লোকের সংসারধর্ম্ম নেই, খালি 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!' মনে কর্‌বার কি আর কোনও জিনিষ নেই? জানিস্, রাত্রিদিন মৃত্যু-চিন্তায় মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ পায়। কেবল বৈরাগ্য

আর সন্ন্যাস-চিন্তা ক'রে ক'রে এদেশের মাটী পর্য্যন্ত ন্যাব্যাটে রং—ঐ গেরুয়ার রং – হল্‌দে হ'য়ে গিয়েছে।"

সুরেশ মৃদুস্বরে বলিল, "সে কি ছোড়্‌দা, তুমিই যে কতবার বলেছ,—ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি, ভগবৎ প্রেম—"

"আরে থাম্ থাম্ আর জ্যাঠামো কর্‌তে হবে না। ভগবৎপ্রেম! ভগবৎপ্রেম অমনি বল্‌লেই হ'ল কিনা? কি বলি, আর কি বুঝিস্! ভগবৎপ্রেম শিক্ষার স্থলই হ'ল এই সংসার। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে নিঃস্বার্থভাবে ভাল বাস্‌তে-বাস্‌তে তবে আত্মোন্নতি হয়। তবে মানুষ ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে বুঝ্‌তে পারে, ভগবানকে কি ক'রে ভালবাস্‌তে হবে। হুঁঃ! ভগবৎপ্রেম! ভগবৎপ্রেম অমনি বল্‌লেই হ'ল আর কি? আগে স্ত্রীপুত্রকে ভালবেসে আত্মত্যাগ শেখ্, তবে ও-সব কথা!"

সুরেশ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু বুঝিল, ছোড়্‌দাদা কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন! হায় নারী! একখানা ছবিতেই এত! সে চম্পাদেবী এখনও ছোটদাদার সাম্‌নে একদিনও বাহির হয় নাই! সুরেশ ভাবিতে লাগিল, এ হ'ল কি!

এদিকে পরেশের দিনগুলি চলিতে লাগিল, যেন হাজারমুনে গাধাবোটের মত! সকাল হয় ত সন্ধ্যা আসে না, সন্ধ্যা হয় ত রাত কাটে না! সুরেশকে পরেশ ভয়ে আর গান গাহিতে বলে না। প্রথম দিনের পর দ্বিতীয় দিন বলায় সুরেশ গাহিয়াছিল, 'ভাব দেখি মন, সে দিন কেমন, যে দিন যেতে হবে রে।' পরেশ দ্যেৎ বলিয়া পিছন ফিরিয়া শুইল,—অর্থাৎ চম্পার ধ্যানে নিমগ্ন হইল।

অনেক আনা-গোনার পর অবশেষে কৃপণের অনিচ্ছার দানের মত, ৩রা অগ্রহায়ণ আসিল, কিন্তু চম্পা আসিল না। উঃ সে দিন প্রভাত

হইতে-না-হইতে পরেশের কি হুড়োহুড়ি! সুরেশ বরাবরই ভোরে উঠিয়া বায়ু সেবন করিতে বাহির হইত। পরেশ তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কলিকাতার রাস্তায় বাহির হওয়া উচিত নহে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। সুতরাং সুরেশ দেরি করিয়া উঠিত। আজ সেই ছোটদাদা বলিতেছে, "দেখ সুরেশ—।" সুরেশ ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! সকাল-বেলাই লেক্‌চার!

পরেশ বলিল, "দেখ সুরেশ, প্রভাতের বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া যে অনলস ব্যক্তি সূর্য্যের সহিত দিনটীকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করিয়া লয়—"

সুরেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। পরেশ বলিল, "চল না, আজ এঁরা আস্‌বেন, ষ্টেশনে যাওয়া যাক্। সাড়ে সাতটার ট্রেণে এলেও আস্‌তে পারেন।"

সুরেশ শীঘ্র প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। পরেশ বলিল, "ওটার জন্যে আর মিছে দেরি ক'রে কি হবে? চল না ষ্টেশনেই চা খাওয়া যাবে।"

আজ অদৃষ্টে উপবাস নিশ্চিত—স্থির করিয়া লক্ষ্মণ-ভাই জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া চা পান করা হইল না। ইতিমধ্যে যদি ট্রেণ আসিয়া পড়ে! ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত দুই ভাই লম্বা প্ল্যাট্‌ফরমের এদিক-ওদিক করিতে লাগিল! গাড়ী আসিল, কিন্তু এঁরা কই?

পরেশ বলিল, "যখন আসা গেছে তখন সাড়ে ন'টার গাড়ীখানা দেখে গেলে হয় না?"

সুরেশ বলিল, "সে গাড়ী আস্‌তে অন্ততঃ এখনও দুঘণ্টা দেরি আছে, চল ততক্ষণ চা খেয়ে নেওয়া যাক।"—অগত্যা তাই।

চা খাওয়া হইল। সাড়ে নয়টার গাড়ীও আসিল। কিন্তু—আ কিন্তু কি? কথাটা স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেলাই ভাল। সাড়ে নয়টা, সাড়ে এগারটা, পর-পর দুইখানা ট্রেণ আসিল, কিন্তু কোনখানাই এই উৎকণ্ঠিত নায়কের নায়িকাকে বহন করিয়া আনিল না। তখন সুরেশও একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "পীতাম্বরবাবু এখনও যখন এলেন না, তখন নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড ঘটেছে।"

পরেশ অমনি পাণ্ডুরমুখে বলিল, "বলিস্ কি! কেউ মারা যায় নি ত?"

"ততটা নয়। আমার বোধ হয়, কোন অসুখ-বিসুখ হয়ে থাক্‌বে। তা যদি হয় তা হ'লে নিশ্চয় পীতাম্বরবাবু চিঠি লিখেছেন, আর হয় ত এতক্ষণ মেসে এসে প'ড়ে আছে।"

শুনিবামাত্রই পরেশ সুরেশের সহগমন অপেক্ষা না করিয়া হন্-হন্ করিয়া মেসের দিকে ছুটিল। সুরেশ অবশ্য জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিল, কিন্তু ধীরে-ধীরে!

মেসে পৌঁছিয়া দেখিল, পরেশ একখানি পত্র পড়িতেছে—মুখে আতঙ্ক অঙ্কিত! সুরেশকে দেখিয়াই বলিল, "যা ভেবেছি তাই!"

"কি! মারা গেছে নাকি?"

পরেশ বলিল, "এখনও যায় নি, কিন্তু যাবার দাখিল! ভারি জ্বর! এই চিঠি প'ড়ে দেখ্।"

সুরেশ পড়িয়া দেখিল, পীতাম্বর বাবুর স্ত্রীর ও চম্পার প্রবল জ্বর। বলিল, "তাই ত!"

পরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাই ত কি? আমাদের উচিত এখনই একজন ডাক্তার নিয়ে সেখানে যাওয়া। তিনি আমাদের পুত্রের মত স্নেহ করেন, আমাদেরও উচিত পুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করা।"

সুরেশ প্রমাদ গণিল! কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলিল, "ছোড়্দা, তুমি নিরর্থক ভাব্ছ।"

পরেশ অমনি গম্ভীরমূর্ত্তিতে সুরেশের পানে চাহিয়া বলিল, "দেখ সুরেশ—।" বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এখনও স্নানাহার কিছুই হয় নাই, সুরেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আমি তা বল্‌ছি না। তবে কিনা, জান ত, এসময় ওখানে খুব ম্যালেরিয়া হয়। কেঁপে জ্বর আসে, দু'চার দিন পরে ছেড়ে যায়। তা ছাড়া পীতাম্বরবাবু একজন বুদ্ধিমান লোক, আবার অবস্থাপন্ন। তাঁর লোকের অভাব কি? তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লে কলকেতা থেকে দশটা ডাক্তার নিয়ে যেতে পারেন। আমরা হঠাৎ ডাক্তার নিয়ে হাজির হ'লে লোকে বল্‌বে কি?"

এ অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে পরেশ কোন কথা কহিতে পারিল না, এবং পারিল না বলিয়াই চটিয়া উঠিল। গম্ভীর হইয়া বলিল—"দেখ, সুরেশ—।" সুরেশ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরেশ বলিল, "দেখ সুরেশ, তুমি লোকের কথা ছেড়ে দাও। লোক আর কে? সেই প্রসন্ন জ্যেঠা, না নিমে মামা, না ঘোষ পিসী? পীতাম্বরবাবুর মত লোকের কণামাত্র উপকার কর্‌তে পার্‌লে ও-সব লোকের অভিসম্পাতও আমি গ্রাহ্য করি না।" বলিতে-বলিতে চিঠিখানা আবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে লাগিল।

সুরেশ মনে-মনে ভাবিতেছে, বড়দাদার ছেলে-মেয়ের অসুখ হ'লে, এমন কি মায়ের অসুখ হ'লেও ছোড়্দা এতটা উদ্বিগ্ন হ'ত কি? বিয়ে না ক'র্‌তেই এই, এর পর কি হবে কে জানে!

পরেশ চিঠি-পড়া সাঙ্গ করিয়া কহিল, "একখানা টেলিগ্রাম কর ত, Urgent reply prepaid, সকলে কেমন আছে? এখান হ'তে ডাক্তার নে যাবার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা?"

সুরেশ বলিল, "আমি বলি, চল আজ শনিবার আছে, বাড়ী যাওয়া যাক্। টেলিগ্রাম ক'রে পীতাম্বরবাবুকে খামকা ব্যতিব্যস্ত করা হবে মাত্র। তাঁর জামাই ডাক্তার রয়েছে, তিনি তোমায় ডাক্তার আনতে বলবেন কেন?"

পরেশ। ঠিক্ বলেছিস্, চল্ শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়া যাক্।

সুরেশ। দুটি ভাত মুখে দিয়ে চল।

পরেশ। তাই নে--তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

পূজার ছুটির পর এত শীঘ্র বাড়ী যাওয়া যদিও ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক, তবুও সুরেশ দেখিল যে মন্দের ভাল পন্থাই এ ক্ষেত্রে শ্রেয়ঃ। পাঁচটার আগে সুবিধা মত গাড়ী ছিল না। গ্রামের ষ্টেশনে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, মক্‌মলের সেলাইয়ের বাক্সটা পরেশের হাতেই আছে; হারমোনিয়মের বাক্সটা একটা মুটে মাথায় করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিয়াছে।

পরেশের ইচ্ছা ছিল যে প্রথমেই পীতাম্বরবাবুর বাটীতে যায় কিন্তু সুরেশ কিছুতেই যাইতে দিল না। পরেশও ছাড়িল না। "দেখ সুরেশ—" বলিয়া আরম্ভ করিল যে, নগণ্য অশিক্ষিত, নিষ্কর্ম্মা, গেঁয়ো লোকদিগের মতামতের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা দিতে নাই। ও-সকল লোকের ভয় করিয়া যে কর্ত্তব্যকার্য্যে বিমুখ হয়, সে নিতান্ত কাপুরুষ ও মনুষ্যনামের অযোগ্য।

বাটী পৌঁছিবামাত্র বড়দাদার ছেলে-মেয়েরা "কাকারা এয়েছে, কাকারা এয়েছে"—ব'লে চীৎকার করে বাড়ী মাতাইয়া তুলিল।

মুটের মাথায় হারমোনিয়মের বাক্স ও পরেশের হাতে সেলাইয়ের কেস্ দেখিয়া—"ওরে কাকারা খেলনা এনেছে, আমি নেব, আমি নেব" করিয়া পরেশ ও সুরেশকে ঘেরিয়া বালক-বালিকার দল নাচিতে লাগিল।

মাতা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পরেশ সেলাইয়ের কেস মাথার উপরে উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ও ছেলে-মেয়েদের খিঁচাইতেছে ; তাহারা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অবাধে নাচিতেছে। দূরে সুরেশ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

বাহিরে আসিয়া পুত্রদ্বয়ের কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। পরেশ একগাল হাসিতে-হাসিতে "মা, আজ মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল তাই তোমাদের দেখ্‌তে বাড়ী এলাম"—বলিয়া মায়ের পাশে বসিল। মা সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "বেশ ক'রেছ বাবা, আজ সকালে একটা মস্ত রুইমাছ দিয়ে গেছে,তোমরা এলে ভালই হ'ল।"

বড়বউ দরজার পাশ হইতে বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার ছেলেরা নিশ্চয় ঐ মাছের গন্ধে-গন্ধে এসে পড়েছে।"

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসির সঙ্গে সব গোল চুকিল মনে করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃতিস্থ হইতেছিল। এমন সময় বড়বউ ঘরের ভিতর আসিয়া হারমোনিয়মের বাক্স খুলিয়া (চাবি গায়ে লাগান ছিল) বলিল, "বাঃ বেশ হারমোনিয়ম ত !— এইবার ছোট্‌ঠাকুর-পোর গান শোনবার সুবিধা হবে।"

পরেশের মুখ শুকাইল, সুরেশ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বলিল "ওটা ছোড়্‌দা একজনকে দেবে বলে এনেছে।"

বড়বউ তখন সেলাইয়ের কেস্ নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল, "কাকে ঠাকুর-পো ? দেবার মানুষ পেয়েছ নাকি ?"

এমন সময়ে বড়বউয়ের ছেলে-মেয়েরা আসিয়া আবার একবার হাঙ্গামা বাধাইল। মা তখন তাহাদের ধম্‌কাইয়া বলিলেন,—"যা, যা, এখন গোল করিস্ না। এই এলো, এখন একটু জল খাবে, না সব্ ধিঙ্গি-পানা কর্‌তে এলি। বৌমা এদের জলখাবার দেও।"

এতক্ষণে ভ্রাতৃদ্বয় একটু হাঁপ ছাড়িল। পরেশ তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতে নাকি ভারি অসুখ শুনছি?"

মা। হাঁ বাবা, পরিবারের ও মেজ মেয়ের খুব জ্বর হয়েছে। আজ আবার শুনছি নাকি ছোট মেয়েটার গা গরম হ'য়েছে, তা এসময়ে ত জ্বরজ্বারি একটু-আধটু হয়েই থাকে, ওরা এই অনেক দিন পরে এসেছে কিনা।

প। আমাদের একবার যাওয়া উচিত।

মা। আমি কাল গিয়েছিলুম, নিখিলও বুঝি আজ সকালে গিয়েছিল। আহা তারা তোমাদের যে কি চক্ষে দেখেছে, বল্‌তে পারি নে। গিন্নি জ্বরে ধুঁক্‌তে-ধুঁক্‌তে তোমার কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। আহা চম্পা—।

গৃহিনী চুপ করিলেন ও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন, "আমার কি তেমন কপাল!"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, "কি কপাল?" কিন্তু কি রকম বাধ-বাধ ঠেকিল, পারিল না।

জলখাবার আসিল। খাইয়া উভয়ে বহির্গত হইল। বাহিরে আসিয়া সুরেশ একটী ভৃত্যকে হারমোনিয়মের বাক্স আনিতে আদেশ করিল ও নিজে সেলাইয়ের কেস্‌টী হাতে লইয়া চলিল। পরেশ বলিল, "কাল সকালে দিলেই হ'ত।"

সুরেশ বলিল "না ছোড়্‌দা, আবার কাল সকালে দশজনকে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে প্রাণ যাবে।"

পরেশ একটু হাসিল ও মনে-মনে পাড়াগেঁয়ে লোকের অনধিকার-চর্চ্চার বিষয়ে একটী বক্তৃতা ঠিক করিয়া রাখিল।

পীতাম্বরবাবু ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া মনে-মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। তারপর সেলাইয়ের

কেস ও হারমোনিয়ম দেখিয়া বলিলেন, "মিছে কেন এসব খরচ করলে? আবার এত কষ্ট করে নিয়ে আসা! কিন্তু মেয়েদের পেয়ে ভারি আহ্লাদ হবে, আমি যাই এখুনি দিয়ে আসি।"

পরে ভ্রাতৃদ্বয় শুনিল, জ্বর বেশী কিছু নহে। ডাক্তার-জামাই এসেছিল, ব'লেছে—ম্যালেরিয়া জ্বর—ছাড়লে, কুইনাইন দিলেই সেরে যাবে। বড়জোর সপ্তাহখানেক ভোগাবে।

চামেলির সামান্য গা গরম হয়েছিল, সে আসিয়া বলিল, "এটা বেশ বাক্স, বাবা একটা সেলাইয়ের বাক্স দিয়েছেন, এটা তার চেয়েও ভাল।"

পরেশ ধন্য হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "হারমোনিয়মটা কেমন?"

"সুর না শুনলে কেমন ক'রে বল্‌ব?"

কাজে-কাজেই সুরেশকে গান গাহিতে হইল। পীতাম্বর আহারের অনুরোধ করিলেন। পরেশ নিমরাজী, কিন্তু সুরেশ কিছুতেই রাজী হইল না।

এইরূপে উপরি-উপরি দুই দিন আনা-গোনা ও গানবাজনা চলিতে লাগিল।

৬

গ্রামে বয়স্থা কন্যার পিতা অনেক ছিলেন। তাঁহারা পরেশ-সুরেশকে বশ করিবার জন্য পীতাম্বরবাবুকে প্রথমে বিশেষ উৎসাহিত করেন। পরে যখন দেখিলেন, এই সহুরে লোকটা কিছুদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া তাঁহাদের চোখের সামনে এই দুই রুই-ক্যাৎলা গাঁথিয়া ফেলিল, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। ভ্রাতৃদ্বয় এবং পীতাম্বরবাবুর পরিবারবর্গকে লইয়া বিষম ঘোঁট উপস্থিত হইল। পীতাম্বরবাবুর কন্যারা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বডি-সেমিজ পরে এবং অপরিচিত যুবকদ্বয়কে লইয়া নৃত্যগীত, আমোদপ্রমোদ করে।—পাড়ায় এ কি অনাসৃষ্টি অনাচার!

গ্রামে স্থানে-স্থানে সভাসমিতি বসিতে লাগিল। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, পীতাম্বরবাবুর কুৎসা। যুবকদ্বয়ের দোষ কি? তাহারা সম্পূর্ণ অপরিপক্ক। এসকল কুৎসিত আন্দোলনে আমাদের প্রয়োজন নাই। কেবল একটা কথা পাঠককে বলিয়া রাখি, পাড়ার মাতব্বর মুরুব্বীরা সকলেই শিবচৌধুরীর উপর সহসা সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িল। তাহারও একটী বয়স্থা কন্যা ছিল।

পীতাম্বরের কুৎসায় যারপর নাই দুঃখিত হইলেও সুরেশ দূর হইতে অতি আগ্রহ-সহকারে এই সকল সভা-সমিতির কার্য্যপ্রণালী দেখিতেছিল। পরেশের ইচ্ছায় কোনও বাধা দিবে না বলিয়া সে পীতাম্বরবাবুর নিকট প্রতিশ্রুত। এত লোকের সমবেত চেষ্টায় যদি আপাততঃ ছোট-দাদার ঝোঁক্‌টা কাটিয়া যায় ত পরম মঙ্গল।

নানা স্থানে নানা আন্দোলন হইয়া অবশেষে একদিন নিখিলেশের বাটীতেই বিরাট সভা বসিল। তাহার প্রথম উদ্দেশ্য, পরেশের সহিত পীতাম্বরের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করা।

নিখিলেশ পীতাম্বরকে একপ্রকার বাগ্‌দান করিয়াছেন—অর্থাৎ পরেশ সম্মত হইলে তাঁহার আর কোনও আপত্তি হইবে না। কিন্তু পাড়ার প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাক্য রক্ষা করিতে তিনি ভীত। উভয়সঙ্কটে পড়িয়া নিখিলেশ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

আমাদের পূর্ব্বকথিত ঘটক দূর হইতে একবার উঁকি মারিয়া সভার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া পীতাম্বরকে সংবাদ দিলেন। পীতাম্বর তাহাকে দুই-একটী উপদেশ দিয়া পুনরায় সভায় পাঠাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে পরেশকে লইয়া সুরেশ সভাস্থ হইল। সেই সময় পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন, পরেশের সহিত শিব চৌধুরীর কন্যার বিবাহের পণপত্র সমাধা হউক।

ঘটকঠাকুর অমনি বলিলেন, "আপনারা কেহই জানেন না, শিব চৌধুরীর কন্যার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি প্রস্তাব করি, শ্রীযুক্ত পীতাম্বরবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত শ্রীমান্ পরেশচন্দ্রের শুভসম্বন্ধ স্থির হউক।"

মনসাচরণ অমনি ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন—"সাম্‌লে কথা কও ঘটক! সাম্‌লে প্রস্তাব কর! এ কি ছেলের হাতের মোয়া যে চড় মারলুম; কেড়ে নিলুম, মুখে পূরে দিলুম।"

পরেশ উঠিয়া বলিল, "মশাইরা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? এটা কি পরেশচন্দ্রের বিবাহ-প্রস্তাব, না স্মৃতিসভা? কেউ বল্‌ছেন, প্রস্তর মূর্ত্তি; কারুর মত, তৈল চিত্র! যার স্মৃতি, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সভাস্থ হতে পারে না, কাজেই দশজনে প'ড়ে গোলমাল বাঁধিয়ে একটা যা-তা করে! এ সভায় আমি উপস্থিত, আমি আর একটা প্রশ্ন করতে

ইচ্ছা করি—"আপনারা কেমন করে জান্‌লেন যে আমি বিবাহ কর্‌তে সম্মত ?"

সুরেশ মহা উৎসাহে খাড়া হইয়া বলিল, "হিয়ার—হিয়ার !"

পঞ্চুখুড়ো লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "কেমন, বেজা মামা ! আমি বলেছিলুম না ? এরা লেখাপড়া শিখেছে, এদের কাছে কি চালাকি খাটে ! পীতাম্বর মনে ক'রেছেন, যুবতী কন্যাদের নাচ-গান দেখিয়ে-শুনিয়ে পাত্র জোটাবেন ! কেমন, আমি বলেছিলুম না ! এখন সব কথা কও না যে ? কি বলিস্ পদা-পিসে ? বেঁটে মজুমদার ! চুপ ক'রে বসে আছ যে বাবা ? কেমন, হল ত ? এম্. এ. পাশের বুদ্ধি ! পীতাম্বর কেমন নাকাল ? এখন জাতও গেল, পেট্‌ও ভর্‌ল না !"

শ্রদ্ধাস্পদ পীতাম্বরবাবুর সম্বন্ধে এই সকল অকথার আলোচনা শুনিয়া ক্রোধে পরেশের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যখন তাহার মনে হইল যে, তাঁহারই আচরণের ফলে পীতাম্বরবাবু ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই সব ঘৃণ্য, জঘন্য জল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সে কোনও কথা না ভাবিয়া সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "দেখ সুরেশ, এ প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ সম্মত।"

সুরেশ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

নিখিলেশ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পীতাম্বরকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তাঁহার কুৎসায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত এবং ব্যথিত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমার দুই ভাই-ই কৃতবিদ্য, সাবালক ! পরেশের যেমন ইচ্ছা তেমনিই হবে।" বলিয়াই শুভসংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়া অন্দরমহলে গেলেন।

নিস্ফল প্রয়াসে, ক্ষোভে, রোষে পাড়ার সকলে একসঙ্গে অধোবদনে নিখিলেশের গৃহত্যাগ করিলেন। ঘটক ছুটিয়া পীতাম্বরকে খবর দিতে গেল।

সভাগৃহ শূন্য হইলে পরেশ সুরেশের ঘাড়ের উপর পড়িয়া হাসির পর হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার যোগাড় হইল। সুরেশ তাহার মুখ চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, ছোড়্দাদার কি হিষ্টিরিয়া হ'ল নাকি?

৭

বাল্যকাল হইতেই সুরেশের বিবাহের উপর বিতৃষ্ণা। পরেশের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিণাম দেখিয়া সে ভীত এবং সতর্ক হইল! কিন্তু হইলে কি হইবে! বন্ধুবান্ধবগণের অযাচিত সহানুভূতি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তার উপর কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতারা এখন কলিকাতা অবধি ধাওয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম-প্রথম সুরেশ তাঁহাদের আসিবার ওক্ত বুঝিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। যত রাত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করুক, আসিয়া দেখে, চারি-পাঁচ-জন কন্যাদায়-গ্রস্ত ভদ্রলোক তাহার শ্বশুরপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উমেদারিতে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির মত অচল-অটল-ভাবে বসিয়া আছেন। তখন তাঁহাদের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে হয়। আহারান্তে সকলে একজোট হইয়া তাহার ধৈর্য্য ও সংযমের দুর্গ আক্রমণ করেন।

সুরেশ বলে, "আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমি বিবাহ কর্‌ব না।"

"তোমার ভাইও ত প্রতিজ্ঞা করেছিল!"

সুরেশ নিরুত্তর! তাহাতে উমেদারবর্গ বুঝিলেন, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" আপাততঃ 'আচ্ছা, দেখে নেব' বলিয়া সকলে বিদায় হইলেন। ঘরে-পরে ক্রমেই রাষ্ট্র হইল, সুরেশ পীতাম্বরবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা চামেলীর নির্ব্বাচিত বর।

বিবাহের পর পরেশ বি. এল. পাস হইল। পূর্ব্ব হইতেই একজন উকীলের কাছে articled ছিল, পাস হইতেই ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে একখানি ছোট বাসা ভাড়া করা হইয়াছে। বৃদ্ধা মাতা তথায় আসিয়া নববধূর সহিত নূতন সংসার পাতিয়াছেন। বাসায় সুরেশ কতকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

এইরূপে এক বৎসর গত হইল। বলা বাহুল্য ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে তর্ক-বিতর্কের অবসর অল্পই ঘটে। পরেশ এখন নূতন উকীল। তর্ক-বিতর্ক সব এখন আদালতেই হয়। তার পর বক্তৃতা-দান-সম্বন্ধে যে, পরেশ তাহার সহধর্ম্মিণীর সমকক্ষ নয়, এক বৎসরেই সে তাহা বেশ বুঝিয়াছে। চম্পাকে দেখিলেই এখন তাহার মুখ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

সুরেশের এখন যথেষ্ট অবসর—এম্. এ. পড়িতেছে। কলেজে বেশীক্ষণ থাকিতে হয় না। আর বাড়ীতেও পরীক্ষার জন্য মেধাবী যুবকের দুই-চারি ঘণ্টা পাঠাভ্যাসই যথেষ্ট। বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছে, এখন আর বই পড়ার দিকে ঝোঁকও ততটা নাই। এ অবস্থায় সভা-সমিতি প্রভৃতি লোক-হিতকর অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতে পারিলে সময়ের কতকটা সদ্ব্যবহার হয়, কিন্তু সুরেশের স্বভাবসিদ্ধ স্বল্পভাষিতা ও লজ্জাশীলতা সে পথের বিষম কণ্টক।

ইদানীং সুরেশ 'ব্রহ্মচর্য্য ও চরমোন্নতি' সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া কোন বিশিষ্ট সভায় পাঠ করিয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দ তাহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কতকগুলি যুবক 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া সুরেশকে তাহার স্থায়ী সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছে।

এই নব অনুষ্ঠানে সুরেশ শীঘ্রই সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল। প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত এ সভায় শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের জীবনালোচনা ও প্রকৃত ধর্ম্মপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বক্তৃতা করা হইত। দেখিতে-দেখিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম একটী বৃহৎ সমিতিতে পরিণত

হইল। সুরেশের মনে হইল, এতদিন পরে সে তাহার জীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রথমে সে নিরামিষ আহার, পরে মাতার সহিত এক সন্ধ্যামাত্র অন্নাহার আরম্ভ করিল। ক্রমে কম্বলাসন, মৃত্তিকা-শয্যা ইত্যাদি কিছুরই ত্রুটি রহিল না। মাতার পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ ও বউঠাকুরাণীর বিদ্রূপ কিছুতেই তাহার নিয়মভঙ্গ করিতে সমর্থ হইল না। তারপর এম্. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

পীতাম্বরবাবুর বাটীতে এসকল সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছে ও তাহার অবাধ আলোচনাও হয়। মধ্যে-মধ্যে সুরেশও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আহারাদি করে। কিন্তু চামেলী এখন আর তাহার দিক মাড়ায় না। পীতাম্বরবাবু সুরেশের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার কার্য্যকলাপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পীতাম্বর সুরেশের সকল আচরণই একপ্রকার অনুমোদন করিতেন। পীতাম্বরবাবুর সহানুভূতি পাইয়া সুরেশ তাঁহাকে অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল।

৮

একদিন পীতাম্বরবাবু তাহাকে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "সুরেশ, তুমি নিরামিষ খাও কি জন্য? পশু-বধ পাপ ব'লে, না আমিষ-ভক্ষণে শারীরিক বৃত্তিসকল উত্তেজিত হবার আশঙ্কায়?"

সুরেশ। ব্রহ্মচর্য্য-অনুষ্ঠানের অনুপযোগী ব'লে আমিষ আহার ত্যাগ করেছি। অবশ্য আমি আপনাকে ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দিতে চাই নে। আমি সংযম শিক্ষা করছি মাত্র।

পীতাম্বর কিছুক্ষণ সুরেশের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?"

হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনিয়া সুরেশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "সত্যাশ্রয় ক'রে নির্ম্মল, পবিত্রভাবে জীবন-যাপন, আর লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করা।"

"শুধু এই ?"

"এই কি যথেষ্ট নয় ?"

"ভগবান্ লাভ করা তোমার উদ্দেশ্য নয় ?"

সুরেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন তা মানি, কিন্তু তাঁকে লাভ করবার যে কি প্রয়োজন বা লাভ করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি নি ; বুঝিও না। আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, আপাততঃ এইটুকু জ্ঞানই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি।"

পীতাম্বর খানিক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কি জান বাবাজী, সংসার-সমুদ্রে নানা তরঙ্গ, একটা আশ্রয় না পেলে তলিয়ে যাওয়া সম্ভব।"

সুরেশ একটু দৃপ্তভাবে বলিল, "আশ্রয় ? আত্মনির্ভর, পুরুষকারই মানুষের পরম আশ্রয়—আপনি কি তা মনে করেন না ?"

"অতি উচ্চ আদর্শ! ভগবান্ করুন, তোমার এ আদর্শ অটুট থাকুক।"—বলিয়া পীতাম্বর স্নেহপূর্ণনেত্রে সুরেশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পীতাম্বর নীরব হইলেন ; কিন্তু সুরেশ অন্তরে-অন্তরে বুঝিল, ঐ উচ্চ আদর্শের যোগ্য হইতে এখনও বহুদূর। তর্কের প্ররোচনার জন্য সুরেশ বলিল, "আপনি কি বলেন, ঐরূপ অহঙ্কার মন্দ ?"

"বাবাজী, আমি কিছুই জানি নে, কি বলব ? আমার ধ্রুব-বিশ্বাস, আমি অতি দুর্ব্বল, শ্রীগুরুর চরণ ধ'রে কোন রকমে সংসার-সমুদ্র তরে যেতে চাই। তোমার যে পথ শ্রেয়ঃ তোমার গুরুই তোমায় সেই পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল,"গুরু ! আমার আবার গুরু কে ? আপনি কি আমাকে কারুর চেলা ঠাওরালেন নাকি ?"—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পীতাম্বরবাবুও একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পরে বুঝ্‌বে।" তার-পর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, নিরামিষ খাওয়া যে মন্দ তা নয়, তবে নিরামিষ খেয়ে আমি একটা মস্ত সাধু হয়েছি, এ ভাবটা আমিষ খাওয়ার চেয়েও খারাপ।"

সুরেশ। আমি যতবার আপনার সঙ্গে এসকল বিষয়ে আলোচনা করেছি, প্রতিবারেই নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হয়েছি। আপনার শুধু মুখের সহানুভূতি নয়,আমার বোধ হয়, আপনি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

পীতাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাদের দু-ভাইকে দেখে অবধি আমি পুত্রের মত ভালবেসেছি। জান ত আমি পুত্রহীন—"

পীতাম্বরের কণ্ঠস্বর ভার হইয়া উঠিল। সুরেশের চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "তা হ'লে আপনি আমার আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষপাতী ?"

পীতাম্বর। বাবা সুরেশ, আমি তার কি জানি ? আমি নিজে ঘোর সংসারী। তোমার পক্ষে কোন্ পথ কল্যাণপ্রদ, চির-কল্যাণময় ভগবানই তোমাকে তা ব'লে দেবেন।

পীতাম্বর বাবুর স্ত্রী এই সময় আসিয়া বলিলেন, "বাবা সুরেশ, খাবার তৈরি হচ্ছে খেয়ে যেও।"

সুরেশ। না মা, আজ থাক্, আমায় এখনি যেতে হবে।

"কোথা যেতে হবে ব্রহ্মচারী মশাই ?"—বলিতে-বলিতে পূর্ণযৌবন-সম্পন্না একটী সুন্দরী ছেলে কোলে করিয়া হাসিতে-হাসিতে সুরেশের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

ইনি পীতাম্বরবাবুর প্রথমা কন্যা—কনকলতা। ডাক্তার বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী। ছেলেটি এক বৎসরের অধিক হইবে। সুরেশ হাত বাড়াইবামাত্র ছেলেটী সাগ্রহে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কনক আবার বলিল, "তোমাদের সেই চিরকুমার-সভায় যাবে বুঝি? তা হচ্চে না। আমরা তোমার জন্যে এতক্ষণ খেটে মলুম, তোমার একটু দয়া-মায়াও নেই? আজ কিছুতেই তুমি যেতে পাচ্ছ না।"

সুরেশ। বড়্‌দিদি, আজ মাপ করুন বিশেষ দরকার, আমায় একটী প্রবন্ধ পাঠ কর্‌তে হবে।

কনক। প্রবন্ধ আমরাই শুন্‌ব এখন; এদিকে এসো, তোমার বৌদিদি তোমাকে ডাক্‌ছে।

সুরেশ বিপন্ন অবস্থায় গিন্নির দিকে চাহিল। সেখানেও কোন সহানুভূতি পাইল না। গিন্নি বলিলেন, "কিছু খেয়ে না গেলে কি হয়? তুমি ত কালে-ভদ্রে এখানে এসো। তুমি একটু বসো, আমি যাই শীগ্‌গির শীগ্‌গির খাবার আনিগে। তুমি ত আর মাংস খাবে না, কি বা খেতে দি?"

পীতাম্বরবাবু ছেলেটিকে আদর করিতে-করিতে বলিলেন "কিছু না খেয়ে গেলে এরা সবাই দুঃখিত হবে—বেশী দেরি হবে না।"

কনকলতা বলিল, "তবে তোমার বৌদিদি এসে না ডাক্‌লে বুঝি তুমি আস্‌বে না?"

বিনা বাক্যব্যয়ে সুরেশ তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া কনক এক গাল হাসিয়া বলিল, "আমাদের কাছে দুদণ্ড বস্‌লে কি তোমার বেহ্মদত্যি ঘাড় থেকে নেবে যাবে?"

সুরেশ সে হাসির প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিল, "এমন বেহ্মদত্যিকে আপনাদের পছন্দও হয়?"

"ওগো মশাই, আমরা রূপের ধার ধারি নে, আমরা গুণের কদর জানি। গাওত ভাই, সেই—'এসেছি তোমারে বঁধু'"—বলিতে-বলিতে উভয়ে একটী সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইল।

সুরেশ দেখিল, বিছানার উপর একটী হারমোনিয়ম রহিয়াছে। সুরেশ বুঝিল, আপত্তি নিষ্ফল। ধীরে-ধীরে বিছানায় উপবেশন করিল। চম্পা এই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিলে কনক বলিয়া উঠিল, "কৈ চামেলী এলো না? রসো ত!"—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে মাতাকে বলিয়া আসিল, "খাবারের জন্য তাড়াতাড়ি ক'র না, সুরেশ-বাবুর দু-চারটী গান না-শুনে ছাড়ছি না।" তারপর চামেলীকে বন্দিনী করিয়া সদর্পে কক্ষে আসিয়া বলিল, "সুরেশবাবু, চামেলী তোমার ঐ গানটী শুন্‌তে বড় ভালবাসে।"

চামেলী লজ্জায় জড়সড় হইয়া বলিল, "না গো, মিছে কথা" বলিয়াই মহা অপ্রতিভ হইয়া কনকের কাণে-কাণে মৃদুস্বরে বলিল, "বড় দিদি, তুমি যে কি বল তার ঠিক নাই।"

সুরেশ হারমোনিয়মের চাবিতে কিছুক্ষণ অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া গান ধরিল।

কনকলতা বিজয় ডাক্তারের ঠিক উপযুক্তা স্ত্রী। অবয়ব একটু স্থূলতার দিকে অগ্রসর হইলেও বেশ মানানসই। কনক একটু সাজ-গোজ ভালবাসে। যেমন কথাবার্ত্তায়, কাজকর্ম্মে চট্‌পটে, তেমনি রসিকতায় খুব পটু। সেটা বোধ হয় বিজয়বাবুর সঙ্গগুণে। তাঁহারই গুণে সে পিতৃগৃহের শিক্ষা, দেবদ্বিজাতিতে ভক্তি ক্রমে বিস্মৃত হইতেছে।

এবার পিতৃগৃহে আসিয়াই চামেলীর বিবাহের জন্য কনক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চম্পার বিবাহে একটা নাটকের মত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে তাহাতে যোগদান করিতে পারে নাই, কেননা সে তখন

সূতিকা-গৃহে। এবার আসিয়াই চামেলীর বিবাহের আদ্যোপান্ত ভার সেই গ্রহণ করিল।

সুরেশকেই সে চামেলীর বর মনোনীত করিয়াছে এবং শীঘ্রই যাহাতে সম্বন্ধ স্থির হয় সে জন্য সে বিশেষ চেষ্টিতা। মাতারও সেইরূপ ইচ্ছা; কেবল পীতাম্বরবাবু সম্পূর্ণ উদাসীন। পরেশকে জামাতা করিবার জন্য যিনি এত কৌশল, এত যত্ন করিয়াছিলেন, তিনি সুরেশের মত পাত্র-সম্বন্ধে কোন গা করিতেছেন না। তাই কনক এবং চম্পা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া আজিকার এই আয়োজন করিয়াছে।

এদিকে গানটী শেষ হইতেই কনক তাহা পাল্‌টা গাহিতে অনুরোধ করিল। পাল্‌টা গাহিবার পর কনক আর একটী লম্বা গান ফরমাস্‌ করিয়া বার-বার ঘড়ীর দিকে চাহিতে লাগিল।

গানটী শেষ হয়-হয় এমন সময়ে একটী যুবক হাসিতে-হাসিতে এক-গাছি সৌখিন ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে কক্ষে প্রবেশ করিল। ইনিই স্বয়ং ডাক্তার বিজয়চন্দ্র মজুমদার।—"বাহবা! বেশ গান হচ্ছে, থামলে কেন ভায়া, আর একবার গাও না!"

সুরেশ প্রমাদ গণিল —'একা রামে রক্ষে নাই, সুগ্রীব সহায়।' ভাবিল, যাই হোক, মা খাবার লইয়া আসিলেই পলায়নের পথ পরিষ্কার হইবে। সুরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে গান ধরিল।

ডাক্তারবাবুটীর গায়ে বিলক্ষণ জোর—ঘাড়ে-গর্দ্দানায় সমান। কিছু খর্ব্বকায় ও বলিষ্ঠ গঠনের দেহ। দাড়ি-গোঁফ-ইত্যাদি নিখুঁৎ রকমে কামান। চোখ-দুটী কিছু ছোট, তার উপর জোড়া ভ্রূ খুব জাঁকাল রকমের।

সুরেশ গানে মগ্ন। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে ইসারায় চোখে-চোখে কি কথা হইয়া গেল। গানে ডাক্তারের বিশেষ কাণ ছিল না, সে চামেলীকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার পীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চামেলী সুরেশের সম্মুখে আসিয়া বসিল।

সুরেশের গান থামিতেই ডাক্তার বলিল, "তোমার নিজের তৈরি গান কিছু নেই? থাকে ত একটী গাও না সুরেশবাবু!"

সুরেশ যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করেছি। এখন আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমায় ছেড়ে দিন।"

ডাক্তার বলিল, "অবশ্য। তোমরা কে এঁকে তাড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছ, বল? চামেলী তুই বুঝি এঁকে তাড়াতে চাস্?"

চামেলী হঠাৎ এইরূপে অভিযুক্তা হইয়া আপনার দোষস্খালনের জন্য বলিয়া ফেলিল, "ওমা! কক্ষনো না, কক্ষনো না!" সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চামেলী মহা অপ্রতিভ!

সুরেশও উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "দেরি করলে চলবে না, ৭টা বেজে গেছে, ৮॥০ টায় সভা আরম্ভ।"

ডাক্তার যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "৭টা কিহে? তোমার সময়-জ্ঞান ত অতি চমৎকার! তা যে সভায় বসে আছ, তাতে সময় কি, লোকের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।" ঘড়ী খুলিয়া বলিল, "৮টা বেজে গেছে। তুমি ৮টাকে বলছ সাতটা। ক্রমে দিনকে রাত বলবে আর কি!"

সুরেশ চকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা বলেন কি?"

কনক যেন কিছুই জানে না, "তাইতো! তা হ'লে আমাদের ক্লকটা নিশ্চয় শ্লো হয়ে গেছে।"

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তাই ত!"

ডাক্তার বলিল, "তাই ত কি! তুমি যে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য

দেখ্‌ছি! এতগুলো কটাক্ষ ক্লক্‌টার উপর পড়েছে, ওর যে দম বন্ধ হয়নি এই ঢের! ও বোধ করি, তোমারই মত বেরসিক। তাই এখনও চল্‌ছে! কি বলিস্‌ চামেলী?"

চম্পা হাসিয়া বলিল,"ঠাকুরপো, তোমাকে আজ রাত্রে এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যেতে হবে।"

সুরেশ হতাশভাবে বিছানায় বসিয়া পড়িল। কনক গম্ভীরভাবে সুরেশের কাছে আসিয়া বলিল, "আমরা কি এতই হীন যে একদিন, এক দণ্ডও তোমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করবার যোগ্য নই?"

সুরেশ এ-কথায় লজ্জিত হইল। সুন্দরীর কাতরোক্তিতে কিছু বিচলিত হইল। একটু রসিকতা করিয়া বলিল, "আপনাদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করা ত ভাগ্যের কথা; আমিই হীন, বোধ হয় তার যোগ্য নই।"

ডাক্তার। তুমি যোগ্য কিনা তোমার এই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা কর।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল "আমার আবার ছাত্রী কে?"

"ও হরি! তাও জান না বুঝি! চামেলী যে তোমার অনেকগুলো গান শিখেছে।" বলিয়া ডাক্তার চামেলীর কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল,"বটে-বটে; একটা গাইতে বলুন দেখি—কেমন শিখেছে?"

চামেলী ঘর হইতে পলাইবার জন্য যেমন উঠিতে যাইবে কনক অমনি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মেরে হাড় গুঁড়ো কর্‌বো, যেমন-বসে আছিস,অম্‌নি থাক্‌। একটুখানি আইবুড়ো মেয়ের ভারিক্কিপনা দেখ!"

সুরেশ তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে হারমোনিয়ম লইয়া গান ধরিল,—

সাধে-হৃদয় চাঁদে হৃদয় ধরিতে ধায় ।
ধরি ধরি ধরি হারি হৃদয়ে হেসে লুকায় ॥
বুঝালে বুঝে না ব্যথা,
সুধালে না কহে কথা,
বুঝি প্রাণে তারি নাহি মমতা ;
কাছে আছে ফিরি পাছে তবু ত না ফিরে চায় ॥

গান শেষ হইবামাত্র ডাক্তার সুরেশের পিঠ চাপড়াইয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "বাহবা ব্রহ্মচারী মশাই ! তোমার উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল ; কিন্তু দাদা, তোমার এ হেঁয়ালির ভালবাসা বুঝ্‌তে পারলুম না। তা যা হোক, আমি ভাব্‌তুম, তুমি একেবারে একখানি নীরস, শুকনো কাঠ। এখন দেখছি, তুমি দিব্যি সরস।" পরে একটু নিম্নস্বরে বলিল, "বলি, কারুর উদ্দেশে গানটী লিখেছ নাকি ?"

গানটী একটী ভক্তের গান। তাহার প্রশংসা শুনিয়া সুরেশ ভারি আনন্দিত হইল। কিন্তু দেখিল, কনকলতা চম্পার কাণে-কাণে কি বলিতেছে।

চম্পা মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, বড়্‌দিদি বল্‌ছেন, এ তোমার চোরাই মাল, নিজের বলে পাচার করছ। তা হবে না।"

সুরেশ হাসিতে-হাসিতে বলিল, "গান গেয়ে ত ভারি বিপদ হলো দেখ্‌ছি ! ইনি বল্‌ছেন—চোর, উনি বল্‌ছেন—ওৎ পাত্‌ছি।"

কনক বলিল, "তা যাই-হোক্ আরো দু-চারটে যদি এমনি গান গাইতে পার, তখন না হয় বিশ্বাস কর্‌ব, ওটা তোমার।"

সুরেশ। আপনাদের বেশ বিচার যা হোক্। আমি একলা গেয়ে মর্‌ব ! এবার না হয় আপনারা কেউ একটা গাইলেন।

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "বেশ্ ভাই, বেশ্-বেশ্ ! বিয়ের আগেই বাসর-ঘরের আমোদটা করে নিচ্ছ !"

সুরেশ। আর দাদা, আমাদের মত লোকের ছায়া দেখেই কান্নার সাধ মিটিয়ে নিতে হয়।

ক। ওমা! এত বৈরাগ্য কেন, ব্রহ্মচারী মশাই?

সু। দোহাই আপনার, শুনেছি, আপনি বেশ গাইতে পারেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই, আজ যদি হয়।

কনক বলিল, "আমার পরীক্ষা পরে হবে। এখন তোমার এই ছাত্রীটীর পরীক্ষা নাও।"

চামেলী পলাইবার চেষ্টায় ছিল। কনক ধমক দিল, "খবরদার, পোড়ারমুখী!"

চামেলীকে বিষম লজ্জিত দেখিয়া সুরেশ বলিল, "আপনি একটা গাইলে বোধ হয় চামেলীর লজ্জা ভাঙ্‌তে পারে।"

কনক বলিল, "আমি গাইলে তুই গাইবি তো চামেলী?"

চামেলী ঘন-ঘন ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল। চম্পা তাহার কাছে বসিয়া "লক্ষীটী, দিদি আমার" বলিয়া চামেলীকে গান গাহিতে রাজী করিতে লাগিল।

সঙ্গীতে পীতাম্বরবাবুর গৃহিনী একপ্রকার দৈবশক্তি-সম্পন্না ছিলেন বলিলেও অতুক্তি হয় না। ইহাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন; কন্যার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর এবং অসাধারণ অনুকরণ-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তিনি অনূঢ়া-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে সযত্নে শিক্ষাদান করেন। মাতার গুণ তিনকন্যাই অল্পবিস্তর লাভ করিয়াছিল। চামেলী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং চম্পা সকলের চেয়ে কম।

কনক স্বামীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাইব?"

ডাক্তার বলিল, "সে-দিন থিয়েটারে যেটা শুনে এলে সেইটে তুমি সব চেয়ে সুন্দর গাও।"

কনক গাহিল,—

"ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী"

সুরেশ মুগ্ধপ্রায় শুনিতে লাগিল,—এই কি সেই কনক! সেই বেশ-ভূষাশালিনী, দীপ্তযৌবনা, ব্যঙ্গ-পরায়ণা রমণী! এ কোন্ স্বপ্নলোক-বাসিনী নায়িকা আপনার নিষ্ফল, উপেক্ষিত যৌবনের আশা-তৃষ্ণা-অতৃপ্ত প্রণয় লইয়া কাহাকে সাধ্য-সাধনা করিতেছে!

সঙ্গীত থামিয়া গেল। সহসা যেন বীণার তার ছিঁড়িল। সঙ্গীতের সঙ্গে-সঙ্গে সে স্বপ্নময়ী নায়িকাও স্বপ্নলোকে অন্তর্হিতা হইল। তাহার মৃন্ময় আধারে কনক অবতীর্ণ হইয়া বলিল, "চামেলী, এইবার তোর পালা।"

সুরেশ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বড়্দিদি, আপনার গান প্রশংসার অতীত।"

ডাক্তার অতীব প্রীত হইয়া বলিল, "ভায়া, এখানে গানের বড় সুবিধা হয় না। একদিন ভাই, আমার বাড়ীতে যেও। গান শুনে আরও খুসী হবে।"

তারপর চামেলীর পালা। চম্পা বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি হার-মোনিয়ম বাজাও, চামেলী এইবার গাক্।"

উষার প্রথম আলোকাভাসবৎ, শঙ্কিতা অভিসারিকার প্রথম চরণ-ক্ষেপের ন্যায়, নববধূর মুখে প্রথম প্রেম-সম্ভাষণের মত সসঙ্কোচ ব্রীড়ার সহিত চামেলী ধীরে-ধীরে গাহিতে আরম্ভ করিল,—

সখি, ওহি দেশমে মুঝে যানা।
যিসকি নাম নেহি আউর নেহি ঠিকানা॥
যাঁহা পাপপুণ্য নেহি ভাওয়ে,
যাঁহা শোকতাপ নেহি আওয়ে,
যাঁহা নেহি কোই আপনা বেগানা॥

কনকের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের পর, বালিকার কুণ্ঠিত প্রয়াস সুরেশের কর্ণে তেমন ভাল লাগিল না। সে যেন তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য হারমোনিয়ম একটু জোরে-জোরে বাজাইতে লাগিল। তাহার ফলও হইল। ধীরে-ধীরে চামেলীর কণ্ঠস্বর উঠিতে লাগিল। গান এক পাল্টা গীত হইবার পর সুরেশ শুনিল, চামেলীর কণ্ঠে আর সে নির্ঝরের ক্ষীণ-ধারা নাই, যেন সুরের বন্যা দুকূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সরলা বালিকার তরল, মধুর কণ্ঠে সরলভাষায় বেদান্তের উচ্চতম ভাব।—সুরেশ চিত্রার্পিতর ন্যায় চামেলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ গানে ঝঙ্কার নাই, মূর্চ্ছনা নাই। শুধু মিষ্টগলায় সাদাসিধে রকমের গাওয়া, তবু কি সুন্দর! কি মর্ম্মস্পর্শী! সত্যই যেন চামেলী এ ধূলার ধরণী, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর আগার ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সে কোথায়? কোন্ দেশ? সুরেশ তাহা জানে না; তবে সে বুঝিতে পারিতেছে, চামেলী যেখানে চলিয়া গিয়াছে, সেখানে শোক-তাপ নাই, আপনা বেগানা নাই! সে দেশের নাম নাই, তাহার ঠিকানাও কেহ জানে না। কনকের স্বর যেন আপনার অতৃপ্ত বাসনার বেদনা লইয়া কাঁদিতেছিল। আর এ স্বর যেন কোন ঊর্দ্ধতম দেশ হইতে পৃথিবীর পাপ-তাপ হরণ করিবার জন্য পুণ্যপ্লাবিনী গোমুখী-ধারার ন্যায় স্খলিত-গলিত হইয়া পড়িতেছে। কক্ষ স্তব্ধ। পাছে সে সঙ্গীতের মোহিনী ছুটিয়া যায়, তাই সকলে যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া গীত শুনিতেছিল। হারমোনিয়মের উপর অঙ্গুলি-সঞ্চালন কথন বন্ধ হইয়াছিল, সুরেশ তাহা জানিতে পারে নাই। সে কেবলই ভাবিতেছিল—'ওহি দেশমে মুঝে যানা।'

"বা-রে চামেলী, তুইও যে একজন গাইয়ে হয়ে উঠ্লি!"

সহসা কক্ষমধ্যে নূতন কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল।

—পরেশ কখন আসিয়া কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় কেহ তাহা টের পায় নাই।

অনবরত লেকচার শুনিতে-শুনিতে পরেশকে চামেলী মনে করিত, যেন বেত্রহস্তে গুরু-মহাশয়। সে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া পলাইল। এবার আর কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিল না।

সুরেশকে আনমনা দেখিয়া সকলেই নিশ্চিত করিয়াছিল, কনকের সকল যত্ন, সকল চেষ্টা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন বিবাহের দিন স্থির করিলেই হয়।

ডাক্তার মহা আহ্লাদে বলিল, "ভায়া হে, আজ বুঝলুম, তুমি একটা জ্যান্ত মানুষ! তোমার রক্তমাংসের শরীর! তার মধ্যে হৃৎপিণ্ড ব'লে একটা যন্ত্রও আছে! সেটা আমাদেরই মতন 'Love-a-dove, Love-a-dove' ব'লে দিনরাত ধুক্-ধুক্ করে! শেক হ্যাণ্ড ব্রদার, শেক হ্যাণ্ড," বলিয়া ডাক্তার সুরেশের হাত ধরিয়া বেশ করিয়া তাহাকে চাগাড় দিল।

ডাক্তারের কথা সুরেশের কাণে গেল কি-না বলিতে পারি না। সে মনে-মনে তখনও ভাবিতেছে, তাইত। আশ্রমের সভ্যরা কি মনে করছে! অতি অন্যায় কাজ হয়েছে।

পরেশ শ্বশুরালয়ে আহার করিয়া চম্পাকে লইয়া যাইবে। ধড়া-চূড়া খুলিল। ঘড়ীটা টেবিলের উপর রাখিতে সুরেশ দেখিল, তখন সবে ৮৷৷৹টা রাত্রি। সে বিস্মিত হইয়া পরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোড়্দা, তোমার ঘড়ী ঠিক্?

ডাক্তার বলিল,—"ভায়া, তোমার ছোড়্দার ঘড়ীর কাঁটা এখন ঠিকই চল্ছে। বরং একটু fast চলে। কি বলিস্—চম্পা? চম্পা লজ্জায় মুখ নত করিল।

পরেশ কথা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার লেক্‌চার কেমন হ'ল ?"

ডাক্তার বলিল, "চমৎকার, Super-excellent ! শ্রোতার গুণে হে ভায়া, শ্রোতার গুণে। এমন সব শ্রোতা পেলে বোবার বোল ফোটে।"

পরেশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সভায় যাও নি নাকি ?"

সুরেশ ঘাড় নীচু করিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে-করিতে বলিল, "এই এঁরা সকলে মিলে"—কিন্তু কথাটা শেষ হইতে-না-হইতে সরু-মোটা হাসিতে ঘর ভরিয়া গেল।

এই সময় বালিগঞ্জ হইতে ডাক্তারের একটা জরুরী call আসিল। কনক একটু বিষণ্ণ হইয়া কহিল, "একটু দেরি কর না, খেয়ে যাও না।"

ডাক্তার তাহাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, "না। ছোক্‌রা টোপ গিলেছে কিন্তু খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। তুমি না হ'লে কেউ পারবে না। আমি চল্‌লুম। সকাল-সকাল বাড়ী এসে সব শুনব।" বলিয়া চলিয়া গেল।

কনক একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, যখন পুনরায় দলে আসিয়া মিশিল তখন তাহার মুখ হইতে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতে নেপথ্যে যে-ক্ষুদ্র অভিনয়টুকু হইল, কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

ডাক্তার বালিগঞ্জ যাইবার সময় বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল, তাহার গাড়ীতে সুরেশ কনককে বাটী পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় আসিবে। পরে ডাক্তারের জন্য গাড়ী ধর্ম্মতলায় পাঠাইয়া দিবে। আহারান্তে চম্পাকে লইয়া পরেশ প্রস্থান করিলে কনক খোকাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল ও পশ্চাৎ ফিরিয়া সুরেশকে বলিল, "এস !"

সুরেশ দেখিল, ব্রাউহাম্‌ গাড়ী, একদিকে মাত্র বসিবার স্থান। সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি না হয় কোচ্‌বাক্সে যাই।"

কনক বলিল, "কেন বল দিকি, কোচমান্ তোমার কে হয় ?"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া কনক বলিল, "একটু বস্‌বে এস না !"

সুরেশ তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ একটী দ্বিতলকক্ষে উঠিল।

সুরেশকে একখানি সোফায় উপবেশন করাইয়া কনক দাইকে ডাকিয়া খোকাকে শয়ন করাইবার জন্য পাঠাইল। তারপর সযত্নে সুরেশকে পান আনিয়া দিল। পান লইয়া সুরেশ বলিল, "বড়্‌দিদি, আমি এখন যাই। ডাক্তারবাবুর জন্য এখনই ত গাড়ী পাঠাতে হবে ?"

কনক বলিল, "একটু বোস্ না। তোমার ডাক্তারবাবু কি এখনই বাড়ী ফেরেন ?" কথাটা বলিয়াই কনক যেন একটু চমকিয়া উঠিল।

সুরেশ অতি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কখন ফেরেন ?"

কনক অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "কোন-কোন দিন ভোরও হয়ে যায়।"

সুরেশ এতক্ষণে কনকের সে আকুল সঙ্গীতের অর্থ বুঝিল—'ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী।' ধীরে-ধীরে সুরেশের একটী চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল, "বড়্‌দিদি, একথা আপনার মুখে না-শুন্‌লে বিশ্বাস কর্‌তুম্ না। এমন গুণবতী স্ত্রী, আর ডাক্তারবাবু যেখানে-সেখানে রাতি কাটান। আপনিও আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়ান্।"

"কি কর্‌ব ? স'য়ে-স'য়ে স'য়ে গেছে ! এসব কথা আমি জানি আর দেবতা যদি থাকেন ত তিনি জানেন। আজ কেন যে তোমায় বলে ফেল্‌লুম, জানি না। আমার বুক ছাপিয়া উঠে গলায়-গলায় হয়েছে, আর ধর্‌ছে না। সুরেশবাবু, আমার মত হতভাগী বুঝি আর কেউ

নেই !" বলিয়া কনক দর্‌দর্‌ ধারে কাঁদিতে লাগিল। সুরেশেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া কনক বলিল, "আমার মাথা খাও, একথা কারুর কাছে প্রকাশ ক'র না। ইনি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পার্‌লে আমার দুর্দ্দশার আর শেষ থাক্‌বে না।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না-না, এ কি বল্‌বার কথা ! বড়্‌দিদি, আজ বড় দুঃখ পেলুম !"

কনক বলিল, "সুরেশবাবু, তুমি অতি সরল। স্ত্রীলোকের হৃদয় জান না। মেয়েমানুষের এর চেয়ে আর কষ্ট নেই !"

সুরেশ ধীরে-ধীরে উঠিয়া বলিল, "আজ তবে আমি আসি। আর এক দিন আস্‌ব।"

বিষণ্ণমুখে সুরেশ বিদায় লইল। কনক ভাবিতে লাগিল, চামেলী-সম্বন্ধে কথাটা আজ আর তুলিয়া কাজ নাই।

সে রাত্রে সুরেশের ভাল নিদ্রা হইল না। ভোর-বেলায় স্বপন দেখিল, যেন ডাক্তার বি. সি. মজুমদার কনকলতার কেশ-মুষ্টি ধরিয়া প্রহার করিতেছে। কনক কাতরস্বরে 'সুরেশবাবু, সুরেশবাবু' বলিয়া চীৎকার করিতেছে ! সুরেশের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যই কে 'সুরেশবাবু, সুরেশবাবু' বলিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল, বেশ ফর্সা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের দুইজন সভ্য তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছে। গত কল্য তাহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, দেওয়া হয় নাই ? সভ্য-দুইটীকে নানারূপ কারণ দর্শাইয়া, নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বিদায় করিয়া দিল। কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মনে এক মহা অশান্তি জাগিয়া রহিল।

সুরেশ আবার ভাবিতে লাগিল, ছি-ছি স্ত্রীলোকের চক্রে পড়ে আমি

এমন অন্যায় কাজ ক'রে ফেল্‌লুম! আমি যাদের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে উৎসাহ দিচ্ছি, তাদের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? কেন? আমার ত ব্রত ভঙ্গ হয় নি? স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব'সে আমোদ প্রমোদ করেছি, তা'তে দোষ কি? আমার মনে কোন পাপস্পর্শ না কর্‌লেই হল। আচ্ছা কনকদিদির সেই গান, তাঁর বিষণ্ণ মুখ, কাতর দৃষ্টি বারবার ক'রে আমার মনে আস্‌ছে কেন? আহা বড় দুঃখিনী! তা আমি কি করব? আর তা'তে আমারই বা কি? সে কি কথা! সত্য, নির্ম্মলতা, পবিত্রতা আমার জীবনের আদর্শ ব'লে আমি দয়াহীন হব? দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি কর্‌ব না? মন তোমার এ কি দুর্ব্বলতা! জীবনে কত প্রলোভন, কত বাধা-বিঘ্ন আস্‌বে, তুমি কাতর হ'লে হবে কেন? আমার অন্তরে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অপরিণামী, চিরানন্দময়। সুখ, দুঃখ, শীতাতপ, পাপপুণ্য তাঁকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না। তবে আমার এ অশান্তি কেন? মনের দুর্ব্বলতা— ধিক্-ধিক্! কিন্তু এত তর্কযুক্তি-সত্ত্বেও সুরেশের মনের গ্লানি গেল না। নিজের মনশ্চাঞ্চল্যের প্রতি শত ধিক্কার দিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গিয়া গীতা পাঠ করিতে মনস্থ করিল।

সেদিন জনকতকমাত্র সভ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা আগ্রহের সহিত সুরেশের গীতা-পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে বসিল।

শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি প্রথম উত্তেজক বাণী "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ব্যাখ্যা করিতে-করিতে সুরেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। ওজস্বিনী ভাষায় বার বার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইতে লাগিল,—"এই বাণী যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে অহরহ ঝঙ্কার দিতে থাকে। শয়নে স্বপনে জাগরণে—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, প্রলোভনে নিমেষের জন্য যেন আমরা না-ভুলি—আমি বীর, এই সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইবার

জন্য জন্মিয়াছি। ভীরু কাপুরুষের মত ষড়রিপুর সেনা দেখিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা আমার ন্যায় বীরের সাজে না। ভাই সব, ব্রহ্মচর্য্য-গাণ্ডীব দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ কর। টঙ্কার দিয়া বল, আমি বীর—সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক, আপদ-বিপদ, প্রলোভন এ সকল ক্ষুদ্র তরঙ্গ কি আমায় টলাইতে পারে! সংযমের বর্ম্মে আবৃত হও, রমণী-কটাক্ষের সাধ্য কি যে সে বর্ম্ম ভেদ করে। কে বলে, আমি দুর্ব্বল! অণোরণীয়ান্, মহতোমহীয়ান্ আত্মা আমার ভিতরে, কে বলে আমি হীনবল? যে আপনাকে মনে করে দুর্ব্বল, সে পাপী। বল, আমি বীর, আমি বিশ্বজয়প্রয়াসী। কি! প্রলোভন আমাকে বশীভূত করিবে!"

সভ্য কয়জন অনিমেষ নেত্রে বক্তার দীপ্ত আননের প্রতি চাহিয়া রহিল। প্রত্যেকেই স্পন্দিত হৃদয়ে তাহার তেজস্বিনী ভাষা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপে অতিবাহিত করিবার পর সকলেই সুরেশবাবুর প্রশংসা করিতে-করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সুরেশও অনেকটা লঘুহৃদয়ে সে রাত্রি ঘুমাইয়া বাঁচিল।

১০

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কেবলই যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনা হইত তাহা নহে; নিঃস্ব ও দুঃস্থ ছাত্রগণ পীড়িত হইলে আশ্রমের সভ্যগণ তাহাদিগের চিকিৎসা, সেবা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করিত না। কিন্তু এইজন্য অর্থহীন আশ্রমের সভ্যগণকে প্রায়ই সহৃদয় চিকিৎসক-গণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত।

সুরেশের অনুরোধে ডাক্তার বি. সি. মজুমদার এইরূপ একটী ছাত্রকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন। ঔষধের বিল হইল, চল্লিশ টাকা।

সুরেশ বড় দায়ে ঠেকিল—চাঁদা করিয়া মূল্য শোধ করিতে হইবে। বিজয়বাবু দয়া করিয়া তাঁহার প্রাপ্য কিছু ছাড়িয়া দিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু কনকের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়হীন ব্যবহার স্মরণ করিয়া সুরেশ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মনে-মনে অনেক তোলাপাড়ার পর স্থির করিল, ডাক্তারকে একবার অনুরোধ করিবে। ধীরে-ধীরে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তার তখন রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিল। সুরেশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কথাটা পাড়িলে বলিল, "কৈ বিলখানা দেখি?" সুরেশ ভয়ে-ভয়ে বিলখানি হাতে দিলে ডাক্তার তাহাতে নেত্রপাতমাত্র করিল না। খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

চল্লিশ টাকার বিল! সুরেশের মুখে কথা সরিল না, নির্ব্বাক হইয়া ডাক্তারের মুখ দেখিতে-দেখিতে ভাবিতে লাগিল, নরচরিত্র কি দুর্ব্বোধ! যাহার একজন গরীব ছাত্রের প্রতি এত দয়া, সে আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে কেন!

ডাক্তার সুরেশের হাত ধরিয়া কনকের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, "এই নাও তোমার ব্রহ্মদৈত্য! না খাইয়ে ছে'ড় না, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌ছি; তোমার গান শোন্‌বার জন্য নেমন্তন্ন করেছিলুম।"

কনকের শ্বশুর-শাশুড়ী ছিল না। বাড়ীর গিন্নি এক পিসি। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর অনুগ্রহ-প্রার্থিনী। শ্বশুর-গৃহে সুতরাং কনকের অবাধ স্বাধীনতা। সকালেই গানের আসর বসিল।

কনক অতি সুন্দর সেতার বাজাইতে পারিত। শিক্ষক রাখিয়া ডাক্তার তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছিল। সুর বাঁধিয়া সেতারে ঝঙ্কার দিয়া যখন সে গান ধরিল, সুরেশের মনে হইল—তাহার সম্মুখে সাক্ষাৎ সরস্বতী! গানে-গানে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, কিন্তু কাহারও হুঁস নাই।

সঙ্গীত-অনুরাগী সুরেশ বিভোর হইয়া কনকের মুখ চাহিয়া ভাবিতে-ছিল, এই গুণবতী স্ত্রী, একে এমন অনাদর!—ডাক্তার মানুষ না পশু!

সুরেশকে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ?"

সুরেশ বলিয়া ফেলিল, "সেদিনকার কথা। আপনার এত গুণ থাকতে ডাক্তারবাবু—"

কনকের বিষণ্ণ মুখে বিষাদের ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, বলিল, "তোমার নির্ম্মল চরিত্র, সরল মন; তুমি সংসার কেমন জান না। তাই সবাইকে মনে কর সাধু।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি কোন প্রতীকার নেই?"

"কেন থাকবে না?"

"তবে করেন না কেন?"

সহসা কনকের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল; বলিল, "খোকার মায়া কাটাতে পারছি নি, কত রাত একলা ব'সে-ব'সে ভেবেছি, কেন এ বুক-চাপা কান্না নিয়ে আমোদ ক'রে বেড়াই! আফিং আছে, দড়ি আছে, বঁটি আছে, গঙ্গা আছে,—এত সব পথ খোলা থাকতে, এ নিষ্ঠুর সংসার থেকে বেরিয়ে পড়ি না কেন? ঐটের মুখ চাই, আর সব দুঃখ ভুলে যাই।"

সমবেদনায় সুরেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সুরেশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "বড়দিদি, আমায় ক্ষমা করবেন, এসব কথা তুলে আপনাকে কষ্ট দিলুম। কিন্তু আপনি এত হতাশ হচ্ছেন কেন?"

"হতাশ কি মানুষ সাধ ক'রে হয়? আশা-নিরাশার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। উনি যে-সব খাবার খেতে ভাল-বাসেন, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে তৈরি করেছি। বাড়ী এলে যত্ন ক'রে

খাওয়াব ব'লে সেই খাবার কোলে ক'রে সমস্ত রাত ব'সে কাটিয়েছি। ভোররাত্রে টল্‌তে-টল্‌তে বাড়ী এয়েছেন ; একবার খাবারের দিকে, কি আমার দিকে ফিরে দেখেন নি !”

“অ্যাঁঃ বলেন কি ! মদ খেতে আরম্ভ করেছেন ! না—আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন ক'রে পারি ওঁকে সৎপথে আন্‌ব।”

কনক বিমর্ষভাবে বলিল, “আর সৎপথে আস্‌বার আশা রাখি নি। এখন হাতের নো'-গাছটা আর সিঁথের সিঁদুরটা বজায় থাক্‌লে বাঁচি ! একে সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি, তার পর রাত-জাগা, তারও পর এই উৎপাত জুটেছে !”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কনক কম্পিতস্বরে বলিল, “সুরেশবাবু, সংসারে যার আশ্রয় নেই, সুখদুঃখ বোঝ্‌বার কেউ নেই, বুকের বোঝা নামাবার জায়গা নেই, লোকালয়ে বাস ক'রে যাকে একা থাক্‌তে হয়, তার যে কি যন্ত্রণা, কত বিপদ তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ! তুমি আমার একটী কথা শোনো। মেয়ে-মানুষই হোক্ আর পুরুষ-মানুষই হোক্—জীবনের পথে অনেক প্রলোভন, একজন সঙ্গী না হলে ঠিক চলা যায় না। তুমি বে'-থা ক'রে সংসারী হও।”

সুরেশ ভাবিতেছিল, কনকদিদি মনে করেন, সবাই ডাক্তারবাবু, প্রলোভনের বশ ! বলিল, “কেন বড়্‌দিদি, যে সৎপথে চল্‌বে, পবিত্র থাক্‌বে ব'লে মনে করে, বিঘ্ন-বিপদ এলেও সে মনের জোরে তাড়িয়ে দিতে পারে। যে মানুষের এতটুকু আত্মনির্ভর নেই, সে আবার মানুষ !”

সহসা কনকের চোখ-দু'ট যেন জলিয়া উঠিল ; গণ্ডস্থলে রক্তিমাভা দেখা দিল। কিন্তু তখনই হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, “Thank you, ব্রহ্মদৈত্য মশাই ! ভগবান্ যদি কেউ থাকেন, তাঁর কাছে কায়মনো-

বাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার আত্মনির্ভর অক্ষয় হোক্! তবু একটা কথা মনে রে'খ, বানের মুখে বালির বাঁধ কতক্ষণ রয়?"

সুরেশ বলিল, "আর যদি বালির বাঁধ না হ'য়ে পাহাড় হয়?"

"পাহাড়ও ক্ষয়। ওসব পাগ্‌লামি ছেড়ে দাও, বে কর।"

সেই সময় ডাক্তার সশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমিও তাই বলি। ভায়া, টুস্কির প্রাণ কখন আছে, কখন নেই; ফূর্ত্তি করে নাও।"

কনক বলিল, "তুমি খুব ভাল, তা মানি। তোমার মতন নির্ম্মল চরিত্র, গুণবান্ পুরুষ ক'টা আছে? তোমার মতন সরল, উচ্চমন দেখ্‌তে পাওয়া যায় ক'টা? তোমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ! তোমার গলায় যে মালা দেবে সে ধন্য!"

কনকের কথাগুলি যেন বৃশ্চিকের মত ডাক্তারকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার স্বতঃই মনে হইল, সুরেশকে উচ্চ করিয়া কনক তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে! নির্ম্মল চরিত্র, উচ্চ মন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ! ডাক্তার জ্বলিতে-জ্বলিতে ভাবিতে লাগিল, "বটে! আচ্ছা! যেদিন এই গুণবান্ পুরুষ মেয়েমানুষের হাত ধ'রে টল্‌তে-টল্‌তে যাবে, সেদিন এ কথার বোঝাপড়া হবে! ব্রহ্মচর্য্য, সংযম!—শালার ভিট্‌কিল্‌মি যেদিন ভাঙ্‌ব, সেদিন এসব কথার জবাব দেব!

ডাক্তার ভারি অতিষ্ঠ, অসহিষ্ণু লোক; একটা মৎলব মাথায় এলে তা হাঁসিল না ক'রে স্থির থাকতে পারে না। প্রতিহিংসা—সুরেশের সর্ব্বনাশের মৎলব যেমন তার মাথায় ওঠা, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে কনককে বলিল, "কি গো, তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হ'য়ে গেলে! বেলা হয়েছে। খাবার-দাবার দাও। নির্ম্মলচরিত্র যোগী-ব্রহ্মচারীর হাওয়া খেয়ে চলে, আমরা তুচ্ছ মানুষ, ডাল-তরকারী-ভাত চাই।"

কনক আহারের যোগাড় করিতে চলিয়া গেল। সুরেশ ভাবিল, ডাক্তার বিল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছে, তজ্জন্য এখনও ভাল করিয়া ধন্যবাদ দেওয়া হয় নাই। বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনি অতি উচ্চদরের লোক——"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ বলিল, "দর—দু'টাকা ভাই! দু'টাকা দর্শনী দিলেই ডাক্তার বি. সি. মজুমদার হাজির! প্রাক্‌টিস্ একটু বাড়্‌তেই ভেবেছিলুম, আমিও একটু দর চড়িয়ে দি। তা চার টাকা কর্‌তেই চারদিক অন্ধকার দেখতে হ'ল!"

কনক আসিয়া আহারে আহ্বান করিল। আহার করিতে-করিতে ডাক্তার বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হ'ল—তোমাদের যে আশ্রম হয়েছে, ওর উদ্দেশ্য কি? লোকের যা'তে সৎপথে মতি হয়, তাই ত?"

সুরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "অবশ্য।"

ডাক্তার বলিল, "আঃ কর্‌লে কি? ডালে-ঝোলে সব এক ক'রে ফেল্‌লে যে! তোমার সঙ্গে এসব কথা কওয়াও দেখ্‌ছি মুস্‌কিল, একেবারে ক্ষেপে ওঠ!"

সুরেশ কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, না-না তা হ'লেই বা, সবই ত পেটে যাবে। তা হ'ক আপনি বলুন।"

ডাক্তার বলিল, "তোমাদের প্রচারক আছে?"

"আজ্ঞে ঠিক প্রচারক নেই।"

ডাক্তার একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তা হ'লে হ'ল না!"

সুরেশ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কেন, কি দরকার বলুন না?"

"তবে আর ব'লে কি হবে?"

"মশাই, বলুনই না?"

"কি জান ভায়া, আমার একজন বন্ধু আছেন,—Armenian refugee—লোকটা ধর্ম্ম-ধর্ম্ম ক'রে পাগল! ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চায়। ইংরাজীতে বোঝা'তে হবে। বলে, তাদের দেশেও ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌বার একরকম বিধান আছে। কিন্তু জানতে চায়, হিন্দুদের কি রকম। আমায় বড় ধরেছে। একজন লোক যদি পায়, তাকে গিয়ে একটু-আধটু লেক্‌চার দেয়—তা হলে বড় ভাল হয়। লোকটা যেমন ধর্ম্মে, তেমনি গান-বাজনায় উন্মত্ত। কতরকম যন্ত্র যে তার আছে! তা তোমাদের ত প্রচারক নাই?"

সুরেশ মহা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "এর জন্য আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি নিজে যাব, যা অল্পস্বল্প জানি, শোনাব। আপনি আমাদের অত উপকার কর্‌লেন—"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিয়া বলিল, "তা হ'লে কাজ নেই ভাই! তুমি যদি মনে কর, তুমি উপকারের প্রত্যুপকার কর্‌ছ—তা হ'লে এইখানেই একথা খতম হ'ক।—আমি এমন কি করেছি যে প্রত্যুপকারের আশা রাখ্‌তে পারি!"

সুরেশ ভাবিতে লাগিল, "যার ভিতর এত মহত্ত্বের বীজ রয়েছে, তাঁকে সৎপথে আনা বেশী কাজ কি!"

ডাক্তার বলিতে লাগিল, "তবে যদি একজন স্বদেশ-তাড়িত, বন্ধুবান্ধব-হীন প্রবাসীর উপর দয়া ক'রে একাজ কর ত আলাদা কথা।"

সুরেশ বলিল, "আপনি যে-ভাবে নিন্, আদৎ কথাটা এই, আমি তাঁর কাছে যাব।"

"তবে 'শুভস্য শীঘ্রং,'—আজই চল। লোকটা তোমায় পেলে প্রাণ পাবে। বুঝ্‌চই ত—আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই।—কি ভাব্‌ছ?"

"আর কিছু না, আজ যে একবার আমায় আশ্রমে যেতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন।"

ডাক্তার একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "সে-ও তাই বলে! বলে, আমার মত হতভাগ্য আর নেই! কে যেন আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এই দেখ না, তুমি যেই যেতে রাজী হ'লে, অমনি তোমার মনে পড়্‌ল, তোমায় আশ্রমে যেতে হবে!"

সুরেশ বলিল, "বলেন কি ডাক্তার বাবু! আমি আশ্রমে চিঠি লিখে দিচ্ছি—আজ যেতে পার্‌ব না!"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিল, "না-না, সেটা কি ভাল হবে!"

"এর আর ভাল-মন্দ কি? আমি ত সেখানে চাকরী করি নি? আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। আপনি কোন-রকমে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিতে পার্‌বেন না?"

ডাক্তার বলিল, "সে কি কথা! তা নিশ্চয় পার্‌ব।"

আহারান্তে সুরেশ চিঠি লিখিয়া দিল। ডাক্তার গোপনে এক টুকরা কাগজ লিখিয়া সুরেশের চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যকে বলিয়া দিল, ঐ টুকরা কাগজ দুই একজন সভ্যকে দেখাইয়া, অপর সভ্যগণকে দেখাইবার অছিলায় চাহিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

১১

অপরাহ্নে ডাক্তার সুরেশকে লইয়া বাহির হইল এবং বলিল, কয়েকটা বিশেষ জরুরী রোগী দেখা শেষ করিয়া তাহার বন্ধুর ভবনে যাইবে।

রোগী দেখা শেষ হইলে ডাক্তার সুরেশকে লইয়া, ছাতাওয়ালার গলিতে একটী সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষে উঠিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দুইজন যুবক যে তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, সুরেশ তাহা দেখিল না।

উপরে উঠিলে একজন মুসলমান তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বিবি গোসলখানায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।"

বিবি!—সুরেশ ত শুনিয়াই স্তম্ভিত! ডাক্তার তাহার মনোভাব বুঝিয়া বলিল, "ইনি একজন আরমানী রমণী। ইঁহার স্বামীকে তুর্কীরা অতি নির্দ্দয়ভাবে খুন করেছে। ইনি প্রাণ নিয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছেন। গান-বাজনায় অদ্বিতীয়, তাই শিক্ষা দিয়ে দিন গুজ্‌রান্ করেন। অতি উদার চরিত্রের স্ত্রীলোক, আহা বড় দুঃখিনী! ধর্ম্মের জন্য একেবারে পাগল।"

সুরেশ বলিল, "স্ত্রীলোক? তা ত জানতুম না!"

ডাক্তার অম্লান-বদনে বলিল, "তাতে কি! ইনি গুণী মেয়েমানুষ। তুমি বিদ্যার সম্মান দিতে এসেছ! গান শুন্‌বে, ইচ্ছে হয় শিখ্‌বে; ধর্ম্মকথা শোনাবে। স্ত্রীলোক ব'লে সবাই ত্যাগ কর্‌লে এদের উপায় কি? মেয়েমানুষ ব'লে কি এদের পরকাল নেই?"

সেই সময় বিবি র‍্যাসেল কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার উভয়কে পরিচিত করিয়া দিল।

যে ঘরে সুরেশ বসিয়াছিল তাহা হলের মত প্রশস্ত। মাঝখানে ঢালা বিছানা। দেওয়ালের পাশে-পাশে সোফা ও চেয়ার। ঘরের এক কোণে একটী ছোট পাথরের টেবিল, তাহার উপর দুই তিনটী ডিকাণ্টার গ্লাস ও ফলপূর্ণ ডিস। হলের সাম্‌নে, রাস্তার দিকে একটী বারাণ্ডা। বারাণ্ডা হইতে নীচের ছোট, অপ্রশস্ত ফুলবাগান দেখা যায়। ফুলবাগানের পরেই রাস্তার উপর ঢেউ-খেলান প্রাচীর—নাতি উচ্চ।

পরিচয় করিয়া দিয়াই, 'শীঘ্র আসিতেছি'—বলিয়া ডাক্তার আবার

রোগী দেখিতে চলিয়া গেল। বিবি র‍্যাসেল সুরেশের নিকটে বসিয়া তাঁহার জীবনের করুণ-কাহিনী ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

বয়সে প্রৌঢ়া হইলেও বিবি র‍্যাসেল অসামান্যা রূপসী, অপরূপ লাবণ্যময়ী। মুখশ্রী মনোহর না হইলেও প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। চক্ষু দুইটী বর্ণনাতীত। তাহারা অন্তরের ভাব কেবল বিকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, ভাব সঞ্চার করে। অধরযুগলের প্রান্তভাগ ঈষৎ বঙ্কিম-রেখাঙ্কিত না হইলে রমণীর মুখ দেখিয়া মনে হইত, সরলতার প্রতিমা। সে অধরের হাসিও অতি বিচিত্র। রমণীর অন্তর যখন কাতর হয়, সে হাসি বিদ্রূপ করে। তাহার হৃদয়ে যখন স্ফূর্ত্তির উদয় হয়, মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার ন্যায় সে হাসি যেন কাঁদে।

রমণী তাঁহার করুণ-কাহিনী বলিতে-বলিতে সম্মুখস্থ বিশাল দর্পণে সুরেশের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবকের চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া সহসা রমণীর কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অধরে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিবি র‍্যাসেল বলিলেন, "বাবুজী, আপনি বড় পরদুঃখ-কাতর।"

সুরেশ বলিল, "না-না, আপনার ইতিহাস বলুন।"

বিবি বলিলেন, "আমার ইতিহাস প্রায় শেষ হয়েছে। এখানে এসে আমার জীবনসঙ্কট পীড়া হয়। ডাক্তারবাবু আমার জীবন-দান করেন।"

সেইসময় ডাক্তার পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

র‍্যাসেল বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনাদের দেশে একটা কথা আছে না—নাম করতে-করতে যে এসে পড়ে, সে দীর্ঘজীবী হয়? ভগবান্ তাই করুন। আপনি আমার প্রাণদান দিয়েছেন। আপনার পরমায়ু-কামনা ভিন্ন আমি আর কি করতে পারি?"

ডাক্তার চোখে-চোখে কি ইঙ্গিত করিল। র‍্যাসেলের অধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ডাক্তার সে হাসির অর্থ বুঝিল না। মৌখিক সৌজন্য করিয়া বলিল, "আপনি আমায় যত্ন ক'রে যে গান শুনান, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

পরে সুরেশকে বলিল, "ভায়া, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে। কিছু মনে না কর ত একটু ব্র্যাণ্ডি খাই।"

সুরেশ বলিল, "একটু খান তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর ওর দোষগুণের কথা কি বল্‌ব!"

র‍্যাসেল নিজহস্তে ডিকাণ্টার হইতে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া সোডা মিশাইতে-মিশাইতে বলিলেন, "উনি বড় বেশী একটা খান না, তবে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে কখন-কখন বেশী হয়ে পড়ে।"

তারপর ডাক্তারের হাতে গ্লাস দিয়া আর একটী ডিকাণ্টার হইতে দুইটী ক্ষুদ্র পাত্র পূর্ণ করিলেন ও পাত্রহস্তে সুরেশের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাবুজী, আমাদের দেশে একটী প্রথা আছে—মাননীয় অতিথি এলে সরবৎ দিয়ে সম্মান ও আতিথ্য-সৎকার করতে হয়, নইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আপনি দয়া ক'রে একটু সরবৎ পান করবেন কি?"

সুরেশের মন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।—মদের টেবিল হইতে এ কি সরবৎ আনিয়া দিতেছে? র‍্যাসেল বলিলেন, "আপনার যদি অনিচ্ছা হয়—থাক্। আমার জীবনে যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তার চেয়ে আর কি অকল্যাণ হবে?"

সুরেশ ঈষৎ বিচলিত হইল। ডাক্তার সুরেশের ইতস্ততঃ-ভাব দেখিয়া বলিল, "ও সরবৎ ওঁদের দেশের আঙ্গুরের রস। ওতে নেশা হয় না, কেবল মন প্রফুল্ল হয়।"

সুরেশ সহসা হাত বাড়াইয়া বলিল, "ও যাই-হ'ক, আপনি হাতে ক'রে কখন আমায় মন্দ জিনিষ দিতে পারেন না।"

এ কথায় বিবির হস্ত একটু পিছাইয়া আসিল। হায়, এরূপ বিশ্বাস ত পূর্ব্বে কেহ কখন তাঁহাকে করে নাই! ডাক্তারের অনুরোধে এই সরল বালকের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে! সুরেশের পাত্রে অ্যাব্‌সিন্থি নামক মাদক অল্পপরিমাণে মিশ্রিত ছিল। সে তাহা বুঝিতে পারে নাই, অসঙ্কোচে সরবতের পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিবিও পান করিলেন।

তৎপরে মনোহর কারুকার্য্যখচিত রুমালে মুখ মুছিয়া বিবি বলিলেন, "বাবুজী, আমি অনেক দেশের, অনেক রকম সঙ্গীত-বিদ্যা জানি। দেখেছি, সে-সকল কেবল মানুষকে মুগ্ধ ক'রে মাত্র—মনে ভাব-সঞ্চার ক'রে ক্ষান্ত হয়। আপনাদের হিন্দু-সঙ্গীতের অতি উচ্চ আদর্শ—ঈশ্বর-সাধনার পথে অগ্রসর করে; শুধু তাই নয়, সাধককে সিদ্ধি প্রদান করে। আপনি কি বলেন?"

সুরেশ বলিল, "আমি সঙ্গীতের খুব অনুরাগী, কিন্তু এ-ভাবে কখন আলোচনা করি নি।"

র‍্যাসেল বলিলেন, "আমার আয়ত্ত অতি সামান্য, কিন্তু হিন্দু-সঙ্গীতের যে কত উচ্চ আদর্শ, আপনাকে শোনাচ্ছি।"

আদেশমাত্র একজন সঙ্গতকার তব্‌লা লইয়া বসিল। র‍্যাসেল গান ধরিলেন।

সুরেশ মুগ্ধপ্রায় শুনিতে লাগিল। শুনিতে-শুনিতে মনে হইল, কে যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাহার শিরায়-শিরায় ঝঙ্কার উঠিতেছে। পুলক-চঞ্চল রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুগুলি যেন বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া মাথার উপর উঠিয়া নাচিতেছে। এ কি

মোহিনী ! এ মোহিনী কি সরবতের, না সঙ্গীতের ? ডাক্তার ভাবিতেছিল, এ ছোক্‌রার কি একটা কুহক আছে ! র‍্যাসেল আমার কাছে উপকৃত, কিন্তু আমার সাম্‌নে ত কখন এমন করিয়া গায় না ! সেদিন কনকেরও এমনি ভাব হয়েছিল।

গান শেষ হইলে বিবি বলিলেন, "বাবুজী, আপনার কি মনে হ'ল ?"

সুরেশ বলিল, "কি যে মনে হ'ল তা ঠিক করে বল্‌তে পাচ্ছি নি। গান শুন্‌তে-শুন্‌তে বোধ হ'ল, যেন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে এল। যেন সব মন্দিরে-মন্দিরে দীপ জ্বলে উঠ্‌ল। আর চার দিকে যেন শাঁক বাজতে লাগিল। তারপর মনে হ'ল, যেন কা'র আরতি * হচ্ছে। কিন্তু কা'র আরতি হচ্ছে দেখ্‌তে পেলুম না।" বলিয়া অশ্রুপ্লুত চক্ষে যুবক গায়িকার দিকে চাহিল।

"বাবুজী, সাধনায় সিদ্ধ হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুরেশ বলিল, "সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ? তবে আপনার যদি দয়া হয়—এ বিদ্যা আমায় দান করেন, তা হ'লে সবই হতে পারে। আপনি মানুষ নয়—দেবী ! আমায় দয়া করুন।"—বলিয়া বিবিকে করজোড়ে বার-বার প্রণাম করিতে লাগিল।

র‍্যাসেল ভাবিতেছিলেন, দেবী ! আমি দেবী !—এতদিন পরে এই বালক আজ প্রথম আমার হৃদয়ে নারীত্বের গরিমা, আত্মসম্মানের মহিমা জাগরিত করেছে ! ডাক্তার, এই দেবতার তুমি সর্ব্বনাশ করিতে চাও ? র‍্যাসেল থাকিতে নয়।

সেইসময় রূপ-সৌরভ ও অলঙ্কার-ঝঙ্কারের তরঙ্গ তুলিয়া দুইজন যুবক-সঙ্গে এক যুবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

---

* শ্রীরাগ।

সে আসিবামাত্রই বিবি র‍্যাসেল বলিলেন, "কাল্ যা শিখেছ, শোনাও। ভাও বাৎলাঁও।"

যুবতী ভাবভঙ্গীসহ গাহিতে আরম্ভ করিল। সুরেশের তাহা আদৌ ভাল লাগিল না। তাহার মনে হইল, যেন কে উপেক্ষিতা নায়িকার সঙ্ দিতেছে।

বিবি র‍্যাসেল তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "তোমার এখনও হয় নি, আচ্ছা আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর একটু সরবৎ খাই।" সুরেশের ইচ্ছা ছিল, সে-ই টেবিল হইতে সরবৎ আনিয়া দেয়। কিন্তু সে না উঠিতে-উঠিতে ডাক্তার সরবৎ লইয়া আসিল। র‍্যাসেল অর্দ্ধেক পান করিয়া বলিলেন, "আর খাব না।" সুরেশ এবার প্রস্তুত ছিল। তাড়াতাড়ি বিবির হাত হইতে সরবতের গ্লাস লইয়া টেবিলে রাখিতে চলিল।

সুরেশ যুবতীর দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করে নাই, তাহাতে রূপদর্পে আহতা হইয়া সে একটু ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়াছিল। প্রৌঢ়ার এত খাতির করিতে দেখিয়া অনুচ্চস্বরে হাসিল।

সুরেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, যুবতী ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

সেইসময় ডাক্তার বলিল, "ভায়া, সত্যি যদি সঙ্গীতে সিদ্ধ হ'তে চাও ত আগে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন কর। গুরুর প্রসাদ খাও!"

নেশায় সুরেশের তখন এরূপ অবস্থা যে উত্তেজনামাত্রেই সে বিজয়ী বীরের মত, সকলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রহস্তে র‍্যাসেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিবারণ করিতে-না-করিতে এক নিঃশ্বাসে তাহা শূন্য করিয়া বিবির পদধূলি লইল।

ডাক্তার ইঙ্গিতদ্বারা নিবারণ না করিলে গৃহমধ্যে একটা হাসির ঝড়

উঠিত। রুদ্ধহাস্যে সকলেরই দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। কেবল র‍্যাসেলের চোখে ঘন বিষাদছায়া, অধরে বিদ্রূপের হাসি!

কিছুক্ষণ পরে গানের সঙ্গে-সঙ্গে র‍্যাসেল উপেক্ষিতা নায়িকার অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

যুবতী হতাশ এবং সুরেশ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিতে লাগিল।—গায়িকার কণ্ঠ, অঙ্গভঙ্গী, ভাব সকলই অননুকরণীয়! সে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে ভাব-পরিবর্ত্তন—কখন গুম্‌রিয়া-গুম্‌রিয়া রোদন, কখন রোষগর্জ্জন, কখন সাধ্য-সাধনা, সে অশ্রুপাত, সে রোষ-কটাক্ষ, কখন ব্যাত্যা-বিস্রস্ত বল্লরীর ন্যায় সে লুণ্ঠিত তনুভাব, কখন দলিতা ফণিণীর ন্যায় উন্নতশির সুবঙ্কিম দেহ,—বর্ণনার অতীত, অনুকরণ কে করিবে!

ডাক্তার এবার উঠিয়া দুইটী পাত্র সরবতে পূর্ণ করিল এবং সুরেশের পাত্রে অধিক পরিমাণে তীব্রতর সুরা মিশাইয়া দিল। কিন্তু তাহা বিবি র‍্যাসেলের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি দেখিলেন, সুরেশের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে; মাদকে অনভ্যস্ত যুবক আর অধিক পান করিলে অধিকতর মত্ত হইবে।

ডাক্তার সুরেশ ও র‍্যাসেলের করে পান-পাত্র দিয়া আপনার জন্য ব্র্যাণ্ডি ও সোডা আনিতে টেবিলের কাছে গেল। সেই অবসরে বিবি সুরেশকে চুপি-চুপি বলিলেন, "এস, বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ আমরা গেলাস বদল করি।"

পাত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া সুরেশ এক নিশ্বাসে তাহার পাত্র শূন্য করিল। বিবি একচুমুকমাত্র পান করিয়া উঠিলেন। বাহিরে অন্ধকার। তিনি বারাণ্ডায় গিয়া পাত্রস্থ সুরা সেই অন্ধকারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

সহসা অন্ধকারে চাপা গলায় কে বলিয়া উঠিল, "বাপ, চোখ-দু'টো কাণা ক'রে দিলে রে!"

আর একটা গলা তেমনি চাপা সুরে বলিল, "আ—রাম-রাম এযে মদ রে!"

পরক্ষণেই দুই অন্ধকার-মূর্ত্তি ঢেউ-খেলান পাঁচিল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

র‍্যাসেল তখন কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে যুবতীকে লইয়া যুবকদ্বয় চলিয়া গেল।

র‍্যাসেল সুরেশকে বলিলেন, "বাবুজী, তুমি এইবার আমায় একটা গান শোনাও, তোমার গলা কেমন শুনি।"

সুরেশ গাহিল—একে সুকণ্ঠ, তার উপর মাদকের স্ফূর্ত্তি—সুরেশ বিভোর হইয়া গাহিল।

বিবি মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "বাবুজী, যদি গান শিখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, আমার কাছে এ'স।"

ডাক্তার আপনা হইতে বলিল, "কিন্তু আপনার দিনের বেলা ত সময় হবে না। রাত্রে কখন্ আস্‌বে, ব'লে দিন্।"

র‍্যাসেল বলিলেন, "সন্ধ্যার পর যখন ইচ্ছা।"

সুরেশ কৃতার্থ হইয়া পুনরায় বিবি র‍্যাসেলের পদধূলি গ্রহণ করিল। ডাক্তার তাহাকে লইয়া বাটী ফিরিল। গাড়ীতে তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল, "ওস্তাদ যে স্ত্রীলোক তাহা যেন কারুর কাছে প্রকাশ ক'র না। ভায়া, বুদ্ধিমান লোক স্বকার্য্য-উদ্ধার করে। লোকে বুঝ্‌বে না—স্ত্রীলোক, শুন্‌লেই নানা-কথা রটনা কর্‌বে, তাতে তোমারই ক্ষতি।"

সুরেশের তখন ভরপুর নেশা। সে বলিল, "তা—আ—আকি হয়? আ—আ—মি এম্—ম্—নি বোকা! কিন্—তু—উ তুমি ভা—ই—ই আজ আমার, ভা—আরি আন্দ—হ'ল!" বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরেই ডাক্তারকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তার ভাবিতেছিল, এখন কনকের 'নির্ম্মল-চরিত্র' 'গুণবান্' পুরুষটীকে তাহার সাম্‌নে একবার খাড়া করিতে পারিলে হয়।

১২

তখন রাত্রি দুইটা। কনক জাগিয়া-জাগিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামীর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া সে উঠিল। এমন সময় সুরেশ ডাক্তারের কাঁধে ভর দিয়া টলিতে-টলিতে উপস্থিত। কনক তাহাকে দেখিয়া আবার চক্ষু মুছিল। সুরেশ ধপ্ করিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কনক্ দি আ—আজ ভা—আরি মজা হ'য়েছে! তু—উমিও তার গান শুন্‌লে আ-আমার মতন হয়ে যেতে!"

কনক ডাক্তারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ-কি?"

ডাক্তার বলিল, "এই তোমার নির্ম্মল-চরিত্র, গুণবান্ পুরুষ।"

সুরেশ বলিল, "ঠি—ইক্ বলেছ, দাদা দাও—পায়ের ধূলো দাও।" বলিয়া ভক্তিভরে ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল।

কনক বলিল, "আপনি উচ্ছন্ন যাচ্ছ—যাও, এই গো-বেচারীকে কেন মজাচ্ছ?"

ডাক্তার বলিল, "না মজ্‌লে কি কেউ কাউকে মজাতে পারে চাঁদ! ইনি যে মস্ত সাধু-পুরুষ! নির্ম্মল-চরিত্র! বড় ভাল!"

সুরেশ বলিল, "না—না কনক দি, উনি খুব ভাল।" "তুমি দাদা, খুব ভাল!"

কনক বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমার মাথা! কি গিলে মরেছ?"

সুরেশ উত্তর দিল। "খু—উব ভাল সরবৎ—ওস্তাদজীর পেসাদ! এখনও মুখে তার লেগে আছে।"

ডাক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার গুণবান্ পুরুষ মোছোলমান ওস্তাদের পেসাদ খেয়ে এসেছেন।"

কনক ধীরে-ধীরে উঠিয়া গিয়া শয়ন করিল।

পরদিন সুরেশের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল—রোদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কোথায় সে শুইয়া আছে, কিছুই ঠাওরাইতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল, ডাক্তারের বাড়ীর নীচের তলার একটী ঘরে শুইয়া আছে। উঠিতে মাথা ঘুরিয়া গেল। একটু স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দেখিল, জুতা-জামা-চাদর সমেত শয়ন করিয়া ছিল। তারপর একে-একে বিবি র‍্যাসেলের বাড়ীর সকল ঘটনা মনে আসিতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ী কেমন করিয়া শুইল, কিছুই মনে পড়িতেছে না। তারপর মনে পড়িল, গতকল্য সে সকালে বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এখনও বাড়ী যায় নাই।—মা কত ভাবিতেছেন! সুরেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না; আস্তে-আস্তে উঠিয়াই বাটী অভিমুখে চলিল।

১৩

বাটী পৌঁছিতেই মা কাঁদিয়া উঠিলেন। সুরেশ একান্ত অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার কাছে বসিল এবং তাঁহাকে নানা-প্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। তারপর চারিদিক চাহিতে-চাহিতে দেখিল, অন্তরাল হইতে আর একজোড়া চক্ষু তাহাকে অতি ভীষণভাবে লক্ষ্য করিতেছে। সুরেশ ভাবিল, সর্ব্বনাশ! মার হাত ত একরকমে এড়ালুম, এখন বৌদিদির হাত থেকে রক্ষা করে কে? ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক উপায় ঠাওরাইল—খুব গম্ভীর থাকিবে, যেন তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করে।

মুখ খুব গম্ভীর করিয়া উপরে উঠিল। চম্পাও নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অনুসরণ করিল। সুরেশ বাটী ফিরিবার পূর্ব্বেই সে তাহার স্নানের তেল-গামছা ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিয়াছিল। উপরে উঠিয়াই সেগুলি অন্তর্হিত করিল। তারপর ধীরে-ধীরে আপনার কক্ষে গিয়া পালঙ্কের উপর পা ঝুলাইয়া বসিল—যেন সিংহাসনে।

সুরেশ কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া তেল-গামছা প্রভৃতি খুঁজিয়া পাইল না। আস্তে-আস্তে মাথা হেঁট করিয়া রাণীর সিংহাসন-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। রাণী নির্ব্বাক হইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন, অবশেষে সুরেশ দেখিল, তৈলাভাবে তাহার মস্তক যদি সাহারার মরুর মত হয় তথাপি বৌদিদি কথা কহিবেন না। আস্তে-আস্তে বলিল, "বৌদি!"

সুরেশ দেখিল, সেই ভীষণ চক্ষু-দুইটী তাহার অস্থি-চর্ম্ম-মর্ম্ম ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তস্তলে কি অন্বেষণ করিতেছে! সুরেশ চক্ষু নত করিল। বৌদিদি ধীর-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কাল সকাল থেকে আজ বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কোথা ছিলে ঠাকুর-পো?"

সুরেশ বিস্ময়ের ভান করিয়া উত্তর দিল, "সে-কি! তোমরা কিছু খবর পাও নি নাকি?"

"সে কাল সকালে ত বড় জামাইবাবু একখানা চিরকুট লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, তুমি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। তা কি এই চব্বিশঘণ্টা ধ'রে খাচ্ছিলে নাকি?"

সুরেশচন্দ্র, বড় বিপদ! প্রত্যেক ঘণ্টার সাফাই দিতে না পারিলে এ স্নেহের আদালত হইতে তোমার নিষ্কৃতি নাই। সে বলিল, "চব্বিশঘণ্টা খাব কেন? তা কি মানুষে পারে?"

"মানুষে কি এমন ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়ে বুড়ো মাকে কাঁদাতে পারে?"

সুরেশ ত স্তম্ভিত। এই সেদিন এঁর বিয়ে দিয়ে এনেছি—আজ

ইনি আমার বিচারক! বেচারী কি করে, মনে-মনে হারি মানিয়া বলিল, "বৌদি সব কথা বল্‌ব এখন, দোহাই তোমার, একটু নাইবার তেল দাও, শরীর ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে।—নেয়ে ফেলি, দু'ট ভাত মুখে দি।"

চম্পা তখনি ক্ষিপ্রপদে উঠিয়া সমস্ত যোগাড় করিয়া দিল। তারপর সুরেশের স্নান হইলে ভাত আনাইয়া দিয়া, দুধের বাটী ও পাখা হাতে করিয়া আসিয়াই দেখিল, দেবরের অন্নপাত্র শূন্য। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এত অন্ন ত সুরেশ কখনই খায় না। সুরেশ তাহাকে দেখিয়া বলিল, "দেখ্‌ছ কি বৌদি, শীগ্‌গির ভাত আন্‌তে বল, নইলে থালা-বাটী সব খেয়ে ফেল্‌ব।"

ব্রাহ্মণ ভাত আনিয়া দিল। দেখিতে-দেখিতে তাহাও প্রায় ফুরাইল।

চম্পা বলিল, "ঠাকুর-পো; তুমি নিশ্চয় সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছ!"

"ঠিক্ বলেছ বৌদি, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? নিশ্চয় হাত গুণ্‌তে জান! কি একটা সরবৎ খেতে দিলে, বেশ মিষ্টি-মিষ্টি টক্-টক্ আবার ঝাল্-ঝাল্। খেতে বেশ লাগ্‌ল। সেই থেকেই মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ কর্‌ছে, আর এই দেখ না, রাক্ষুসে ক্ষিদে!"

সুরেশের ভোজনান্তে আবার মুখ গম্ভীর করিয়া চম্পা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় সরবৎ খেয়েছিলে—বল?"

সুরেশ এদিক্-ওদিক চাহিয়া বলিল, "কাউকে বল্‌বে না ত?"

"আমায় কি তেমনি পেলে?"

সুরেশ বলিল, "কাল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এক ওস্তাদের বাড়ী গান শুন্‌তে গিয়েছিলুম। সে এমন সুন্দর গাইলে আর আমি একেবারে এমনি গ'লে গেলুম যে, সেই ম্লেচ্ছ ওস্তাদের এঁটো সরবৎ গুরু-প্রসাদ ব'লে খেয়ে ফেল্‌লুম।"

চম্পা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে! তুমি এমন বোকা, ভাল গান করলে ব'লে সেই ম্লেচ্ছের এঁটো খেলে!"

"তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, মাকে, কি ছোড়্দাকে—কাউকে কিছু ব'ল না।"

"আর সেখানে যাবে না—বল?"

"আবার! এই নাক-মলা, কান-মলা আর সেখানকার মাটী মাড়াই!"—বলিয়া সুরেশ ঘুমাইতে গেল।

ঘুম হইতে যখন উঠিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সুরেশের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া চম্পা একবাটী চা আনিয়া বলিল, "এই নাও ঠাকুর-পো, সরবৎ খাও।"

"দোহাই বৌদি, সরবতের নাম আর মুখে এ'ন না"—বলিয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল, আমি কেন এত কুণ্ঠিত হইতেছি? আমি কুস্থানে গিয়াছিলাম, কিন্তু শাস্ত্রেও ত বল্ছে, কুস্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে। আমি ত কু-অভিপ্রায়ে যাই নাই। আমার অভিপ্রায়, সঙ্গীত-বিদ্যার সাধনা। বিবি র‍্যাসেল যাহাই হউন, তিনি অদ্ভুত গায়িকা এবং অদ্ভুত শিক্ষয়িত্রী। আমায় বলিয়াছেন, সঙ্গীত-বিদ্যা দান করবেন। এমন গুরু আমি আর কোথায় পাইব? অবশ্য তাঁহার বাটীতে বহু লোক-সমাগম হয়, আর নিন্দনীয় লোক'ও যাইয়া থাকে; কিন্তু আমার তা'তে কি আসে যায়?

আমি ঠিক থাকলে আর ভয় কি? বার-বার আমার মনে কেন এমন দুর্ব্বলতা আস্ছে? সেদিন কনকদিদি ব্যঙ্গ ক'রে বল্লে, বালির বাঁধ কতক্ষণ রয়? আমি বলি যে পদ্ম পাঁকেই ফোটে। কয়লা-খনির ভিতর থাকে তবু হীরে—হীরে। লোকে কি বল্বে-না-বল্বে তাই বা আমার গ্রাহ্য করবার দরকার কি? তুমি আপনি ভাল হতে

চাও, না লোকের ভাল-বলা চাও! মন, তোমার এ ছলনা! হে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তুমি স্বীয় সচ্চিদানন্দ জ্যোতিতে স্বপ্রকাশ হও! আমার কিসের ভয়?

সেই সময় ডাক পড়িল, "সুরেশ, সুরেশ!" সুরেশ তাড়াতাড়ি কক্ষের বাহির হইল। পরেশ হো-হো করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আমি সব শুনেছি।" দুই ভাইয়ের তুমুল হাস্যে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

পরেশ বলিল, "সে যদি ভাল ওস্তাদ হয়, তার কাছে কিছুদিন গান শেখ না কেন?"

"ঠিক বলেছ দাদা, আমি তাই মনে ক'রেছি।"

"কিন্তু দে'খ ভাই, ভক্তি ক'রে আর যেন পেসাদ-টেসাদ খেয়ে ফে'ল না।"

আবার একচোট হাসি, তারপর দুই ভাই অনেকক্ষণ ধরিয়া যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে চম্পাকে দেখিয়া সুরেশ বলিল, "বৌদি, তুমি ত ভারি মিথ্যাবাদী, আমাকে বল্লে কাউকে বল্‌বে না, আর ছোড়্‌দা'কে দেখামাত্র ব'লে দিয়েছ?"

বৌদিদি অম্লান বদনে বলিল "আর তুমি ভারি যুধিষ্ঠির! আমাকে বল্‌লে—ওস্তাদের বাড়ী যাবে না, আর দুই ভাইয়ে পরামর্শ এঁটেছ—যাবে।"

এদিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মহা হুলুস্থূল উপস্থিত। সুরেশের চিঠির সঙ্গে ডাক্তারের চিরকুট পাইয়া দুইজন কার্য্যকারী সভ্য গোপনে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সুরেশকে একটা নিন্দনীয় স্থানে প্রবেশ করিতে দেখেন। ঐ গৃহে বেশ্যা-সমাগম হয় তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পরে, সেখানে মদ ছোঁড়াছুঁড়ি-প্রভৃতি এমন-সকল কুৎসিত ব্যাপার আচরিত হয় যে, সভ্যদ্বয় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। কার্য্যকারী সভা এই সকল কুৎসিত বিবরণ শুনিবার পর, সুরেশকে সভাপতির পদ হইতে বিতাড়িত করিয়া, অধ্যক্ষ অম্বুজাক্ষবাবুকে তাঁহার স্থানে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

চম্পার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পর, সুরেশ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিল যে, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ—যিনি এক্ষণে স্থায়ী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—অদ্য 'প্রলোভন ও সংযম'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা পাঠ করিবেন। রায় মুরারীমোহন বসু মহাশয় আজিকার সভাপতি।

আজিকার সভায় কি বলিবে, সুরেশ তাহার নোট লিখিয়া রাখিয়াছিল, বিজ্ঞাপন দেখিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। এতটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কেহ তাহাকে কোন সংবাদ দিল না এবং তাঁহারও কেহ কোন সংবাদ লইল না! এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম তাহার হাতে গড়া। মনে বড় আঘাত লাগিল। ভাবিতে লাগিল, কেন যাব না? আমার অপমান করেছে? আমার প্রতিষ্ঠা কি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উপর?—না আপনার উপর? আমি অবশ্য যাব। কেন তারা আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করলে তার কারণ জানতে হবে।

বৈকালে ডাক্তার তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়া দেখিল, সুরেশ সভায় যাইবার জন্য বাহির হইতেছে। গতকল্যকার চিরকুটের ফল কিরূপ হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত ডাক্তার বলিল, "ওহে চল, আজ তোমার বক্তৃতা আছে না? আমি শুন্‌ব, তোমরা সব কি বল-কও। আমাদের ত ভাই পুঁজ-রক্ত-ঘাঁটা ব্যবসা। ভাল বিষয় চর্চ্চা কর্‌বার সময় পাই নি, তবে শুনে যা কিছু শেখা যায়। আজ তোমার কি লেক্‌চার হবে?"

"আজ আমার লেক্‌চার নয়। অম্বুজাক্ষবাবু লেকচার দেবেন।"

"কি বিষয়?"

"বিষয়—প্রলোভন ও সংযম।"

বক্তৃতার বিষয় শুনিয়াই বুদ্ধিমান ডাক্তার ভাবিল, 'প্রলোভন ও সংযম!'—পরশুকার রাত্রের প্রলোভনের কথা কিছু নয় ত? তা হ'লে এই বেহ্মদত্যিকেই অপদস্থ কর্‌বার জন্য লেকচার। কাণ্ডটা দেখ্‌তে হবে—ছাড়া হবে না। বলিল, "ভাই জান ত, আমাদের নানা প্রলোভনে পড়্‌তে হয়, তোমার অম্বুজাক্ষ কি বলেন, শুন্‌তে হবে। আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে দু'ট রোগী দেখ্‌তে যাব। আবার শীঘ্রই ফিরে আস্‌ছি।"

নিজের প্রতিষ্ঠিত সভায় আজ সুরেশ অনাহুত, অনাদৃত অতিথির ন্যায় ধীরে-ধীরে নতশিরে প্রবেশ করিয়া, শ্রোতাদের সঙ্গে মিশিয়া পিছনে বসিল। রায় মুরারীমোহন বাহাদুর তাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি ইঙ্গিতে সুরেশকে ডাকাইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। সুরেশ অগত্যা বসিল, কিন্তু কার্য্যকারী সভ্যগণ তাহার এই ধৃষ্টতায় বিশেষ রোষান্বিত হইয়া তাহার উপর নয়নাগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তবে মুরারীমোহন আশ্রমের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী, বহু অর্থ চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহার এই অবিমৃষ্যকারিতার কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

অম্বুজাক্ষ বক্তৃতা পাঠ করিতে সুরু করিলেন। সুরেশের প্রাণ-স্পর্শিনী

বক্তৃতায় অভ্যস্ত শ্রোতাগণ অম্বুজাক্ষের বাক্য-বিন্যাস-ছটায় মাঝে-মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

অম্বুজাক্ষ সংসারের নানা আকর্ষণ, প্রলোভন, সংযম প্রভৃতির উপর বহু বাক্যব্যয় করিয়া অবশেষে বলিলেন, "যাঁহারা বলবান্ ইন্দ্রিয়-তাড়নায় পশ্বাচার-রত, বিবাহ তাহাদিগকে সংযম-পথে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কৃতদার গৃহস্থকে সাদরে আহ্বান করিতে আমরা কুণ্ঠিত নই; কিন্তু যে ভণ্ড গোপনে নীচবৃত্তি,নীচাচার-রত হইয়া সমাজে ব্রহ্মচারি-রূপে আপনার পরিচয় প্রদান করে—সে হেয়, ঘৃণ্য, পাষণ্ড, পামরের জন্য পদাঘাত ব্যবস্থা।" বলিয়া বক্তা সদর্পে ভূমে পদাঘাত করিলেন। করতালির সঙ্গে-সঙ্গে কার্য্যকারী সভ্যগণের দৃষ্টি সুরেশের উপর পতিত হইল। সুরেশ তখন মনে-মনে বলিতেছিল, 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ।'

ইহার কিছু পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অম্বুজাক্ষবাবুর বক্তৃতার শেষভাগ শুনিয়া সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া শির নত করিয়া 'hear', 'hear', বলিয়া উঠিয়াছিল।' অতঃপর সে ভাবিয়াছিল, সকলে মিলিয়া সুরেশকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে-দিতে বাহির করিয়া দিবে। মনে-মনে স্থির করিয়াছিল, তখন সে সকলকে উৎসাহিত করিতে-করিতে সুরেশকে রক্ষা করিবার ভান করিয়া দুই-একটা ঘুষাঘুষিও চালাইবে। ডাক্তারের গায়ে বিষম বল, এবং এই ব্রহ্মদৈত্যের দলের সকলেরই উপরে তাহার সমান রোষ। সে কতকটা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় মুরারীমোহনবাবু উঠিয়া সুরেশকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। ধৃষ্টতার উপর ধৃষ্টতা—সুরেশও বলিবার জন্য ধীরে-ধীরে দণ্ডায়মান হইল।—নির্লজ্জ! কিন্তু মুরারীমোহনের ব্যবস্থায় কেহ কথা কহিতে পারিল না।

সুরেশ বিনীতভাবে সভাকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। প্রথম ধীরে-ধীরে। অম্বুজাক্ষ যে সকল সাংসারিক প্রলোভনের কথা বলিয়াছিলেন, সুরেশ তাহার মাত্রা শতগুণে বর্দ্ধিত করিল। তারপর বলিল, "প্রলোভন মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ছাগল-গরু মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু চিরজীবন ঘাস খায়, পশুত্বেই কাটায়। জীবনের অপ-ব্যবহার করিবার শক্তি মানুষেরই আছে এবং দেবত্বে পরিণত হইবার ক্ষমতা এই মানুষেই বিদ্যমান। প্রলোভন না থাকিলে সংযমের প্রয়োজন ছিল না। পদে-পদে পদস্খলিত হইয়া শিশু হাঁটিতে শিখে। সংসারে পদে-পদে প্রলোভন—যশ-গৌরবের প্রলোভন, মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন, কাম-কাঞ্চনের প্রলোভন। কত বলিব? কিন্তু এই সকল প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া যিনি নির্ভীকচিত্তে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর্য্যবান্। যে সংসারে ঝড় নাই, যে বনে বাঘ নাই, যে আকাশে বজ্র নাই, সেখানে বিচরণ করায় পৌরুষ কি? কাপুরুষ, হীনবীর্য্য ব্যক্তি প্রলোভনকে ভয় করে, প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থান করে। প্রলোভনই মানুষের শিক্ষা, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। যিনি প্রলোভনকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুরুষকার বলে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনি ধন্য, শতবার আমার প্রণম্য!"

পুনঃ-পুনঃ করতালির শব্দে ডাক্তার এবং অম্বুজাক্ষের কানে ঘন-ঘন বজ্রনাদ হইতে লাগিল।

সভাপতি উঠিয়া সুরেশের বিস্তর প্রশংসা করিলেন ও তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ্ দিয়া সভাকার্য্য শেষ করিলেন।

সুরেশের বক্তৃতা শুনিয়া সভ্যদিগের মনে হইতে লাগিল, এই ব্যক্তি কি সত্যসত্যই বেশ্যালয়ে মদ্যপান করিতে গিয়াছিল?—না অন্য কোন রহস্য ইহার ভিতরে আছে! অম্বুজাক্ষের প্রবন্ধের তুলনায় সুরেশের

বক্তৃতা যে কত দূর উচ্চদরের, সে বিষয়ে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল।

সভাভঙ্গে দুইজন সভ্য আসিয়া সুরেশকে বিনীতভাবে বলিল, "আমরা বিষম ভুল করেছি, আপনার কাছে অপরাধী, আমাদের ক্ষমা করুন।"

সুরেশ দুই হস্ত আমূল প্রসারিত করিয়া উভয়কে একসঙ্গে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "ভাই! মানুষেই ভুল করে।"

অম্বুজাক্ষ কখন পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। ডাক্তার অগ্রসর হইয়া সুরেশকে বলিল, "চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই। তুমি এমন তা জানতুম না! আমি তোমায় ছাড়্‌ছি নি, বল, তুমি আমায় কখনও ছাড়্‌বে না?"

ডাক্তারের কথার গভীর রহস্য সুরেশ বুঝিল না, সে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু আমাদের মহা উপকারী। ইনি সেই ছেলেটীকে বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করেন, অধিকন্তু চল্লিশ টাকা ঔষধের দাম নেন নি।" সকলে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিল।

গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তার সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠিক কর্‌লে হে?—ওস্তাদের কাছে গান শিখ্‌বে?"

সুরেশ বিনীত স্বরে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনি অতি উদার-প্রকৃতি, আমার বিশেষ উপকারী। আমি গান শিখ্‌ব, ঠিক করেছি। আপনি তাঁকে একটু ব'লে-ক'য়ে বন্দবস্ত ক'রে দিন।"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া সুরেশের মুখপানে চাহিল। ছোঁড়া কি সত্যই এমনি বোকা, আমায় বলে, মহা উপকারী!—দেখা যাক। বলিল, "সে সব ঠিক হবে। তুমি রাত্রে ১০নং ছাতাওয়ালার গলিতে যেও। তবে যেদিন যাবে, তার আগে বিবি র‍্যাসেলকে চিঠি লিখে জানিও।" সুরেশ সেইরূপ স্বীকার করিল।

পীতাম্বর সকল সুখে সুখী। কেবল একমাত্র অভাব সময়ে-সময়ে তাঁহার মনকে পীড়িত করে—পীতাম্বর পুত্রহীন। চামেলীর যতই বয়স বাড়িতেছে, তাহার বিবাহ যতই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে, পীতাম্বর ততই ভাবিতেছেন, মেয়েটার বে দিয়ে বুড়ো বুড়ীতে কি নিয়ে থাকৃব? গুরুদেবের আদেশে, এ সুখের হাট বেঁধেছিলুম। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আশাতীত অর্থোপার্জ্জন করেছি, সাধ্যমত লোক-সেবায় ব্যয় ক'রে যথেষ্ট অবশিষ্ট রয়েছে। আমি পুত্রমুখ দেখ্‌লুম না!

এই সময়ে গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ব'লে আজ ক'দিন মনে কর্‌ছি, মনেই থাকে না। তোমার কি হয়েছে, বল ত? শুন্‌ছি খেতে পার না। মাঝে-মাঝে ওয়াক-ওয়াক কর, দেখি। রোগা হ'য়ে যাচ্ছ, অথচ তোমার মুখে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে।"

পীতাম্বর দেখিলেন, ভার্য্যার মুখ নব-যুবতীর প্রথম স্বামি-সম্ভাষণের ন্যায় লজ্জায় আরক্ত হইয়াছে। গৃহিণীর মুখভাব দেখিয়াই প্রবীণ পীতাম্বর বুঝিলেন। সহসা হর্ষান্বিত হইয়া ডাকিলেন, "ওরে চামেলী, শোন্-শোন্। ওরে তোর মা'র খোকা হবে রে!"

গৃহিণী "কর কি, কর কি!" বলিতে-না-বলিতে চামেলী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ বাবা, খোকা কৈ?"

মাতা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ওঁর কথা শুনিস্ কেন? তুই কাউকে কিছু বলিস্ নি মা!"

"গুরুদেবের অপার কৃপা" বলিতে-বলিতে পীতাম্বরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি সংসারের সকল সাধ মিটাইয়াছেন, এ সাধটীও অপূর্ণ

রহিল না। সারারাত্রি ধরিয়া পীতাম্বর এই অহেতু-কৃপাসিন্ধুর কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভোর-রাত্রে তাঁহার স্বপ্ন হইল,—

দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু ও জটাধারী, তেজঃপুঞ্জ, নগ্নকায় সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিতেছেন, পীতাম্বর উঠ, আর ঘুমিও না; ঐ দেখ, পূর্ব্বগগনে অরুণ উঠেছে, আমি তোমাকে জাগিয়ে দিতে এসেছিলুম। পীতাম্বর কণ্টকিতকলেবরে গুরুদেবকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন, সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ও কিছুক্ষণ পরে একখানি জরুরী তার (Urgent Telegram) আসিল। সংবাদ, গুরু-মহারাজ মহাসমাধিস্থ, এখনও দেহ সমাহিত হয় নাই। সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছিলে দর্শন মিলিতে পারে। এক ঘণ্টার মধ্যেই পীতাম্বর স্পেশাল ট্রেণ (Special Train) করিয়া পশ্চিম রওনা হইলেন।

১৩

শ্রীগুরুদেবের পুণ্যদর্শন-লাভ ও তাঁহাকে সমাহিত করিয়া তিন দিন পরে পীতাম্বর কাছা গলায় দিয়া নগ্নপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও কথায়-কথায় সুরেশের সহিত চামেলীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা উঠিলে, গৃহিণীকে বলিলেন, "গিন্নি, অতি শৈশবে বাপ-মা হারিয়েছি। গুরুদেব আমার বাপ-মা দুই-ছিলেন। লোকে বলে, মহাগুরু-নিপাতের বৎসর! আমার তার চেয়ে বেশী। এ বিষম দুর্ব্বৎসরে মেয়ের বিয়ে দিলে কি কল্যাণ হবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "মুক্ত পুরুষের আবার জীবন-মরণ কি? তখনও যেমন, এখনও আমাদের তিনিই ভরসা। তাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অকল্যাণ হবে না। তুমি আর টাল-মাটাল ক'র না।"

"আচ্ছা, আগে সুরেশের মন বুঝে দেখি" বলিয়া পীতাম্বর তাহার উদ্দেশে গমন করিলেন।

সুরেশ তখন দূর হইতে দেখিতেছিল, চম্পা অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে নিদ্রিত পতির পদসেবা করিতেছে! সুরেশ দেখিতে-দেখিতে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা সহজ-বৈরাগ্যবান্ পুরুষকে বাঁধিবার জন্য এই সোণার শৃঙ্খল সৃষ্টি করেছেন! কি মধুর, কি শান্তিময়, কি পবিত্র ভাব! ইহারা পরস্পরকে সুখী করিয়াই সুখী! কিন্তু তবু এ সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আত্মানন্দের তুলনায় এ সুখ অতি তুচ্ছ, তুচ্ছাৎ তুচ্ছ! এই সময় পীতাম্বর উপস্থিত হইলেন। সুরেশ তাঁহার শোক-পরিচ্ছদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ-কি?"

পীতাম্বর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন। সুরেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "শাস্ত্রে আছে, 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।' তবে মানুষকে গুরু ব'লে কেমন ক'রে ধারণা করা যায়?"

পি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তুমি কি ধারণা করেছ—বল ত?

সু। ও-সব নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ কল্পনামাত্র।

পি। সেই কল্পনা মানুষে অসম্ভব কেন হবে?

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিল। পরে বলিল, "আমাকে দয়া ক'রে বলুন, কি ক'রে আপনার গুরুকৃপা হ'ল?"

পীতাম্বর মেজেতে আসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সুরেশ তাঁহার নিকটে খালি মেজেতেই বসিল।

পীতাম্বর বলিলেন, "সে অনেক কথা, কিন্তু আপাততঃ যে-সব কথা আমার মনে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠ্ছে, তাই বলি। আজ অনেক রহস্য প্রথম তোমার কাছে প্রকাশ করব, আমার স্থিরবিশ্বাস, তুমি কখন তাহার অযথা ব্যবহার করবে না। শোন, খুব ছেলেবেলা আমার

বাপ-মা মারা যান। এক জ্যেঠা আমায় মানুষ করেন। আমার বাপের পয়সা-কড়ি ছিল। জ্যেঠা কৃপণ হ'লেও প্রবঞ্চক ছিলেন না। আমায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে বের সম্বন্ধ স্থির কর্‌লেন। জ্যেঠার তৃতীয় পক্ষের সংসার, অনেকগুলি ছেলেপুলে। তাদের হীন স্বার্থপরতা, অশান্তি ইত্যাদি দেখে মনে হ'ল, এরূপ জীবন-যাপন করার চেয়ে পশু-পক্ষীর মত নির্ব্বিবাদে যথেচ্ছা বেড়ান আর যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহার গ্রহণ ক'রে জীবন-যাপন করা ভাল। বিবাহের আবশ্যকমত জিনিষপত্র কিনে আনি ব'লে, শ'-পাঁচেক টাকা নিয়ে একেবারে ট্রেণে চেপে ৺কাশীধামে উপস্থিত হলুম। জানা ছিল, ৺কাশীধামে মা অন্নপূর্ণার কৃপায় অন্নাভাবে কেউ মারা যায় না। আর মর্‌লেও সদ্গতি, তবে আর ভয় কিসের ?

"মা অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন ক'রে কাঁদ্‌তে-কাঁদতে বল্‌লুম, আমার কেউ নেই, আমি পিতৃমাতৃহীন, আশ্রয়হীন। শুনেছি, তোমরা জগতের পিতামাতা, সন্তানকে আশ্রয় দাও।

"মনটা বেশ হাল্‌কা বোধ হ'ল। হৃদয়ে অসীম বল পেলুম। ভগবানের কৃপায় স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল আর স্বভাবতঃ নির্ভীকও ছিলুম, কিন্তু সেদিন প্রাণে যেরূপ নির্ভীকতা ও দেহ সবল বোধ হয়েছিল সেরূপ পূর্ব্বে কখনও বোধ করি নি।

"কিছু নগদ খরচের মত কাছে রেখে বাকি টাকা সেভিংস-ব্যাঙ্কে জমা দিলুম। ভাব্‌লুম, ধরম্‌শালায় থাক্‌ব আর ছত্রে-ছত্রে খাব, গেঁটের কড়ি খরচ সহজে কর্‌ব না। কিন্তু ছত্রের প্রসাদ হজম করা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ল। কি করি ?—একটা আড্ডা ঠিক কর্‌তে হবে, আর একটা অর্থোপায়ও কর্‌তে হবে। নইলে কলসীর জল গড়াতে-গড়াতে আর ক'দিন থাকবে। দেখ্‌লুম, কাশীতে ভণ্ড-সাধু অনেক আর তাদের এক-রকম বেশ চলেও যায়। কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল। গেরুয়া

কাপড় কিনলুম, ছেঁড়া চুলে জটা বানালুম। রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, তার ওপর ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে আর্‌সীতে নিজের মূর্ত্তি দেখে নিজেই তাজ্জব—যেন সাক্ষাৎ বাচ্চা শিব। বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম ক'রে বল্‌লুম, "বাবা, পেটের দায়ে তোমার দোহাই দিয়ে একটু ভণ্ডামী কর্‌ছি, অপরাধ নিও না, চুরি-বাটপাড়ি ক'রে জেলে গিয়ে ঘানি টান্‌তে পার্‌ব না।

"প্রথম দিনেই পয়সা, সিকি, দোয়ানীতে, প্রায় পাঁচ টাকা, তা ছাড়া খাবার জিনিষ, পৈতা ইত্যাদি। পয়সা-সিকি-দোয়ানী, বাবার ভোগে সেই রাত্রেই চড়িয়ে দেওয়া গেল। বাকি জিনিষ কাঙ্গালীদের দিয়ে দিলুম। বেশ সুখে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। একটা এঁদো গলিতে, তিন তলায় একখানা ঘর ভাড়া আর একটা সরা'য়ে খাবার বন্দবস্ত কর্‌লুম। আমার দলের অনেক ভণ্ড-ভাইদের সঙ্গে চেনাশুনো হ'ল। ক্রমশঃ ভাঙ্‌ ও গাঁজা খেতে শিখ্‌লুম, কিন্তু তাদের সঙ্গে নয়, নিজের সেই তেতলার ঘরে খিল্‌ দিয়ে। এমনি ক'রে দিন যায়।"

১৭

পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "একদিন দশাশ্বমেধ-ঘাটে সেজে-গুঁজে ব'সে আছি, একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা হাতে তর্‌-তর্‌ করে ফির্‌ছে আর একটা সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। এমন সময় এক দীর্ঘকায় আজানুলম্বিত বাহু, জটাধারী ও শ্বেতশ্মশ্রু একটী নাগা-সাধু আমার পিঠে আস্তে একটী চড় মেরে বল্‌লেন, হরি হরি বোলো বাচ্চা, খালি মালা চালানে, ক্যা কাম হোগা? তারপর, জয় পতিতপাবনি মায়ী গঙ্গে! বল্‌তে-বল্‌তে গঙ্গাস্নান কর্‌তে নাম্‌লেন।

"আমি চম্‌কে উঠেছি। পিট দিয়ে যেন বিদ্যুতের মত একটা ধাক্কা এসে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়ে দিলে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাঁপুনী ছিল। আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি আর অনিমেষ নয়নে সেই সাধুটীর স্নান করা দেখ্‌ছি। স্নান কর্‌তে-কর্‌তে সন্ন্যাসী একটী স্তব পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর মাঝে-মাঝে,পতিত পাবনি! পতিত পাবনি!—বল্‌তে লাগ্‌লেন। সে স্বর যেন আমার কর্ণ-ভেদ ক'রে হৃদ্‌পিণ্ড পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌ল। স্নান শেষ হ'লে সাধু আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে চলে গেলেন, যেন আমি তাঁর কতকালের পরিচিত।—সে হাসি কি ভালবাসা, করুণামাখা!

"যতদূর দেখা গেল, আমি আচ্ছন্ন হয়ে তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। তারপর অদৃশ্য হওয়ামাত্র লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তখন আর সে আচ্ছন্ন ভাব নাই। প্রথমেই মনে হ'ল, ব্যাটা আমাকে চড় মে'রে গেল, আর আমি চুপ ক'রে রইলুম! কিন্তু তখনই মনে হ'ল, ঠিকই ত ব'লেছে, শুধু-শুধু না মালা-ফিরিয়ে, হরি-হরি—ব'লে ফেরালে ক্ষতিটা কি? তারপর মনে হ'ল, সত্যই এই ত পতিত-পাবনী গঙ্গা সম্মুখে প্রবাহিত! পরদিন হ'তে দু'বেলা গঙ্গা-স্নান কর্‌তে লাগ্‌লুম, আর মনে মনে, হরি হরি—বল্‌তে-বল্‌তে মাল-ফেরাতে আরম্ভ কর্‌লুম।

"প্রত্যহ ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে না-গিয়ে আমি দশাশ্বমেধ-ঘাটে নিত্য বস্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম।—যদি সেই নাগা-সাধু আবার আসেন। কিন্তু তিনি আর এলেন না। ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হ'তে লাগ্‌ল। সমস্ত দিন একাসনে বসি, জপ করি। শীঘ্রই আমার নাম র'টে গেল, লোকে নানা প্রশ্ন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। লোকে পাছে চিনে ফে'লে তাই একেবারে কাশীর অপরপ্রান্তে বস্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। লোকের শ্রদ্ধাভক্তি দেখে সময়ে-সময়ে মনে ধিক্কার হ'ত। ক্রমে হাতে টাকাও

যথেষ্ট জমল। মনে করলুম, অন্ততঃ যে কয়দিন চলে ভণ্ডামী বন্ধ রাখা যাক্। আবার বাবু সাজলুম।

"একদিন সন্ধ্যায় ৺বিশ্বনাথের আরতি দেখ্তে গেছি, ভিড়ের মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শে শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠ্ল। আমার স'রে যেতে ইচ্ছা হ'ল না। মনে করলুম, স্ত্রীলোকটীই স'রে যাবে, কিন্তু সে সর্ল্ না, একটু-একটু ক'রে আরও কাছে ঘেঁষে আস্তে লাগ্ল। সেদিন বোধ হয়, একটু বেশীমাত্রায় সিদ্ধি খেয়েছিলুম। আমি উন্মত্তের মত হয়ে উঠ্লুম। বল্তে কি, সেই আরতির সময় দেবাদিদেবের পবিত্র-মন্দির আমার পাপ-চিন্তায় কলুষিত হ'ল।

"সে স্ত্রীলোক আমায় সঙ্গে ক'রে বাড়ী নে' যেতে-যেতে, একজন জিজ্ঞাসা কর্লে, এটী কে?

"মাগী অম্লান বদনে বল্লে, আমার বোন্‌পো গো, বোন-পো।

"শুনে লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় আর তার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত কর্তে ইচ্ছা হল না, স'রে পড়্লুম। আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হতে লাগ্ল।

"পরদিন গঙ্গাস্নান ক'রে বিশ্বনাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্তে লাগ্লুম। হঠাৎ একটা উচ্চ হাসির রোল আমার কর্ণে গেল। তারপর শুন্লুম, কে বল্ছে, আরে দেখো-দেখো, মরদ্ বাচ্চা লেড়্কীকা মাফিক্ রোতা হ্যায়, হোঃ-হোঃ-হোঃ—আরে উঠো উঠো যোয়ান্! দেখো—মহামায়ীকি ক্যা মায়া!—মহামায়ীকি ক্যা মায়া! বোলো, মহামায়ীকি জয়! যাহারা নিকটে ছিল তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, মহামায়ীকি জয়! আমিও দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম, মহামায়ীকি জয়!—দেখি, সেই নাগা-সাধু! আমি সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে তাঁকে প্রণাম কর্লুম; পা ছুঁতে সাহস হল না, জীবনে প্রথম এই মানুষের পায়ে মাথা নোয়ালুম। একটী

ছোটছেলের মত তিনি আমার হাত ধ'রে তুললেন, তাঁর স্পর্শে আমার শরীরে আবার সেই বিদ্যুৎ খে'লে গেল।

"সাধু আমাকে ধ'রে বিশ্বনাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তারপর পাশে বসিয়ে নিজে পূজো করতে লাগলেন। পূজোর সময় উপকরণমাত্র কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গাজল। পূজোশেষে শিবাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখতে লাগলুম। সাধুর বদনমণ্ডলে কি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ!—আর তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। মধুর কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হতে লাগল, আর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে কি আনন্দ!

"স্তবপাঠের পর প্রণাম ক'রে পুনরায় বামহস্তে আমার হাত ধ'রে সাধু অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটী দল লোক—তাহার মধ্যে সাধু, গৃহস্থ, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আছে। একজন পুষ্পমাল্যাদি পূজোপকরণ তাঁর সম্মুখে ধরলে, তিনি সানন্দে মায়ের পূজো করলেন। এবার স্তব পাঠ করলেন না, কেবল প্রণাম করলেন—

'অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধার্থ-ভিক্ষাং দেহি নমস্তুতে॥
মাতা চ পার্ব্বতীদেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥'

"তারপর আমার হাত ধ'রে মন্দির-পরিক্রমণ ক'রতে লাগলেন। আর বিড়্-বিড়্ ক'রে কি বলতে লাগলেন। পরিক্রমণ শেষ হ'লে আবার সেই মধুর হাসি হাসতে-হাসতে বললেন, কেঁউ বেটা, আনন্দ হ্যায়?

"আমার মুখে কথা সরল না। তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলুম। মনে হল, আমি নির্ম্মল-নিষ্পাপ হয়েছি। মনে আর একবিন্দুও গ্লানি রইল না।"

১৮

সুরেশ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

"তারপর নাগা-বাবা যখন মন্দির ত্যাগ করলেন, তখন বিস্তর লোক তাঁর পেছু নিলে, আমিও নিলুম। কিন্তু মন্দিরের দরজায় দুজন গেরুয়াধারী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা নিবারণ করলেন।

"একজন বল্লেন, মশাই, রাস্তায় ওঁর পেছু-পেছু কেউ যায়,—উনি ভালবাসেন না; আপনি যাবেন না।

"আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কি ওঁর চেলা?

"তিনি বল্লেন, উনি কাউকে চেলা করেন না, মুক্ত বায়ুর মত যেখানে-সেখানে স্বেচ্ছায় ঘুরে বেড়ান্, স্থান-স্থিতির কিছুই ঠিক্ নাই।

"তবে আপনি কেন ওঁর পেছনে লোক তাড়াচ্ছেন?

"ওঁরই অযাচিত কৃপায় আমি এইপথে এসেছি, আমি ত ওঁকেই শ্রীশ্রীগুরুদেব বলে জানি।

"অপর সাধুটীও সেই কথোপকথনে যোগদান ক'রে বল্লেন, মশাই, আপনার সৌভাগ্য দে'খে হিংসা হয়, আজ হ'তে আপনি আমাদের এক-মায়ের পেটের ভা'য়ের মত হ'লেন।

"অপর সাধুটী এ-কথায় তার উপর তীব্রদৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় সাধুটী বল্লেন, আরে রেখে দাও, জাত-সাপে যাকে ধরে তাকে আর জ্যান্ত রাখে না।

"আমি বল্লুম, আপনারা কোথায় থাকেন?

"আমরা কুচবিহারের কালীবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি।

"আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি কি?

"দু'জনে উৎফুল্ল হ'য়ে চোক-চাওয়া-চায়ি করলেন, একজন বললেন, আপনি কি বিবাহিত ?

"আমি বললুম, না।

"দ্বিতীয় সাধু বললেন, থাকেন—আপনার মর্জ্জি।

"একজন বললেন, আপনার আত্মীয়স্বজন ?

"আমি আশ্রয়হীন, অভাগা, আমার পিতামাতা কেউ নেই, আমি চরিত্রহীন, আমি—

"বলতে-বলতে একজন আমাকে, বাধা দিয়ে বললেন, ছি-ছি, অমন কথা বলবেন না, আপনি পরমধার্ম্মিক। তা না-হলে গুরু-মহারাজজীর এত কৃপা পাবেন কেন ? আপনি মহাভাগ্যবান্ সন্দেহ করবেন না।

"আমি ত অবাক, আজকের ব্যাপার সবই উল্টো রকমের। আমি—ধার্ম্মিক ভাগ্যবান্, একথা দুজন গুরুভক্ত সাধু বলছেন! এতকাল এখানে বাস করছি, কৈ এমন সরল-বিশ্বাসী, অভিমানহীন, সহৃদয় সাধু ত চোখে পড়ে নি! এঁদের গুরুদেব আমাকে স্পর্শ করেছেন, তাতে আমি এঁদের এক-মায়ের পেটের ভাই হ'য়ে গেলুম। আমার বিষয় আর কিছুই জানতে চাইলেন না। আজ আমার জীবনের শুভদিন, ভাবতে-ভাবতে সাধুদুটীর পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চললুম। নাগা-বাবার বিষয় যা শুনলুম তা'তে বুঝলুম, আবার কবে তাঁর দর্শন পাব, তার কিছুই ঠিক নেই। আরও জানলুম, তাঁর সাধু-গৃহস্থ অনেক শিষ্য আছে। সেদিন আমি গেরুয়া-ধারীদের সঙ্গে কালীবাড়ীতে আশ্রয় নিলুম।

"প্রথমতঃ যতগুলি ধরমশালা জানা আছে—কাশীতে যত দেবালয়, ধরমশালা আছে আমি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজলুম। কোথাও নাগা-বাবার সন্ধান পেলুম না। আমার নিষ্ফল চেষ্টার কথা শু'নে সাধুরা হেসে

বল্লেন, আমাদের যদি জানাতেন, বৃথা পরিশ্রম করতে হ'ত না। তিনি কখনও ধরমশালায় থাকেন না—গাছতলায়,রাস্তায়, কি যদি খেয়াল হয়, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে থাকেন। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসেন; কখনও উন্মত্তের মত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করেন, কা'কেও নিকটে আসতে দেন্ না; কখনও বা রাস্তার এঁটো পাতা কুড়িয়ে খেতে থাকেন। এবার বোধ হয়, আপনাকে কৃপা করবার জন্যই এসেছিলেন, আর কা'রও সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নি।

"আরও শুনলুম, নাগা-বাবা কারুর বশ নন্, কিছুরই তোয়াক্কা রাখেন না। আবার যখন কৃপা ক'রে দর্শন দেন তখন যেন কত আপনার। আমাদের বিশ্বাস, শিষ্যের উৎকট বিপদের সময়, কি তাঁর জন্য একান্ত ব্যাকুল হ'লে, তিনি নিশ্চয় দর্শন দেন।

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এমন কোন স্থান নেই, যেখানে গেলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়?

"একজন সাধু বল্লেন, শুনেছি, বৎসরের মধ্যে একদিন বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি তাঁর গুরুদেবের পীঠস্থানে আসেন, কিন্তু সে-স্থান এত দুর্গম যে আমরা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেখানে যেতে পারলুম না।

"আমি প্রশ্ন করলুম, কোথায় সে স্থান, আপনারা তাও জানেন না?

"একজন বল্লেন, গঙ্গোত্রীর পথে এক ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সোজা উত্তরমুখো যেতে হয়।

"আমি বল্লুম, আগামী ১লা বৈশাখ আমার সঙ্গে আপনারা যেতে প্রস্তুত আছেন?

"আমার কথায় সাধুরা একটু ভ্রূকুটি ক'রে বল্লেন, সে ত এখন ছ-মাসের কথা। আমরা প্রতি-বৎসরই চেষ্টা করি। গত বৎসর সেই বনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যেতে সাহসী হয়েছি।

"তারপর ঈষৎ হাস্ত ক'রে একজন বল্‌লেন, আপনি যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

"আমি বল্‌লুম, যদি বেঁচে থাকি, আর ব্যাধিযুক্ত না-হই তবে আপনাদের নিয়ে-যেতে প্রতিশ্রুত রইলুম।

"কথা শুনে সাধুরা ব্যঙ্গভাব ত্যাগ ক'রে, আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আপনার কি ও-সকল স্থানের রাস্তা জানা-শুন আছে ?

"আমি বল্‌লুম, না। —আমার উত্তর শুনে সাধুরা আবার মুখ-চাওয়া-চায়ি কর্‌লেন।

"আমি বললুম, যদি মনুষ্য-শক্তির অতীত না-হয়, নিশ্চয় আমরা সেখানে যাব।

"জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, সাধুদের একজনের নাম চিদানন্দ, আর একজনের নাম সদানন্দ। আমি কাশীতে থে'কে কিছুদিন তাঁদের সঙ্গ কর্‌লুম, আর একটু-একটু সাধন-ভজনও কর্‌তে লাগ্‌লুম।"

১৯

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যে-পাহাড়ে আপনার সেই নাগা-বাবার দেখা পাবার আশা ক'রেছিলেন, তার নাম কি ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "যোগশীলা।"

"আপনি সেখানে গিয়েছিলেন ?"

"আমি আগাগোড়া সব বল্‌ছি—শোন।"—পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "কিছুদিনমাত্র সাধন-ভজন ক'রে আমি কল্‌কাতায় চ'লে এলুম। সেভিংস-ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা ছিল, সেই টাকাও নিয়ে এলুম। তখন আমার তফিলে অনেক টাকা জমেছে।

"তারপর কল্‌কাতার সার্ভে আফিস থেকে হিমালয়-প্রদেশের একখানি ম্যাপ তৈরি করিয়ে নিলুম। পথের চটীগুলো পর্য্যন্ত ম্যাপে চিহ্নিত করা হ'ল। তারপর একটী উৎকৃষ্ট দুরবীণ আর কম্পাস কিন্‌লুম। খুব উঁচু পাহাড়ে ওঠ্‌বার-নাব্‌বার যা-কিছু সরঞ্জাম, নিলুম। লাঠি, শড়্‌কি, ভল্ল আর দু'এক রকমের অস্ত্রশস্ত্রও কেনা হ'ল। তিনজোড়া হাঁটু অবধি-ঢাকা বুটজুত, জোড়া-কয়েক দড়ীর জুত, একটা সোল্‌ডারি তাঁবু, দেশলাই-বাতি আর বড়-বড় ওয়াটার প্রুফ থলে ক'রে চাল-ডাল, আলু, ঘি সব ভ'রে নিলুম।

"তারপর কাশী গিয়ে চিদানন্দ-সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম ক'রে ফাল্গুনের মাঝামাঝি একদিন যোগশীলার উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লুম। মোট বইবার জন্য হরিদ্বার থেকে বেছে-বেছে জনকতক পাহাড়ী নেওয়া হ'ল। এমনি ক'রে কিছুদিনে চিদানন্দ-সদানন্দ যে-বন পর্য্যন্ত যেতে পেরেছিলেন, সেই বনের ধারে পৌঁছুলুম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অতি নিবিড় বন। দিবাভাগেই অন্ধকার, রাত্রের ত কথাই নাই। সে রাত্রে সেই বনের ধারেই আমরা তাঁবু গাড়্‌লুম। শুক্‌না কাঠ আর পাতা জ'ড় ক'রে চারদিকে আগুন জ্বালা হ'ল। তার উপর সশস্ত্র পাহাড়ীরা পর্য্যায়ক্রমে পাহারায় রইল। একটু রাত্রি বেশী হ'লে সে বন থেকে যে কত রকমের আওয়াজ আস্‌তে লাগ্‌ল, তা বল্‌তে পারি নি! মনে হ'ল, দুঃসাহসে ভর ক'রে যে-রাজ্যে আমরা প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছি, সেখানে মানুষের অধিকার নেই। বন্যজন্তুর গভীর চীৎকার, আক্রান্ত পশুর আর্ত্তনাদ, রাত্রে সে বনকে যেন পৈশাচিক লীলাভূমি ক'রে তুল্‌লে!

"পরদিন প্রভাত হ'ল। সূর্য্য উঠেছে তবু এত ঠাণ্ডা যে হাত বা'র করে, কার সাধ্য! চা পান ক'রে চিদানন্দ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্, কেমন বুঝ্‌ছ?

"আমি বল্‌লুম, বোঝাবুঝি আবার কি? যখন এসেছি—যেতেই হবে, ব'লে দূরবীণ-হাতে একটী উচ্চ বৃক্ষে উঠ্‌লুম। দেখ্‌লুম, খুব দূরে কি যেন একখানা সাদা মেঘের মত ঝক্‌-ঝক্‌ কর্‌ছে। বুঝ্‌লুম, সেটা পাহাড়। ঐ পাহাড় লক্ষ্য ক'রেই আমাদের যেতে হবে—সোজাসুজি উত্তরমুখো। এ-বন একটী উপত্যকা-ভূমিতে স্থিত।

"বৃক্ষ থেকে নেবে-এসে আমরা তিনজনে হাঁটু পর্য্যন্ত বুট প'রে, খুব মোটা লম্বা কোট গায়, মাথায় টুপির উপর পাগড়ী বেঁধে, হাতে দাস্তানা দিয়ে তিনটী বর্শা হাতে ক'রে, ওয়া গুরুজীকে ফতে—ব'লে যাত্রা কর্‌লুম।

"কিছুদূর যেতেই সাম্‌নে এক প্রকাণ্ড সাপ!—দেখি একটী মস্ত চিতাবাঘকে বেষ্টন করে জ্যান্ত গিল্‌ছেন! বাঘের-পো তখনও বেঁচে ছিলেন কি-না, বল্‌তে পারি না, তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তবে শুন্‌লুম, নাগরাজের কষুণীতে তাঁর হাড়গুলো মট্‌-মট্‌ করে ভাঙ্গ্‌ছে! আমরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। অনেকরকম অস্ত্র-শস্ত্র দেখান হ'ল, নাগরাজ গ্রাহ্যও কর্‌লেন না। দূরে চেয়ে দেখ্‌লুম, বন যেন জমাট-বাঁধা অন্ধকার!

"সহসা আমার মাথায় উদয় হল, মশাল না-নিয়ে দিনের বেলাও এ-বনে যাওয়া যাবে না। আবার ফির্‌লুম। ঠিক ফির্‌লুম নয়—কিছুদূর পেছিয়ে এসে ভুজঙ্গরাজকে নির্ব্বিবাদে ভোজন-ক্রিয়া সমাপ্ত কর্‌তে দিলুম। এখন মশাল পাই কোথা? আমরা বাতি সঙ্গে এনেছি—সে জোনাকীর আলোয় এ বনে কি হবে? শোনা ছিল, পাহাড়েদেশে এক-রকম টারপীনের গাছ পাওয়া যায়—চীড়, তার কাঁচা ডাল আগুন-সংযোগে মশালের মত জ্বলে। পকেট থেকে আমার বড় ছুরিখানি বা'র ক'রে এ-গাছের ও-গাছের ছাল কাট্‌তে লাগ্‌লুম। অল্প আয়াসেই আমাদের

মনোরথ সিদ্ধ হ'ল। কতকগুলো ডাল মশালের জন্য ছোট-ছোট ক'রে কেটে সঙ্গে নিলুম। তার কতকগুলো জ্বেলে নিয়ে, গুরুজীকে ফতে— ব'লে আবার অগ্রসর হলুম। মাঝে-মাঝে জঙ্গল এত ঘন যে পাহাড়ীরা ডাল কে'টে পথ ক'রে না দিলে যাওয়া যেত না। কম্‌পাশের কাঁটা দে'খে আমরা ঠিক উত্তরমুখো চল্‌তে লাগ্‌লুম। চীড়ের মশাল থেকে এমন উগ্র সুঁগন্ধ বেরুতে লাগ্‌ল যে দূর থেকে সাপ-সব স'রে যেতে লাগ্‌ল।"

২০

সুরেশ বলিল, "ধন্য আপনার অধ্যবসায়। সে-বন কতদিনে পেরুলেন ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "তিনদিন তিনরাত অনবরত চ'লে।"

"মাঝে কোথাও বিশ্রাম করেন নি ?"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্রাম! যখনই সে সাপের বাঘ-খাওয়া মনে পড়্‌ত, আমাদের পায়ে যেন ডানা বেরুত!"

সুরেশ বলিল, "তিনদিন অনবরত চল্‌লেন কি করে ?"

"সেখানকার বাতাসে কি আছে বল্‌তে পারি না, শরীরে কোন ক্লান্তিই বোধ হ'ত না।"

"তিনদিন অনাহারে থাকা যায়, অত পরিশ্রম ক'রে ?"

"ঠিক অনাহারে নয়। চল্‌তে-চল্‌তে ফল-মূল খাওয়া যেত।"

"তারপর—?"

পীতাম্বর বলিলেন, "তিনদিন তিনরাত্রে বন পার হ'য়ে আমরা একটু উঁচু স্থান দেখ্‌তে পেলুম। সেইখানে তাঁবু ফে'লে, ডালরুটী খেয়ে প্রাণ বাঁচ্‌ল। একে তিনরাত ঘুম নেই, তার উপর নিকটেই একটী ছোট

নদীর ঝর্-ঝর্ শব্দে সেই নির্জ্জন প্রদেশের চারিদিক থেকে কতকালের জমা-ঘুম এসে যেন আমাদের আক্রমণ করলে। সেই সময় হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শোনা গেল। নদীর ওপারে, উত্তর দিকে চেয়ে দেখি, ভীষণ শব্দ করতে-করতে একখানা মেঘ ছুটে আসছে! এ আবার কি নূতন বিপদ!—ঘুম কোথা ছুটে পালাল।

"প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদ অগ্রসর হচ্ছে—দেখ্ছি,কিন্তু কি বিপদ জানি নি। সকলেই হতবুদ্ধি! কিছুক্ষণ পরে আমার দূরবীণের কথা মনে পড়্ল। দূরবীণ দিয়ে দেখ্লুম, চল্লিশ-পঞ্চাশটী বৃহদাকার গণ্ডার দলবেঁধে ছুটে আস্ছে। তখন সকলকে আশ্বস্ত ক'রে বল্লুম, ভয় নাই, ও-গুলো গণ্ডার—ওরা মানুষ খায় না।

"চিদানন্দ বল্লেন, বোধ করি, এরাজ্যে ওরা কখন মানুষ দেখে নি, তা' খাবে কি! ভাল নাই খাক্, পায়ে চেপে পিষে দিয়ে যাবে যে!

"আমি বল্লুম, বোধ করি, ওরা নদীতে জল খেতে আস্ছে। পেরিয়ে এপারে আসবে না। তবু সাবধান হওয়া ভাল। আপনারা সবাই ছুটে যে যে-দিকে পারেন—পালান। কাছে যে গাছ পাবেন, উঠে পড়্বেন।

"সকলেই তাই করলে। বিপদ যেমন আমাকে ভয় দেখায়, তেমনি আকর্ষণ করে। আমি একখানা বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের আড়ালে লুকুলুম—প্রকৃতির এই নিভৃত-রাজ্যে তাঁর আদিসন্তানদের রঙ্গ দেখ্বে ব'লে!

"রঙ্গই বটে! নদীর ধারে এসেই ঝুপ্-ঝাপ করে সব জলে লাফিয়ে পড়্ল। প'ড়েই চার পা শূন্যে তু'লে ভাস্তে আরম্ভ করলে! তত বিপদেও আমার হাসি এল। যে নদীর বেগ বেশী, সে গভীর হয় না। একটু ডুব্লেই তলায় এদের পিঠ্ ঠেকে। গণ্ডার-গুলো মাঝে-মাঝে তলায় পিঠ্ ঠেকিয়ে ঘর্ষণে নুড়ি ভেঙ্গে গাত্রমার্জ্জন করতে লাগ্ল। প্রায় একঘণ্টা-কাল এইভাবে প্রসাধন ক'রে যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই

অন্তর্হিত হ'ল। তাদের চলে যেতে দে'খে আমার মনে হ'ল, এই নদী আর তার ওপারে যে জঙ্গলে এই গণ্ডারের দল থাকে, আমাদেরও তা পার হ'তে হবে।

"আমি বসে ভাব্‌ছি, সহসা আমার পেছনে আর এক প্রস্তর-খণ্ডের অন্তরাল হ'তে উচ্চ হাস্যধ্বনি উঠ্‌ল! আমি চমকিত হ'য়ে পিছন ফিরে দেখ্‌লুম, আমারই মত আর একটা প্রস্তরস্তূপের পেছন থেকে চিদানন্দ-সদানন্দ হাস্‌ছেন। একজন বল্‌লেন, ভায়া, জল-বিহারটা দেখ্‌লে কেমন?

"আমি বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম, এ-কি! আপনারা পালান নি?

"সদানন্দ বল্‌লেন, বেশ লোক যা-হোক্, তুমি আমাদের আন্‌লে আর আমরা তোমায় ফেলে পালাব!

"আমি নির্ব্বাক হয়ে দু'জনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। এ-কি! এমন প্রীতি-ভালবাসা এ পৃথিবীতে আছে! বোধ করি, এঁরা আমার মনের ভাব বুঝেছিলেন। দুজনে এসে আমায় আলিঙ্গন ক'রে বুকে চেপে ধর্‌লেন। একজন বল্‌লেন, পীতাম্বর, তুমি কি জান না, তুমি আমাদের কে?

"সেই পাহাড়ীরাও এসে জুট্‌ল। নদীর অল্প পরিসর দে'খে সকলে যুক্তি করা গেল যে দুটী বৃহৎ গাছ কেটে, এপার থেকে ওপারে চালিয়ে দিয়ে, সাঁকোর মত ক'রে পার হওয়া যাবে। সেদিন গাছ-কাটা, নদীর ধারে টেনে আনা, ঠেলে-ঠেলে এ-পার থেকে ও-পারে তাদের লাগিয়ে দেওয়া—এইতেই কেটে গেল।

"একজন পাহাড়ী বল্‌লে, বাবুজী, সামনের বনে যদি অমনি অনেক গণ্ডার থাকে, উপায় কি হবে? "তাই ত! আমি বল্‌লুম, দেখ, দল বেঁধে না-গেলে আমাদের মত ক্ষুদ্র দেহ ওদের নজর হবে না।

"আলাদা-আলাদা গেলে বনে যদি কেউ হারিয়ে যায়?

"আমি বল্‌লুম, এ বিপদ আমি অনুমান কর্ত্তে পারি নি। গোটা-কতক হুইস্‌ল্‌ বাঁশী থাকলে আর হারাবার সম্ভাবনা থাক্‌ত না।

"পাহাড়ীরা বল্‌লে, বাবুজী, বাঁশী আমরা তৈরি করে আন্‌ছি। চমৎকার বাঁশী তৈরি হ'ল। আমরা ঠিক্‌ কর্‌লুম, এক আওয়াজে পরস্পর-সম্ভাষণ, দুই আওয়াজে কাছে-ডাকা, তিন আওয়াজে বিপদ-সঙ্কেত।"

২১

পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "সেতু পার হ'য়ে আমরা আলাদা-আলাদা একে-একে চল্‌তে লাগ্‌লুম্‌। সেদিন সে-বনের পাখীদের মধ্যে একটা মহা-চেঁচামেচি প'ড়ে গেল। আমাদের বাঁশীর নূতন রকমের স্বর শুনে তারা ভারি গোলমাল লাগিয়ে দিলে। তাতে জঙ্গলে বিপদের সূচনা মনে ক'রে হরিণ, ছাগল, গো-মহিষ সব ছুটে পালাতে লাগ্‌ল।

"প্রথম দিন বেশ নির্ব্বিঘ্নে কে'টে গেল। একটা ভাল জায়গা দে'খে তাঁবু ফে'লে, আহারান্তে সকলে সুখে নিদ্রা দিলুম।

"দ্বিতীয় দিন আমরা এক খরস্রোতা নদীরধারে এসে পৌঁছুলুম। আনন্দে-উৎসাহে আমার মন খুব উৎফুল্ল। তাঁবু এসে পৌঁছুলে, কোথায় গাড়া হবে—ভাবছি, এমন সময় পেছনে তিন আওয়াজ। ব্যস্ত হয়ে ছুট্‌লুম্‌। দেখ্‌তে পেলুম, অন্য সকলেও ছুটে আস্‌ছে। কিছুদূর এসে দেখি, একটা বুনো শূয়ার আমাদের একটা ওয়াটার-প্রুফ থলে ছিঁড়ে আলু খাচ্ছে! রাগে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগ্‌ল। আলুগুলো যেন ঐ ব্যাটার জন্যেই আনা হয়েছে, এমনি নিঃপরওয়া খাচ্ছে। আমাদের

দে'খে ভ্রূক্ষেপও করলে না, বরং আরও বেশী করে খেতে লাগ্‌ল। যে-পাহাড়ী সে থলে ব'য়ে আনছিল সে কোথা? এতক্ষণ একথা মনেই হয় নি। এমন সময় দূরে একটা গাছের ওপর থেকে বাঁশীর আওয়াজ শুনে বুঝ্‌লুম, সে রক্ষা পেয়েছে। পাহাড়ীদের সঙ্গে ইসারায় স্থির করলুম, বদমায়েস শূয়ারকে দণ্ড দিতে হবে। সাধুদ্বয়কে একটা বৃক্ষে উঠ্‌তে বল্‌লুম। তারপর আমি দুজন পাহাড়ী বাছাই করে নিলুম্। অন্যান্য পাহাড়ীরা অস্ত্র নিয়ে দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমরা তিনজনে দূর থেকে শূয়ারকে ঘিরলুম্। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। বড়্‌শা-হাতে, অতি সন্তর্পণে, বুকে-হেঁটে আমরা শীকারের দিকে এগুতে আরম্ভ কর্‌লুম। বোধ হয়, শুক্‌ন পাতার শব্দে একবার থম্‌কে সে এদিক-ওদিক চাইলে। আমরা তৎক্ষণাৎ থেমে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে রইলুম্। তারপর সে আহারে মন দিলে আবার আমরা এগুতে লাগ্‌লুম্। অল্পক্ষণপরেই একেবারে তিনটী বঁড়্‌শা তার শরীরে বিদ্ধ হ'ল। অমনি বিকট চীৎকারের সঙ্গে শূয়ারও অদৃশ্য হ'য়ে গেল্।

"নিকটেই আবার তার দ্বিতীয় চীৎকার শোনা গেল, কিন্তু এবার আর্ত্তনাদ। আমরা তাড়াতাড়ি ভুজালী আর মশাল নিয়ে ছুটলুম্। গিয়ে দেখি, শূয়ারটা যতই এপাশ-ওপাশ কর্‌ছে বঁড়্‌শাগুলো ততই আরও বিঁধে যাচ্ছে। অল্পক্ষণেই তার শূকর-লীলা শেষ হল। পাহাড়ী দুজন লোলুপ চক্ষে আমার মুখ চাইতে লাগ্‌ল। সেই অল্পালোকে আমি যেন বেশ দেখ্‌তে পেলুম্, তাদের মুখ দিয়ে লাল পড়্‌ছে। আমি ইঙ্গিতে অনুমতি দিলে, মহানন্দে তারা সেই বন্য শূয়ারের মাংস কাট্‌তে লাগ্‌ল। তখন দু'বার বাঁশীর আওয়াজ দিয়ে অন্য পাহাড়ীদেরও ডাক্‌লুম্। সকলে মিলে সেই মাংস ব'য়ে নিয়ে চল্‌ল। আমরা নদীর-ধারে তাঁবু

ফেল্‌লুম্‌। চারদিকে শুক্‌ন কাঠপাতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। পাহাড়ীরা সেই আগুনের ধারে-ধারে ব'সে মাংস ঝল্‌সে নিয়ে খেতে আরম্ভ কর্‌লে।"

পীতাম্বর অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন বন্য শূয়ারের মাংস খেয়েছ?"

সুরেশ বলিল, "আজ্ঞে না। মাংস আমি খুব কমই খেয়েছি। নিষিদ্ধ মাংস কখনই খাই নি।"

পীতাম্বর বলিলেন,"বন্য শূয়ার, হরিণ, মেষ এ-সবের মাংস নিষিদ্ধ নয়।"

"বন্য শূয়ার কি বেশ সুস্বাদু?"

"অতি পবিত্র" বলিয়া পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "এ-বনের শেষে এক দূরারোহ পাহাড় আমাদের পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তা'কে দেখেই আমাদের মনে হ'ল—এতদিনে সকল শ্রম, সকল ক্লেশ, সব আশা শেষ। এ-কে পার হওয়া দুষ্কর। পাহাড়টী থাকে-থাকে উঠেছে—একেবারে সোজা। আমি স্পষ্ট শুন্‌লুম, সাধুদ্বয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। আমার চোখে জল এল। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, গুরু-মহারাজ বলেছিলেন, দেখো-দেখো, মরদ-বাচ্ছা রোতে হো! আমি যেন পর্ব্বতের শিখর-দেশে সে-ধ্বনি শুন্‌তে পেলুম্‌। মনে বল এল। বল্‌লুম্‌—শোন, এইখানে আমরা দু'ট দিন বিশ্রাম করব। সাম্‌নে আমাদের অসুমার কাজ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এ দুস্তর বিঘ্নও আমরা পার হব।

"চিদানন্দ বল্‌লেন, ভায়া, বৈশাখী পূর্ণিমার আর অল্প দিন বাকি।

"আমি বল্‌লুম, এ পাহাড়ে আর বিশ্রামের স্থান দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। অনবরত উঠে শিখর-দেশে পৌঁছুতে হবে।

"সদানন্দ বল্‌লেন, ওঠা যাবে কি করে! ভায়া! টিক্‌টিকি হ'তে না-পারলে ত ওঠার কোন উপায় দেখছি নি।

"আমি বল্লুম, আচ্ছা কাল ঠিক করা যাবে। যদিও আমরা কোন-রকমে উঠ্‌তে পারি, এ তাঁবুকে ত টেনে তোলা যাবে না। একে এই-খানেই রেখে যেতে হবে। কাল্‌কের দিন এর ভিতর আমাদের শেষ-বিশ্রাম। আজ-রাত্রে বেশ ক'রে আহারাদি ক'রে ঘুমান যাক্‌।"

২২

"তৃতীয় দিনে আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে লঘু আহার ক'রে পাহাড়ে ওঠ্‌বার জন্য প্রস্তুত হলুম।

"রিঙে চাবির মতন ক'রে আংটায় পরান নানা-আকারের কাঁটা ছিল, যা ছুঁড়ে দিলে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাহাড়ের গায় কোথাও-না-কোথাও আট্‌কাবে; ঐ আংটায় আবার দড়ীর মই লাগান ছিল।

"আমি কাঁটা ছুঁড়্‌লুম। তৃতীয় বারে তা পর্ব্বতের গায় লাগ্‌ল। আমি উঠে গেলুম। এক জায়গায় দাঁড়াবার মত একটু জায়গা ছিল, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঐ রকম মই আমি পাঁচ-ছটা এনেছিলুম। একটায় উঠ্‌লুম আর একটা আমার কোমরে জড়ান ছিল, আর পিঠের ওপর একটা ছোট থলে, তা'তে কেবল বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট, কিস্‌-মিস ও অন্যান্য মেওয়া। কেবল পাহাড়ীদের থলেতে সেই বুনো শূয়ারটার পোড়া মাংস, আর চারজনে চারটে মই কোমরে জড়িয়ে নিলে। তার পর পিঠে থলি বেঁধে আমার আট্‌কান প্রথম মই বেয়ে সকলে উঠ্‌ল। কেবল একজন নীচে রইল। সে মাল-পোরা থলিগুলো হুক্‌-বাঁধা কাছিতে আট্‌কে দিতে লাগ্‌ল। ওপরে পাহাড়ীরা টেনে-টেনে তুলে নিলে, তারপর শেষে সে-ও সেই মই বেয়ে উঠে এল। তখন আমরা

প্রথম মইখানির কাঁটা পাহাড়ের গা থেকে খুলে নিয়ে ওপরদিকে ছুঁড়ে আবার এক জায়গায় আট্‌কালুম।

"কোথাও ছু'ট, কোথাও তিনটে মই বেয়ে তবে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা পেয়েছি। প্রথম দিন, প্রথম রাত মেওয়া চিবুতে-চিবুতে ক্রমান্বয়ে উঠেছি। কিন্তু শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছে। একটু প্রসর স্থানে খানিক বিশ্রাম কর্‌তে না-পেলে পদস্খলিত হয়ে মৃত্যু অবধারিত, অতি কষ্টে মধ্যাহ্ন-অবধি ওঠা গেল। এবার সদানন্দ সকলের আগে উঠ্‌-ছিলেন, তিনি মইএর উচ্চতম শেষ-ধাপে পা রেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, ওয়া গুরুজীকি ফতে। আমরা প্রায়ই চোখ বুজে মই বেয়ে উঠ্‌তুম! সদানন্দের চীৎকারে ওপরদিকে চেয়ে দেখি, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

"পাহাড়ের গায় যেখানে আমরা দাঁড়াবার মত একটু স্থান পেতুম, হুঁক্ দিয়ে আট্‌কান ছোট কাছি না-ধ'রে কেউ দাঁড়াতুম না। সদানন্দকে অদৃশ্য দেখে চকিতের ন্যায় আমার মাথা ঘুরে গেল। ঐরূপ দড়ী ধ'রে না-থাক্‌লে পদস্খলিত হ'ত। একটু সাম্‌লে পুনরায় ওপরদিকে চেয়ে দেখি, চিদানন্দ তখন প্রায় অর্দ্ধেক মই উঠেছেন। তারপর তিনিও অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমার মনে হ'ল, যেখানে মইএর হুক্ আট্‌কেছে সেখানে নিশ্চয় দাঁড়াবার স্থান নেই, হয় খডে— নয় কোন গর্ত্তে উভয়েই নিপতিত হয়েছেন।

"আমার সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল। কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল, দড়ী ছেড়ে দি। ওঁরা পাহাড়ের ও-পারে পড়েছেন, আমি এ-পারে পড়ি। কেবল নরহত্যা নয়, তুইজন নিরীহ সাধুকে ভুলিয়ে এনে মৃত্যুমুখে সঁপে দিলুম। ওঃ কি ভীষণ মৃত্যু!

"এইসময় পাহাড়ীরা আবার অস্ফুট বিস্ময়-ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল।

তাদের দিকে চেয়ে দেখি, সকলেই ওপরদিকে চেয়ে রয়েছে। আমিও চাইলুম—দেখি, সাধুদ্বয় একস্থানে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছেন!—দারুণ হতাশের পর আনন্দ! মানব-হৃদয় এমনি দুর্ব্বল যে কোনটারই উৎকট আবেগ সহ্য করতে পারে না। সাধুদ্বয়কে দেখেও আমার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই দেহে দ্বিগুণ বল এল। ওয়া গুরু-জীকি ফতে—ব'লে মই বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলুম। উপরে উঠে দেখি, পাহাড়ের গায় একটা প্রশস্ত গুহা।"

সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে পীতাম্বরের কাহিনী শুনিতেছিল। গুহার নাম শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "কি অদ্ভুত!"

পীতাম্বর বলিলেন, "গুহাটা আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, মানুষের তৈরি। বিশজন মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারে। শুধু তাই নয়, গুহার নিকটে বাঁ-দিকে এক জায়গায় কতকগুলি শুক্‌ন কাঠ আর ডান-দিকে এক জায়গায় ছোট একটা ডোবায় উষ্ণ জল। বোধ হয়, কাছাকাছি কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, সেখান থেকে কৌশলে ডোবায় জল আনা হয়েছে। আর সেই জল উপচে উঠে একটা জুলি দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিকানা পেলুম না। গুহার এক কোণে দু-চারটা লোহার চাটু, কড়া, বাটলো ছিল। আমরা ভেবেছিলুম, এ পথে পূর্ব্বে কখন মানুষ আসে নাই, সে গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল!

"সে উষ্ণ জলে স্নানের লোভ কেউ সম্বরণ করতে পারলে না; আর সম্বরণ করতে পারলে না—সেই লোহার বাটলোয় খিচুড়ি রেঁধে খাবার লোভ। গোটা-কয়েক আলু অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে সেদিন রাজ-ভোগ খাওয়া গেল। পাহাড়ীরা চাপাটি গ'ড়ে খেলে।

"আমার ম্যাপে যদিও এ পাহাড় একেবারে ভারতবর্ষের শেষ-সীমানায় চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ইনি যে এত ভীষণ, দুরারোহ তা চিত্র দে'খে

বুঝ্‌তে পারিনি। ভাগ্যিস সকল রকম বাধা কল্পনা ক'রে, হুক্, দড়ীর মই প্রভৃতি সঙ্গে এনেছিলুম। আহারান্তে কম্পাস দিয়ে দিক্ নির্ণয় করলুম। আমাদের গন্তব্য পথ থেকে অনেকটা ডান-দিকে বেঁকে এসেছি। আহারাদি শেষ ক'রে, লোহার বাসনগুলো মাজ্‌তে প্রায় সন্ধ্যা হ'ল। সন্ধ্যার পরই সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলুম।

"পরদিন একেবারে সুপ্রভাত। সাধুদ্বয় রান্না নিয়ে রইলেন, সেই অবসরে আমি ওঠ্‌বার পথ ঠিক করতে লাগলুম। দেখ্‌লুম, সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠ্‌বার একটী বই আর পথ নেই। এই পথে একটী লোহার শিকল সোজাসুজি উপরে উঠে গিয়েছে; আর তার নিকটেই দেখ্‌লুম, আর একটী শিকল নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এই শিকলই পাহাড়ে ওঠ্‌বার পথ। এতক্ষণে বুঝ্‌লুম, এ দুরূহ শিখরে লোক আসা একেবারে অসম্ভব নয়। আমরা কিন্তু এই লোহার শিকল দিয়ে ওপরে উঠ্‌লুম না। দড়ীর মই বেয়ে ওঠার চেয়ে সে আরও দুষ্কর।

"গুহায় কেবল কাঠ আর লোহার বাসন ছিল। আমরা দুটী থলিতে কিছু চাল-ডাল সঞ্চয় ক'রে রেখে গেলুম। পরদিন মধ্যাহ্ন হ'তে তেমনি ক'রে আবার আমরা উঠ্‌তে আরম্ভ করলুম। এবার উঠ্‌তে-উঠ্‌তে মাঝে-মাঝে একটু প্রশস্ত বিশ্রামের স্থান পেয়েছিলুম। পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা একেবারে পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত।"

২৩

"পাহাড়ের শিখরে উঠে দেখ্‌লুম, স্থানে-স্থানে অনেক শুক্‌ন ঘাস আর শ্যাওলা রয়েছে! তাই জড় করে, থলি থেকে ঘি-ময়দা নিয়ে চাপাটী তৈরি করা হ'ল। তাই খেয়ে সে-রাত্রে ঘুমুলুম। বৈশাখী-

পূর্ণিমার আর মোটে তিন দিন বাকি। তা হোক, এতদূর যখন আসা গেছে, যোগশীলা আর বেশী দূর নয়,—কোন-না-কোন রকমে পৌঁছান যাবে।

"পরদিন সকালে উঠে দেখি, সাধুদ্বয় একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছেন, আর তাঁদের চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে জল পড়্‌ছে। আমি জেগেছি দে'খে সদানন্দ বল্‌লেন, 'পীতম্ ওঠ, চক্ষু সার্থক কর। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লুম,—চক্ষু সার্থকই বটে! দেখ্‌লুম, আমাদের সম্মুখে একটা পাহাড় যেন সোণার মুকুট মাথায় প'রে ঝক্‌মক্ কর্‌ছে! কি সুন্দর! চির-তুষার-স্তূপের উপর প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ পড়েছে! তার নিম্নদেশে সেই সবুজ ক্ষেত্রে কত রঙের, কতরকম ফুল ফুটে রয়েছে! কোথাও দলে-দলে হরিণ, কোথাও চমরী খেলা কর্‌ছে। পর্ব্বতের গায় কোনখানে সোণা, কোনখানে রূপো, কোনখানে রামধনু গ'লে পড়্‌ছে! আমি মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌ছি। চিদানন্দ বল্‌লেন, চিন্‌তে পেরেছ? আমি ঘাড় নাড়্‌লুম। সে-সময় আমার কথা কইবার শক্তি ছিল না। সদানন্দ বল্‌লেন, ঐ যোগশীলা।

"আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কেমন ক'রে জান্‌লেন? সদানন্দ বল্‌লেন, শ্রীগুরুদেবের মুখে যেমন বর্ণনা শুনেছি, অবিকল তেম্‌নি। এই পর্ব্বত ভারত-সীমানা আর তিব্বত-রাজ্যের সীমানার ঠিক মাঝখানে—কোন রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। চিরদিন এই পাহাড় সাধুদের অধিকারে আছে।"

সুরেশ প্রশ্ন করিল, "সে পর্ব্বতের গায় সেই যে গুহা, তাহলে এঁদেরই করা?"

"তার আর সন্দেহ আছে? গুরুদেব বলেছিলেন, বরাবর উত্তরমুখো চল্‌লে ঠিক যোগশীলায় পৌঁছান যায়। আমি কম্পাস বা'র ক'রে দেখ্‌লুম,

কাঁটা ঠিক ঐ পাহাড়কে লক্ষ্য কর্‌ছে। তবু আমি বল্‌লুম, এ পাহাড়ে ত মানুষ আছে ব'লে বোধ হয় না।

"চিদানন্দ বল্‌লেন, এ-ত মানুষ থাক্‌বার জায়গা নয় পীতম্‌, এ-যে ভূস্বর্গ!

"আমি বল্‌লুম, ভূস্বর্গ ত, কিন্তু পৌছান যাবে কি উপায়ে? সশরীরে এ স্বর্গে যাবার ত কোন উপায় দেখ্‌ছি নি। মাঝখানে ব্যবধান দেখেছেন!

"সদানন্দ বল্‌লেন, ভাই, যিনি এতদূর এনেছেন, তিনিই ওখানে নে-যাবার উপায় কর্‌বেন।

"আহারাদির বন্দবস্ত ক'রে দিয়ে আমি যোগশীলায় যাবার পথ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম। শিখরের প্রান্তভাগে গিয়ে যা দেখ্‌লুম তাতে আমার মনে কোন আশা রইল না। পাহাড়ের গা পিচ্ছল, মসৃণ আর একেবারে সরল রেখার মত নেমে গিয়েছে। একটা হুক্‌ আট্‌কাবার ফাটল নেই যে দড়ীর মই দিয়ে নাম্‌ব। আর নাম্‌বই-বা কোথা? নীচে থেকে গম্‌-গম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে যে শব্দ উঠ্‌ছে—নিশ্চয় জলপ্রপাত কি অতি খর নদী আছে।

"আমার হতাশ ভাব দে'খে চিদানন্দ বল্‌লেন, গুরুদেব নিয়ে যান্‌—যাব, নইলে এইখানে ব'সে ঐ পাহাড় দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আমরা জীবন-পাত করব। পীতম, তুমি পাহাড়ীদের নিয়ে ফিরে যাও।

"আমি দৃঢ়ভাবে বল্‌লুম, ফিরে যদি যেতে হয়, ঐ খডে লাফিয়ে প'ড়ে যাব।

"বৈশাখী-পূর্ণিমার আর দুদিন বাকি! কতই ভাব্‌ছি!—এত ক্লেশ ক'রে এতদূর এলুম—যার জন্য এলুম, তা ত সাম্‌নে। মনে হ্‌চ্ছে, যেন হাত বাড়ালে পাওয়া যায়, কিন্তু মাঝখানে মৃত্যুর ব্যবধান! হায়! গুরুদেব,

এমনি ক'রেই কি বঞ্চনা করতে হয়! গুরুদেবেরই বা দোষ কি? তিনি ত আস্‌তে বলেন নি। আমিই স্বেচ্ছা-চালিত হয়ে, দুঃসাহসে ভর ক'রে আমার অনধিকার স্থানে প্রবেশ করতে এসেছি! নিরাশ হওয়াই আমার উপযুক্ত ব্যবস্থা। যেখানে আমার প্রবেশাধিকার নেই, সেইখানে এই নিরীহ সাধু-দুজনকে গুরুদর্শনের লোভ দেখিয়ে এনেছি! এমনি কত কি ভাব্‌ছি। এমন-সময় সদানন্দ বল্‌লেন, পীতম! তোমার দূরবীণটা এনে দেখ ত, যেন একখানা হল্‌দে নেক্‌ড়া উড়্‌ছে ব'লে মনে হচ্ছে!

"আমি তাড়াতাড়ি দূরবীণ এনে দেখ্‌লুম, সত্যই একটা গেরুয়া-বস্ত্রের নিশান। আমরা তিনজনে সেই পতাকাকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলুম। তারপর সকলে যুক্তি ক'রে আমাদের লাঠিগুলো সব আগায়-আগায় বেঁধে, একখানা লাল কম্বলের নিশান ক'রে পাহাড়ের ঊর্দ্ধতম জায়গায় স্থাপন করলুম, আর প্রাণপণে সকলে মিলে বাঁশীর শব্দ করতে লাগ্‌লুম।

"কিছুক্ষণ পরে সেই গেরুয়া নিশানের নীচে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। আমরা চিন্‌লুম, শ্রীগুরুদেব! তিনজনে আবার সাষ্টাঙ্গ হলুম! শ্রীগুরুদেব আমাদের বরাভয়-কর প্রদর্শন ক'রে অন্তর্হিত হলেন।

"আমরা আবার হতাশ হয়ে সেই দিক পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। আবার কিছুক্ষণ পরে দেখি, নাগা-বাবা একটা ধনু হাতে ক'রে পাহাড়ের প্রান্তভাগে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর হাঁটু-গেড়ে ব'সে আমাদের নিশান লক্ষ্য ক'রে একটা তীর ছুঁড়্‌লেন। তীর পতাকার মূলে এসে পড়্‌ল। তার ফলকে বেঁধা—একখানি ভূর্জ্জপত্র। আমরা সকলে তা মাথায় স্পর্শ করলুম। পরে সদানন্দ পড়্‌লেন, দিব্য স্পষ্ট দেবনাগরী অক্ষরে দেবভাষায় লেখা,—

'অতি দুর্গম স্থান, ফিরিয়া যাও। তবু যদি আসিতে চাও, তোমরা আপনাপন জীবনের জন্য দায়ী। আমি আসিবার উপায় বলিয়া দিতেছি।

ঐ পর্ব্বতের উত্তরাংশে মন্দিরের আকারে কয়েকখানি প্রস্তর সজ্জিত আছে। তাহার উত্তর-দিকের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত করিলে কয়েকটী সোপান দেখিবে। ঐ সোপান দিয়া গুহায় পৌছিবে। গুহার দ্বার খডের দিকে। ঐদিকে ধাতুনির্ম্মিত শৃঙ্খল আছে। ঐরূপ শৃঙ্খলে খডের উপর দিয়া এই পর্ব্বতের গাত্রে পৌছান যায়। মধ্যে-মধ্যে বিশ্রাম-গুহা আছে। কিন্তু এখনও বলিতেছি, সাবধান!'

"পত্র পাঠ ক'রে যোগশীলার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, গুরুদেব অন্তর্হিত হয়েছেন। পাহাড়ীদের সেই স্থান থেকে বিদায় ক'রে দিলুম। প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়ে তারা চ'লে গেল। নাম্‌বার জন্য তিন্‌টে দড়ীর মই তাদের দিলুম। তারপর বেছে-বেছে আবশ্যকমত জিনিষপত্তর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমরা তিনজনে সেই মন্দিরাকারের পাথরের স্তূপের কাছে গেলুম। পাথর সরিয়ে একটী ছোট গর্ত্তের মতন দেখা গেল। সিঁড়ি কই? আমি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চার্‌দিকে ঘুরিয়ে দেখ্‌লুম। কিছুই পেলুম না। আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু সদানন্দ বল্‌লেন,আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। তিনি একটা অর্গলের মতন পেলেন। সেইটে সরাতেই একখানা পাথর হ'টে গেল। এইবার সিঁড়ি বেরুল। তিনজনে প্রবেশ কর্‌লুম। সিঁড়ি এত পিছল যে দড়ীর জুত প'রে না-গেলে নামা যেত না।"

২৪

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সিঁড়ি কি খুব অন্ধকার?"

পীতাম্বর বলিলেন "খানিকটা বটে। কিন্তু কোথা দিয়ে জানি না ক্রমে একটু-একটু আলো আস্‌তে লাগল।"

"কতদূর তেমনি সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌লেন?"

পীতাম্বর বলিলেন, "প্রায় তিন চার তলা। তারপর একটী গম্বুজের মত গুহা দেখা গেল। তার উত্তর-দিকে ডিম্বাকার গবাক্ষের মত একটী ফাঁক আছে, তা-দিয়ে একজনমাত্র মানুষ গল্‌তে পারে। সেই ফাঁকের কাছে দাঁড়ালে নীচেথেকে একটা আওয়াজ শোনা যায়। শুন্‌লে ভয় হয়। সে কতরকম শব্দ, তার বর্ণনা করা যায় না। মনে হয়, অতি গভীর রসাতলে কত প্রাণী হাহাকার ক'রে কাঁদ্‌ছে। আবার সে কান্না শুনে কত লোক যেন খল্‌খল্‌ ক'রে হাস্‌ছে। কখন হৈহৈ-হাহা-হিহি-শব্দের সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ হাততালি বেজে উঠ্‌ছে, কখন দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ! হেথা ফিস্‌ফিস্‌, হোথা ফোঁস্‌ফোঁস্‌, সে হিলিহিলি-কিলিকিলি শুন্‌লে মনে হয়, এ খাদ নয়—রসাতলের দ্বার। ওপর থেকে গবাক্ষটীকে দু'ভাগ ক'রে একটা শিকল নেমে গেছে। আমি সেই শিকল ধ'রে একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, কেবল ধোঁয়া! তারপর আগে সদানন্দ, মাঝে আমি, পিছনে চিদানন্দ এইরূপে পর-পর নাম্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। চার-ঘণ্টা নাম্‌বার পর বিশ্রাম-গুহা পেলুম।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "শিকল কি জাহাজ-বাঁধা শিকলের মত?"

পীতাম্বর বলিলেন, "না, সে শিকলের গড়ন বড় চমৎকার। তার আংটাগুলো এমনি কৌশলে তৈরি, আর শেকলান যে, মইএর মত পায়-পায় নামা যায়। বিশ্রাম-গুহায় যতক্ষণ জিরুবার ইচ্ছা ছিল, ততক্ষণ পারা গেল না। বৈশাখী পূর্ণিমা ক্রমেই নিকট হয়ে আস্‌ছে। শরীরের ক্লান্তি একটু দূর হ'তেই দ্বিতীয় শিকল ধর্‌লুম। যতই নাম্‌তে লাগ্‌লুম, জলরাশির গর্জ্জন ততই বেশী-বেশী মনে হ'তে লাগ্‌ল। বোধ হ'ল, যেন নীচের দিকে কে টান্‌ছে—আয়-আয়-আয় ব'লে ডাক্‌ছে! কিশোর-বয়স থেকে একা বেড়াচ্ছি, বিপদে যে কখন পড়ি নি, এমন বল্‌তে পারি নি। বুনো-মোষের তাড়া খেয়ে গাছের ওপর উঠেছি, সেখানে কাল-সাপ

ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে! নৌকোডুবি হয়ে আশ্রয় পেয়েছি—চোরা-বালির ওপর! বাঘ-ভাল্লুকের হাতেও অনেকবার পড়েছি। বিপদ এলে আমার হাতে-পায়ে বল বাড়ে, দু'ট চোখের জায়গায় চারটে চোখ হয়, ভয় ত কখন পাই-ই নি, বরং একটু আমোদ বোধ হয়েছে। কিন্তু সেই আয়-আয় ডাক শুনে আমার শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। সেই সময় নীচে থেকে যেন আওয়াজ এল, ওয়া গুরুজীকি ফতে; আমিও প্রাণপণে চীৎকার ক'রে তা'র প্রতিধ্বনি কর্‌লুম। পাহাড় যেন সে শব্দটা লুফে নিয়ে চারদিকে চালাচালি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে! এবারেও প্রায় চার ঘণ্টা নাম্‌বার পর দ্বিতীয় আশ্রয়-গুহা পেলুম।

"আশ্রয়-গুহায় পা দিয়ে আমার মনে হ'ল, গুহা যেন থম্‌থম্ করছে! বুঝলুম, পাহাড় কাঁপিয়ে জল চলেছে। এবারে অনেকক্ষণ বিশ্রাম কর্‌লুম। যাত্রা কর্‌বার জন্য যদি সাধুদ্বয় না উদ্বিগ্ন হতেন, তাহলে আরও অনেকক্ষণ সে-গুহায় থাক্‌তুম। প্রথম গুহার মত এ গুহারও মাথা গম্বুজের মত, আর খাদের দিকে একটা প্রশস্ত ফাঁক আছে। আমরা যে-শিকল ধ'রে নেমে এলুম, সেটা এই দরজার তলায় আট্‌কান। তা ছাড়া আর একটা শিকল গম্বুজের মাথার ওপর থেকে আড়্‌ভাবে চ'লে গিয়েছে—অন্ধকারে! এই শিকল ধ'রে ঝুল্‌তে-ঝুল্‌তে যেতে হবে—কে জানে কত পথ! আমি ব'সে পড়্‌লুম, কিন্তু সাধুদ্বয় বালকের মত হাততালি দে' আনন্দ কর্‌তে লাগ্‌লেন, বাঃ-বাঃ বেশ দোল খেতে-খেতে যাব! আমি শুষ্ক হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম, ভয় কর্‌ছে না? এখানে জল-প্রপাতের শব্দ এত বেশী, এমনি গম্‌গম্-ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ হচ্ছে যে, খুব উচ্চ স্বরে কথা কইলে কানে-কানে কথার মত বোধ হয়!

"আমার প্রশ্ন শুনে একজন বল্‌লেন, ভয়! ভয় কিসের? যাঁর কৃপায় এই দুস্তর ভব-সাগর পার হবার আশা করি, তাঁর নাম ক'রে ত

এ ক্ষুদ্র খাল ড্যাং-ড্যাং ক'রে চ'লে যাব। নির্ভীক বলিষ্ঠ ব'লে আমার মনে-মনে একটু গর্ব্ব ছিল। ছার পশুবল! আত্মার বলই বল। আমি তাঁদের পদধূলি নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। এখানে চক্ষু-কর্ণের কোন প্রয়োজন নেই, বরং থাকায় বিপদ—দেখ্‌লে-শুন্‌লে ভয় আস্‌তে পারে। একখানি কাপড়ে চোখ-কান বেশ ক'রে বাঁধ্‌লুম। তারপর, গুরুজীকি ফতে ব'লে শিকল ধর্‌লুম! আগে চিদানন্দ, মাঝে আমি, পিছনে সদানন্দ! কতক্ষণ এ-ভাবে গিয়েছিলুম বল্‌তে পারি না। এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় স্থান-কালের পরিমাণ সব লোপ হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর মনে হ'ল, শিকল উপরে উঠ্‌ছে। এমনি ভাবে কিছুদূর গিয়ে আমার পায় আশ্রয় ঠেক্‌ল। চিদানন্দ বল্‌লেন, শিকল ছাড়, গুহার ভিতর এসেছ।

"গুহার ভিতর নেমে চোখ-কানের কাপড় খুলে ফেল্‌লুম। এ গুহাটীর মাথাও গম্বুজের মত, আর তা'র ঠিক মাঝখানে খাদ পার হবার শিকল আট্‌কান। আর একটী শিকল গুহাদ্বারের তলদেশ থেকে উপরে উঠে গেছে। ক্লান্তিদূর ক'রে আবার আমরা উপরে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। ঊর্দ্ধে'রি পথেও আরও দুইটী গুহা ছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা শেষ-গুহায় পৌঁছুলুম। এ গুহায় গুটিকতক ধাপ ছিল। ধাপে উঠে একজনমাত্র দাঁড়াবার মত একটী স্থান আছে। তার মাথার উপর একটু চৌক ফাঁক্। তা'ও অন্ধকার। ফাঁকের ভিতর হাত দিয়ে দেখ্‌লুম; অর্গল কি কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। এখান থেকে চেঁচালেও কোন ফল নেই। মনে হতাশ হুতাশ দুই এল। এত পরিশ্রম ক'রে, এত বিপদ এড়িয়ে এসে'শেষ নিষ্ফল।

"চিদানন্দ বল্‌লেন, ঐ চৌক ফাঁকে নিশ্চয় কিছু আছে। আমায় কেউ কাঁধে কর্‌তে পার, একবার দেখি। আমি চিদানন্দকে কাঁধে ক'রে

ধাপের উপর দাঁড়ালুম। একটু পরেই তিনি বল্‌লেন, একটা আংটার মত ঝুল্‌ছে। সদানন্দ বল্‌লেন, আংটা ধ'রে টেনে দেখ না? টান্‌তেই সঙ্গে-সঙ্গে ঢং-ঢং করে শব্দ। আর সে শব্দ না থাম্‌তে-থাম্‌তে সেই চতুষ্কোণ ফাঁকের একদিক দিয়ে আলো, আর গুরুগম্ভীর স্বরে আওয়াজ এল—কে?

"আওয়াজে বুঝ্‌লুম, শ্রীগুরুদেব স্বয়ং! সদানন্দ বল্‌লেন, আমরা আপনার দাসানুদাস—সদানন্দ, চিদানন্দ, পীতাম্বর।

"পীতাম্বর কে? সেই ভণ্ড সাধু?

"আমরা নীরব! পুনরায় প্রশ্ন হ'ল—কি চাও?

"আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন।

"নিমেষে সেই চতুষ্কোণের ফাঁক দিয়ে একখানি পা ঝুলে এল। আমরা তিনজনে মস্তকে ধারণ কর্‌লুম। অমনি প্রশ্ন হ'ল—হয়েছে? আমরা আর কি বল্‌ব? একটু পরে আবার প্রশ্ন হ'ল—নীরব কেন? সদানন্দ উত্তর দিলেন, আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি।

"ওঃ আমার আদেশ!—যে উপায়ে এখানে এসেছ, সেই উপায়ে ফিরে যাও। যে ভণ্ড, যারা ভণ্ডের সঙ্গ করে, তাদের জন্য এস্থান নয়!

"ধিৎকারে আমার মনে হ'ল, পর্ব্বতের গায় মাথা খুঁড়ে প্রাণত্যাগ করি। সদানন্দ বল্‌লেন, বাবা, পীতাম্বর আর ভণ্ড নেই। আপনার দর্শনে তার সুমতি হয়েছে। সে এখন আপনার পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তারই জন্য আমরা এ দুর্গম পথে নিরাপদে আস্‌তে পেরেছি।

"বটে বটে সে এতদূর ক্ষমতাবান্‌। ভাল, ভাল, তা হ'লে সেই আবার তোমাদের এ দুর্গম পথে নিরাপদে ফিরিয়ে নে-যেতে পার্‌বে—উত্তম!

"এই দুর্গম পথে আগমন, এত যত্ন, এত শ্রম, এ জীবনের আশা-ভরসা সব শেষ হ'ল! তখন মনের ভিতরে যে-ভাবের উদয় হয়েছিল, সে অতলস্পর্শী খাদ পেরুবার পূর্ব্বে সে মনের ভাব তা'র কাছে কিছুই নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুক আলোড়িত ক'রে ভীষণ গর্জ্জনে শূন্যে উড়ে গেল! আমি কাতর কণ্ঠে বল্লুম, বাবা, আমি অতি পাপাত্মা, আপনাব চরণ-দর্শনের যোগ্য নই। আপনি কৃপার-সাগর তাই আমায় দয়া করেছেন। আমার জন্য এ সাধুদ্বয় কেন আপনার কৃপায় বঞ্চিত হবেন? আমি চলে যাচ্ছি, যদি কখন আপনার চরণের আশীর্ব্বাদে এঁদের মত ভক্তি-বিশ্বাস পাই, তখন আপনার শ্রীচরণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা কর্‌ব।

"ভাল, ভাল, তোমার বাক্যে আমি সন্তুষ্ট। তুমি চ'লে গেলে চিদানন্দ, সদানন্দ আবার ঘণ্টাধ্বনি কর্‌বে।

"উপরকার দ্বার বন্ধ হ'ল। আমি গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে সাধুদ্বয়ের পদধূলি নেবার জন্য অগ্রসর হলুম। তাঁরা আমায় আলিঙ্গন ক'রে বল্লেন, পীতম, তুমি মনে করেছ, একলা ফিরে যাবে? তিন ভা'য়ে এসেছি, তিন ভা'য়ে একসঙ্গে ফির্‌ব। তোমায় বঞ্চিত ক'রে আমরা মোক্ষপদেরও প্রার্থী নই!

"এ-রাজ্যের সবই উল্টো কাণ্ড-কারখানা! পথে দেখা—ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছে! কামিনী-কাঞ্চনের রাজ্যে ভাই-ভাই পরস্পরকে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর, আর এ-রাজ্যের পরম সম্পদ না-বিলিয়ে, না-ভাগ দিয়ে ভোগ করে না। আমার চোখে জল এল। দুজনকে নিবৃত্ত কর্‌বার জন্য কত কথা বল্লুম। দুজনেই উত্তর দিলেন, তুমি এখানে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার না-পেলে আমরাও যাব না।

"সেই সময় উপর থেকে আবার প্রশ্ন হ'ল, পিতাম্বর কি এখনও যায় নি ?

"চিদানন্দ উত্তর দিলেন, প্রভু, আমাদের উপর রুষ্ট হবেন না। আমরা মনস্থ করেছি, সকলেই একসঙ্গে ফিরে যাব। সেই সময় সহসা একটী প্রস্তর-দ্বার খুলে গেল। গুরুদেবের সঙ্গে আর পাঁচজন উন্নত কায়, দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু, জটাজুটধারী, তেজঃপুঞ্জ উলঙ্গ সন্ন্যাসী সেই দ্বার-দেশে অগ্রসর হয়ে বল্‌লেন, তোমাদের গুরুভক্তি, ত্যাগ-নিষ্ঠা দে'খে আমরা ধন্য হলুম। আমরা সকলের চরণে নিপতিত হলুম। আমাদের আলিঙ্গন ক'রে গুরু মহারাজ বল্‌লেন, আজ বৈশাখী-পূর্ণিমা। এস, এই পুণ্যদিনে পুণ্যভূমে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহাপুরুষের দর্শন-লাভ ক'রে জীবন সার্থক কর। আমরা ভিতরে প্রবিষ্ট হ'লে গুহাদ্বার বন্ধ হয়ে গেল।"

২৫

"একটী ঊর্দ্ধগামী সুড়ঙ্গের মত পথ দিয়ে আমরা সকলে উপরে উঠ্‌লুম। দেখ্‌লুম, সে সুড়ঙ্গ-পথ একটী গোলাকার সমতল ক্ষেত্রে গিয়ে মিশেছে। দ্বাদশটী গুহা এই ক্ষেত্রকে বেষ্টন ক'রে আছে। তা'র বহু ঊর্দ্ধে চির-তুষারাবৃত দেশ বৃত্তাকারে শোভা পাচ্ছে।

সেই সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে একটী প্রস্তর-বেদী। বেদীর মাঝখানে একটী প্রজ্জলিত হোমকুণ্ড, গুরুদেব বল্‌লেন, এই বেদী, আর ঐ হোমকুণ্ড ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থিত। আমরা যে-সময় সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হলুম, তখন মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র। চির-তুষারমালায় তা'র কিরণ প্রতিফলিত হয়ে

সমস্ত স্থানটীকে অত্যুজ্জ্বল আলোকময় স্থানে পরিণত করেছে! সেই আলোক-রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বেদীর উপর প্রজ্জ্বলিত হোমানলের সুমুখে, আমি মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে দেখ্‌লুম, এক মহাপুরুষ উপবিষ্ট। তাঁর সমুন্নত শুভ্র দেহ, শুভ্র জটাজালে প্রায় আচ্ছাদিত। তাঁর উপর শুভ্র আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় আমার মনে হ'ল, যেন মূর্ত্তিও চন্দ্র-কিরণে গঠিত।"

বলিতে-বলিতে পীতাম্বরের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন মানস-নয়নে পুনরায় সেই পুণ্যদৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। সুরেশও স্তব্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পীতাম্বর বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমরা বেদীর কাছে ভূমিতলে বস্‌লুম। গুরুদেব আমাদের কাছে এসে বল্‌লেন, ইনি বৎসরাবধি এইরূপ সমাধিস্থ থাকেন। কেবল বৈশাখী-পূর্ণিমার দিনে কিছুক্ষণের জন্য সমাধি-ভঙ্গ করেন, এখনই এঁর পূজা হবে, তোমরা দেখ।

"গুরুপূজার জন্য আমরা যে-সকল দ্রব্যাদি এনেছিলুম, এই শুভযোগে আমরা গুরুদেবকে অর্পণ করলুম। তারপর পূজা আরম্ভ হ'ল। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! তারপর আরতি। আমার মনে হ'ল, যেন স্বপ্নযোগে আমরা কৈলাসে এসেছি। সে জয় শিব, বম্‌-বম্‌ রব, সে সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি, সে প্রাণ-মাতান ধূপের গন্ধ—আমার সাধ্য নেই যে বর্ণনা করি। আরতির পর পূর্ব্বগগনে ঈষৎ রক্তিমচ্ছটা দেখা দিলে সমাধিস্থ মহাপুরুষ নয়ন উন্মীলন কর্‌লেন। বিজলীখেলার মত নিমেষের জন্য শরীর স্পন্দিত হয়ে বাক্য-স্ফুরণ হ'ল, শিবঃ-শিবঃ-শিবঃ।— "মহামায়ার কি বিচিত্র লীলা! ভ্রাতৃবর্গ, আজ মহা আনন্দের দিন! যুগে-যুগে যে-দিনে জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হয়েছে, আজ আবার সেই

দিন আগত।—তার পর গুরুদেবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, ভাই বিরূপাক্ষ! বল—জগৎ পর্য্যটন ক'রে জীবের কি অবস্থা দেখ্‌লে?

"গুরুদেব বল্‌লেন, আর্য্য! সর্ব্বত্রই ভীষণ দুঃখ। জ্ঞানচক্ষু অন্ধকারাবৃত, রিপু-চালিত মন ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন—বল্‌তে-বল্‌তে গুরুদেবের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'ল।

মহাপুরুষ ঈষৎ চঞ্চল হয়ে বল্‌লেন, তবে চল, আমাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত। এই উর্ব্বর ক্ষেত্রে বার-বার জন্মগ্রহণ ক'রে নারায়ণরূপী জীবগণের সেবা ক'রে পরমানন্দ উপভোগ করি। এমন ভাগ্য, এমন আনন্দ কোন্ যোগীর ঘটেছে!—বল্‌তে-বল্‌তে মহাপুরুষের সর্ব্বশরীর পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল। তিনি অধীর হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, চল, চল, বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন, অনেককাল বৃথা গেছে। লক্ষ-লক্ষ দুঃখী-নারায়ণ আমাদের পূজার অপেক্ষায় রয়েছে। উমা হৈমবতী প্রত্যক্ষ হয়ে আমায় বলেছেন, এইসব দীনহীন দুর্ব্বল, দরিদ্র, অনাথ-অজ্ঞান, ব্যধি-পীড়িত সন্তানদের জন্য মা স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। চল, চল মায়ের যুগান্তকারী অপূর্ব্ব লীলা দর্শন ক'রে ধন্য হই।—কি আনন্দ! কি আনন্দ! ঐ দেখ, মা আবার এসেছেন, কোটীসূর্য্য-সমুজ্জ্বল, কোটী চন্দ্র-সুশীতল—কি অপরূপ! কি আনন্দ!

"বল্‌তে-বল্‌তে মহাপুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে কোটী সূর্য্যের ন্যায় ঘনীভূত তেজোরাশি উত্থিত হয়ে উর্দ্ধদেশে গমন কর্‌লে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লুম। তা'র কতক্ষণ পর জানি নি, সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে দেখ্‌লুম, পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিত মহাপুরুষের পুণ্যদেহ ভূমিশয্যায় শায়িত। অন্য সব যোগী সেই দেহ বেষ্টন ক'রে অনিমেষ নেত্রে দেখ্‌ছেন। চিদানন্দ ও সদানন্দ মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের চরণযুগলে মস্তক রেখে অবনতঃ হ'য়ে আছেন। ধীরে-ধীরে আমার চৈতন্য ফিরে এল। অতি সন্তর্পণে

উঠে চিদানন্দ ও সদানন্দের মাঝখানে জানু পেতে ব'সে সেই পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ কর্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে সৎকারের আয়োজন হ'ল। নীরবে, নতমস্তকে সকলে কাষ্ঠাদি বহন ক'রে আন্‌তে লাগ্‌লেন। হোমাগ্নির উপর চিতা সজ্জিত হ'ল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অগ্নিদেব সহস্র জিহ্বা বিস্তার ক'রে পরমানন্দে দেদীপ্যমান হলেন। পুনরায় বিধিমত পূজ ক'রে মহাপুরুষের দেহ অনলে আহুতি দেওয়া হ'ল। সূর্য্যদেব সে দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য ধীরে-ধীরে মাথার উপর এসে দাঁড়ালেন। আমার মনে হ'ল, চির-তুষারমালা সে উজ্জ্বল, পবিত্র ছবি হৃদয়ে ধারণ ক'রে আনন্দাশ্রু বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর পবিত্র বেদগানে গিরি-শিখর মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। আমার কত কথাই মনে হ'তে লাগ্‌ল। এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এলুম! আমি আস্‌বামাত্র মহাপুরুষ তিরোহিত হলেন। আমি কি হতভাগ্য! আবার মনে হ'ল, না-না আমি হতভাগ্য কেন? আমার মত ভাগ্যবান্ কে আছে? আমি তাঁকে দর্শন করেছি; তাঁর করুণার্দ্র, প্রসন্ন দৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়েছে, তাঁর শ্রীমুখের বেদবাক্য শুনেছি!—আমার মত ভাগ্যবান্ কে? আমি ব'সে-ব'সে কত কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। আমার মন ক্রমে সহজেই ধ্যানস্থ হ'তে লাগ্‌ল। শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনেছি, এস্থানের মাহাত্ম্যে মন স্বতঃই ধ্যান-পরায়ণ হয়।

"আমি কতক্ষণ এভাবে ছিলুম বল্‌তে পারি নি, ধ্যানভঙ্গ হয়ে দেখ্‌লুম, চিতা নিবে গেছে!

"তারপর সকলে সেই পূত ভস্মরাশি সঞ্চয় ক'রে সেই হোমকুণ্ডে রক্ষা কর্‌লেন। পরে আমরা সকলে এক উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান ক'রে এলুম। যোগশীলার অধিকাংশ ঝরণাই উষ্ণ-প্রস্রবণ।

"তারপর সকলে সেই পূত ভস্মরাশি সঞ্চয় ক'রে সেই হোমকুণ্ডে

রক্ষা করলেন। পরে আমরা সকলে এক উষ্ণ-প্রস্রবণের জলে স্নান ক'রে এলুম। যোগশীলার অধিকাংশ ঝরণাই উষ্ণ-প্রস্রবণ।

"চিদানন্দ ও সদানন্দ স্নান ক'রে গৈরিক বসন ধারণ করলে গুরুদেব উভয়কে হোমকুণ্ডের কাছে নিয়ে-গিয়ে সেই পূত ভস্মে তাঁদের দেহ বিলেপন ক'রে কানে-কানে কি বললেন। শ্রবণমাত্রেই উভয়ে সমাধিস্থ হ'ল। সেইসময় আমার মনে হয়েছিল, আমি ধন্য যে এই সকল দৃশ্য দেখ্‌বার অধিকারী হয়েছি। বোধ করি, আত্মহারা হয়ে বার-বার উচ্চ স্বরে ব'লে উঠেছিলুম—আমি ধন্য, আমার জন্ম ধন্য, আমার জনক-জননী ধন্য! ধন্য যোগশীলা!

"গুরুদেব সহাস্যে আমায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, পীতাম্বর, কি চাও?

আমি 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ, গুরুরেব পরম্ ব্রহ্ম'—ব'লে তাঁর পায়ে লুণ্ঠিত হয়ে বললুম, আপনার কৃপা লাভ ক'রে আমি ধন্য হয়েছি আর কি চাই, প্রভু? গুরুদেব সহাস্য বদনে, হোমকুণ্ড হ'তে, অঙ্গুলীর অগ্রে ভস্মগ্রহণ ক'রে আমার কপালে টিপ দিলেন। আমার দেহে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সঞ্চারিত হ'ল। তার পর গুরুদেব বললেন, শোন, যে-মহালীলার কথা মহাপুরুষের মুখে শুনেছ, তোমরা তিনজনে তা'র মহা সহায়। সদানন্দ, চিদানন্দ, তোমরা আজ হ'তে জীবসেবামন্ত্রে দীক্ষিত হলে! সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক, বন্ধন-মুক্তি—সব ভুলে, জীবসেবাকার্য্য কর গে'। আর তুমি পীতাম্বর, গৃহধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে গৃহস্থ হয়ে সাধু-কার্য্যে সহায় হও। গৃহীর অর্থসামর্থ্যেই সাধুরা সৎকার্য্য সাধন করেন। এই যোগশীলা গৃহীর অর্থবলে স্থাপিত, গৃহীর অর্থে ইহার স্থিতি, গৃহীর অর্থে রক্ষিত। আপাততঃ এ যোগশীলার রক্ষণাবেক্ষণের ও সংস্কারের ভার তোমার।

তুমি গৃহধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে দারপরিগ্রহ কর গে'। তোমার বিপুল অর্থোপার্জ্জন হবে। সেই অর্থে সাধু-সেবা করবে। ভারতের যত কিছু কল্যাণের কার্য্য যুগ-যুগান্তর হ'তে এই যোগশীলা থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তুমি সেই যোগশীলার চিহ্নিত পরিচারক! যোগশীলার ভার তোমার!

"আমি গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ ক'রে বল্‌লুম, প্রভু, পৃথিবী সকলের ভার ধারণ করেন, আবার পৃথিবীর ভার ধারণ করেন—অনন্তদেব।

"গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, পীতাম্বর, তুমি সুচতুর! তোমার ভার আমায় দাও।—আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর পদতলে প'ড়ে বল্‌লুম, দেব, জন্মান্তরে যে-কিছু পাপ বা পুণ্য কাজ করেছি, ভবিষ্যতে যা-কিছু করব, আজ সব তোমার চরণে সমর্পণ করলুম। আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, পূজা-ভক্তি—সব আপনার শ্রীচরণ। শ্রীগুরুদেব আমার মস্তকে পদার্পণ ক'রে স্থির হয়ে রইলেন, বোধ হয়—ভাবসমাধিতে। কিছুক্ষণ পরে বল্‌লেন, শোন পীতাম্বর, এখন হ'তে আমরা এ যোগ-দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে, গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ঘুরব! কিন্তু এ স্থান যেন বিনষ্ট না-হয়। তুমি যতদিন জীবিত আছ, পাঁচ বৎসর অন্তর এস্থান যথাযথ সংস্কার করবে। বিশেষ বিবরণ পরে বলব। এই তোমার প্রথম কার্য্য! দ্বিতীয় কার্য্য ৺কাশীধামে আমাদের আর ভবিষ্যতে যাঁরা আসছেন, তাঁদের সম্মিলিত হবার জন্য একটী স্থানের প্রয়োজন! স্থানটী একটু নির্জ্জন হবে। সহরের মধ্যে অথচ অতি গোপন—গঙ্গার নিকটবর্ত্তী। কি কার্য্যের জন্য প্রস্তুত, তাও কেউ জানবে না। যাও বীর, নির্ভয়চিত্তে সংসারে বিচরণ কর। মায়ের ইচ্ছায় তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। সময়ে শিক্ষিত পুত্রকে কার্য্যভার দিয়ে স্বধামে গমন করবে।"

২৬

পীতাম্বরকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া সুরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনারা কতদিন যোগশীলায় ছিলেন ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "তিন দিন।"

"তারপর সেই পথ দিয়ে আবার ফিরে এলেন ?"

"না। যোগশীলায় যাবার আর একটী সহজ গুপ্তপথ আছে। গুরুদেব তা দেখিয়ে দিলেন। তারপর হোমকুণ্ডে রক্ষিত মহাপুরুষের ভস্মের উপর প্রস্তর স্থাপন ক'রে, আমরা সকলে সেই গুপ্ত পথ দিয়ে কাশীতে ফিরে এলুম। এসে যে-ক'টী টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাইতে খুঁব ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ কর্‌লুম। তখন আমার গুরুসহায়—ধুলো মুঠো ধরি, সোণা হয়।"

"দেশে আর ফিরে যান নি ?"

"হাঁ, জ্ঞাতিরা আমায় নিরুদ্দেশ মনে ক'রে আমার প্রাপ্য সম্পত্তি সব অধিকার ক'রে বসেছিল। সে-গুলো সব তাদের কাছ থেকে কৌশল ক'রে আদায় ক'রে নিলুম। পাঁচ বছরের ভিতর দুটী পুত্র পালন কর্‌বার মত আমার যথেষ্ট আয় হ'ল। গুরুদেবের আদেশে বিবাহ কর্‌লুম। তাঁর আদেশমত কাশীতে একখানি বাড়ীও তৈরি হয়েছে।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যোগশীলায় আর কখন গিয়েছিলেন ?"

"হাঁ। পাঁচ বৎসর পরে আবার গিয়েছিলুম। মহাপুরুষের সমাধি—সেই হোমকুণ্ডের উপর মর্ম্মর-মন্দির স্থাপন কর্‌বার জন্য।"

সুরেশ বিনীতভাবে বলিল, "আপনার অমূল্য জীবন!—দয়া ক'রে এ নির্ব্বোধ বালকের গুরু হয়ে পথ-প্রদর্শন করুন।"

পীতাম্বর সুরেশের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "ছিঃ-ছিঃ আমাকে এমন কথা ব'ল না। গুরু প্রত্যেকের বর্ত্তমান, প্রতীক্ষায় আছেন। সময় পূর্ণ হলেই তিনি দর্শন দিয়ে শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। আন্তরিক ব্যাকুলতা হ'লেই গুরু আবির্ভূত হন। তুমি কি ব্রহ্মচর্য্যব্রত-অবলম্বনে দৃঢ়সংকল্প?"

সুরেশ। আপনি কিরূপ আদেশ করেন?

পি। অবশ্য অতি উচ্চআদর্শ সন্দেহ নাই। তবে বড়ই কঠিন পন্থা, বিশেষ সংসারের মধ্যে থেকে। তুমি কিরূপ বুঝ্‌ছ, উত্তরোত্তর মনে বল পাচ্ছ ত?

সু। আপনার আশীর্ব্বাদে এ-পর্য্যন্ত সংকল্পচ্যুত হবার কোনও কারণ হয় নি। আপনি কি আমায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করতে বলেন?

পি। বাপ্‌রে! আমি কিছুই বলি না। বাবা, আমি তোমাকে উপদেশ দেবার কে? গুরুদেবের চরণ স্মরণ ক'রে কোনমতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। যতটুকু তোমাকে দেখেছি, তা'তে আমার বিশ্বাস—তুমি যে-পন্থেই যাও, উন্নত হবে।

সুরেশ আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দরজায় ঈষৎ ঘা দিয়া চম্পা ডাকিল, "ঠাকুর-পো, খাবে এস।"

পীতাম্বর চম্পাকে ডাকিলেন। চম্পা ঘরে আসিয়া পীতাম্বরের বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল "এ-কি বাবা! আপনার এমন অলুক্ষুণে বেশ কেন? আপনি কতক্ষণ এসেছেন?"

পি। ওরে চাঁপা, নাগা-বাবা কাশীপ্রাপ্ত হয়েছেন।

"অ্যা!" বলিয়া চম্পা কাঁদিয়া ফেলিল। পীতাম্বরও চক্ষে কাপড় দিলেন। চম্পা শিশুর মত কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আমায় সবচেয়ে বেশী ভালবাস্‌তেন, এই দেখুন, তাঁর হাতের তৈরি রুদ্রাক্ষের

মালা, আমি দিনরাত প'রে থাকি। আমায় বিয়ের পর মন্তর দেবেন বলেছিলেন।"

পীতাম্বর অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুরেশ একবার তাঁহাকে একবার চম্পাকে থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারও চক্ষু সিক্ত ও গলা ভার হইয়া আসিতে লাগিল।

পরেশ কান্নার শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত!

পীতাম্বর বলিলেন, "কেঁদ না মা, কেঁদ না! নাগা-বাবা যখন বলেছেন তখন নিশ্চয় জেন' তাঁর কথার অন্যথা হবে না। তুমি স্বপ্নে হ'ক্, জাগ্রতে হ'ক্ তাঁর কৃপা নিশ্চয়ই পাবে। শুনে আশ্চর্য্য হবে, ঠিক যে-সময়ে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেইসময়ে আমাকে দর্শন দিয়ে গেছেন।"—বলিয়া পীতাম্বর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন।

পরেশ। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, একবার তাঁর দর্শন পেলুম না!

সুরেশ। আচ্ছা, নাগা-বাবার গুরু-ভাইদের সংবাদ কি?

পি। তাঁরা কে কোথায় আছেন, বহুদিন হ'তে কেউ কোন সংবাদ জানেন না। গুরুদেবের মহা-সমাধির সময় চিদানন্দ, সদানন্দ আর তাঁর অপরাপর সন্ন্যাসী, গৃহী শিষ্য অনেক ছিল। কিন্তু কেউ-ই তাঁর গুরু-ভাইদের সংবাদ দিতে পারেন নি। তারপর সুরেশকে ইসারা করিয়া বলিলেন, "শীঘ্রই উত্তরাখণ্ডে একবার তীর্থ-দর্শনে যাব, দেখি, যদি কোন সংবাদ পাই।"

পিতাম্বরবাবুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সুরেশ তাঁহার সহিত বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে তীর্থ-পর্য্যটনে যাব।"

পীতাম্বর বলিলেন, "এবার নয়, যদি আবার যাওয়া হয়, তখন মায়ের ইচ্ছায় যদি তোমার এমনি আগ্রহ থাকে, যাবে। দে'খ, যা শুনলে কা'কেও প্রকাশ ক'র না।

২৭

পিতাম্বরের ন্যায় পিতাম্বর-গৃহিণীও হবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও কম্বলাসনে শয়ন প্রভৃতি নিয়মে রহিলেন। বলা বাহুল্য, গৃহিণীও নাগা-বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতাম্বরের এখন বড়ই কাজ। যোগশীলায় যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। বিস্তৃত ও বহু শাখাবিশিষ্ট বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মের সুবন্দবস্ত করিতে হইবে। 'অন্ততঃ দুইমাস একেবারে লোকালয়ের সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না।' আগামী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়মাসের মধ্যেই চামেলীর জন্য পাত্র ঠিক করিয়া যাইতে হইবে। সুরেশ এখন মহা আগ্রহের সহিত গীত-বাদ্য শিক্ষা করিতেছে। নিয়মিতরূপে র‍্যাসেলের বাটী যাতায়াত করে। ডাক্তারের সহিত প্রায়ই দেখা হয়।

এই নিরীহ যুবক এখন ডাক্তারের ঘোরতর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনে যতই বিলম্ব হইতেছে, ডাক্তার ততই অধীর হইয়া উঠিতেছে।—র‍্যাসেল মনে করিলে কি এই নির্ব্বোধ যুবককে মজাইতে পারিত না? কিন্তু সে কোনই গা করিতেছে না। অধিকন্তু সুরেশকে রীতিমত শিক্ষা দিতেই তাহার অধিক আগ্রহ। কৈ, অন্য কাহাকে ত এমন করিয়া শিখায় না। পাছে বিঘ্ন হয়, এজন্য সুরেশের শিক্ষার সময় ভিড় করিতে দেয় না। সর্ব্বনাশ করতে নিয়ে-গিয়ে ছো'ড়ার উল্টে বেশ সুবিধা ক'রে দিলুম দেখ্‌ছি! দেখি, এমিলি পামার (Emily Palmer) কি করে।

নিদ্রান্তে অপরাহ্নে বসিয়া ডাক্তার এই সকল কথাই ভাবিতেছিল। কনক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ-গা কি হ'ল?"

ডাক্তার অন্যমনস্কে উত্তর দিল, "হবে আর কি! এখন পর্য্যন্ত শালাকে গাঁথ্‌তে পারা গেল না!"

কনক হাসিয়া বলিল, "তবে হার মান।"

"কি! হার মান্‌ব? এখনও আমার হাতে চোখা-চোখা বাণ রয়েছে!"

"ওঃ ভারি-মুরদ্‌! অষ্টিমাসের ভিতর সুরেশের চেয়ে ভাল পাত্তর জুটিয়ে দেব! এখন বলা হচ্ছে, গাঁথ্‌তে পার্‌লুম্‌ না! আবার বল্‌ছ, হাতে চোখা-চোখা বাণ রয়েছে!"

ডাক্তার যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল, বলিল, "ওঃ! তুমি চামেলীর বরের কথা বল্‌ছ? সে ত দেখ্‌বই! তার আবার সন্দেহ আছে? সুরেশ কি! আমার চেয়ে ভাল পাত্তর এনে দেব!"

কনক হাত-যোড় করিয়া বলিল, "রক্ষা কর!"

"কেন? তোমরা কেবল সুরেশকেই চিনেছ বৈ ত নয়! আমি কি তোমার মন্দ পাত্তর!"

"সর্ব্বগুণে গুণান্বিত!" (সর্ব্ব কথাটার উপর একটু জোর।)

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "ঐ ত! সারাদিন তোমাদের জন্যে গাধা-খাটুনী খেটে মরি, সন্ধ্যেবেলায় একটু ফূর্ত্তি করি! দু-দণ্ড গান্‌ শুন্‌তে যাই! হাড়ভাঙ্গা-খাটুনী খেটে একটু আমোদ না-কর্‌লে বাঁচ্‌ব কেন? এইতেই আমি মন্দ! তা যাক্‌, তুমি দে'খ এই অষ্টিমাসের ভেতর ঠিক তোমাদের পছন্দমত পাত্তর এনে দেব! না-পারি, তুমি যা-বল্‌বে—তাই! তুমি চামেলীর কথা বল্‌ছ, আমি বুঝ্‌তে পারি নি।"

কনক খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আজকাল যখন-তখন তুমি কি ভাব ?"

"তুমি দিনরাত যা ভাব ?"

"আমি আবার কি ভাবি ?"

"এই তোমার নির্ম্মলচরিত্র, গুণবান্ পুরুষ। যে কাছে বস্‌লে তোমার মুখে খই ফুট্‌তে থাকে ; যার নাম শুন্‌লে তোমার মুখে লাল পড়ে, যার গুণের ব্যাখ্যানা কর্‌তে তোমার মুখে সরস্বতী বসে।"

ডাক্তারের প্রতি-কথায় কনকের মুখ উষারাগের ন্যায় ক্রমে-ক্রমে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল ! বলিল, "আমি—আমি—" আর বলিতে পারিল না, ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ! তারপর সহসা ছুটিয়া গিয়া ডাক্তারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ডাক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে থামো-থামো রায়বাঘিনী !" কিন্তু কনকের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। ভাবিল, কনক ত এমন সহসা উত্তেজিত হইত না। এ-কি রহস্য ! হঠাৎ হিষ্টিরিয়া হ'ল নাকি ? তাহাকে শান্ত করিবার জন্য পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "আরে ছিঃ ! একটা ঠাট্টাও বোঝ না !"

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কনক জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল, ওর ওপর তোমার এত রাগ কেন ?"

"সত্যি বল্‌ব ? আবার অমনি ক্ষেপে উঠ্‌বে না ত ?"

কনক ঘাড় নাড়িলে ডাক্তার বলিল, "ওর ওপর রাগ কেন ? ওর ভিটুকিলমি দে'খে, ভণ্ডামি দে'খে, ভাণ দে'খে। ও যদি সত্যি সাধু হ'ত, আমি ওর পায়ের ধূলি নিতুম !"

'কেন ? সত্যি সাধু কি হ'তে নেই ?"

"হবেনা কেন ? কিন্তু তা'রা ওর মতন অমন অহঙ্কার ক'রে বেড়ায়

না। ওর অহঙ্কার আমি চূর্ণ কর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব! আমি ভণ্ডামি দেখ্‌তে পারি নি! আমার পেটে একরকম মুখে একরকম নেই! আমার ভেতরের ময়লা আমি ঢাকৃতে চাই নি! ওর মতন অহঙ্কার ক'রে বেড়াই নি—যেন কত সাধু পুরুষ! ও যদি সাধু হ'ত, আমি পূজ কর্‌তুম। ছোঁড়া সভা ক'রে পাড়া মজালে! আচ্ছা, কত সাধু আমি দেখ্‌ব!"

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া কনক শিহরিয়া উঠিল। ডাক্তার মনে-মনে বলিল, "দেখি, এমিলি পামারকে কেমন ক'রে সাম্‌লায়!"

যাহাকে লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ অভিনয় হইতেছিল, সে তখন বিবি র‍্যাসেলের ঘরে বসিয়া তানপুরা কোলে লইয়া তান ছাড়িতেছে। সেইসময় চলন্ত ছবিটীর মত একটী রমণী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। বিবি র‍্যাসেলের তখনও বেশভূষা সমাপ্ত হয় নাই, তিনি এ-পর্য্যন্ত আসরে অনুপস্থিত। সুরেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাহিতেছিল। রমণীর আগমন জানিতে পারে নাই। সমের ঘরে বামহস্তে তানপূরার খোলে চাঁটি মারিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিল, এক অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী সুন্দরী তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে! সুরেশের সঙ্গে চোখো-চোখি হইতেই যুবতী চক্ষু নত করিল, কিন্তু তখনই কম্পিত-পল্লব চক্ষুদুটী সুরেশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমেলি সুরেশকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ডাক্তার-সাহেবের মুখে আপনার গানের সুখ্যাতি শুনে মনে করতুম, তিনি আপনার আত্মীয়, একটু বেশী ক'রে বলেছেন। আজ স্বকর্ণে শুনে মনে হ'ল, মর্‌দানা আওয়াজের মিষ্টত্ব স্ত্রীলোক না হ'লে পুরুষে ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। আমি এমন মিষ্ট গলা জীবনে শুনি নি!"

সুন্দরীর মুখে প্রশংসা!—সুরেশ একটু গর্ব্বিত ও লজ্জিত হইল। যুবতীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি সামান্য শিখেছি মাত্র। আপনিও কি ওস্তাদজীর কাছে গান শিক্ষা করেন?"

যুবতী বলিল, "আমার নাম এমিলি পামার। আমায় এমেলি ব'লে ডাক্‌বেন। না, আমি গান শিখ্‌তে আসি নি, নাচ শিখ্‌তে এসেছি।"

সুরেশ একটু বিস্মিত হইল। গান না শিখে শুধু নাচ!

এমিলি বলিল, "আপনাদের দেশে নাচ-গান পরস্পরের অঙ্গ। আপনাদের দেশের নাচে গানের ভাব পরিস্ফুট হয়। বিলাতী নাচে মনে এক-একটী ছবি তুলে দেয়। আপনি ছবি আঁক্‌তে জানেন কি?—না? আমি শেখ্‌বার জন্য অনেক যত্ন করেছি। চিত্রকর পটের উপর স্ত্রী-পুরুষের এক-একটী ক্ষণস্থায়ী ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। চিত্রপটের ওপর চিরকালের জন্য সেই ভাবটী ফুটে থাকে; তার আর পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু নাচে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে তেমনি এক-একটী জীবন্ত ছবি পরিস্ফুট হয়।"

সুরেশ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আর এখন ছবি আঁকেন না?"

যুবতী বলিল, "আমায় এমিলি বলুন। আমি আর ছবি আঁকি না।"

"কেন?"

"আমার মনের আদর্শকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারছি নি বলে।"

"নাচ শিখ্‌লে কি তা'র সুবিধে হবে?"

"হ'তে পারে। কিন্তু তাই-বা শিখ্‌তে পার্‌ছি কৈ?"—বলিয়া এমিলি বিষণ্ণ মুখে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশের পানে চাহিল। সুরেশ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

এমিলি বলিল, "একা যে-সব নাচ নাচ্‌তে হয়, তা আমার শেখা হয়েছে। যা বাকি আছে, একজন সঙ্গী না পেলে হয় না।"

মূর্খ সুরেশ এমিলিকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল, "সে কি! সঙ্গী পাওয়া যায় না, তা-কি হয়? সঙ্গীর ভাবনা কি?"

যুবতী অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "কৈ, এত খুঁজ্‌ছি—পেলুম না ত! আমার দুর্ভাগ্য! ছবি-আঁকাও যেমন অসম্পূর্ণ রইল, নাচও তেমনি আধা-খ্যাঁচড়া হয়ে থাকবে। কোনটাতেই সম্পূর্ণতা লাভ কর্‌তে পার্‌লুম না।"—বলিয়া আবার এক দীর্ঘনিশ্বাস!

সুরেশ অধিকতর ব্যথিত হইয়া বলিল, "না-না, তা কথনই হ'তে পারে না! নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গী পাবেন।"

এমিলি আরও একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "আপনি আর আমায় বৃথা আশা দেবেন না। আমি মন থেকে সব সাধ বিসর্জ্জন দিয়েছি।" সুন্দরীর সুন্দর চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

সুরেশ তাহার অশ্রু দেখিয়া কাতর হইল। মনে-মনে ভাবিল, বিদ্যার প্রতি ইহার কি অসাধারণ অনুরাগ! কৈ, সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতে না পাইলে ত আমার চোখ দিয়া এমন জল পড়ে না! ধন্য ইহার অনুরাগ! এমিলিকে বলিল, "আপনি কাতর হবেন না। কেন দুঃখ কর্‌ছেন? আমি বলছি, নিশ্চয়ই আপনার সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না।"

এমিলি এবার একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সে-কথা আগে মনে কর্‌তুম বটে! এখন ঠেকে শিখেছি। আপনি বার-বার বল্‌ছেন—নিশ্চয় সঙ্গী পাব, আপনি আমার সঙ্গী হ'তে পারেন? এই দেখুন, শুনেই আপনার মুখ শুকিয়ে গেল! মাপ্‌ কর্‌বেন, আমি আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য এরূপ অনুরোধ করি নি। আমি আপনাকে দেখালুম যে অমনি সবাই বলে, আর নিরাশ হ'তে হয়।"—আবার ফোঁস্‌!

আমাদের সুরেশের একটা দুর্ব্বলতা ছিল। কেহ যে তাহাকে দুর্ব্বল মনে করিবে, তা-কি হয়? স্ত্রীলোক হেসে টিটকিরি দেবে?—মনে করবে আমার মনের বল নাই। বিশেষ, আপনার পায়ের নীচে আমি আপনিই কূপ খনন করিয়াছি! যুবতীকে বার-বার আশা দিয়াছি। ইহার সঙ্গী হইলে কি ক্ষতি, কি অনিষ্ট হইবে? না-হইলে এই ইংরাজ-মহিলা ভাবিবে—বাঙালী যেমন কথায় বীর, কাজে কাপুরুষ, আমিও তেমনি আর কি! আমি ইহার সদিচ্ছা-সাধনের সহায় হইব। সুরেশ এমনি অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। এমিলি একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "কি ভাবছেন? তা'র চেয়ে আপনি গান করুন, শুনি। তবু খানিকক্ষণ ভুলে থাকি।"

সুরেশ তৎক্ষণাৎ বলিল, "দেখুন, আপনার নাচের সঙ্গী হওয়া আমি গৌরব মনে করি। তবে আমি নাচের কিছুই জান না, তাই ইতস্ততঃ করছিলুম।"

"সে জন্য তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব"—বলিতে-বলিতে বিবি র‍্যাসেল সেইসময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। —অধরে সেই বিদ্রূপের হাসি! কিন্তু তাহার মন বলিতেছে, ডাক্তারের কাছে উপকার গ্রহণ করিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! এই সরল, চাতুরি-অনভিজ্ঞ যুবাকে আজ ডাকিনার মুখে সমর্পণ করিতে হইবে! জীবনে অনেক দেখিয়াছি, অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্কলঙ্ক, নির্ভীক চরিত্র কখন দেখি নাই! লোকে বলে, অগ্নিতে পুড়াইলে সোনার কান্তি বৃদ্ধি হয়। আমরা ত পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়েছি। দেখি ত্বা, এ খাঁটি সোণা কি—কি! পরখ ক'রে নেওয়া উচিত। কিন্তু যে-আগুনে একে ফেলতে যাচ্ছি, সে-যে দাবানল! কি, বাঘিনীর মুখ থেকে ছেলে কেড়ে নেবে! কখন না, কখন না! খোদা! আমি

তোমায় কখন ডাকি নি, যদি তুমি আমার মত পাপিনীর কথায় কান দাও, দোয়া কর, মেহেরবান! আমার সুরেশকে রক্ষা কর।"

তার পর সুরেশের শিক্ষা আরম্ভ হইল। বিবি র‍্যাসেল প্রথম তাহাকে পা ফেলিবার কায়দা শিখাইতে লাগিলেন। অদ্ভুত মেধাবী সুরেশ অল্পক্ষণেই তাহা আয়ত্ত করিল। তারপর দুই জনে মিলিত হইয়া কেমন করিয়া নাচিতে হয়, বিবি শিখাইতে লাগিলেন। সুরেশের ভাব-ভঙ্গী এমিলি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে-দেখিতে বলিল, "বাবু সুরেশ, নাচ্‌তে জানেন না ব'লে, আপনি আমায় প্রতারণা কর্‌ছেন্।"

"না, আমি আপনাকে সত্য কথাই বলেছি।"

এমিলি বলিল, "অদ্ভুত!"

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিবি র‍্যাসেল সুরেশের সঙ্গে এমিলিকে নাচিতে বলিলেন। নাচিতে অগ্রসর হইয়া এমিলি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি নাচ?—সম্পূর্ণ ইংরাজিও নয়, বাঙ্‌লাও নয়।"

বিবি র‍্যাসেল বলিলেন, "এ নাচ আমার নিজের তৈরি! হিন্দুদের রাস-নৃত্য আর বিলাতী ফ্যাণ্ড্যাঙ্গো-নাচ দুএ—মিশিয়ে গড়েছি।"

এমিলি বলিল, "অতি সুন্দর হয়েছে।"

তারপর নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রথম দূর হইতে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নাচিতে-নাচিতে পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। তারপর উভয়ে উভয়ের করস্পর্শমাত্র করিয়া, দুইজনে পশ্চাৎ-পদ হইয়া দূরে গমন করে। পরে একজন এক স্থানে দাঁড়াইয়া নাচিতে থাকে, অপর তাহাকে বেষ্টন করিয়া নাচে। উভয়ে উভয়কে এইরূপ বেষ্টন করিয়া মণ্ডল-নৃত্যের পর পরস্পরের কটি-ধারণ করিয়া নৃত্য। ক্রমে উত্তেজনায় রমণীর মুখে রক্তাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অধরে অনুরাগের ঈষৎ হাসি বিকশিত। এমিলি

যখন নাচিতে-নাচিতে সুরেশের বামভাগে আসিয়া দক্ষিণহস্তে তাহার কটি-বেষ্টন করিয়া ধরিল, যুবকের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ-কি! এ-কি অভূতপূর্ব্ব পুলকে বক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে! মুঞ্জরিতা লতা যেমন সহকার-আশ্রয় করিয়া মলয়-হিল্লোলে দুলিতে থাকে, সেইরূপ সুরেশের বাহুর উপর আপনার সমগ্র দেহভার সমর্পণ করিয়া এমিলি নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার কুসুমকোমল,তপ্ত গণ্ডস্থল কখন সুরেশের স্কন্ধে ন্যস্ত হইতেছে, কখন পুষ্পিত ওষ্ঠপুট চুম্বন-লালসায় অল্প অগ্রসর হইয়া ঈষৎ হাসিয়া সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। শ্বাসে তপ্ত-শ্বাস মিলিত, সুরেশের শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল, আর বুকের সমস্ত রক্ত মাথার উপর উঠিয়া রুনুঝুনু করিয়া নাচিতে লাগিল। একটু পরেই সে অপূর্ব্ব নৃত্যের অবসান হইল। এমিলিকে নিরতিশয় শ্রমকাতরা দেখিয়া সুরেশ ধীরে-ধীরে তাহাকে একখানি সোফায় বসাইয়া দিল ও একখানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। ডাক্তার বলিল, "ভায়া দাঁড়িয়ে কেন? পাশে ব'সে বাতাস কর।" সুরেশ চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি কতক্ষণ এলেন?"

"তবু ভাল, ভায়া, তোমার এতক্ষণে যে মর্ত্ত্যলোকে মানুষের উপর দৃষ্টি পড়্‌ল!"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি আনাড়ি, নাচের দিকেই মন ছিল।" বেচারা বুঝিতে পারিল না, ডাক্তারের মুখে-চোখে কি পৈশাচিক হর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা মিঃ র‍্যাসেলের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশকে বলিলেন, "তোমার আজ অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছে, আমি গাড়ি আনিয়ে দিচ্ছি, বাড়ী যাও।"

ডাক্তার বলিল, "গাড়ী আনাতে হবে কেন, আমার গাড়ীতেই সুরেশ বাড়ী যাক্, আমি ভাড়া-গাড়ী ক'রে যাব এখন।"

এমিলি বলিল, "আমিও তবে সুরেশবাবুর সঙ্গে বাড়ী যাই না ?"

ডাক্তার বলিল, "না, সুরেশ যাক্, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব।" সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া ডাক্তার এমিলিকে দিল ও আপনি পান করিতে লাগিল। সুরেশ চলিয়া গেলে, বিবি র‍্যাসেলকে বলিল, "বিবি সাহেব, এ ছোকরার ওপর যে আপনার ভারি টান !"

বিবি র‍্যাসেলের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, টান না-দেখালে কি কেউ বশ হয় ?"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সে-কি মেম্‌সাহেব! আপনি এ ছোক্‌রাকে বশ কর্‌তে চাচ্ছেন কেন ?"

"ওকে আমি ভালবাসি—তাই।"

ডাক্তার ও এমিলি পরস্পরের মুখ চাহিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিল।

ডাক্তার বলিল, "মেম্‌সাহেব, এ ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে, আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। আমি ভেবেছিলুম, সুরেশ আপনার ভেড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌বে।"

"উল্লুক-ভাল্লুক ভেড়ো হ'তে পারে, সিংহ কারুর দাসত্ব করে না। কোথাও বাঁধা পড়ে না।"

ডাক্তার এমিলির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "মেম্‌সাহেব, সিঙ্গি বাঁধবার্ জাল আমি পেয়েছি।"

"কে ? মিস্ পামার ? এমিলি, তোমায় আমি সাবধান ক'রে দি। আগুন ছুঁলেই হাতে ফোস্কা পড়ে !"

এমিলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঘন-ঘন সুরাপানে ডাক্তার তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, বলিল, "তাত লাগ্‌তে পারে, কিন্তু শুক্‌ন ঘাসই দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে।"

উপমাটা যে বিবি র‍্যাসেলকে লক্ষ্য করিয়াই দেওয়া হইল, তিনি তাহা বুঝিলেন। আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন, "জ্ঞান হয়ে ইস্তক মন্দ জিনিসই ভাল বেসেছি, একটা ভাল সামগ্রী ভালবেসে যদি জীবন ধন্য করতে পারি, মন্দ কি!"

ডাক্তার ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "অতি ভাল সামগ্রী—পবিত্র! তাই ত তা'কে এই ঠাকুর ঘরে এনেছি।"

র‍্যাসেল হাসিয়া বলিলেন, "রত্ন গোবরগাদায় ফেলে রাখ্‌লেও রত্নই থাকে।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই রত্ন নিয়ে কি করতে চান্—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"কেন পারবেন না! সুরেশকে দিয়ে আমার জীবনের শেষ সাধ মিটবে!"

ডাক্তার অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল! তারপরেই মোটা, ভাঙা গলায় থিয়েটারের একটা গান ধরিল—

"সাধে ফাঁদ পরি পোড়া প্রাণ কাঁদে;
ধায় ধায় মন নাহি মানে বাঁধে।'

শেষ সাধ কি মেম্‌সাহেব?—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নাম লেখাবেন নাকি?"

র‍্যাসেল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না, ডাক্তারবাবু! আপনার নেশা হয়েছে, আপনাকে এখন কোন কথা বলা বৃথা! তবে একটা কথা ব'লে রাখি! আমি আজীবন নাচ-গানের ব্যবসা ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু সুরেশের মত সঙ্গীতের এমন অকপট অনুরাগী কখন দেখি নি! সঙ্গীত তা'র সখ নয়—সাধনা। আমিও অনেক সাধনায় এ-বিদ্যা সংগ্রহ করেছি। আমার কাছে যে-সব অমূল্যরত্ন আছে, ভেবেছিলুম, আমার

সঙ্গে সে-সব কবরে যাবে। কিন্তু না, এতদিনের পর সে-সব দান কর্‌বার একজন উপযুক্ত পাত্র পেয়েছি। সুরেশ আমার উত্তরাধিকারী! ডাক্তারবাবু, আপনি আমার জীবনদান করেছেন, কিন্তু তা'র-চেয়ে শ্রেষ্ঠদান—আপনি সুরেশকে আমায় দান করেছেন! আপনাকে শত ধন্যবাদ! আমি দুঃখিনী স্ত্রীলোক, আপনাকে আর কি দেব!"—বলিয়া র‍্যাসেল রুমালে চক্ষু মুছিলেন। এইসময় ডাক্তার ও এমিলি বিদায় লইল। গাড়ীতে দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক পরামর্শ হইল। কিন্তু এত ষড়যন্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। বিবি র‍্যাসেল ঠিকই বলিয়াছিলেন, আগুন ছুঁলেই হাতে ফোস্কা পড়ে। মিস্ পামারের হাত পুড়িয়াছে। এখন সে আপনার ঝোঁকেই আপনি অগ্রসর।

এদিকে গাড়ীতে আসিতে-আসিতে সুরেশ ভাবিতে লাগিল, এমিলির সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে। আচ্ছা, ওর মনে কি কিছু কুমৎলব্ আছে? থাক্‌লেই বা, ওর মনে যাই থাক, আমি সাবধান হলেই হ'ল।

২৮

ডাক্তারের এক খুড়তুতো ভাই ছিল, সম্প্রতি সে এফ্. এ. পাশ্ করিয়া, কলিকাতা আসিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িবে ও ডাক্তারের বাটীতে থাকিবে। তাহারই সহিত চামেলীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। ক্রমে পাকা-দেখা হইয়া গেল। সম্বন্ধ অবশ্য ডাক্তারই স্থির করিয়াছে, কিন্তু বাহাদুরী লাভ হইল—কনকের। পীতাম্বর জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যে ফিরিতে পারিলে সেই মাসেই বিবাহ সমাধা হইবে, নচেৎ আষাঢ়ে। তাহাতে পাত্রপক্ষে কোন আপত্তি নাই।

পীতাম্বর দুই-তিন-দিনের মধ্যেই যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। ক'দিন ব্যর্থ হইয়া সুরেশ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাইল।

সুরেশ বলিল, "আপনার সঙ্গে কাশী পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন, চিদানন্দ —সদানন্দ স্বামিজীদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে।"

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-কি তোমার কেবল একটা খেয়াল, না তাঁদের দেখ্‌বার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে? মন খুব ব্যাকুল না-হলে গুরু দেখা দেন না।"

সুরেশ বলিল, "গুরুলাভের জন্য আমার এখন কোন ব্যস্ততা নেই।"

পীতাম্বর বলিলেন, "শ্রীগুরুর অপার করুণা, তুমি যখনই তাঁর জন্য ব্যাকুল হবে, তখনই তিনি উপস্থিত হবেন।"

সুরেশ দেখিল, গুরু না-হউন, দুই বাটী গরম চা হাতে আপাততঃ চামেলী লজ্জায় নতবদনে ধীরে-ধীরে কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীতাম্বরের হাতে একপাত্র চা দিয়া অপর পাত্র সুরেশের হাতে দিতে যাইতেছিল। সুরেশ পাত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "কেমন, চামেলি! এখন থেকে আর আমাকে লজ্জা করবে না ত?" কথা শেষ হইতে-না-হইতেই চামেলীর হাত কাঁপিয়া বাটী পড়িয়া ত চুরমার—তা'র উপর কতক গরম চা সুরেশের গায় পড়িয়া গেল! চামেলী একদৌড়ে একেবারে মায়ের কাছে কাঁপিতে-কাঁপিতে হাজির। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে লো, তোকে ভূতে পেলে না কি?"

"সুরেশবাবুর গায়ে গরম চা ফেলে দিয়েছি।"

"বেশ করেছ! এমন মেয়ে আমি ত কখন দেখি নি! হ্যাঁ লা তুই শ্বশুরঘর করবি কি ক'রে?" বলিতে-বলিতে গৃহিণী আর এক বাটী চা ও কিছু জলখাবার লইয়া চলিলেন।

চামেলী ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "উনি কেন আমার কথা বল্‌লেন?"

মাতা উচ্চহাস্য করিয়া সুরেশের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখি বাবা, কোথাও ফোস্কা পড়ে নি ত ?"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "গিন্নি ও-একটু ফোস্কা-পড়া কি দেখতে এসেছ ছুটে ? কত পোড়-খেয়ে মানুষ হ'তে হয়, তা ত জান না !"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ব'লে কি গায়ে ছ্যাঁকা দিতে হবে না কি ?"

"ইচ্ছে ক'রে কি ছ্যাঁকা দিতে হয় ? আগুন যে আপনি উড়ে-এসে গায়ে পড়ে।"

সুরেশ বিস্মিত নেত্রে পীতাম্বরের পানে চাহিয়া ছিল। পীতাম্বর বলিলেন, "হবিষ্যি করি, আবার চা খাই—দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ ? চা-খাওয়া আমি পারতপক্ষে বাদ দিই না। আমি চা খেতে ভালবাসি ব'লে, গুরুদেব নিজে-হাতে কতবার চা ক'রে আমায় খাইয়েছেন। চা খেতে গেলেই আমার সেই কথাটী মনে পড়ে, তাঁকে স্মরণ হয়।"

সুরেশ ভাবিল, ঘুরে-ফিরে সেই গুরু। কিন্তু কি অদ্ভুত গুরুভক্তি !—তা ভিন্ন আর এঁর উপায় কি ? শাস্ত্রজ্ঞান নাই, সংসারের কাজে লিপ্ত, আধ্যাত্মিকতাও যে বেশী আছে তা মনে হয় না। কাজেই গুরু, গুরু, গুরু ! এঁর কাছে আমি কি উপদেশ আশা করতে পারি ? এঁর ঐ এক গুরু সম্বল। সেইসময় পীতাম্বরের গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ গা, সুরেশের সঙ্গে দিন-রাত কি ফুস্‌ফুস্‌ কর ? ছেলেটাকে ভজিয়ে-ভজিয়ে শেষ গাছতলায় দাঁড়-করিয়ে ছাড়বে না কি ? সেদিন অমনি রাত দুপুর অবধি ওদের বাড়ীতে ব'সে-ব'সে গুরুমন্তর দিচ্ছিলে ! তুমি মনে করেছ, আমার ছেলেকে গেরুয়া পরাবে ! আমি থাকতে তা হবে না।"

পীতাম্বর বলিলেন, "তোমরা ত সবাই মিলে বেশ আড়ে-হাতে লেগে-ছিলে, কি হ'ল ?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা গড়্‌ব আর তুমি ভাঙা মঙ্গলচণ্ডীর মত কেবলই ভাঙ্‌বে !"

"আচ্ছা, এই ত সাক্ষী হাজির ! তুমি বল ত সুরেশ, তোমার বে কর্‌তে আমি কখন মানা করেছি ?"

"তবে সেদিন তোমাদের কি কথা হচ্ছিল ?"

"রূপকথা হচ্ছিল, গিন্নি, রূপকথা !"

"যাও, তোমার ন্যাক্‌রা আমি শুন্‌ব না। লক্ষ্মীছেলে, বল ত বাবা !" —বলিয়া গৃহিণী সুরেশের কাছে গিয়া পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সুরেশ গৃহিণীর চরণে প্রণতঃ হইয়া বলিল "মা ! হরগৌরীর কোঁদল আজ চক্ষে দেখ্‌লুম। আপনি যে আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

"ছেলের মত কি, বাবা ? তুমিই ত আমার ছেলে !"

২৯

নৃত্য-নিপুণা, সম্মোহন-বিদ্যা-কুশলা এমিলি পামারকে পাঠক দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিচয় এখনও পান নাই।

এমিলির জননী একজন চরিত্রহীনা ইহুদি রমণী। এডওয়ার্ড পামার নামক একজন ধনী সওদাগর তাহার পিতা। এমিলি লেখাপড়া শিখিলে ও পরিণত-বয়স্কা হইলে পিতা তাহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যান, ইচ্ছা— কন্যা সৎপথে জীবনাতিবাহিত করিবে, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল।

পরে এমিলি ভারতে মাতার নিকট পলাইয়া আসিল, এবং মাতার মৃত্যুর পর মাতৃ-ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

এমিলি থিয়েটারে কাজ করিত, আর মাতারও কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, এজন্য তাহাকে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই। এমিলির চেহারা মন্দ নহে, তবে ঐরূপ অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে—ইঁচড়ে-পাকা

ধরণের। সাহেবমহলে তাহার অনেক প্রণয়ী। বিবি র‍্যাসেল তাহাকে বিশেষ খাতির করেন এবং ডাক্তার তাহার সহিত ঐ-স্থানেই পরিচিত—প্রথম হইতেই তাহার উপর বিশেষ অনুরক্ত। একটু-একটু করিয়া ঘনিষ্টতা বাড়িয়া এখন উভয়ে উভয়কে স্বীয় কার্য্য-সিদ্ধির সহায়-স্বরূপ গণ্য করে। এমিলি নিজের অর্থশালী প্রণয়ীদিগকে ডাক্তারের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া ডাক্তারের পসার বৃদ্ধি করিয়াছে। ডাক্তারও উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে এমিলির সহিত মিলিত করিয়া তাহার প্রতিদান দিয়াছেন। এরূপস্থলে ডাক্তারের অনুরোধে যে, এমিলী সুরেশের সর্ব্বনাশ-সাধনে বিশেষ যত্নবতী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

সুরেশ যদিও স্থির করিয়াছিল—এমিলির মনে যা-ই থাক্, আমি সাবধান হ'লে আর তা'কে ভয় কি ? তথাপি তাহার মন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। নাচিতে-নাচিতে এমিলির সুখস্পর্শ, সরাগ মুখচ্ছবি, সলজ্জ দৃষ্টি, তাহার লালসাস্ফুরিত অধর, ক্লান্তির ভাণে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, যখন-তখন সুরেশের মনে পড়ে। তা'র মন বলে, কি সুন্দর, কি মধুর! কিন্তু সুরেশের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে, বলে—হুঁসিয়ার!—সেই জন্য আজ দুই-তিন-দিন সুরেশ বিবি র‍্যাসেলের বাড়ী যায় নাই! তাহাতে আবার নিত্য-নিয়মিত সঙ্গীত-সাধনায় ত্রুটি হইতেছে।

অনেক চিন্তার পর সুরেশ স্থির করিল, বিবি র‍্যাসেলকে অনুরোধ করিয়া সে নৃত্য হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিবে। আর দেরি নয়; এখনই যাই, ওস্তাদজীকে ব'লে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসি—ভাবিয়া সে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, একটী মেমসাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন।

নীচে আসিয়া এমিলিকে দেখিয়া সুরেশ স্তম্ভিত! এমিলি মনোহর বেশভূষায় সজ্জিতা, একখানি ভাড়াটে ফিটন্-গাড়ীতে বসিয়া আছে।

সুরেশকে দেখিয়া সে হাসিতে-হাসিতে গাড়ী হইতে বলিল, "জল এগোয় না, তৃষ্ণাই এগোয়।"

সুরেশ গাড়ীর কাছে আসিলে, এমিলি তাহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিবার জন্য আকর্ষণ করিল। সুরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিল। উপায় কি? এ-পাপ বাটীর সম্মুখ হইতে যত শীঘ্র দূরে লইয়া যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

চম্পা সে-সময় স্নানের কক্ষে গা ধুইতেছিল। বাটীর ঝি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে খবর দিল, "ও বৌদিদি-মণি, একটা বোম্বান-পারা মেম এসে ছোটদাদাবাবুকে হিঁচুড়ে গাড়ীতে টেনে তুলে নিয়ে চলে গেল। দাদাবাবু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল। আকৃটুক্ রা-কাড়্‌তে নার্‌লেক।"

"তুই চুপ কর ত মাগী"—বলিয়া চম্পা চিক্ দেওয়া বারাণ্ডায় ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল, এ ডাকিনী বুঝি তাহার কচি দেবরটীকে আস্ত চিবাইয়া খাইবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। সে ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিতে বসিল ও কাঁদিতে-কাঁদিতে যত দেবতাকে মনে পড়িল, সকলের কাছে মানত করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর! ঐ রাক্ষসীটার হাত থেকে আমার ঠাকুরপোটীকে উদ্ধার ক'রে আন। তারপর ঝি ও চাকরকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল, যেন তাহারা ঘুণাক্ষরে কোন কথা মা'কে আর মেজদাদাবাবুকে না-বলে।

সুরেশ গম্ভীরভাবে নতবদনে গাড়ীতে বসিয়া চলিল। এমিলি বলিতে লাগিল, "তুমি এ ক'দিন যাও নি কেন?"—বলিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে তপ্তশ্বাস-স্পর্শে সুরেশ শিহরিয়া উঠিল। এমিলি ধীরে-ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি না-গেলে বিবি র‍্যাসেল কত দুঃখিত হ'ন, তা ত জান?"

সুরেশ ইহার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। একবার মনে করিল, তীব্র তিরস্কারে রমণীকে নিরস্ত করিবে, কিন্তু পাছে তাহাকে অপমান করা হয়, এজন্য কোন কথা বলিতে পারিল না।

"আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট! বিবি র‍্যাসেল আমার উপর বিরক্ত—যেন আমিই তোমাকে তাড়িয়েছি, কিন্তু আমার মনে যে কি হয়—বলিয়া এমিলি ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমার জন্য যদি সেখানে না-যাওয়া হয়, আমি আর তোমার ত্রিসীমানা মাড়াব না। চল, তোমায় বিবি র‍্যাসেলের বাড়ী পৌঁছে-দিয়ে আমি বিদায় হব। সেইজন্য আজ ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিয়ে আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

সুরেশ এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, "মিস্ পামার, তুমি বোধ হয় জান না যে, আমাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা অবরোধ-প্রথা মানে। পর-পুরুষের সঙ্গে তোমাদের মত হেথা-সেথা যাওয়া-আসা করে না। তা'রা হঠাৎ আমাকে তোমার সঙ্গে দেখ্‌লে নানান্‌ কথা তুলে আমায় বড়ই বিব্রত করবে।"

এমিলি সুরেশের হাত নিজের দুই হস্তের মধ্যে রাখিয়া করুণকণ্ঠে কহিল "আমায় ক্ষমা কর, আমি না-বুঝে বড়ই গর্হিত কাজ করেছি।"

সুরেশ হাত আস্তে-আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "যাক্‌, সেজন্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। কিন্তু তুমিই ভেবে দেখ, আমি অবিবাহিত, তোমার মত সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে আমার তফাৎ থাকা উচিত কি না?"

'সুন্দরী যুবতী!'—গর্ব্বে এমিলির মুখ লাল হইয়া উঠিল।

সুদক্ষ অভিনেত্রী একটী মর্ম্মভেদী করুণ শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি এ কথার কি উত্তর দিব?"—বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল

তারপর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "তোমাকে একটী গল্প বলি শোন।—কোন স্বর্গচ্যুত পরী একদিন প্রভাতে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে মুক্তদ্বার দিয়ে স্বর্গের বিমল জ্যোতি ভেসে আস্‌ছে। সে আলো কি গান পরী বুঝ্‌তে পার্‌লে না। মুগ্ধ নেত্রে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে পরীর ইচ্ছে হ'ল, ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু ঢুক্‌তে-যেতে দেবদূত দ্বার বন্ধ ক'রে দিলেন। সুরেশবাবু, আমরা অতি অভাগিনী! স্বর্গে প্রবেশ করতে যাই, কিন্তু দেবদূত দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়! আমাদের জীবন নরক! এ নরক থেকে আর উদ্ধারের উপায় নেই! যদি কখন স্বর্গের ছবি দেখ্‌তে পাই, ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে সাধ হয়, নির্দ্দয় দেবদূত দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়। আমরা ঘৃণিতা—সবার ঘৃণার পাত্রী। যারা আমাদের কামনা করে, তা'রাও ঘৃণা করে! একদিন তোমার সঙ্গে দেখা, কিন্তু চিরদিন তা'র স্মৃতি থাক্‌বে। কেবল একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—"। চতুরা এমিলি আড়চোখে সুরেশের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল, দেখিল, তাহার কথায় সুরেশ ব্যথিত হইয়াছে; বলিল, আমার সে চিরস্মৃতি সুখের কি দুঃখের, তা তোমার উত্তরে নিশ্চিত হবে।"

"সুরেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

এমিলি কাতরস্বরে বলিল, "তুমিও কি আমায় ঘৃণায় ত্যাগ কর্‌ছ?"

সুরেশ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "না-না, ঘৃণায় নয়; তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, ঘৃণায় নয়—ভয়ে। সংসারের নানা প্রলোভন-থেকে কত যত্নে, কত কষ্টে আত্মরক্ষা করতে হয়, আপনার সঙ্গে আপনি কত যুদ্ধ কর্‌তে হয়, তুমি জাননা, যদি জান্‌তে, তুমি বুঝ্‌তে যে আমি—"

"আমি—কি বল?"

"আমিও তোমার মত দয়ার পাত্র। আমি তোমা-থেকে দূরে থাক্‌তে চাই, ঘৃণায় নয়, ভয়ে—আমার জীবনের ব্রতভঙ্গ ভয়ে।"

এমিলি বিস্ময়ে সুরেশের মুখপানে চাহিল; দেখিল, তাহার দৃষ্টি শূন্যে আবদ্ধ—মুখে কি-এক অপূর্ব্ব ভাব! দেখিয়া এমিলিরও মনে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাহার অন্তস্তলে সুপ্ত এক চিত্রকরী দীর্ঘকাল পরে সহসা জাগ্রত হইয়া বলিল, মরি মরি কি সুন্দর!

এমিলি সেই চিত্রকরীকে বলিল, ঠিক ব'লেছ বোন্, এ নারীমাত্রেরই কাম্যমূর্ত্তি।

চিত্রকরী বলিল, দূর! এ ধ্যানের ছবি। মনে নেই, সেই দেব চিত্রকরের * আঁকা ছবি—অনুতপ্ত যুবক? বেশ ক'রে লক্ষ্য কর। সেই উন্নত ললাটের উপর ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, সেই সরল নাসিকা, সেই দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুট, সেই সরল চক্ষু, সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি। একদিন এই ছবি আমরা দু'জনে ধ্যান কর্‌তুম। তুই আমায় আঁক্‌তে বল্‌লি, আমি পার্‌লুম না। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম।

এমিলি বলিল, সত্য! পিতা সে-ছবি আমায় আদরে কিনে দিয়েছিলেন, আমি হতাদরে ফেলে দিয়েছি, তাই আজ এ জীবন্ত ছবিও আমায় বিমুখ! বাবাকে ছেড়ে যদি না মা'র কাছে পালিয়ে আস্‌তুম, হয় ত এমনি একজন সরল উদারমতি যুবকের পত্নী হয়ে ধন্য হতুম! এ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে হ'ত না। হায়! কুপ্রবৃত্তির লালসায় এই দেবপ্রকৃতি যুবার সঙ্গে আমি কপটতা কর্‌ছি! বিবি র্‌যাসেল ঠিক বলেছিল, আগুন ছুঁলে হাতে ফোস্কা পড়ে! কিন্তু কেবলই কি ফোস্কা প'ড়ে শেষ হবে! আগুনে পুড়্‌লে মলা-মাটী ছাই হয়। আগুন ছুঁলে

* Sir Joshua Reynolds.

কয়লাও ত নির্ম্মল হয়, স্বর্ণরাগ ধরে! আমি কি চিরদিন কয়লা থাক্‌ব?—আমার ময়লা যাবে না? ভাবিতে-ভাবিতে এমিলি পামারের চক্ষু দিয়া অকপট অনুতাপের অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পরীর জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল।

এমিলি যুক্ত-করে সুরেশকে বলিল, "সুরেশবাবু, আমায় ক্ষমা কর, আমি গত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে চাতুরী কর্‌ছিলুম। আমি জান্‌তুম, পুরুষের সংযম কেবল কথার গর্ব্ব। আমার কৌশল কখন ব্যর্থ হয় নি। আজ তোমারই কাছে আমার এই প্রথম সুখময় পরাজয়। কিন্তু এ-পরাজয়ে আমি ধন্য হয়েছি। এতদিন মানুষের আকারে কেবল পশুর মূর্ত্তি দেখে আস্‌ছি, আজ আমি জীবন্ত মানবমূর্ত্তি দেখ্‌লুম—আমার ধ্যানের মূর্ত্তি! সুরেশবাবু, অসদ্‌বৃত্তি-পরায়ণা হলেও আমরা নারী। যে-মা পালন করেন, যে-ভগ্নী অকপট স্নেহ দান করেন, যে-কন্যা সেবা করেন, যে-স্ত্রী প্রেমে সহধর্ম্মিণী, সেই নারীর জাত আমরাও, নইলে তোমারও কাতর দয়া-প্রার্থনায় আমি ভুল্‌তুম না। বোধ করি, পিতৃরক্ত এখনও আমার গায়ে বইছে, তাই সব বিসর্জ্জন দিতে পারি নি! আমাদেরও হৃদয় আছে, একবিন্দু স্নেহের জন্য আমরা লালায়িত। পিতামাতা, ভাইভগ্নী, স্বামীস্ত্রী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনের স্নেহের বন্ধনে সমাজ বদ্ধ। চারিদিকে স্নেহের সাগর উথ্‌লে উঠ্‌ছে। আমরা কেবল মরুদ্বীপের উপর ব'সে আছি। আমাদের হৃদয় শূন্য, শুক্‌ন। আজ আমি তোমার কাছে একবিন্দু স্নেহের ভিখারী। শুনেছি, প্রভু-ভৃত্যেও একটা স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপন হ'তে পারে, তোমার কাছ-থেকে ততটুকুও কি আশা কর্‌তে পারি নি?"—বলিয়া এমিলি সুরেশের মুখ চাহিয়া রহিল।

ব্যথিত সুরেশ সাদরে এমিলির হাত ধরিয়া বলিল, "এমিলি আমার

ভগ্নী নাই, আমিও সহোদরা-স্নেহে বঞ্চিত, আজ হ'তে আমার সে অভাব পূর্ণ হল।"

গাড়ী ক্রমে বিবি র‍্যাসেলের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

দুইজনে উপরে উঠিয়া দেখিল, কক্ষ নির্জ্জন। বিবি র‍্যাসেলের প্রসাধনকার্য্য তখনও সম্পন্ন হয় নাই, তিনিও উপস্থিত নাই। এমিলি সুরেশকে কাছে বসাইয়া তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া সুরেশ বলিল, "তোমার পিতা হয় ত জীবিত আছেন। যদি বল ত আমি তাঁর সন্ধান নি।"

এমিলি বলিল, "সন্ধান আমিই নেব, কিন্তু আমাকে একদণ্ড স্থির হ'তে দাও। এখন আমি কোন পথই দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। অন্ধ ব্যক্তি অন্ধকারে অভ্যস্ত-পথে একরকম বেশ চ'লে যায়। কিন্তু হঠাৎ চোখ পেলে, আলো দেখ্‌লে তা'র সব ওলোট-পালট হয়ে যায়; আজ আমারও তা-ই হয়েছে। কোন পথে চল্‌ব, বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। স্ত্রীলোক ভাল-বেসে মজে। আমি ভালবাস্‌তে শিখেছি। ভাল জিনিস ভালবাসতে শিখেছি। বেশ্যার বিষম জঞ্জাল ভালবাসা। এ আমার কি হ'ল! এ আমার কি হ'ল! এস, এখন আর কোন কথায় কাজ নেই। আমরা আজকের মত নাচ-গানে মন দি। লোকে না কোন কথা বুঝ্‌তে পারে।"

"তা কি আর হয়! বোঝ্‌বার মত লোক থাক্‌লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। মানুষের মন যে মুখের ওপর ভাসে!" দুইজনে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, এক অতি কুৎসিত, কদাকার, বিড়ালাক্ষী বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দেখিতেছে! তাহার মুখে ছাব্‌কা-ছাব্‌কা রঙ্‌-মাখা! সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-মুখ অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। এমিলি ক্রুদ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

"একটু পরেই চিনবে"—বলিয়া বৃদ্ধা অদৃশ্য হইল। কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বালা হইল। বিবি র‍্যাসেল আবির্ভূতা হইলেন।

এমিলি কুরূপা বৃদ্ধার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে যাইতেছিল। বিবি র‍্যাসেল তাঁহার কৃত্রিম দন্ত ও কেশ খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "চিনেছ কি, কুরূপা বৃদ্ধা কে? লোকের কাছে এই মুখস্ প'রে-প'রে আমার জীবন ছলনাময় হয়ে উঠেছে। আজ এমিলির পরিবর্ত্তন দে'খে আমার মনে হয়েছে, অন্ততঃ তোমাদের কাছে আর আমার ছদ্মবেশের প্রয়োজন নেই। এক ঝি আর ডাক্তার ছাড়া আমার ঠিক চেহারা কেউ দেখে নি। তাই ডাক্তার আমায় ক্রীতদাসীর মত ক'রে রেখেছে। আজ তা'র এই কুৎসিত বন্ধন ছেদন ক'রে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা বল্‌তে পারি নি। মা এমিলি, আমি তোমায় ব'লেছিলুম, আগুন ছুঁলে হাতে ফোস্কা পড়ে; তুমি পুড়েছ বটে, কিন্তু পুড়ে খাঁটি সোণা হয়েছ।"

এমিলি বলিল, "মা, তা-ই আশীর্ব্বাদ কর যে, খাঁটী হ'তে পারি। এ মনকে কিছু বিশ্বাস নেই। আমি কোন্ পথে চল্‌ব, এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।"

"মা, পরেশ ছুঁলে, সোণা হ'লে, ফিরে আর কি লোহা হয়?"

"সেই দোয়া কর মা!"—বলিয়া এমিলি র‍্যাসেলকে বার-বার সেলাম করিতে লাগিল। তারপর বলিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর, আমার এমনি কু মন, সুরেশবাবুর ওপর তোমার স্নেহের টান আমি অন্যরকম বুঝে-ছিলুম, অবশ্য ডাক্তার আমায় কতকটা সেইরকম বুঝিয়েছিল, কিন্তু আমিও ত বুঝেছিলুম। এখন মা, আমার সে-মন নেই।"

"তা তোমার কথাতেই প্রকাশ। যতক্ষণ পাপ থাকে, মন ততক্ষণ

প্রকাশ কর্‌তে পারে না। বাবা সুরেশ, খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরদিন এমনি নির্ম্মল থাক।"

"মা আপনার আশীর্ব্বাদ কথন ব্যর্থ হবে না।"

এমিলি দেখিল, বিবি র‍্যাসেলের মুখে কি-এক বিমল আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে! র‍্যাসেল গদগদ-স্বরে বলিলেন, "মা এমিলি, সুরেশ আজ আমায় মা ব'লে ডেকেছে! আজ আমি সে ডাক্তারের অত্যাচারও মাপ কর্‌তে পারি! মা, আর কেউ না-ডাকুক, অন্ততঃ তুমি আজ থেকে আমায় 'সুরেশের মা' ব'লে ডেকো! আমার এ আনন্দের দিনটা স্মরণ থাকবে। কতকটা উপার্জ্জনের জন্য, আর কতকটা মনকে দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রাখ্‌বার জন্য, আমাকে এখনও কিছুদিন লম্পট-বেশ্যার কুসঙ্গে দিন কাটাতে হবে। তোমরা আর এখানে সর্ব্বদা এস না। আমি এক-একদিন নিরিবিলি সময় ক'রে তোমাদের ডেকে পাঠাব, সেইসময় এসে তোমরা নূতন শিক্ষা নিও; নইলে নিত্য বাড়ীতে অভ্যাস রাখ্‌বে। দু'জনকেই বলি, ডাক্তারকে সাবধান!"

সুরেশ ও এমিলি বিদায় গ্রহণ করিল। কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বিবি র‍্যাসেল দ্বাররক্ষককে বলিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাঁহার তবিয়ৎ মাদা, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। কেবল ডাক্তারের প্রবেশ নিষেধ ছিল না। সুরেশ ও এমিলিকে বিদায় দিয়া বিবি র‍্যাসেল বিষণ্ণ মনে বসিয়া ছিলেন, সেইসময় ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি আজ যে সব নিঝ্‌ঝুম? আপনিও নিঝ্‌ঝুম হয়ে ব'সে? আপনার মেজাজ সরিফ্‌ত?"

র‍্যাসেল সেলাম দিয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনার কৃপায়!"

"এরা সব কোথায় গেল?"

বিবি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চ'লে গেছে।" ডাক্তার বিশেষ-

হর্ষান্বিত হইয়া মনে-মনে বলিল, আগুন লেগেছে! দু-এক পাত্রমাত্র পান করিয়া সে-ও বাড়ী চলিয়া গেল।

তাহাকে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া কনক বিস্মিত হইল। ডাক্তার বলিল,—"আরে তোমায় তাড়াতাড়ি মজার খবর দিতে এলুম। এমিলি তোমার গুণধর পুরুষের জন্যে লাট্টু হয়ে ঘুরছে! আজ গাড়ী ক'রে গিয়ে তা'কে বাড়ী থেকে ডেকে এনেছে! সুরেশ দু'দিন র‍্যাসেলের বাড়ী যায় নি কি-না! আর সে-মাগীও দেখলুম একেবারে চাউ। র‍্যাসেলের বাড়ী-থেকে এমিলি সুরেশকে নিয়ে সকাল-সকাল সট্‌কেছে, বুড়ী তাই রিষে গর্‌গর্‌ কর্‌ছে, আর ব'সে-ব'সে কাঁদ্‌ছে। একটু বা'র কর দিকি! আজ প্রাণে বড় ফূর্ত্তি!"

কনক আল্‌মারির ভিতর হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া বলিল, "এই ত খেয়েছ, আবার খাওয়া কেন?"

"ঐ ত! একটু ফূর্ত্তি কর্‌তে গেলেই বাধা দাও। ঘরে থাকি কি ক'রে বল?"

"খাও! আমার মাথা খাও; বেশী খেও না।"

"তুমি নিজে হাতে ক'রে ঢেলে দাও না। আজ এমন দিন! আমি যদি অথার হতুম, নাটক লিখতুম, 'ব্রহ্মদৈত্য-সংহার,' নয়—কাব্য লিখ্‌তুম, 'সংযম-জখম্‌!' কি মজা—কি মজা!"

"অত ঠাট্টা কর্‌ছ, তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে ব'লে বুঝি রাগ হয়েছে?"

"আরে না-না! আমার প্রাণে এত প্রেম-ট্রেম্‌ নেই—আমি কেবল ফূর্ত্তি চাই। বুঝেছ?"

কনক মদ ঢালিতে-ঢালিতে বলিল "বুঝেছি। সুরেশ এটাও ধরেছে ত?"

ডাক্তার বলিল, "ও ধর—ধরাই! বলে—আজ না হবে, হবে কাল। এমিলি পামারের বড় শক্ত ঘানি! বড়বড় সাহেব সব পাক খাচ্ছে! এখন একখানা গাও দিকি—শুন্‌তে-শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি। হাঁ, ভাল কথা মনে হ'ল, তুমি কাল একটা অছিলে ক'রে বোনের বাড়ী গিয়ে জেনে এস দিকি—এমিলি কি ব্যাপারটা ক'রে এসেছে!"

৩০

এদিকে সুরেশ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিল, হুলস্থূল কাণ্ড,—চম্পা কিছু খায়দায় নাই, কেবল কাঁদিতেছে। পরেশ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে। সুরেশ ঘরের দরজায় গিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

সুরেশকে দেখিয়াই পরেশ বলিল, "আরে ভায়া, তুমি কি-সব ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছ! এক মেম্ তোমায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছে?"

"তা'তে কি দোষ হয়েছে, ছোড়্‌দা?"

"আরে আমি কি তা জানি নি? তুমি আমায় বোঝাচ্ছ কি? ঐ ও-কে বোঝাও। আমায় খালি ধম্‌কাচ্ছে? বলে, 'আপনি যে-থা কর্‌লে, আর ভা'য়ের বেলা গট্‌-হয়ে ব'সে আছ। বল্‌লে কি জান হে সুরেশ?—বল্‌লে, 'সোঁদা ছেলের গন্ধে-গন্ধে ডাইনীরা সব আসে।' যেমন পাগল তুমি, তেমনি পাগল ও! এমন সব পাগলের পাল্লায় মানুষে পড়ে! এরপর কোন্ দিন বল্‌বে, তোমায় পেঁচোয় পেয়েছে!"

সুরেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। চম্পা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সুরেশকে ঘরের ভিতরে আসিতে বলিল। তাহার ভয়, চেঁচামেচি করিলে সব কথা শাশুড়ীর কাণে উঠিবে আর তিনি কাঁদিবেন। সুরেশ দেখিল, চম্পার চক্ষু লাল হইয়াছে ও ফুলিয়াছে। বলিল, "বৌদিদি, তুমি মিছে কেন ভাব্‌ছ? আমি তোমার

কাছে দিব্যি ক'রে বলতে পারি, যে-মেম এসেছিল, সে আমাকে ভা'য়ের মত দেখে।"

চম্পা পরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ শোন, বেছে-বেছে আর উনি বোন্ খুঁজে পেলেন না।" তারপর সুরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বাড়ীতে গান শেখ। বাইরে গান শিখ্তে যাবার দরকার কি? আর আমার গা-ছুঁয়ে বল, সে-মেম ডাক্তে এলে আর যাবে না? তা না-হ'লে আমি জল-অন্ন সব ত্যাগ করব।"

সুরেশ বলিল, "বেশ, আমি দিব্যি ক'রে বল্ছি, কাল থেকে বাড়ীতেই গান শিখ্‌ব, আর সেই মেমকে তোমার কাছে নিয়ে আস্‌ব। তুমি তা'র সঙ্গে কথা ক'য়ে যদি মন্দ বোঝ, আমি তা'র ছাওয়া মাড়াব না।"

"ঠিক বল্ছ?"

"হাঁ গো! কালই আমি তা'কে এখানে আনাচ্ছি।"

চম্পার মুখে হাসি ফুটিল দেখিয়া পরেশ বলিল, "আঃ বাঁচা গেল! এখন যাও, তোমরা খেয়ে-দেয়ে এস, আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।"

পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশ ছাত্রদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় একটা দ্বারবান আসিয়া তাহাকে একখানি চিঠি দিল। চিঠিখানি এমিলির—অবশ্য ইংরাজিতে লেখা,—

'ভাই সুরেশ, গতকল্য রাত্রেই বিলাতে আমার জনৈক পিতৃবন্ধুকে তারযোগে পিতার খবর ও আমার প্রতি তাঁহার এখন কিরূপ ভাব জিজ্ঞাসা করি। অদ্য এক্ষণেই তারে উত্তর পাইলাম, তিনি পীড়িত ও হাস্‌পাতালে। তাঁহার আমার প্রতি কি-ভাব বলা যায় না; তবে আমি গেলে তিনি অসুখী হবেন না। আগামীকল্য বৃহস্পতিবার

মেলে বিলাত রওনা হইব। অনেক বিষয় দেখিতে-শুনিতে হইবে। তুমি দয়া ক'রে একবার যদি দুপুরের সময় (১২টা হইতে ১টার মধ্যে) এখানে এস, তা হ'লে বড় উপকৃত হইব।

তোমার ভগ্নী

এমিলি'

সুরেশ চিঠির উত্তরে লিখিয়া দিল যে, সে অবশ্য যাইবে। অল্লক্ষণের জন্যও একবার তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিবে, কেননা, বৌদিদি তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

যথাসময় এমিলি-সমভিব্যাহারে সুরেশ চম্পার নিকট হাজির হইল। এমিলি বেশ বাঙ্‌লা বলিতে পারিত। সে আসিয়া কতকগুলি স্বহস্ত-প্রস্তুত জিনিস ও একটী সুন্দর হার্‌মোনিয়ম্ চম্পাকে উপহার প্রদান করিল ও তাহার একখানি ফটোগ্রাফ্ চাহিয়া লইল।

মরমে মরমে মরিয়া, অনুতাপাশ্রুতে গলিয়া, সুখে সুরেশের নির্ম্মল চরিত্র কীর্ত্তন করিতে-করিতে এমিলি তাহার আত্মকাহিনী আদ্যোপান্ত চম্পার নিকট বিবৃত করিল। অকারণ সুরেশকে সন্দেহ করিয়াছে, মনে করিয়া চম্পাও ঈষৎ লজ্জিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিল, তা হউক পুরুষমানুষকে একটু শাসনে রাখা ভাল। মাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন, এই দস্যি-ছেলেকে, সাধ্য কি, তিনি শাসন করেন! আমি না শাসনে রাখ্‌লে কখন্ কা'র কুহকে পড়্‌বে। মনকে এই-রূপ বুঝাইয়া এই কিশোরী বালিকা তাহার অবিবাহিত—সুতরাং নাবালক—দেবরটীর অভিভাবিকার পদ অধিকার করিয়া বসিল।

এইসময় কনকলতা পুত্র ক্রোড়ে করিয়া হেলিতে-দুলিতে উপস্থিত। চম্পা উল্লাসে খোকাকে কোলে করিয়া এমিলির সহিত দিদির পরিচয়

করিয়া দিল। বলিল, "ওগো দিদি, আমার ননদ নেই, ঠাকুরপো কেমন সুন্দর ননদ নিয়ে এসেছে দেখ!"

কনক বিস্মিত হইয়া এমিলিকে দেখিতে লাগিল। সে ভাবিয়াছিল, ফিরিঙ্গি-বেশ্যা হয় ত কিম্ভূত-কিমাকার হইবে। এ-যে দুধে-আলতা রঙ, কেমন টানা চোখ, বাঁশীর মত নাক, সুঠাম চেহারা, পূর্ণ যুবতী! মনে হইল, তাহার স্বামীও ত ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত। কনক চটিতে আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য! এই চরিত্রহীনা ফিরিঙ্গিকে নিয়ে একেবারে চম্পার শয়ন-ঘরের মধ্যে বেশ মেশামেশি-ভাবে কথাবার্ত্তা হইতেছে! কনক চটিলেও মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "বটে বটে! কি-রকম শুনি?" ইত্যবসরে এমিলি যখন শুনিল যে, ইনি ডাক্তার-মজুমদারের স্ত্রী, সে ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। ভয় হইল, বুঝি ডাক্তার এখনি আসিবে! এখন সে ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে প্রস্তুত নহে, তাই চম্পার নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় সুরেশকে পরদিন ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গেল।

ডাক্তারের মুখে সুরেশ ও এমিলির সম্বন্ধে কুৎসা শুনিয়া কনক কেন যে এমিলির উপর এত বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ডাক্তার এমিলির সহিত কোন সম্বন্ধ-থাকা অস্বীকার করিলেও কনক সে-কথা বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু সেজন্য এমিলির উপর তাহার মনে কোন বিরাগ ছিল না। রাগ কেবল, সুরেশকে বশীভূত করিয়াছে বলিয়া। কনক ভাবিতে লাগিল, করলেই বা! সুরেশ আমার কে? কেউ নয়! তবু এত কেন? গাড়ী ক'রে এসে বাড়ী-থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া—ছিঃ!

এমিলি চলিয়া গেলে কনক চম্পার উপর ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল, "তোর আক্কেলটা কি বল্ না? ফিরিঙ্গি-বেশ্যাকে নিয়ে একেবারে ঘরে পূরেছেন! আর তোরই বা কি দোষ দেব—সুরেশটা একেবারে অধঃপাতে গেছে! ভাগ্যিস্, ওর সঙ্গে চামেলীর সম্বন্ধ হয় নি, তা হ'লে কি সর্ব্বনাশটাই হ'ত! তাই ত বলি, ডব্‌কা-ছোঁড়া, বে করবে না! বেম্মদাত্যি হবে! ও-মা, তোর পেটে-পেটে এত? ডুবেডুবে জল-খাওয়া!"

চম্পা সুরেশের পক্ষ হয়ে যত বলে, কনক ততই রাগে। ব্যঙ্গ করিয়া সব উড়াইয়া দেয়! চম্পা অবশেষে কাঁদিতে লাগিল। কনক তখন একটু নরম হইয়া বলিল, "যা, আর কাঁদিস নি। একটু গঙ্গাজল এনে ঘরে-দোরে ছিটিয়ে দে। আর যদি কখন ও-ছুঁড়ি এ-মুখো হয়, মুড়ো-খ্যাংরা নিয়ে তাড়া করবি। পরেশকে বলিস্, শীগ্‌গির-শীগ্‌গির একটা বড় মেয়ে দে'খে সুরেশের বিয়ে দিক। এই যে মূর্ত্তিমান্ এইদিকেই আস্‌ছেন!"

সুরেশ এমিলিকে বিদায় দিয়া উপরে আসিয়া কনকের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ও চম্পার রোরুদ্যমান্ অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। সে কাছে আসিতেই কনক একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সুরেশ, তোমার আক্কেল দে'খে অবাক্ হয়েছি! তোমার ও ভগ্নীভাব—পবিত্রভাব বাইরে-বাইরে রাখ্‌লেই ত হয়! এটা হিন্দুর ঘর ত বটে!"

সুরেশ আস্তে-আস্তে বলিল, "অনেক হিন্দুর বাড়ীতে ত মেম এসে সেলাই-করা শিখিয়ে যায়?"

"বটে! তাই ব'লে তুমি ঐ বেশ্যাটাকে অন্দর-মহলে নিয়ে-এসে সব মজাবে? ছিঃ-ছিঃ, লেখাপড়া শিখে, তোমার বুঝি শেষ এই আক্কেল হ'ল?"

সুরেশ দেখিল, কনক ক্রমশঃ উচ্চ পর্দায় উঠিতেছে। বেশী ছুটিলে যদি মাতার কর্ণে এসব কথা তোলে ত সে এক বিপদের কথা। বলিল, "যাক্, যা হয়ে গেছে—যেতে দিন্! ও কালই বিলাত যাচ্ছে, আর এখানে আস্‌বে না। আচ্ছা, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন যে, ও বেশ্যা?"

কনক এইবার মুস্কিলে পড়িল। ডাক্তার বলিয়াছে, সে-কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করে? সব্‌দিক বজায় রাখিয়া বলিল, "কি-ক'রে জান্‌লেম? ওর হাব-ভাব দে'খে কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে? তুমি কি বল্‌তে চাও যে, ও তোমার মত ব্রহ্মচারিণী? তা বেশ জুটিয়েছ যা হ'ক্! হিন্দুর ঘরে ত আর অমন ধিঙ্গি ব্রহ্মচারিণী মিল্‌বে না! তোমার আক্কেলকে ধিক্! তুমি আবার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রহ্মচর্য্য ক'রে লেক্‌চার দিয়ে বেড়াও? আমি সেই দিন থেকেই বুঝেছি, তোমার গতিক ভাল নয়।"

চম্পা কনকের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া খোকাকে লইয়া শাশুড়ীর নিকট গমন করিল। তিনি নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইল।

সুরেশ দেখিল, কনক এখনও পঞ্চমে। সে চুপ করিয়া তাহার বাক্যবাণ সহ্য করিতে লাগিল। কনক অনেকক্ষণ ধরিয়া বকিতে-বকিতে সুরেশকে নীরব দেখিয়া ভাবিল, সে এখন অপরাধ বুঝিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। একটু নরম হইয়া বলিল, "তুমি স্বামীপতির ভাই, নইলে আমার সঙ্গে আর কি সম্পর্ক বল! তবে তুমি ছেলেমানুষ সংসারের কিছুই জান না, তা-ই তোমার ভালর জন্যই দু'কথা বলি, রাগ ক'র না।"

সুরেশ অতীব বিনয়-সহকারে বলিল, "সে-কি দিদি! আপনাকে আমি বড়ভগ্নীর মত শ্রদ্ধা করি, আপনি আমার ভালর জন্য বলেন, তা কি জানি নি? আপনি যেমন বঝবেন নিশ্চয়ই তেমনি বল্‌বেন।

কিন্তু আমি আপনাকে দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, আমি জ্ঞানতঃ কোন পাপ করি নি।"

"তবে এর সঙ্গে তোমার এত মেশামেশি কেন?"

"সে অনেক কথা, অন্য সময় বল্‌ব। আপনি বিশ্বাস করুন—"

"না তা হবে না, আমি এখনি সব শুন্‌তে চাই।"

সুরেশ দেখিল, মহা বিপদ! কনক নাছোড়বান্দা, অথচ সব কথা তাহাকে কেমন করিয়া বলা যায়!

তাহাকে নীরব দেখিয়া কনক আবার বলিল, "তোমার মনে যদি পাপ না-থাকে, তুমি কখনই কোন কথা লুকুবে না।"

সুরেশ বলিল, "ডাক্তারবাবু যেখানে আমায় গান শিখ্‌তে নিয়ে গেছ্‌লেন, সেখানে ঐ মেয়টীও গান শিখ্‌তে আস্‌ত। প্রথম-প্রথম ওর ভাব আমার ভাল লাগ্‌ত না, কিন্তু এখন উনি আমাকে ভা'য়ের মত দেখেন, আমিও ওঁকে বোনের মত দেখি।"

কনক হাসিয়া বলিল, "তুমি ছেলেমানুষের বেহদ্দ আর তোমার অমন ভাই-ভগ্নীপনাতে কাজ নেই। আমার কথা শোন,—তুমি আর কখন ও-সব জায়গায় গান শিখ্‌তে যেও না।"

"আমি তা-ই ঠিক করেছি, বাড়ীতে বসেই শিখ্‌ব।"

"বেশ, খুব ভাল! আচ্ছা, ডাক্তার সেখানে কি করে, আমায় বল ত?"

"গান্-বাজনা শোনেন্ আর সময়-সময় একটু-আধটু মদ খান।"

"তোমার কথা শুন্‌লে গা জ্ব'লে যায়! এমন ন্যাকা কথা ত আমিও জানি। তা নয়, মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কি-রকম মেশে?"

"বেশ ভদ্রলোকের মত! তা'রাও ডাক্তারবাবুকে খুব খাতির করে।"

"দেখ, ভাই সুরেশ, আমার অদৃষ্টের কথা তোমাকে বলেছি। বলতে পার, কোন্‌টার সঙ্গে তিনি বেশী মেশেন?"

"কৈ, বেশী মেশামিশি ত কারুর সঙ্গে দেখি নি। তবে একদিন-মাত্র এই এমিলির সঙ্গে যেতে দেখেছিলুম। তা সে বলেছিলেন, রুগী দেখতে। তা-ছাড়া আর কখন কারুর সঙ্গে যেতে দেখি নি। ও-মেয়টাও এখন বিলেত চ'লে যাবে।"

কনক কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইলে, এমন কি তোমাকে দেখলেও মনের সব দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়। দিনরাত কি-যে জ্বালা সইছি তা কি ক'রে জানাব?"

"আপনি একটু মনযোগ দিয়ে ডাক্তারবাবুর সেবা-যত্ন করুন। আপনি পতিব্রতা, গুণবতী—আপনার ব্যবহারে নিশ্চয় তিনি কুসঙ্গ ত্যাগ করবেন।"

কনক হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এ মন্দ নয়! একটু আগে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিলুম, এখন তুমি আবার আমাকে লেকচার দিচ্ছ।"

চম্পা এইসময় কক্ষে প্রবেশ করিল ও ভয়ে-ভয়ে কনকের মুখের দিকে চাহিল। তখনও তাহার মুখ ভার।

কনক বলিল, "মেয়ের মুখ দেখ—যেন তোলোহাঁড়ী! সুরেশ সে-ওস্তাদের বাড়ী-যাওয়া বন্ধ করবে, এখন ওর সাতখুন মাপ্। আর মুখ ভার করিস নি। আয়, চুল বেঁধে দি।"

চম্পার চক্ষু আবার জলভারাক্রান্ত হয়ে এল।

"আ মোল যা! এমন প্যান্‌পেনে মেয়েও ত কখন দেখি নি!"

চম্পা অশ্রুসম্বরণ করিয়া বলিল, "মা ডাকছেন। তাঁকে কোন কথা ব'লে কাজ নেই।"

"ও-লো, না-না, আমি কি তা জানি নি ? আমি কি তোর চেয়েও হ্যাকা ?"

ভাবুক সুরেশ এই দুই স্ত্রীচরিত্র ভাবিতে-ভাবিতে নিম্নতলের কক্ষে চলিয়া গেল।

পরদিন পীতাম্বর যোগশীলায় যাত্রা করিলেন। এমিলিও সেই গাড়ীতে বিলাত রওনা হইবে।

৩১

এমিলি বিলাত চলিয়া গেলে ডাক্তার সুরেশের উপর নিষ্ফল ক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিল। তা'র উপর কনকের টিট্‌কারি—সুরেশের কি অন্যায়, নিজের কোন লাভ নেই, অথচ ডাক্তারের অন্ন মারিল ! ডাক্তার বলে, "কোন লাভ নেই ? শালা ডুবেডুবে জল খায় !"

"এখন যা-ই বল, ও-কে জব্দ-করা তোমার কর্ম্ম নয় !"

"তুমি পারো—বল্‌তে পার ?"

স্বামীর এই অদ্ভুত প্রশ্নে কনকের গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। "ছিঃ" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ক্রমে দেখিতে-দেখিতে চামেলীর বিবাহের দিন উপস্থিত। পীতাম্বরবাবু ইতিমধ্যে যোগশীলা হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ডাক্তারের আত্মীয় সেই এফ্. এ. পাস্-করা পাত্রের সহিত মহা সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। পীতাম্বরের এই শেষ কাজ, ঘটাটা একটু দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। সমস্ত চুকিয়া গেলে, তিনি একদিন সুরেশকে বলিলেন, "আমার এই শেষ কাজ। তোমাদের পরিশ্রমে যত্নে একরকম বেশ সুশৃঙ্খলায় হয়ে গেল।"

সুরেশ উত্তর দিল, "আপনার কোন কাজেই ত বিশৃঙ্খলা হয় না।"

"সকলই গুরুদেবের ইচ্ছা!"

সুরেশ ভাবিল, ঐ রে! লোককে যেমন ভূতে পায়, এঁকে তেমনি গুরুতে পেয়েছে! খেটে-খুটে মোলো সকলে—গুরুদেব কুটোটী ছিঁড়্‌লেন না, কিন্তু বাহাদুরী সব তাঁর! বোধ করি, তিনি জানেনও না যে, এঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে! তোমরা মুখের রক্ত তুলে পরিশ্রম কর, গুরুদেব কেবল সিন্নি খাবার বেলা সত্যপীর।

সুরেশকে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ দেখিয়া পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাব্‌ছ?"

"আচ্ছা, আপনার কন্যার বিবাহের কথা কি গুরুদেবকে জানিয়েছিলেন?"

"জানাতে হবে কেন? তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কি না জানেন! তিনি সব জান্‌ছেন, সব দেখ্‌ছেন, সর্ব্বদা অলক্ষিতে আমায় রক্ষা কর্‌ছেন।"

"যার গুরু নাই, তাঁকে কে রক্ষা করে?"

"গুরু নাই নয়—বিশ্বাস নাই। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে তাঁর চরণে মতি হয়, তাঁতে বিশ্বাস হয়, তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ব্যাকুল হলেই তিনি দেখা দেন।"

সুরেশ ভাবিতে লাগিল, বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমার তেমন সুকৃতি নাই। আর সে সুকৃতি আমি চাই না—গরুর ল্যাজ ধ'রে বৈতরণী পার! সুরেশের অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনার কি আত্ম-নির্ভরের ওপর কোনই আস্থা নেই?"

"আত্ম-নির্ভর! দেহ যার ক্ষণভঙ্গুর, জীবন যার দু'দিনের ইজারা-

মহল, তা-ও প্রবল শত্রুর দখলে; আসক্তির দাস; ইন্দ্রিয় সব যাকে সতত প্রতারণা করছে; আশা বিশ্বগ্রাসী, কিন্তু দৃষ্টি যার সীমাবদ্ধ, আপনার শরীরের সমস্তটা যে আপনি দেখ্‌তে পায় না, পদেপদে যাকে পরাশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হয়; ক্ষুৎপিপাসায় আকুল, রোগে শোকে জীর্ণ, মৃত্যু যার নিত্যসহচর, তা'র আবার আত্মপ্রত্যয়!"

সুরেশ আপনার কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বসিয়াছিল। পীতাম্বর চুপ করিতেই বলিল, "সত্য! আপনি যা বল্‌ছেন, সব ঠিক! মানুষের অবস্থা এমনি শোচনীয় বটে! কিন্তু আমার মনে হয়, এই সব প্রতিকূল অবস্থায় বলবান্ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে জয়ী হ'তে পারে, সেই মানুষ! আর তা-ই মনুষ্যত্ব।"

"বলি, তুমি চিরকালই কি ঢাল-খাঁড়া ধ'রে লড়াই ক'রে বেড়াবে! তা'র চেয়ে কেন রাজার বেটা হয়ে মজা ক'রে বেড়াও না! আর মনুষ্যত্বের কথা বল্‌ছ? মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে জানাই মনুষ্যত্ব। ঈশ্বর-উপলব্ধি কর্‌বার শক্তি আছে বলেই মানুষ—মানুষ। নইলে পশুর সঙ্গে তা'র প্রভেদ কি? তাঁকে উপলব্ধি কর্‌তে গেলে গুরু-কৃপা চাই, কিছু সাধনাও চাই।"

"জীবসেবায় জীবন-উৎসর্গ-করা কি সাধনা ব'লে গণ্য হ'তে পারে না?"

"অবশ্য! মহা সাধনা! কিন্তু বড় কঠিন! শিবজ্ঞানে জীবসেবা! সর্ব্বভূতে নারায়ণ—এইরূপ জ্ঞানে সেবা। সে-রকম সেবা কর্‌তে-কর্‌তে ব্রহ্ম-উপলব্ধি হয়।"

সুরেশ মহা আনন্দিত হইয়া বলিল, "চমৎকার কথা!"

পীতাম্বর বলিলেন, "বটে! কিন্তু ধর, যদি কোন কুহকিনী তোমার

বলে, "মশায়, আমি আপনার একান্ত অনুরাগিণী, আমায় সেবায় পরিতৃপ্ত করুন।"

এমিলির ব্যাপার স্মরণ করিয়া সুরেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "এই জন্য ব্রহ্মচারী-যতির পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ।"

সুরেশ বলিল, "কেবলই যদি পালিয়ে বেড়াব, তা হ'লে মনের বল বুঝ্‌ব কেমন ক'রে? কতটা উন্নতি হ'ল, জান্‌ব কেমন ক'রে?"

"মনের বল বোঝাই আছে। মন অতি চঞ্চল, মানুষ অতি দুর্ব্বল, পাপের মোহিনীশক্তি অতি প্রবল। সব সময় সে ত কুৎসিত আকার ধ'রে দেখা দেয় না। কখন দয়া, কখন সহানুভূতির রূপ ধ'রে আসে! ইংরাজেরা বলেন, শয়তান কখন-কখন পাদরীর রূপ ধ'রে এসে শাস্ত্র আওড়ায়। সব সময় তা'কে চেনা যায় না। যে মনকে বার-বার পরীক্ষা করতে যায়, গুরু তা'কে বার-বারই পরীক্ষায় ফেলেন। যদি দয়া হয় ত রক্ষা করেন, নয় ত নয়। কত-কত হাতী তলিয়ে গিয়েছে! গুরু কারুর ভাব নষ্ট করেন না'। যার যে-ভাব তা'কে সেই ভাব দিয়েই নিয়ে যান!"

এইসময় পীতাম্বর-গৃহিণী কক্ষমধ্যে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, "সুরেশ আমার পেটের ছেলে; ওর কাছে বল্‌তে আর লজ্জা কি! দেখ, আমার পেটের ভেতর কেমন, বেদনা ক'রে-ক'রে উঠ্‌ছে। সমস্তদিন একরকমে চেপে ছিলুম, আর পার্‌ছি নি।"

পীতাম্বর গৃহিণীর নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার জর হইয়াছে। সুরেশকে বলিলেন, "সুরেশ, তুমি বিজয়কে একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ী যাও।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওগো, না-না, এত রাত্রে তা'কে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। তা'র চেয়ে তুমি একটু গরম জল করতে বল, খানিক সেক্ দিলেই হয় ত সব সেরে যাবে।"

"না, গিন্নি! পোয়াতি-অবস্থা, তা'র ওপর জ্বর হয়েছে। ডাক্তার না-দেখে গেলে আমি স্থির থাকতে পারব না। সুরেশ, তুমি গিয়ে বিজয়কে শীগ্গির পাঠিয়ে দাও।"

সুরেশ দ্রুত চলিয়া গেল। ডাক্তারের বাটী যখন পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। কনক একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতা। ডাক্তার একখানি কেদারায় বসিয়া আছে। পার্শ্বে টিপায়ার উপর সোডা-মিশ্রিত ব্র্যাণ্ডির গেলাস। সুরেশ পীতাম্বরবাবুর গৃহিণীর অবস্থার কথা বলিল। কনক নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। ডাক্তার ইতিমধ্যে মুখে মদের গন্ধ নিবারণের জন্য পাতলা আমসত্ত্বের মত কি-একটা দ্রব্য চিবাইতে-চিবাইতে একটা কড়া চুরুট্ ধরাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কনক বলিল, "সাত মাস পোয়াতি। বাকি ক'টা মাস ভালয়-ভালয় কাট্লে বাঁচি।"

ডাক্তার আশ্বাস দিল, "ভয় নেই, এমন হয়। চোদ্দ বছর পরে পোয়াতি হয়েছেন!"

সুরেশ বলিল, "চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই, পথে নেমে যাব।"

ডাক্তার হাসিয়া উত্তর দিল, "পথে নেমে-যেতে যাবে কেন? আমি ফিরে আসি না। গাড়ী তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে। এত রাত্রে হাঁট্তে যাবে কেন?"

"আপনার ফির্তে বিলম্ব হ'তে পারে।"

"তা হলেই বা! আমি দে'খে আসি, মা'র খবরটা নিয়ে যাও, সমস্ত রাত দুশ্চিন্তা করবে কেন?"

কনকও বলিল, "বসই না একটু ব্রহ্মচারী-মশাই! আমি একলাটী ব'সে-ব'সে ভাব্‌ব!"

'ব্রহ্মচারী-মশাই!'—সম্বোধনে, বোধ করি, একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল। সুরেশের সমস্ত মন তাহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বেই পিতাম্বরবাবু বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মচারী-যতির পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ'—সুরেশ ভাবিল, এঁরা ঠাওরান কি? মানুষ কি এমনি অপদার্থ, দুর্ব্বল!"

"তুমি ব'সে-ব'সে ফিলজফি ভাব, আমি ততক্ষণ দে'খে আসি," বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল। সুরেশ তাহার চেয়ারে চাপিয়া বসিল।

তড়্‌বড়্‌ গড়্‌গড়্‌ শব্দ করিয়া ডাক্তারের গাড়ী চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীও নিস্তব্ধ হইল।

গ্রীষ্মকাল। কেমন একটা গুমটের ভাব যেন পৃথিবীর উপর চাপিয়া বসিয়াছে। রাত্রি ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে। সময়ও যেন নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত স্বভাবে যেন একটা তন্দ্রার ঘোর লাগিয়াছে।

কনক ও সুরেশ মুক্ত বাতায়নের সমক্ষে বসিয়াছিল। সুরেশ তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখিল, যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন! নিম্নে সুপ্ত অট্টালিকাচয়—তা'র মাঝে দুইটা নারিকেলগাছের মাথা জাগিয়া আছে—সব যেন স্বপ্নবৎ! জ্যোৎস্না স্ফুটতর নহে। আলোয়-আঁধারে কি-যেন একটা বিশাল স্বপ্নজাল রচনা করিতেছে!

ঘরের কোণে মিট্‌মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। সুরেশ কনকের মুখপানে চাহিল। দেখিল, কনক বঙ্কিম কটাক্ষে তাহাকে দেখিতেছে। চোখোচোখি হইতেই কনক চক্ষু নত করিল। কিন্তু সুরেশ চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। গ্রীষ্মাতিরিক্তের জন্য কনকের দেহ অতি সূক্ষ্ম নীল বস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাহা ভেদ করিয়া রূপের

আভা যেন ফুটিয়া উঠিতেছে! অর্দ্ধ-নিমীলিত অক্ষি, নিটোল কপোল, তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত ফুল্লাধর, মৃদুশ্বাস-সঞ্চালিত বক্ষস্থল যেন সরসী-হিল্লোলে বিকচ কমলদলের মত উঠিতেছে, পড়িতেছে!

বাতুল সুরেশ সে আলুথালু, এলায়িত রূপমাধুরী দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, এর চেয়ে সুন্দরী অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন মোহিনীশক্তি কোন রমণীতে দেখি নাই! এর কথায়, চাউনীতে, হাসিতে, ভাব-ভঙ্গীতে কি-এক অপূর্ব্ব, অব্যক্ত আকর্ষণ-শ্রী আছে—যাহা অনিবার্য্য। কিন্তু কেন? যাকে মুগ্ধ কর্‌বার জন্য বিধাতার এই অযাচিত মুক্তহস্তের দান, সে ত ইহার দিকে ফিরিয়াও চায় না! কেন? মরুভূমিতে ফুল ফুটে শুকিয়ে ঝ'রে যায়, কেন? কা'র নয়ন-রঞ্জনের জন্য? অতল জলে রত্নরাজি থাকে, কেন? ঐ-যে আকাশের কোলে আধখানি চাঁদ, ঐ আধ আলো, আধ অন্ধকার, ঐ-যে তারার হার,—কেন? কে দেখ্‌ছে? যে-সকল চোখ দেখ্‌বে, তা'রা ত সব নিদ্রাঘোরে—এক অতীন্দ্রিয় মনো-রাজ্যে বিচরণ কর্‌ছে! হয় ত কেউ বিকট স্বপন দেখ্‌ছে! তবে এ নিষ্ফল শোভাসম্পদ কেন? কা'র জন্য? বোধ করি, বিধাতা আপনার সৃষ্টি দে'খে আপনিই মুগ্ধ হন! কেউ দেখুক্‌-না-দেখুক্ তাঁর তা'তে কিছু আসে যায় না। যে ভাগ্যবান্, সেই দে'খে জীবন সার্থক করে! ডাক্তারটা অতি হতভাগ্য, এ-সৌন্দর্য্য চোখে দেখ্‌তে পেলে না! আর এও অতি হতভাগিনী!

সুরেশ এইরূপ ভাবিতেছিল। কনক কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। সুন্দরী যুবতীরমণীর মনের কথা আমরা কেমন করিয়া জানিব? যিনি বলিতে পারেন, বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, হয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, নয় প্রতারক। কনকের দুঃখের কথা ভাবিতে-ভাবিতে ধীরে-ধীরে সুরেশের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কনক চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র ধ্যান করা হচ্ছে যোগিবর ?"

সহসা এইরূপে পৃষ্ট হইয়া যোগিবর একটু বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। অজ্ঞাতে অপরিচিত অন্দর-মহলে ঢুকিয়া পড়িলে লোকের যেমন লজ্জা ও ইতস্ততঃ ভাব হয়, সুরেশের তাহাই হইল। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহাতে কনকের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। সুরেশের লজ্জাকুণ্ঠ ভাব চতুরা রমণীর চক্ষু এড়াইল না। ভাবিল, নিশ্চয় এ এমিলির কথা ভাবিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। সুরেশের মনোভাব জানিবার জন্য আরও রোক্ বাড়িয়া গেল। বলিল, "বল, কি ভাব্‌ছিলে ?"—সুরেশ নিরুত্তর।

কনকের জেদ আরও বাড়িল, "বল, কা'কে ভাব্‌ছিলে ? বল্‌বে না ? বল্‌বে না ? আমি বল্‌ব ? ঠিক্ ক'রে বল, তুমি এমিলিকে ভাব্‌ছিলে কি না ?"

সর্ব্বনাশ! সুরেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না।"

"না, তবে কা'কে ?"

"আমি আপনাকেই ভাব্‌ছিলুম।"

এইবার চকিত হইবার পালা কনকের।—"আমাকে!"

সুরেশ বলিতে লাগিল, "আমি আপনার দুঃখের কথাই ভাব্‌ছিলুম। আপনার এত রূপ, এত গুণ, কিন্তু এত দুঃখ কেন ? সুন্দরী, সুরসিকা সতী—একাধারে এই তিনগুণ জগতে দুর্ল্লভ। বিধাতা আপনাকে সবগুলি দিয়েছেন। আপনি রমণীর শিরোমণি।"

মানুষ যখন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়, তখন সে ভাব-প্রকাশ করিবার ভাষা পায় না। উন্মাদের মত যা-তা বলিতে থাকে। কি বিষ ঢালিতেছিল, সুরেশ নিজেই তাহা জানিতে পারে নাই। কনকের নারীজীবনে এই প্রথম পূজা। আদি নারী আদি নরের

উপহার যেরূপ আত্মহারা হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অমৃত-জ্ঞানে কনক এই বিষ আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল। গৃহ সুপ্ত, পৃথিবী নিস্তব্ধ। নিশা ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সে আলো-আঁধারের মোহজালও ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে! সুপ্ত সৃষ্টির মাঝখানে কেবল এই দুই সজাগ নরনারী যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া ছিল! কেবল মাথার উপর একটা ঘড়ী টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। সুরেশ বলিতে লাগিল, "আমার প্রাণ দিলে যদি আপনার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি, আমি এখনই প্রস্তুত।"

কনক করুণস্বরে বলিল, "সুরেশ, আমার কথা ভেবে কেন তুমি দুঃখ পাও? আমার কথা কেউ ভাবে না, তুমি কেন ভাব? যাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছি, সে আমার কথা ভুলেও একবার মনে করে না। সমস্ত রাত কেঁদে বালিস ভিজিয়েছি, একবার ফিরেও দেখে নি—নেশার ঘোরে অঘোরে ঘুমিয়েছে। ব্যাকুল হয়ে দেবতাদের ডেকেছি। মানুষের গড়া দেবতা, তা'রা মানুষের মতই কঠিন—মানুষের কান্না শোনে না। কিন্তু তুমি, বোধ হয়, দেবতারও দেবতা। তোমার ঐ রূপ, ঐ হৃদয়—" বলিতে-বলিতে কনক উঠিল। একপদ অগ্রসর হইয়া সুরেশের একখানি হাত ধরিল। সে-স্পর্শে উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। সুরেশের মনে হইল, যেন সহসা এক অশরীরী তীক্ষ্ণ শর তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, অন্তরে কি-এক কোমল বেদনা জাগিয়া উঠিল! তখনও কনকের কোমল কম্পিত কর তাহার করধৃত। সুরেশ কনকের মুখ চাহিল—নয়নে এ-কি অমানুষী তৃষ্ণা! গণ্ডস্থলে এ-কি রক্তরাগ—বহ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে! চোখে এ-কি দীপ্ত কটাক্ষ!

এইরূপ কটাক্ষ সে এমিলির চক্ষুতে দেখিয়াছিল। এইরূপ মৃদু আকর্ষণ সে এমিলির হস্তেও অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিবার মত বল আজি আর তাহার নাই। উভয়েরই শরীর কম্পান্বিত, কণ্টকিত! সেই মুহূর্ত্তে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। কনক সুরেশের হাত ছাড়িয়া ছুটিয়া বিছানায় গিয়া পড়িল। সুরেশও এক-দৌড়ে একেবারে রাজপথে আসিয়া ছুটিতে-ছুটিতে উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিল, "কোথায় তুমি, কোথায় তুমি গুরুদেব? দেখা দাও! দেখা দাও! পীতাম্বরবাবু ঠিক বলেছেন,—সত্যই তুমি অলক্ষিতে রক্ষা কর, নইলে ঠিক সেইসময় খোকা কেন কাঁদ্‌বে? আজ আমার রক্ষার কোন উপায় ছিল না! তুমি আমায় রক্ষা করেছ! আজ তুমি আমায় বাঁচিয়েছ! তুমি যেই হও, তুমি অপার করুণাময়। কোথা তুমি? এস, এস! আমার কেউ নেই! আমি মহাপাপী, পাষণ্ড, আমায় রক্ষা কর! আমি অতি হেয়, অতি হীন, অতি দুর্ব্বল, অমায় রক্ষা কর! উঃ পীতাম্বরবাবু আজই বল্‌ছিলেন, 'ব্রহ্মচারী-যতির পক্ষে রমণীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ! মন অতি চঞ্চল, মানুষ অতি দুর্ব্বল!' আমি এই মনের বল নিয়ে গর্ব্ব করেছিলুম! পীতাম্বরবাবুকে ভেবে-ছিলুম,অজ্ঞ। তাঁর গুরুভক্তি দে'খে মনে-মনে কত হেসেছি! আমি মনের বল পরীক্ষা কর্‌বার দর্প করেছিলুম! কালসর্প নিয়ে খেলা করছিলুম! বিষের কথা ভাবি নি। মানুষের সাধ্য কি, বিষ হজম করে! দেবাদিদেব মহাদেব উদরস্থ করতে পারেন নি—কণ্ঠে রেখেছেন! আমি অতি মূঢ়, অতি ঘৃণ্য, মহাপাপী—মাতৃরূপা রমণীকে পাপচক্ষে দেখেছি!"

সুরেশ নগ্নপদে আত্মহারা হইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতেছিল। পীতাম্বরবাবুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে-আসিতে ডাক্তার তাহা দেখিল, এ-কি ব্যাপার! আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া দেখিল, কনক অসংবৃত অবস্থায়

বিছানায় পড়িয়া আছে। ভাণ করিয়া ঘুমাইতেছে—ডাক্তার তাহা বুঝিল। পার্শ্বের ঘরে, যেখানে বসিয়া মদ্যপান করিয়াছিল, সেখানে গিয়া দেখিল, সুরেশের জুতা পড়িয়া রহিয়াছে। আল্‌মারি খুলিয়া একটী ছোট পিস্তল বাহির করিয়া কোটের পকেটে রাখিল। তারপর ব্র্যাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া, অর্দ্ধপীত সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া সুরা ঢালিল এবং একনিশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিল। সেইসময় কপট নিদ্রা ভাঙ্গিয়া কনকও সেইখানে উপস্থিত। ডাক্তার কনককে দেখিয়া পাত্রে আবার সুরা ঢালিল এবং সোডা না মিশাইয়াই এক-চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিল। কনক স্বামীর হস্তস্থ পাত্র কাড়িয়া লইবার জন্য "কি কর, কি কর"—বলিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ডাক্তারের তীব্র-কটাক্ষপাতে ভীত হইয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে সেই আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িল। ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকবৎ একবার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ চ'লে গেল কেন ?"

কনকের কণ্ঠ শুষ্ক, জড়িত-জিহ্বায় উত্তর করিল, "তা আমি কি ক'রে বল্‌ব ?"

ডাক্তার পুনরায় সুরাপান করিয়া তীব্র কটাক্ষে কনকের প্রতি চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিতে লাগিল, "দেখ, আমি সাদাসিধে লোক। ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি নি। ধার্ম্মিক ব'লেও আপনাকে জানাতে চাই নি, আর অধর্ম্ম ক'রেও কাউকে ঠকাই নি। একটু আমোদ পেলেই খুসী। আমি আপনার দুর্ব্বলতা বুঝি,—অপরের দুর্ব্বলতাও মাপ কর্‌তে পারি। কিন্তু আমি চাই, খোলাখুলি ভাব। তুমি মনে ক'র না, আমি পরের রোগ ধ'রে বেড়াই, ঘরের রোগ বুঝ্‌তে পারি নি ? যেদিন সুরেশের সম্বন্ধে ঠাট্টা কর্‌তে তুমি কেঁদে রেগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, সেই দিন থেকে বুঝেছি, বিকারের রুগী যেমন আপনার বিকার

বুঝ্‌তে পারে না, তুমিও তেমনি নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারছ না। সুরেশের নাম করতে তোমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে কেন? এমিলি পামারের ওপর তোমার এত রিষ কেন? সে-রিষ আমার জন্য নয়, সুরেশ তা'কে ভালবেসেছে ব'লে।"

কনক লজ্জায় অৰ্দ্ধমৃতপ্রায়, নতবদনে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার বলিল, "কনক, আমার দিকে চাও!"

কনক চাহিল; দেখিল, ডাক্তারের চক্ষু জবাফুলের মত লাল, মুখ মসিবর্ণ! কনক শিহরিল। ডাক্তার বলিল, "কি হয়েছে, বল?"

কনক নিরুত্তর। ডাক্তার পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কট্‌কট্‌ করিয়া তাহার ঘোড়া টানিল। তারপর ভীষণ কণ্ঠে বলিল, "এই শেষবার তোমায় সত্যকথা বল্‌বার সুযোগ দিচ্ছি।"

কনক কাঁপিতে-কাঁপিতে ডাক্তারের সম্মুখে জানু পাতিয়া উচ্ছ্রিত কর-পুটে, অশ্রুসিক্ত চক্ষু ডাক্তারের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমি সব বলছি।"

ডাক্তার ভাবিল, ভয়ে যদি সকল কথা সত্য না-বলে! এক হস্তে পিস্তল ধরিয়া, অপর হস্তে কনককে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এস!"

ত্রস্ত, অনুতপ্ত কনক স্বামীর অনুসরণ করিল। ডাক্তার তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া শয্যায় বসাইয়া বলিল, "খোকার মাথায় হাত দিয়ে, যা-যা হয়েছিল, সব সত্যি ক'রে বল!"

পদাহতা ফণিনী যেন ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল! ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া কনক বলিল, "কি! খোকার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করব! আমার সর্ব্বস্বধন, এই দুঃখের সাগরে আমায় একটী মাত্র আশ্রয়, আমার সাতরাজার ধন মাণিক, তা'র মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করব?

কেন? কা'র জন্য? কিসের জন্য? তোমার দশটা পিস্তল আনো! গুলি মেরে, আমার শরীর ঝাঁঝ্‌রা ক'রে দাও, আমায় কুচিকুচি ক'রে কাটো! এ পাপ-কথা নিয়ে আমার খোকার মাথার একগাছা চুল ছোঁব না!" বলিয়া মাতৃত্বের গর্ব্বে কনক অবজ্ঞাভরে ডাক্তারের মুখের পানে চাহিল। দেখিল, যে-মুখ দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল, সেই মুখ এখন ভীত! দেখিয়া কনক স্বামীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমায় মাপ কর! তুমি ব'স। আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমার কাছে সব কথা খুলে বল্‌ছি, কিছুই লুকুব না! আগে আমায় একটু জল দাও, বড় গলা-শুকিয়ে গিয়েছে।"

ডাক্তার জল আনিয়া দিল। কনক পান করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে স্বামীর পদতলে বসিয়া আপনার পাপ-মনের কথা ব্যক্ত করিল। তারপর বলিল, "এখন আমাকে তোমার খুন কর্‌তে ইচ্ছা হয়, কর। আমি একটুও শব্দ কর্‌ব না। খোকাকে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মর্‌ব। কিন্তু পিস্তলে আমায় মের না। তোমার পায়ে-চেপে আমায় মারো, তোমার পা-স্পর্শে আমার একটুও প্রায়শ্চিত্ত হবে। কিন্তু তোমার পা-ছুঁয়ে বল্‌ছি, সে আমায় নখাগ্রেও ছোঁয় নি।"

ডাক্তার কনকের হাত ধরিয়া তুলিয়া পাশে বসাইল। তারপর বলিল, "দেখ, আমার ও-রকম নভেলিয়ানা নেই। আমি আপনার দোষের জন্য যেমন মাপ পেতে ইচ্ছা করি, অপরের দোষও তেমনি অকপটে মাপ কর্‌তে পারি! মনের পাপ ব্যক্ত কর্‌লে আর থাকে না।"

কনক কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু তোমার কি অন্যায়! যদি বুঝেই ছিলে, আমি আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌ছি, আমায় সাবধান ক'রে দাও নি কেন? স্ত্রীলোকের মনের ওপর কোন বিশ্বাস

নেই। তোমরাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি যদি জেনেছিলে—"ওঃ, ভগবান্ বাঁচিয়েছেন! খোকা আমার অসতীর ছেলে! তা-ই বাছা আমাকে মৃত্যুমুখে দে'খে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছিল! ভাবিতে-ভাবিতে কনক পুত্রকে ঘনঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

ডাক্তার এখন পুরাদস্তুর মাতাল। জড়িতস্বরে বলিতে লাগিল, "তোমায় সাবধান ক'রে দিই নি কেন? আমার একটা মৎলব ছিল। র‍্যাসেল, এমিলি—আমার দুই অস্ত্র বিফল হয়েছে। তুমি যদি শালাকে পায়ের কাছে এনে লাথি-মেরে তাড়াতে পারতে, আমি যে কি-খুসী হতুম, বলতে পারি নি। তোমাকে সাম্‌লে দিলে তুমি ঠিক্‌ঠিক্ খেলতে পারতে না, খেলাতেও পারতে না। সব ফেঁসে গেল! বার-বার তিন বার, শালা আমার হাত ছাড়িয়ে পালাল! আমার নাম বিজয়—আমি সর্ব্বত্র বিজয়ী! আচ্ছা থাক্, দেখ্‌ব—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন!"

কনক ডাক্তারের মুখ চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিল, এ কোন্ নরকের কীট!

ডাক্তার যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই ঢলিয়া-পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কনক কাঁদিয়া-কাঁদিয়া বালিস ভিজাইতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, সুরেশ বলিয়াছে,—'সুন্দরী সুরসিকা, সতী!' সতীত্বের পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছি! এখন তা'র কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে। না-না, সে দেবচরিত্র, হীন স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলতা নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছে। সেইসময় খোকা পাশ ফিরিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। কনক সোহাগে গলিয়া বলিতে লাগিল, "মাণিক আমার, সোনা আমার, যাদু আমার, বউ এলে কাঁদিও না, বাবা! তা-হ'লে আদর করব না।" খোকাকে বুকে রাখিয়া কনক ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩২

পীতাম্বর-গৃহিণী এখন পর্য্যন্ত অসুস্থ—জ্বর ও উদরের বেদনায় কাতর। ডাক্তার-জামাই অনেকদিন ধরিয়া চিকিৎসা করিলেন। কবি-রাজীও কিছুদিন হইল। কিন্তু দিনে-দিনে রোগিণী কেবল দুর্ব্বলই হইতে লাগিল, অন্য কোন ফল হইল না। পীতাম্বর অবশেষে হোমিও-প্যাথি-চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

প্রথমদিন হোমিও-চিকিৎসক আসিয়া রোগিণীকে প্রশ্নে-প্রশ্নে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। "মাঝে-মাঝে জ্বর হয়?"—"হুঁ।"

"থেকে-থেকে পেট ব্যথা করে?"—"হাঁ।"

আর কি-কি অসুখ করে,—রোগীর নিজমুখেই সকল রোগ ব্যক্ত হইল।

"কি আহার হয়?"

পীতাম্বর বলিলেন, "আপাততঃ হবিষ্যাহার। শ্রীগুরুদেব নিত্যধামে গমন কর্‌বার পর-থেকে ইনি এই নিয়ম পালন করেন।"

"কখন্ আহার করা হয়?"

চামেলী বলিল, "বাবার খাওয়া হ'লে পর তবে খান।"

"সে কখন্?"—"তা'র ঠিক নাই।"

ডাক্তার মনে-মনে বলিলেন, ইস্! ইনিও দেখ্‌ছি, নিত্যধামে যাবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন! মুখে বলিলেন, "হবিষ্যাহার চল্‌বে না। নিরামিষ খেতে হবে।"

"কাজকর্ম্ম?"—"যথাসাধ্য করা হয়।"

এইবার ডাক্তারের মুখে প্রশ্নের তোড় ছুটিল। রোগিণীর উত্তরের অপেক্ষা না-রাখিয়া বই দেখিতে-দেখিতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিতে

লাগিল, ঘুম কেমন হয়? ডান-পাশ চেপে, কি বাঁ-পাশ চেপে ঘুমোন? ঘুমাইবার সময় নাক দিয়া, কি মুখ দিয়া নিশ্বাস পড়ে? চোখ একেবারে চেপে বোজা থাকে, কি খানিক খোলা থাকে? কি খেতে ইচ্ছা?

গৃহিণী মনে-মনে বলিলেন, তোমার মাথা!

আবার প্রশ্নের স্রোত চলিল—টক্, মিষ্টি, ঝাল, কষা, এর-মধ্যে কোন্‌টা-বেশী প্রিয়? মেজাজ কেমন? নরম, না গরম, না খিঠেকড়া? বেশী ঝগ্‌ড়া কর্‌তে ভালবাসেন, কি সহ্যশক্তি অধিক? ছেলেবেলা ছুটে-বেড়াতে ভালবাস্‌তেন, কি ঠাণ্ডা ছিলেন? কখন কোন শক্ত রোগ হয়েছে কি-না? মন খুব প্রফুল্ল, কি বিমর্ষ? সর্ব্বদা কি-চিন্তা করেন?

শেষ প্রশ্নে রোগিণীর দেহে যে-টুকু রক্ত ছিল, সমস্ত তাহার পাণ্ডু মুখে গিয়া উদয় হইল।

ডাক্তার বলিলেন, "কথার উত্তর দিতে হবে।"

গৃহিণী অগত্যা পীতাম্বরের কাণে-কাণে কি বলিলেন।

পীতাম্বর বলিলেন, "ইনি বল্‌ছেন, 'দিন ত ফুরিয়ে আস্‌ছে, এখন যা ভাবা উচিত, তাই ভাবি।' বোধ হয়, ইষ্টপাদপদ্মই ভাবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "ওঃ, অধিকাংশ সময়ই মৃত্যুচিন্তা! আচ্ছা! রাত্রে স্বপ্ন দেখেন কি রকম?"—"শ্রীগুরুদেবকেই প্রায় স্বপ্ন দেখি। অন্য স্বপ্ন কই মনে থাকে না!"

ডাক্তার উঠিলেন। রোগিণী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। রোগের যন্ত্রণার চেয়ে, দেখি, ডাক্তারের জ্বালা অধিক।

ডাক্তারের সঙ্গে বিজয়ডাক্তার উঠিল না। পীতাম্বর হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসককে লইয়া বাহিরে আসিলেন। চিকিৎসা-পরিবর্ত্তনে—বিশেষ হোমিওপ্যাথির আশ্রয়-গ্রহণে,—ডাক্তার-জামাই মনে-মনে বিশেষ চটিয়াছিল। সে পাশের ঘরে যেখানে কনক, চম্পা, চামেলী বসিয়াছিল,

সেইখানে গিয়া চামেলীকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিল :—"চামেলি, এদিকে আয়, তোর হাত দেখি!"

হাবাগোবা মেয়ে, হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

ডাক্তার হাত দেখিতে-দেখিতে বলিল,—"হুঁ! কি খেতে ভালবাসিস্? রসগোল্লা, না সন্দেশ?"—চামেলী নিরুত্তর।

ডাক্তার ধমক দিয়া বলিল, "বল্ না?"

চামেলী ভয়ে-ভয়ে বলিয়া ফেলিল, "রস—"বলিয়াই জিভ কাটিল।

প্রশ্ন চলিতে লাগিল,—"কখন জলে ডুবেছিলি? আগুনে পড়েছিলি? হাতী চড়েছিলি?"

চামেলী বিস্ময়-বিস্ফারিত দুইটী বড়বড় চক্ষু ডাক্তারের মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল, "চুপ ক'রে রইলি যে? বল্? ছেলেবেলা কখন আচার চুরি ক'রে খেয়েছিস্?"

চামেলী ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও-মা! কক্‌খন না। ছিঃ—"

"আরে, তুই ত বল্‌লি, ছিঃ! রোগ যে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে! সর্ব্বদা কি-ভাবিস্, বল্ দিকি?"

এ ক্ষুদ্র প্রশ্নটীতে কি আছে বলিতে পারি না। কথা উঠিবামাত্রেই পীতাম্বরের প্রবীণা-গৃহিণীর ন্যায়, এই নববিবাহিতা নবীনার মুখখানিও তাহার সিঁথার সিঁদুর-রাগের সঙ্গে-সঙ্গে সহসা যেন এক হইয়া গেল। তাহা কনক ও চম্পার দৃষ্টি এড়াইল না। চকিতে দুই ভগ্নীর চোখে-চোখে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ খেলিয়া গেল। মনে-মনে কি টেলিগ্রাফ্ হইল। উভয়েরই পক্ক বিম্বফলতুল্য অধরযুগলে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল! ডাক্তার বেচারী চামেলীর হাতখানি কৃত্রিম কোপে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,

"দূর পোড়ারমুখী! তোর পক্ষে হোমিওপ্যাথিই ভাল। তোর যে-রোগ, সেই ওষুধ।"

ইতিমধ্যে পীতাম্বর বাটীর ভিতরে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার তাঁহার সাড়া পাইয়া রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার ওষুধ দিলে?"—"না। বল্‌লে, ভেবে ঠিক ক'রে একটা ওষুধ দেবে।"

"কিছু ভরসা দিলে?"

"না।"

"তবে ওর চিকিৎসা ক'রে কি হবে?"

পীতাম্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না-বুঝে ভরসা দেবার চেয়ে, দে'খে বুঝে-বলা ভাল নয় কি?"

ডাক্তার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক ভরসা দিয়াছিল। সে পীতাম্বরের উত্তর—তাহারই উপর কটাক্ষ ভাবিয়া মনে-মনে আরও চটিল, এবং একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পীতাম্বর বুঝিলেন, ডাক্তারকে কথাটা লাগিয়াছে। তিনি কাহাকেও অযথা ব্যথা দিতে ভালবাসিতেন না। বলিলেন, "লোকটা হাতে-নিয়ে দিনকতক দেখ্‌বে বল্‌ছে, দেখুক না,—ক্ষতি কি? বিশেষ রোগী বিস্তর তেজস্কর ওষুধ খেয়েছে। দিনকতক হোমিওপ্যাথির জল খেয়ে থাক্ না। যদি অবস্থা মন্দ হয়ে পড়ে, তোমরা ত আছই।" কিন্তু পীতাম্বর বুঝিতে পারিলেন না, ডাক্তারের উপর তাঁহার কথার কিরূপ ফল হইল। সে হেঁটমুখে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

চম্পা এখন পিতৃগৃহে অবস্থিতা, সাধ্যমত মাতার সেবা-সুশ্রূষা করে। কিন্তু তাহার সন্তান-সম্ভাবনাহেতু পীতাম্বর তাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে দেন না। কনক নিত্য আসিয়া মাতার তত্ত্বাবধান

করে। তবে পাছে সুরেশের সঙ্গে দেখা হয়, এজন্য সে সকাল-সন্ধ্যায় অনুপস্থিত থাকে।

চামেলী অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনরাত্রি জননীর সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান-গুণে পীতাম্বর-গৃহিণীও উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। হৃতস্বাস্থ্যের পুনরাগমে দেহে নূতন শোণিতসঞ্চারে তাঁহাকে যেন চঞ্চল করিয়া তুলিল। রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া যখন-তখন উঠেন, গৃহকর্ম্মে কন্যাদিগের সহায়তা করেন, তবে স্নায়ু-দুর্ব্বলতাহেতু কোন আকস্মিক শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠেন। চিকিৎসক তাঁহাকে উঠিয়া বেড়াইতে নিষেধ করেন। কিন্তু এখন বিধি-নিষেধ মান্য করা তাহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহিণীকে আরোগ্যমুখে দেখিয়া পীতাম্বর যারপর-নাই প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সময় পাইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, আমাদের কাজ ফুরিয়ে এসেছে। আর বেশী দিন বিষয়-কর্ম্মের জঞ্জাল নিয়ে থাক্‌ব না। গুরুদেবের ইচ্ছায় আমাদের সংসারে যে নূতন মানুষটী আস্‌ছে, এখন থেকে কেবল তা'কে নিয়ে নাড়া-চাড়া করা আর তা'কে গুরুদেবের কার্য্যে দীক্ষিত করা।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তা তুমি যেমন ছেলেমানুষ, এইবার তা'কে নিয়ে পুতুলখেলা কর। কিন্তু ছেলে হবে, কি মেয়ে"—

"ওর ভেতর আর 'কিন্তু' নেই গিন্নি! গুরুদেবের ইচ্ছা কখন ব্যর্থ হয় না।"

গুরুদেবের নামোল্লেখমাত্রে গৃহিণী ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া নীরব রহিলেন।

পীতাম্বরের যা' মনের ভাব, সেই কথা; যে-কথা, সেই কাজ। তিনি সেইদিনই কর্ম্মস্থানে গিয়া তাঁহার বিপুল ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত

করিতে আরম্ভ করিলেন। যে তিনজন কর্ম্মঠ ইংরাজ তাঁহার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী ছিল, আঁহাদিগকে লাভের অংশ দিবার প্রস্তাব হইল। দেশীয় কার্য্যক্ষম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ বিলাত গমন করিলে স্বত্বচ্যুত হইবেন। তাঁহাদের স্বত্ব দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ভোগ করিবেন। তবে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া যদি বিলাতে আফিস খোলা হয়, এবং সাহেবগণ তাহার কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পূর্ব্বস্বত্বে স্বত্ববান্ থাকিবেন। সমগ্র লাভের এক চতুর্থাংশ এইরূপ ব্যয়িত করিয়া বাকি তিন অংশে পীতাম্বর স্বত্ববান্ রহিলেন। তাঁহার আর কোন দায়িত্ব রহিল না। কাজ যেমন আপনা হইতে চলিতে লাগিল, তেমনি আপনা-আপনি অজস্র অর্থ আসিতে লাগিল। সে-অংশ যে কিরূপে ব্যয়িত হইবে, পীতাম্বর তাহারও বন্দবস্ত করিয়া দিলেন। কেবল, চীনাবাজারের দোকানখানি পীতাম্বরের নিজস্ব রহিল। তাহাও দেখিবার ভার, পরেশ-চন্দ্রের উপর।

এই দোকানখানি পীতাম্বরের লক্ষ্মী, তাঁহার সমস্ত সংসার-খরচ এই দোকান হইতেই সঙ্কুলন হয়।

পীতাম্বর-গৃহিণীকে সুরেশ নিত্য দেখিতে আসে, কোন দিন সকালে, কোন দিন সন্ধ্যায়—কনক যখন থাকে না। তাহার সঙ্গে চোখো-চোখি করিতে দারুণ লজ্জা করে। সে-রাত্রিতে কনকের আকর্ষণে পড়িয়া সুরেশ বুঝিয়াছে যে, রমণী কাল-সর্পিণীস্বরূপা, কখন্ ফণা তুলিয়া দংশন করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ভাগ্যে সেদিন গুরু রক্ষা করিয়াছেন! কিন্তু, হায়, মানবের মন! সুরেশ ক্রমে ভাবিতে লাগিল, সে-রাত্রে ঠিক সেইসময় খোকার কান্না—'কাকতালীয়বৎ' নহিলে তাহার সেদিনকার সে-ব্যাকুলতা ব্যর্থ হইল কেন? গুরু

আসিলেন কই? অথচ পীতাম্বরবাবু বলেন, ব্যাকুল হলেই গুরু দেখা দেন! এ-কি রহস্য! কিছুদিন মনে-মনে তোলাপাড়া করিয়া সুরেশ, একদিন পীতম্বরবাবুকে বলিল, "আপনি বলেন, 'গুরু ব্যাকুল হলেই দেখা দেন,' কই তা হয়?"

পীতাম্বর সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ সুরেশের মুখ-চাহিয়া উত্তর দিলেন, "শ্মশান-বৈরাগ্যের মত ক্ষণিক ব্যাকুলতা হ'লে কি হবে? যে-ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে শেষকালে প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে,—জলে চুবিয়ে ধরলে নিশ্বাসের জন্য মানুষের যে-ব্যাকুলতা হয়, মনে হয়—প্রাণ গেল!—সেরূপ ব্যাকুলতা হ'লে গুরু আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করেন না।"

সুরেশ শুনিল, কিন্তু ঠিক বুঝিল না। পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর তাহা বুঝিলেন। বলিলেন, "তোমায় কতবার বলেছি, ঈশ্বরই একমাত্র গুরু। মানব-গুরুর ভিতর দিয়া যে সেই ঐশী শক্তিরই বিকাশ হয়, একথা মান কি? ঈশ্বর মানবের কল্যাণ-সাধনের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, লীলা করেন, একথা বিশ্বাস কর কি? শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনি গোপিনীদের নিয়ে লীলা করতেন, আবার তিনিই নিষ্কামধর্ম্ম প্রচার করেছেন—এরূপ বিসদৃশ আচরণ, বিশ্বাস করতে পার?"

"ঐতিহাসিক হিসাবে এ-সব কথা কত সত্য বলা যায় না।"

"ঐতিহাসিক সত্য কি? দু'খানা তামার ফলা আর দু'ট শিলা-লিপি? তা-ছাড়া কি সত্য-নির্ণয়ের আর উপায় নেই? তুমি অপৌরষেয়-জ্ঞান মান কি?"

"মানি বৈ-কি।"

"শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সমাধিলব্ধ-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাভূমি

আবিষ্কার করেছিলেন, সেকথা মিথ্যা বলি কেমন ক'রে? দেখ, আমার মনে হয়, তোমার চিত্তের এই অস্থির অবস্থায়, শ্রীভগবানের নরলীলার আলোচনা কর। তোমার নির্ম্মল চিত্ত, শীঘ্রই ফল পাবে।"

সুরেশ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে মনোনিবেশ করিল। লীলাগ্রন্থ-পাঠ এবং সঙ্গীতালোচনা তাহার এখন নিত্যকর্ম্ম।

বাটীতে সঙ্গীত-সাধনা আরম্ভ করা অবধি সুরেশের কয়েকটী অনুরাগী ছাত্র জুটিয়াছে, তাহার নিকট রীতিমত শিক্ষা করে। সঙ্গীত-সাধনার পথে তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটী সঙ্গীত-বিভাগ স্থাপিত হইল।

আজ প্রভাতে উঠিয়া সুরেশ গোষ্ঠলীলা পাঠ করিতে-করিতে মনে ভাবিতেছিল, যদি সত্য এরূপ হইয়া থাকে ত বড় সুন্দর, বড় মধুর! ঠিক সেইসময় একজন বৈষ্ণব বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল,—

'আয় রে আয় প্রাণ-কানাই।
গগনে উঠ্‌ল ভানু, আয়রে কানু, গোঠে যাই॥'

সুরেশের চকিত শ্রবণ ধীরে-ধীরে সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল। ভিখারীর কণ্ঠ তেমন সুমিষ্ট নয়, কিন্তু ভাবের উন্মাদনায় বিভোর হইয়া সে গাহিতেছে আর নাচিতেছে! শুনিতে-শুনিতে, দেখিতে-দেখিতে সুরেশের ভাবপ্রবণ হৃদয় মাতিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন বাটীর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ বালকে পরিপূর্ণ। নবোদিত রবিকরে তাহাদের মুখচ্ছবি বিকচ কমলবৎ প্রতীয়মান্ হইতেছে! বালকের দল করে-করে নাচিতেছে, গলে গুঞ্জহার দুলিতেছে! কি অপরূপ মাধুরী! এ-কি খঞ্জনী, না নূপুর-নিক্কণ? কাহাকে বেড়িয়া-বেড়িয়া ইহারা নাচিতেছে? মরি-মরি! কে এ? এ শিশু, না শশী?—শিশু-শশী! শ্যামচাঁদ!

মরি-মরি, কার প্রাণের নিধি রে, এমন ক'রে সাজিয়েছে! শ্যাম-অঙ্গে পীতবাস, অলকা-তিলকা-আঁকা মুখশশী! মাথায় শিখিপাখা, গলে বনমালা! সুরেশ সহসা প্রাঙ্গণে আসিয়া ভিখারীর সঙ্গে নাচিতে লাগিল। ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার জন্য সুরেশের মাতা চাল ও পয়সা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার গোপালের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া বৃদ্ধার নয়নে দরবিগলিত অশ্রুধারা বহিল। চম্পাও উপরের ঘর হইতে দেখিতেছিল। ঠাকুরপোকে একটা ভিখারীর সঙ্গে নাচিতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া পরেশকে বলিল, "ওগো, তোমার ভা'য়ের কীর্ত্তি দেখ'সে—জানা নেই, শোনা নেই, একটা ভিকিরীর সঙ্গে নাচ্‌ছে!"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ভিকিরী—মাগী, না মিন্‌সে?"

চম্পা উত্তর দিল, "মিন্‌সে গো, মিন্‌সে!"

পরেশ বলিল, "তাই বল—মিন্‌সে! আমি মনে করেছিলুম, বুঝি, তোমার সোঁদা-ছেলের গন্ধে-গন্ধে একটা মাগী এসেছে! তা নয়, মিন্‌সে! তা'তে আর তোমার ভয় কি?"

"তা বৈ-কি! ভয় নেই! তবে ও-ভিকিরী ও-কে নাচাতে এল কেন?"

পরেশ বিস্মিত হইয়া ঈষৎ হাসিমুখে বলিল, "ও-বেচারী নাচাতে আসে নি, ভিক্ষে কর্‌তে এসেছে। তোমার গুণধর ঠাকুরপোটী যদি এখন নাচে, তা-হ'লে তা'র অপরাধ কি?"

"তুমি কিছু বল্‌বে না?"

"ও-কে শাসন কর্‌বার ভার আমি ত তোমায় দিয়েছি।"

"সুধু ভার দিলে কি-হবে? শাসন করার জিনিষ এনে দাও, নইলে কি-দিয়ে শাসন কর্‌ব! আমার কথা ত তোমরা শুন্‌বে না! আমার একটী জা' এনে দাও। সারা দুকুরবেলা একলাটী থাকি!"

"তা'র উপায় ত সহজেই হ'তে পারে!"

"কি—বল না, বল না!"

"আমার সঙ্গে রোজ আদালতে বেরুতে আরম্ভ কর। তা'তে আমারও উপকার হবে।"

চম্পা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপকার?"

পরেশ বলিল, "তোমাকে দেখ্‌লেই জজ্ সব মোকদ্দমার রায় আমার দিকেই দেবে!"

উত্তর না-দিয়া চম্পা ক্রোধভরে আবার বারাণ্ডায় আসিল। তখনও সে মনোন্মাদকর নৃত্য চলিতেছে! চম্পা কিছুক্ষণ দেখিতে-দেখিতে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি পরেশকে ডাকিল, "ওগো, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস! ঠাকুরপো কেমন সুন্দর নাচ্‌ছে!"

পরেশ মনে ভাবিল, এই দু'ট পাগল মিলে আমাকেও পাগল ক'রে তুল্‌লে দেখ্‌ছি! বলিল, "ও আর কি দেখ্‌ব! আর দু'দিন পরে আমিও যখন নাচ্‌ব, তখন দেখো!"

এই দিনকার আনন্দানুভূতির ফলে সুরেশ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গীত-বিভাগে শীঘ্রই একটা কীর্ত্তনের দল গঠন করিল। অতি ত্বরায় এ-দলের প্রতিষ্ঠা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শনিবার প্রায়ই ফাঁক যায় না, এখানে-ওখানে কীর্ত্তন করিবার নিমন্ত্রণ আসে। রবিবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কীর্ত্তন হয়। লোকের জনতা দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। এই তরুণ, সুকুমার মূর্ত্তিটীকে একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার জন্য লোকে ঠেলাঠেলি করে। যাহারা ভাগ্যক্রমে নিকটে স্থান পায়, তাহারা সুরেশের মুখে কীর্ত্তনের আখর শুনিয়া, তাহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া চোখের জলে ভাসিতে থাকে। কীর্ত্তন শেষ হইলে কেহ-কেহ আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। পক্ককেশ বৃদ্ধকে পায়

লুটাইয়া পড়িতে দেখিলে সুরেশ প্রথম-প্রথম জড়সড় হইয়া পড়িত, বাধা দিত। এখন আর কেহ বাধা মানেও না, সে-ও দেয় না। বয়োবৃদ্ধগণ পদধূলি লইলে পাছে ঠাকুরপোর অকল্যাণ হয়, সেজন্য চম্পা দারুণ ভীত হইয়া উঠিল। আবার মুস্কিল, শাশুড়ীকে সে এসকল কথা বলিতে পারে না, পাছে তিনি ভয় পান্! পরেশকে বলিলে কেবল হাসে! সুরেশকে বলিলে, বলে, "যারা আমার পায়ের ধূল নেয়, তাদের কি বিশ্বাস জান, বৌদি? তা'রা মনে করে, কীর্ত্তনের সময় আমার উপর দেবতায় ভর হয়!"

চম্পা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌তে পার-না যে, আমি ছেলেমানুষ, আমার পায়ের ধূল নিও না!"

ছেলেমানুষ! পঁচিশ বছরের বুড়-ধাড়ী! কিন্তু চম্পা সে-কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবিল না। মাতৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়া দেবরকে অনায়াসে উপদেশ দিতে লাগিল!

সুরেশ ভয়ে-ভয়ে বলিল, "আমি কি কর্‌ব বৌদি! সবাই বলে যে, কারুর বিশ্বাস-ভঙ্গ কর্‌তে নেই! আচ্ছা, বৌদি! তুমিই বল, আমি এই ত সামান্য মানুষ! আমার কি-সাধ্য যে, অত লোককে মুগ্ধ করি, আনন্দ দি?"

বালিকা চম্পা এ জটীল দার্শনিক-তত্ত্বের কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। বৌদিদিকে নিরুত্তর দেখিয়া সুরেশের সরল হৃদয় বালসুলভ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পীতাম্বরবাবুর বাটীতে চলিয়া গেল।

স্বাস্থ্যাগমের সঙ্গে-সঙ্গে পীতাম্বর-গৃহিনীর মনেও দিন-দিন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইতেছে। আজ সুরেশ আসিতেই তিনি ধরিয়া বসিলেন, "বাবা সুরেশ, আমাকে একদিন তোমার কীর্ত্তন শোনাবে না?"

"সে-কি মা! আপনি যেদিন বল্‌বেন, সেই দিনই শোনাব।"

গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "তোমার একলার গান নয়। আশ্রমের ছেলেদের নিয়ে কীর্ত্তন কর্‌তে হবে।"

সুরেশ পীতাম্বরের মুখ-চাহিয়া বলিল, "তা-ই হবে, মা।"

পীতাম্বর প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, সুরেশ, তোমার সঙ্গে যে-সব ছেলেরা কীর্ত্তন করে, তাদের সব কি-রকম ভাব?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুরেশ বিস্মিত হইল, বলিল, "কেন, বলুন দিকি?"

"কেন, জান? একে ত ধর্ম্মে অনুরাগ মানুষের সহজে হয় না। গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা, নয় সংসারে ঘা-খেয়ে বৈরাগ্য না-হ'লে ঈশ্বরে কেউ আত্ম-সমর্পণ করে না। যার মনে অনুরাগ সঞ্চার হয় নি, সে রাধাকৃষ্ণের কামগন্ধহীন প্রেম ধারণা কর্‌বে কেমন ক'রে?"

সুরেশ এখন লীলাগ্রন্থ পাঠ করে কি-না! সে তাহারই ভাষায় উত্তর দিল, "তদ্ভাবে ভাবিত—কীর্ত্তন কর্‌তে-কর্‌তেও ত হয়?"

"অবশ্য হয়। কিন্তু সে সাময়িক উত্তেজনা! অনেকসময় তা'তে কুফল ফলে।"

সুরেশ সত্য-সত্যই ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কুফল ফলে?"

"ফলে বৈ-কি! ভাব দে'খে ভাবসঞ্চার হয়, এ-ত জানা কথা! কান্না দে'খে কাঁদে, হাসি দে'খে হাসে! ভক্তিভাব দে'খে তেমনি মনে ক্ষণিক ভক্তিসঞ্চার হয়। নাচ দে'খে নাচ্‌বার জন্য হাত-পা আপনি শুড়্‌শুড়্‌ করে।"

সুরেশ সেই বৈষ্ণবের সঙ্গে আপনার নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়া মনে-মনে সন্ত্রস্ত হইল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পীতাম্বর বলিতে লাগিলেন, "রাধাকৃষ্ণের কামগন্ধহীন প্রেম এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশে কামোন্মাদে পরিণত হয়! এই-রকমেই

নেড়া-নেড়ীর দল সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর হেয় আচার দেখ্‌লে মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়!"

সুরেশ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মত হিতৈষী আমার কেউ নেই। এখন আমার কি করা উচিত, বলুন। এ-সব কি বন্ধ ক'রে দেব?"

এইবার পীতাম্বর ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও-রে বাপ রে! আমি আসক্তিপূর্ণ, সংসারের কীট, আর তুমি বিদ্বান, সংযমী, নিঃস্বার্থ কর্ম্ম-যোগী। কি করা উচিত-না-উচিত, তোমায় আমি উপদেশ দেব! গুরুকৃপায় যেটুকু আমার বুদ্ধিতে এল, ব'লে ফেল্‌লুম, এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির ক'রে নাও।"

সুরেশ নীরবে ভাবিতে লাগিল। পীতাম্বরও কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "বাবা, ধর্ম্মপথে কত কাঁটা দেখ। দশজনে মানে-গণে, সহজেই মনে প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার হয়। দশজনকে উপদেশ দেয়।"

সুরেশ ভাবিতে লাগিল, পীতাম্বর কি কথাটা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন? কিন্তু ইনি ত সে-রকম লোক ন'ন, যা বলেন, স্পষ্টই বলেন। প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার! সুরেশ তন্নতন্ন করিয়া আপনার অন্তস্তল খুঁজিতে লাগিল।

৩৩

ডাক্তার মহা খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে! একে নিষ্ফল আক্রোশ, তা'র উপর ভণ্ড-বেটার এই প্রতিষ্ঠা! সুরেশকে কোন প্রকারে অপ্রস্তুত করিতে না-পারিলে তাহার জীবনই বিফল। কথায় আছে, যে শয়তানি করিতে চায়, শয়তান স্বয়ং আসিয়া তাহার সহায় হয়।

দৈব-ঘটনায় অম্বুজাক্ষের সহিত পথে ডাক্তারের সাক্ষাৎ। ডাক্তার সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন মশাই, আশ্রমের সব কুশল ত ?"

অম্বুজাক্ষ বুঝিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ আশ্রমের কথা বল্‌ছেন ?"

"আর কোন্ আশ্রম মশাই ? আপনাদের সেই ব্রহ্মদৈত্যাশ্রম !"

অম্বুজ হাসিয়া উত্তর দিল, "যা বলেছেন, মশাই ! ব্রহ্মদৈত্যাশ্রমই বটে ! তা, আমি ত আর সেখানে যাই না। আমি তা'র সংশ্রব ত্যাগ করেছি।"

"যাক্, বেশ করেছেন ! আপনার সঙ্গে দু'টা প্রাণের কথা ক'য়ে বাঁচ্‌ব ! তা, কেন ছাড়্‌লেন, বলুন্ দিকি ?"

"আজ্ঞে, সুরেশবাবুর জন্যে ওখানে কোন ভাল লোকই টেঁকতে পার্‌বে না ! মুরারিবাবু যে ও-কে কি দেখেছেন, তিনিই জানেন !"

"আপনি অম্বুজাক্ষ হয়েও তা দেখ্‌তে পেলেন না ?"

অম্বুজ খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য !"

তারপর সুরেশের নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। গান শিখিবার ছলে বাইজীর বাটীতে যাওয়া, মদ খাওয়া, প্রকাশ্য-রাজপথে ইহুদী-বেশ্যার সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান, ইত্যাদি। তারপর এখন কীর্ত্তন করিয়া, নাচিয়া, গাইয়া স্ত্রীলোক মজাইবার চেষ্টা ! উভয়েই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "এর একটা বিধান না-কর্‌লে ত স্ত্রীপুত্র নিয়ে সমাজে বাস করা ভার !"

অম্বুজ সাগ্রহে ডাক্তারকে বলিল, "আপনি যদি কাল সন্ধ্যার সময় একবার বেদান্তার্ণবমশায়ের ওখানে আসেন, একটা পরামর্শ স্থির করা যায় !"

"বেদান্তার্ণব কে ?"

"নাম শুনেন নি ? শ্রীযুক্ত ত্রিদিবচন্দ্র বেদান্তার্ণব ! মহাশয় ব্যক্তি ! তাঁর একজন বিদূষী স্ত্রী আছেন !"

ডাক্তার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মোটে একজন !"

অম্বুজও হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তবে———"

"তবে কি ? বলুন না, মশাই ! তবে আর আমায় বন্ধু বলেন কেন ?"

"অন্য কিছু নয়, কন্যা অনেকগুলি আছে !"

"যাক্ ! বাঁচা গেল ! তা, আপনার বুঝি সেখানে যাওয়া-আসা হয় ?"

"আমি সেখানে চাক্‌রী করি !"

"চাক্‌রী ! কা'র ?"

"ধর্‌তে গেলে কারুর নয় ! না-হ'লে বল্‌তে হয়,'আর্য্য-নীতির' চাক্‌রী করি !"

"মশাই ! আমি ব্রহ্মদৈত্য নই—মানুষ ! রোগ ভাল ক'রে দি, ব'লে লোক-ঠকিয়ে দু'পয়সা ঘরে আনি। তা'তেই একরকম গুছিয়ে-গাছিয়ে ডাল্-ভাত, চপ্-কাট্‌লেট্, গেলাস্‌টা-আস্‌টা চলে। আমার ভেতর কবিত্ব নেই, হেঁয়ালি বুঝি না ! সাদাসিধে কথা চট্‌পট্ ব'লে ফেলুন। আমার ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে। একটু আমোদ-প্রমোদ ভালবাসি বটে ! তবে নিষিদ্ধফলে লোভ নেই ! 'আর্য্য-নীতির' চাক্‌রী কি-রকম ?"

"আহা, আপনি এমন বুদ্ধিমান্ হয়েও বুঝ্‌লেন না, মশাই ? 'আর্য্য-নীতি'—মাসিকপত্র। তা'র সম্পাদক ঐ বিদূষী স্ত্রী, আর আমি তা'র সহকারী। আপনি একবার কাল সন্ধ্যার পর আস্‌বেন,মশাই ! ভণ্ডদের জন্য অর্ণবমশাই খাঁড়া উঁচিয়ে ব'সে আছেন।"

"বটে ! বটে ! নিশ্চয়ই যাব। আজ গেলেই বা ক্ষতি কি ?"

"আজ বেদান্তমশাই বাড়ী থাক্‌বেন না। আজ তাঁর বড়লোকদের

ঘরে-ঘরে বেদান্ত-প্রচারের দিন, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির জন্য চাঁদা-আদায়ের দিন। আমি আপনার কথা তাঁকে আগে ব'লে রাখ্‌ব!"

"বেশ! বেশ! কিন্তু বাড়ী চিন্‌ব কেমন ক'রে?"

"সাইন্‌বোর্ড্ লেখা আছে, বড়-বড় অক্ষরে—'পুণ্যধাম বা শান্তি-কুটীর!' সেখানে বস্‌লে দু'দণ্ড শান্তি পাবেন।"

পরদিন সন্ধ্যার পরে ডাক্তার উপস্থিত হইল।

গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, গৈরিকধারী ত্রিদিবচন্দ্রকে দেখিলে হঠাৎ মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। বেদান্তার্ণব ঘোরতর নিরাকারবাদী, কিন্তু ব্রাহ্ম ন'ন্। হিন্দুদিগের সকল আচারানুষ্ঠানেরই এক-একটা নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তিনি 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এই বাক্যের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং নিজেই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আছেন। এইরূপ অনেক অভিনব ব্যাখ্যা তাঁহার সংগ্রহ আছে।

পুণ্যধামে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার দেখিল, ত্রিদিবের অনেকগুলি পুণ্য কন্যার আকারে বসিয়া আছে। ভাবিল, পুণ্য ত অনেকগুলি দেখ্‌লুম! এখন শান্তির আস্বাদ পেলে ধন্য হই! কিন্তু 'শান্তি-কুটীরে' নবাগত অতিথিকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই এক গোল-যোগ বাধিল। গৃহিণী বলিলেন, তাঁহার লেখা প্রবন্ধসমূহ পাঠ করা হ'ক! কর্ত্তা বলিলেন, না, গান হ'ক! দুইজনে প্রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'হার্‌মোনিয়ম,' 'প্রবন্ধের-খাতা।'

ত্রিদিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাকন্যা পিতামাতার আদেশপালনের জন্য উঠিয়াছিল, দুইজনের দুইপ্রকার আদেশে বিভ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। বেদান্ত বলিলেন, "বস্‌লে কেন, মা, হার্‌মোনিয়মটা নি'-এস!" সঙ্গে-সঙ্গে গৃহিণীও বলিলেন, "যা, মা, খাতাখানা নি'-আয়!" ডাক্তার ভাবিতে

লাগিল, শান্তিময় স্থান বটে! সেইসময় অম্বুজাক্ষ গৃহিণীর কাণে-কাণে ইঙ্গিত করিল যে, ইনি ডাক্তার, এঁর মনস্তুষ্টি কর্‌তে পার্‌লে ভবিষ্যতে বিনা-ভিজিটে চিকিৎসা চল্‌তে পারে। শুনিয়া গৃহিণী স্বয়ং খাতা আনিতে ছুটিয়া গেলেন। অর্ণব তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে বলিলেন, "চলুন, আমার 'সাধন-মন্দিরে!' গোপনে পরামর্শ আছে।"

অম্বুজাক্ষ ও ডাক্তারকে মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া, ত্রিদিব দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা গৃহিণীর বা তাঁহার খাতার আবির্ভাবাশঙ্কায় কি-না, সে-কথা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। সেইখানে সুরেশের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

সেদিন বাটী ফিরিয়া ডাক্তার আর মনের উল্লাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিল; উৎফুল্ল অন্তরে, সুরা-জড়িত স্বরে কনকের নিকট ব্যক্ত করিল, "বার-বার তিনবার—এবার আর হাত ফস্‌কাচ্ছে না, চাঁদ! ঠিক লোক পাক্‌ড়েছি! তোমার গুণধরকে এবার নাকানি-চোপানি খাওয়াব।"

কনক লজ্জায় অধোবদন হইল, কিন্তু কথায়-কথায় ডাক্তারের নিকট হইতে সুরেশকে অপদস্থ করিবার সমস্ত চক্রান্ত জানিয়া লইল।

কি সর্ব্বনাশ! যে সরল হৃদয়, নিরীহ, নিরপরাধ, কারুর অনিষ্ট করে না, সাধ্যমত পরের উপকার করে, মিথ্যা-অপবাদে তা'র চরিত্রে কালিমাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র! তা কখনই হবে না,—আমি তা কখনই হ'তে দেব না! তা-হ'লে মহাপাপে আমার খোকা বাঁচ্‌বে না। ডাক্তার ঘুমাইলে, ধীরে-ধীরে ধরিয়া-ধরিয়া লিখিল—

'ত্রিদিবচন্দ্র বেদান্তার্ণব নামে একব্যক্তি তোমাকে অপদস্থ করিবার জন্য, তোমার গোপনে বেশ্যালয়ে গান শিখিতে যাওয়া, সেখানে মদ-খাওয়া, ইহুদী-বেশ্যার সঙ্গে গাড়ী ক'রে বেড়ান, কীর্ত্তনের ভাণে

স্ত্রীলোকের মন-ভোলাবার চেষ্টা প্রভৃতি প্রকাশ করিবে। সাবধান! পাঠান্তে পত্রখানি পুড়াইয়া ফেলিও।'

কনকের হস্তাক্ষর ছিল—ঠিক ছাপার মত। পত্রখানি দেখিলে হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। পত্রে কাহাকে সম্বোধন করিল না, নিজের নামও স্বাক্ষর করিল না। ছাপার মত অক্ষরে সুরেশের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া ষ্ট্যাম্প্ আঁটিয়া পরদিন প্রত্যুষে ডাকে পাঠাইয়া দিল।

পত্রপাঠান্তে সুরেশ ইতিকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বিনা অপরাধে ত্রিদিবচন্দ্র কেন তাহার শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর, আর কেই-বা এ গুপ্ত সুহৃদ, অযাচিত করুণায় তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে, এই দুইটী কথা সারাদিন ভাবিতে-ভাবিতে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলমাত্র, কিছুই নির্ণীত হইল না।

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের কয়েকজন সভ্য আসিয়া সুরেশকে জানাইল যে, মুরারিমোহন রায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আগামী শনিবার বিরাট সভার আয়োজন করিতে হইবে, ত্রিদিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সহরের সমস্ত গণ্যমান্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

সুরেশ শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল, তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনে শত্রু দৃঢ়পণ, নিরলস, নিদ্রাহীন! সভ্যদিগকে বিদায় দিয়া সে পীতাম্বরবাবুর বাটীতে গেল। তাঁহার কাছে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বলুন? এ-সভায় আমার উপস্থিত থাকা উচিত কি?"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজী, মৃত্যুভয়ে যে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে, সে কাপুরুষ! কাজ করতে গেলে লোকের মুখে নিন্দা-সুখ্যাৎ আছেই। এ দু'টরই কোন দাম নেই।"

সুরেশ বিষণ্ণ মুখে, অভিমানভরে বলিল, "কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিতে যে, এত মন্দ আছে, আমি তা আগে ভাবি নি। আমি জ্ঞানতঃ কারুর অনিষ্ট করি নি, আমার উপর এ পীড়ন কেন?"

পীতাম্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র নিয়ম, আমরা কিছু বুঝি নি। সে-বিষয়ে সমালোচনা কর্‌বার কোন অধিকার আমাদের নেই। তবে একটা কথা বল্‌তে পারি, যে-সাপের ছোবলে মানুষ মরে, তা'রই বিষে অমৃতসঞ্জীবনী ঔষধ প্রস্তুত হয়। নিন্দা, কুৎসা, শোক, দুঃখ, বিপদ—এসব মানুষের ভিতরকার শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। মন্দ আছে ব'লেই সংসার ভালর দিকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হয়।"

"মন্দ থাকে থাক্, কিন্তু আমার তা'র সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌বার দরকার কি?"

পীতাম্বর বুঝিলেন, সরলহৃদয়, উচ্চপ্রাণ যুবক বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছে। আরও বুঝিলেন, এই উচ্চাশয়, অক্লান্তকর্ম্মী সেবকের অগ্নি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত। বলিলেন, "সুরেশ, কুৎসার ভয়ে যদি এমিলি পামারের সংশ্রব ত্যাগ কর্‌তে, তা-হ'লে তা'কে নরকের কবল থেকে বাঁচাতে পার্‌তে কি? যে-পথে সে চলেছিল, তা'র পরিণাম-ছবি কল্পনায় এঁকে দেখ দিকি! কুপ্রবৃত্তি-উত্তেজনার ফলে, হয়, কুলোকের হাতে প্রাণ-নাশ, নয়, যৌবনে জরা, রোগ, পরিতাপ, হৃদিভঙ্গে আত্মহত্যা, বা অতি যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যু! আর এখন তা'র কি অবস্থা জান? আমি সম্প্রতি তা'র পত্র পেয়েছি। সে পিতৃস্নেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা কর্‌ছে! বৃদ্ধের শেষ জীবন শান্তিময়, ভগবানের করুণায় শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন। একজন সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ যুবার সঙ্গে এমিলির বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছে, সে তা'র গৃহিণী হয়ে সুখ-শান্তিতে জীবনাতিবাহিত কর্‌বে।

সচ্চরিত্র সন্তানসন্ততি পালন ক'রে সমাজকে উপহার দেবে। তা'রা সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ-সাধন করবে। এমিলি যে-পথে ছিল, তা'র জন্য উল্লাসে নরক হাস্‌ছিল, আর এখনকার এমিলির জন্য স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। সে তোমায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। তা'র টেবল্‌-হারমোনিয়মটী তোমাদের আশ্রমে দান করেছে, আর সমস্ত আস্‌বাব্‌-পত্তর বেচে যে পনের-শ'-টাকা হয়েছে, তা-ও আশ্রমের হিতার্থে দান করেছে! যদি প্রকৃত কাজ করতে চাও, প্রশংসা-কুৎসার মাথায় পদাঘাত ক'রে চ'লে যাও। সিন্ধু-শৈল তোমার পথ রোধ করতে পারবে না! তোমার পথের বিঘ্ন মহা সহায়রূপে পরিণত হবে! তোমার পদস্পর্শে ধরণী ধন্য হবেন! সংসার-ক্লান্ত, তোমারই মত পথভ্রান্ত, শতশত ভগ্নহৃদয় তোমার পুণ্যনাম স্মরণ ক'রে, তোমার পদচিহ্ন ধ'রে কর্ম্মভূমিতে অগ্রসর হবে। আর যদি কেবল লোক-প্রতিষ্ঠার জন্য সদনুষ্ঠান ক'রে থাক, তুমি সত্যই—ভণ্ড, জুয়াচোর! লোকনিন্দা, অপদস্থ হওয়া ত তোমার পক্ষে অতি লঘু দণ্ড! এখন তোমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নাও।"

উত্তেজনায় সুরেশ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার বিশালোজ্জ্বল নয়নযুগলে হুতাশন জ্বলিতেছিল। পীতাম্বরের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমি এ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব।"

শনিবার সুরেশ যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইল। বিরাট সভা! ত্রিদিবচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি অনেকে উপস্থিত। অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়—'শ্রীকৃষ্ণের সার্ব্বজনীন্ ভাব।' সুরেশ ধীরে-ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। আগ্নেয়গিরি যেমন প্রথম ধুমাইয়া উঠে, পরে তাহার মুখ দিয়া অনলস্রোত ছুটিতে থাকে, সুরেশের মুখ দিয়া তেমনি আগুন ছুটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে

ডাক্তারের সঙ্গে এক বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কার্য্যকারক সমিতির সভ্যগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাদের বেদীর উপর লইয়া গেল।

সুরেশের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, সে বিপুল জনতার শ্রোতাগণ বায়ুতাড়িত নলবনের মত হেলিতেছে, দুলিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে! কাহারও আর কোনদিকে দৃষ্টি নাই – আকাঙ্ক্ষায়, উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া স্তব্ধ ছবির মত সকলে একদৃষ্টে সুরেশের মুখ চাহিয়া আছে। বৃদ্ধ মুসলমান সেইসময় ধীরে-ধীরে সভাপতি—ত্রিদিবচন্দ্রের কাণে-কাণে বলিতেছেন, "কেঁউ, ত্রিদিব! আবি গেরুয়া পিন্‌কে সাধু বন্ গিয়াঁ! যব্ যোয়ান্‌কি উমর্ থা, উস্ দিনকা বাৎ সব ইয়াদ্ হায় কি নেহি? যেৎনা বদ্‌মাসী সব গেরুয়ামে ছিপায়া?, আরে, আঁখ ঠার্‌কে কেয়া দেখ্‌তে হো, জী! হাম্‌কো পছানা নেহি?"

ত্রিদিবের পাংশুবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ত্রস্ত-কম্পিত হইয়া অতি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "বিবি র‍্যাসেল!"

বিবি র‍্যাসেল সেলাম দিয়া বলিলেন, "বন্দা হাজির! লেকেন হুঁসিয়ার!"

ত্রিদিব ডাক্তারের কাণে-কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে "এ-কে আন্‌লেন?"

ডাক্তার উত্তর দিল, "আরে মশাই, ও-মাগী আমায় ধ'রে বস্‌ল, সুরেশের বক্তৃতা শুন্‌ব। আমি বল্‌লুম, সেখানে স্ত্রীলোককে কেমন ক'রে নিয়ে যাব? বেটী নাছোড়্‌বন্দ্, পুরুষমানুষ সেজে এল।"

বেদান্তার্ণব বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে! ব্রহ্ম যা করেন, ভালর জন্যই করেন! আজকের এ-সভায় সুরেশের নামে কোন কথা বল্‌লে হয় ত আমাদের বিপদ হ'ত।"

ডাক্তার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন?"

বেদান্তার্ণব উপেক্ষায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কেন? দেখ্‌ছেন না, এই ভেড়ার দল, ঐ ছোঁড়ার কথায় মর্‌ছে-বাঁচ্‌ছে? যেন স্বয়ং ত্রাণ-কর্ত্তা—যিশু এসে দাঁড়িয়েছেন! আর ছোঁড়া এসেই এক চাল চেলেছে! সভায় জানিয়েছে যে, এমিলি ঐ হারমোনিয়ম্‌টা দিয়েছে, আর দেড় হাজার টাকা নগদ! এখন তা'র কথা কিছু বল্‌লে কি আর রক্ষে আছে! দেখুন্‌, আমি চল্‌লুম। আমাকে আস্তে-আস্তে এর ভিতর থেকে বা'র ক'রে দিতে পারেন?"—বলিয়া বেদান্তার্ণব উঠিলেন। সতর্ক বৃদ্ধ মুসলমান্‌ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিলেন। ত্রিদিব পাণ্ডুমুখে ধপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে, সঙ্গীতের জন্য সভাস্থ সকলে সুরেশকে অনুরোধ করিল। সুরেশ ইতস্ততঃ করিলে বৃদ্ধ মুসলমান্‌ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "কেঁউ বেটা! ডর্‌তা হো!"

সহস্র কণ্ঠের মধ্যেও সে-স্বর সুরেশের কাছে আত্মগোপনে অসমর্থ! সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "মা, তুমি হেথায়!"

সর্ব্বলোক-সমক্ষে মাতৃ-সম্বোধনে বিবি র‍্যাসেলের হৃদয় মাতৃত্ব-গরিমায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপ্‌লোক সব দেখিয়ে! মেরি লেড়্‌কাকো বাৎ শুনিয়ে। বুঢ়্‌ঢাকো বোল্‌তা মায়ী! লেকেন সাধুকা বাৎ—(বৃদ্ধ ত্রিদিবের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) এয়্‌সি সাধু নেহি—খাঁটি সাধুকা বাৎ, কভি ঝুট্‌ নেহি হোতা!"—বলিয়া র‍্যাসেল কৃত্রিম গুম্ফশ্মশ্রু খুলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। সেই অবসরে ত্রিদিবকে লইয়া ডাক্তার পলাইল।

সভাস্থলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বিবি র‍্যাসেলের স্বরসংযোগে সে-দিনকার আনন্দস্রোত উথলিয়া চলিল। আজ যেন কোথা হইতে সহসা

এক পাগ্‌লা হাওয়া আসিয়া সকল্‌কে পাগল করিয়া তুলিয়াছে ! কীর্ত্তনে কিশোরবয়স্ক বালকের হাত ধরিয়া অসিতকেশ বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি দিতে-দিতে পাগল হইয়া নাচিতেছে !

একপ্রহর রাত্রের পর কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল। পীতাম্বরের আদেশানুসারে সুরেশ তাঁহাকে সভার ফলাফলের সংবাদ দিতে গেল। গৃহিণী বলিলেন, "তিনি এখন ধ্যান কর্‌ছেন !"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি যে বলেন, তাঁর সব ভার গুরুদেব নিয়েছেন ! তবে আবার পূজা-ধ্যান কেন ?"

গৃহিণী বলিলেন, "সত্য ! গুরুদেব ভার নিলে আর সাধনার দরকার হয় না। তবে ইনি ধ্যান-পূজ করেন, ভাল লাগে ব'লে !"

"কতক্ষণ করেন ?"

"তা'র ঠিক নেই। কোনদিন অল্প সময়, কোনদিন কোথা দিয়ে রাত কেটে যায়, তা'র হুঁস থাকে না ! —যে-দিন যেমন ভাল লাগে ! আজ সন্ধ্যে-থেকে বসেছেন, এখনও ত চল্‌ছে, দেখ্‌ছি !"

ইতিমধ্যে চামেলী আহারের উদ্যোগ করিয়া পীতাম্বরকে ডাকিল। পীতাম্বর উঠিয়া আসিয়া সুরেশকে দেখিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বক্তৃতা কেমন হ'ল ?"

সুরেশ শিশুসুলভ সরলতা-সহকারে সহসা বলিয়া ফেলিল, "খুব চমৎকার হয়েছে !"

পীতাম্বর উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "গিন্নি ! শোন, শোন, তোমার ছেলে কেমন নিজের গুণগান কর্‌ছে !"

সুরেশ মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি তা বল্‌ছি নি। আজ গান বেশ ভাল হয়েছিল।"

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "একজন বুড়ো মুসলমান্ গাইলে বুঝি ?"

এবার সত্য-সত্যই সুরেশের চক্ষু কপালে উঠিল। বলিল, "আপনি কেমন ক'রে জান্লেন ?"

"ধ্যানযোগে হে, ধ্যানযোগে !"

সুরেশ সবিস্ময়ে গৃহিণীর মুখ চাহিল। গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "শোন কেন, বাবা, তোমায় ক্ষেপাচ্ছেন !"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ওস্তাদজীর সঙ্গে আমার বহু-কালের পরিচয়। ও ত্রিদিবের অনেক কেলেঙ্কারী জানে। তা-ই তা'কে শাসনে রাখ্বার জন্য র‍্যাসেলের সঙ্গে কাল সব পরামর্শ ঠিক করেছিলুম।"

সুরেশ প্রফুল্ল চিত্তে বাটী ফিরিল। কিন্তু ডাক্তারের আজ ভারি মনস্তাপ! অম্বুজের সঙ্গে বাটী ফিরিল। আবার নূতন করিয়া পরামর্শ আঁটিবার জন্য মন্ত্রণা-সভা বসিল। আপনি দু'এক পাত্র মদ খাইয়া অম্বুজকে জিজ্ঞাসা করিল, "চলে ?"

অম্বুজ বলিল, "আমার কোন কুসংস্কার নেই।"

"ভ্যালা মোর ভাই রে ! এই ত চাই !" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একটী পাত্র পূর্ণ করিয়া ডাক্তার অম্বুজের হাতে দিল। ডাক্তারের মন আজ প্রফুল্ল হইয়াও হইতেছে না। আজ ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হার হইয়াছে। কিন্তু সুরেশের বিজয়-সংবাদে কনক আজ ভারি প্রফুল্ল। ডাক্তার শয়ন করিতে যাইলে, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ গম্বুজটাকে কোথা থেকে আমদানি কর্লে ?"

অম্বুজের গম্বুজে পরিণতিতে ডাক্তারের স্ফূর্ত্তির সীমা রহিল না। ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়াও হাসিতে লাগিল।

৩৪

পূর্ব্ব-বিবৃত ঘটনার কিছুদিন পরে পীতাম্বরবাবুর বাটীতে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হইল। পীতাম্বর বাটীতে নাই, বিশেষ কার্য্যের জন্য আপিসে গিয়াছেন। সহসা সদর-দরজায় ঘা পড়িতে লাগিল—"টেলিগ্রাম্ হায়, টেলিগ্রাম্ হায়।"

তখন পাচক, চাকর ইত্যাদি সকলেই আহারে বসিয়াছে। গৃহিণী শুইয়াছিলেন, উঠিয়া চামেলীকে বলিলেন, "আমি ছাদের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়াচ্ছি, তুই দরজা খুলে টেলিগ্রাম্‌খানা নি'-আয়।" চামেলী টেলিগ্রাম্ আনিয়া বলিল, "রসিদে সই ক'রে দিতে হবে।"

মা বলিলেন, "তুই বাঙ্‌লায় ওঁর নাম লিখে দে।"

চামেলী সই করিতে গেল। ইতিমধ্যে গৃহিণী টেলিগ্রাম খুলিলেন। তাঁহার একটু-আধটু ইংরাজী জানা ছিল। দেখিলেন, বড় নির্ম্মম অক্ষরে লেখা, Nabin died last night of Asiatic Cholera (নবীন গতরাত্রে কলেরায় মারা গিয়াছে)।

নবীন পীতাম্বরের কনিষ্ঠ জামাতা। 'কি হ'ল মা,' এই একটীমাত্র তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী চীৎকার, তারপর সব অন্ধকার! গৃহিণী অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। চাকর, ঝি, ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া আসিল। চামেলীর সই-করা হইল না, ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মাতা সংজ্ঞাশূন্যা, রক্তধারে ছাদ প্লাবিত হইতেছে। সে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পরিচারিকাগণ-কর্ত্তৃক গৃহিণী কক্ষমধ্যে আনীত হইলেন। তারপর পীতাম্বরকে সংবাদ দেওয়া, অন্যান্য কন্যাদিগকে আনান, ডাক্তার-ডাকা প্রভৃতির ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। কনককে

লইয়া বিজয়ডাক্তার অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইল এবং সময়োপযোগী সমস্ত বিধান করিতে লাগিল।

সেদিন ঠিক সেইসময় পীতাম্বর তাঁহার এটর্ণীর প্রাইভেট্ চেম্বারে (Private chamber) বসিয়া উইল সই করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিলেন। কক্ষে গিয়া দেখিলেন, যন্ত্রের দ্বারা গৃহিণীকে প্রসব করান হইয়াছে। সদ্য-প্রসূত, সবল, সুস্থকায় শিশু ক্ষুদ্র-করে জননীর স্তনান্বেষণ করিতেছে। পীতাম্বরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় আশায়-নিরাশায় দীর্ঘ বিংশতি-বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত অতিথি আজ তাঁহার সম্মুখে! তাঁহার জীবন ধন্য, বংশ পবিত্র, কুল উজ্জ্বল করিতে কোন্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে! জন্মের পূর্বে যাহার জীবন দেবকার্য্যে উৎসর্গীকৃত, কে সে ভাগ্যধর তাঁহার বংশধর-রূপে আগত। শিশুরূপী কে তুমি মহাত্মা! পীতাম্বরের অজ্ঞাতসারে তাঁহার যুক্তকর ললাট স্পর্শ করিল। অশ্রুধারায় পীতাম্বর শিশুর অভিষেক করিলেন। একে-একে কত কথাই আজ তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। বিপুল বিপদসাগর লঙ্ঘন করিয়া চিদানন্দ এবং সদানন্দের সঙ্গে যোগশৈলায় প্রথম গমন; সেখানে মহাপুরুষের মহাসমাধি; শ্রীগুরু-দেবের চরণে পীতাম্বরের একান্ত আত্মসমর্পণ; প্রজাকাম হইয়া দার-পরিগ্রহ এবং পুত্রকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ঈশ্বর-কার্য্যে অর্পণ করিবার আদেশ! নিরভিমান-গর্ব্বে পীতাম্বরের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। এই দেবশিশুর পালনভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই শিশুতে যাহার অর্দ্ধেক অধিকার—পীতাম্বরের চক্ষু রুগ্নশয্যাশায়িতা, নিস্পন্দ মূর্ত্তির উপর পতিত হইল—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এ-কি! এ-যে মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি!

ইতিপূর্ব্বেই পীতাম্বর হোমিওপ্যাথি-ডাক্তারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া পৌছিলেন। রোগীর পরীক্ষা শেষ হইলে পীতাম্বর তাঁহাকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "জ্ঞান হওয়ার কোন আশা আছে কি!"

"বল্‌ছি"—বলিয়া হোমিওপ্যাথ্‌ বিজয়ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ কেন এরকম হ'ল?"

বিজয় কেমন থতমত খাইয়া গেল। তা-ই ত! এতক্ষণ চেরাচিরি, ফাঁড়াফাঁড়ি, ফোঁড়াফুঁড়ি করিয়া রোগীর দেহমধ্যে তেজস্কর ঔষধসমূহ প্রয়োগ হইতেছে, কিন্তু পীড়ার নিদান অনির্দ্দিষ্ট। এতক্ষণে সেই টেলিগ্রামের খোঁজ পড়িল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পীতাম্বর রেলিংয়ের পাশ হইতে একখণ্ড পদদলিত কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন। তাহার এক-একটী কথায় পীতাম্বরের বুকের উপর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল। পীতাম্বর রেলিং ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অমানুষী বলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কনক, নবীন কলেরায় মারা গিয়েছে। মা, বুক বাঁধ, চোখ মুছে মায়ের কাছে যাও, এ কাঁদ্‌বার সময় নয়।"

হোমিওপ্যাথ্‌ টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন, "আমি ওষুধ দিচ্ছি, সম্ভবতঃ রোগীর জ্ঞান ফিরে আস্‌বে। তখন এ-দুর্ঘটনার কথা তাঁর স্বপ্নের মত মনে হবে। সাবধান, আপনাদের কোনরূপ ব্যবহারে তিনি স্পষ্ট ক'রে কিছু না-বুঝ্‌তে পারেন। তা-হ'লে আর এঁ-কে বাঁচান যাবে না।"

সেইসময় সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। পীতাম্বর নিভৃতে তাহাকে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, "বাবা, এ ঘোর বিপদসাগরে তুমি

আমার প্রধান ভরসা! অধীর হ'লে হবে না। বুকের কান্না হাসিমুখে ঢেকে, চল, তোমার মায়ের কাছে যাই।"

রুগ্নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সুরেশ দেখিল, রোগিণীর শরীর ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। চেতনার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া পীতাম্বর নবজাত শিশুকে আনিয়া রোগিণীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি ক্ষীণস্বরে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "কি হ'ল মা, কি হ'ল মা!" সেইসময় পীতাম্বরের ইঙ্গিতে সুরেশ শিশুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "মা, দেখুন, কেমন খোকা হয়েছে!"

গৃহিণী চক্ষু মেলিলেন। খোকাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। হাত কাঁপিতে লাগিল।

হোমিওপ্যাথ্ বলিলেন, "প্রসবের শ্রমে আপনি অজ্ঞান হয়েছিলেন। ভারি দুর্ব্বল হয়েছেন। ব্যস্ত হবেন না। আপনার স্তনদুগ্ধে এখন খোকার পেট ভরবে না। তা-ই দু'জন দাই আনতে পাঠিয়েছি।"

পীতাম্বর বলিলেন, "গিন্নি, কেমন মোটাসোটা, চাঁদপানা খোকা হয়েছে, দেখ!"

গৃহিণী হাসিবার চেষ্টা করিলেন। সে হাসি দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সেই শীর্ণ দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যেন একটা মর্ম্মভেদী নিশ্বাস নির্গত হইল। রোগিণী ইতস্ততঃ চাহিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পীতাম্বর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কেমন গিন্নি, আমি যা বলেছিলুম, ঠিক হ'ল ত? তুমি কিছু ভেব না, তুমি কিছু ভয় পেয়ো না। জান ত, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ছেলে হয়েছে!"

গৃহিণী আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চারিদিক চাহিতে লাগিলেন। পীতাম্বর ডাকিলেন, "চামেলি, খোকাকে নিয়ে যা।"

চামেলীর নাম শুনিয়া রোগিণী চকিত হইয়া উঠিলেন। চামেলী

হাসিমুখে আসিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "মা, এখন কেমন আছ? খোকা আমার কাছে থাক্?"

কন্যাকে দেখিয়া মাতা আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আবার ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চারিদিক চাহিলেন, সকলেরই সহাস্যবদন। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, যেন মনে-মনে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতেছেন,—এ-কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম? অল্পক্ষণেই তাঁহার মুখ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

তিন রাত্রি তিন দিন সুরেশ-প্রভৃতির অবিশ্রান্ত পরিচর্য্যায় গৃহিণী কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার এখনও নির্ভয় হইতে পারিতেছেন না।

তৃতীয় রাত্রির প্রত্যূষে স্বপ্নোত্থিতার মত জাগরিতা হইয়া গৃহিণী বিড়্‌বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। চামেলী ঐ-সময়ে মাতার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। মাতাকে কথা কহিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছ, মা?"

গৃহিণী তাহার পিতাকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন।

পীতাম্বর পাশের ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। চামেলী পিতাকে জাগাইয়া বলিল, "মা ডাক্‌ছে।"

পীতাম্বর উঠিয়া চামেলীর সঙ্গে গৃহিণীর নিকট গেলেন। চামেলীকে তাহার মাতা বলিলেন, "তুই অনেকক্ষণ জেগে আছিস, একটু ঘুমিয়ে নে।" চামেলী ছাদের উপর চলিয়া গেল ও আঁচল বিছাইয়া ছাদে শীতল মেজেতে শুইয়া পড়িল। তখন অন্ধকার যায় নাই। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেবের আগমন-প্রতীক্ষায় শরতের শুভ্র মেঘনিচয় মুক্তা-মালায় মণ্ডিত হইতেছে। চামেলী সে শারদীয় উষার সৌন্দর্য্য বুঝিল না। তাহার নিজহৃদয়ের নবারুণচ্ছটাও যে বিকাশের পূর্ব্বেই চিরদিনের

জন্য নিবিয়া গেল, তাহাও সে জানে না! চামেলী চক্ষু বুজিয়া সেই ক্ষণকালের পরিচিত বরের কথা ভাবিতে লাগিল। বিবাহ সবেমাত্র তিন-চার মাস হইয়াছে, ইহারই মধ্যে তাহার সে বালিকাভাব গিয়াছে। সে পূর্ব্বের মত পিত্রালয়েই বাস করিতেছে। সেইরূপ ঘোরাফেরা, হাসি-আমোদ, কিন্তু সে বালিকাসুলভ ভাব আর নাই।

একজনকে মাঝে-মাঝে মনে পড়ে, তাহাকে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। বিশেষ পরিচয় এখনও তাহার সহিত হয় নাই। কেবল চোখের দেখা আর দুই-চারিটা কথা, কিন্তু সেই দুই-চারিটি কথাই চামেলীর মনে-মনে কেবল তোলাপাড়া হইতেছে। তাহাতে কত সুখ! এবার দেখা হ'লে কত কথা হবে। সে কি বলবে, চামেলী কি তাহার উত্তর দিবে! কেমন ক'রে লজ্জার মাথা খেয়ে তা'র সঙ্গে কথা কবে! যদি না-কয় তা-হ'লেই বা সে কি মনে করবে। চামেলী এমনি কত কথাই ভাবিতেছে, আর তাহার ওষ্ঠাধর যুবতীসুলভ, সলজ্জ হাসির রেখায় আন্দোলিত হইতে শিক্ষা করিতেছে।

হায় বিধাতা! বালিকার সঙ্গে তোমার এ-কি কঠোর পরিহাস! ইহার ত সবই শেষ হইয়াছে—তবে আশা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা জাগাইয়া রাখিয়াছ কেন? ফুল ঝরিয়া যায়, কাঁটা থাকে; প্রতিমা বিসর্জ্জিত হয়, শূন্য মণ্ডপ পড়িয়া রয়; ভোগ যায়, যৌবন ফুরায় না; সুখ যায়, জীবন শেষ হয় না! হায়, দুই-দিনের সুখস্মৃতি এখন বালিকার চিরজীবনের সম্বল। নৈশ শিশিরসিক্ত শীতল ছাদের উপর পড়িয়া চামেলী অনন্যমনে, অলীক চিন্তায় কাল্পনিক আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। বুঝি, বালিকা-হৃদয়ের সেই নির্ম্মল আনন্দাভাস লইয়া উষা স্ফুটতর হইয়া উঠিল। পাখীরা প্রভাতী গাহিল। নবোদিত অরুণের তরুণ কর তরুশিরে সুবর্ণ মণ্ডিত করিয়া, চামেসোণার নীর

গায় সোণা ঢালিতে লাগিল। ক্রমে নব জাগরণের অস্ফুট গণ্ডগোল, প্রভাত-পবনে খোল-করতালের অস্পষ্ট আওয়াজের সঙ্গে প্রভাত-কীর্ত্তন-রোল ভাসিয়া আসিল, 'রাই জাগো, রাই জাগো, কুঞ্জে সারী-শুক বোলে।" কিন্তু চামেলী এখন জাগিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে জাগাইবে কে? তথাপি চামেলী চকিত হইয়া উঠিল। এ-সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কা'র? বাবা ত মা'র কাছে। নিশ্চয় সুরেশবাবু। উঠে, ব'সে, দাঁড়িয়ে, পালাতে-পালাতে—এসে পড়্‌বেন, তার-চেয়ে ঘুমিয়ে আছি দেখ্‌লে আপনি চলে যাবেন। চামেলী নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল।

এ ক'দিন সুরেশ পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতেই আছে। মুখ-হাত ধুইয়া ছাদের উপর বায়ু-সেবনের জন্য আসিতেছে। শেষের ধাপ হইতেই ছাদে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, অলুলায়িত-কুন্তলা, বস্ত্রাঞ্চল-শয্যাশায়িনী চামেলী অলস নিদ্রায়, শিশিরসিক্ত, শুভ্র চামেলীফুলের মত পড়িয়া আছে। উত্থিত-পদ ছাদে না-ফেলিয়া পশ্চাদ্দিকে পিছাইয়া আসিল, কিন্তু পা হটিলে কি হইবে, চক্ষু ত ফিরিল না! কি সুন্দর! ধীর পবনে মাথার কেশ স্রস্ত, অঞ্চল ঈষৎ চঞ্চল। সুরেশ তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল,— এই-কি বালিকা চামেলী, না, বিমান-বিহারিণী কোন দেববালা শ্রান্ত হইয়া হেথায় ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছে! সুরেশ অতি সন্তর্পণে দেখিতে লাগিল, পাছে তাহার দৃষ্টিতে আহত হইয়া এই ভূপতিতা সুরসুন্দরী পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়! ওঃ, এই তিন-চার মাসের মধ্যে ইহার কি মনোহর পরিবর্ত্তন! এ স্বর্গীয় সুষমা নিশ্চয়ই মানব-সংস্পর্শে মলিন হইবে, তা-ই বিধাতা ইহার বৈধব্যদশা বিধান করিয়াছেন। এ-সৌন্দর্য্য ভোগের নয়, পূজার।

সুরেশের মনে পড়িল, চামেলীর সঙ্গে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়া-

ছিল। ধীরে-ধীরে তাহার অজ্ঞাতসারে একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ভাবিল, তাহা যদি ঘটিত, তাহা হইলে আজি এই বালিকাকে বৈধব্য-পীড়িত হইতে হইত না। কিন্তু সে কি চামেলীকে সুখী করিতে পারিত? প্রাণপণে চেষ্টা ত করিত। কিন্তু সুরেশের কি হইত? ব্রহ্মচর্য্য, সংযমের উচ্চ-আদর্শ সব কোথায় থাকিত? না, এই নির্ম্মলহৃদয় দেববালাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইলে কখনই তাহার অধোগতি হইত না, বরং উভয়েরই উত্তরোত্তর উন্নতি হইত। কিন্তু সে-সৌভাগ্য ত আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি। ছিঃ-ছিঃ, পরস্ত্রী!—আমি এ-সব কি ভাবছি! পরস্ত্রী! যে একবার মাত্র দেখা দিয়ে এই বালিকাজীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখসাধ কেড়ে-নিয়ে চলে গেল, সে ত ডাকাত!—কেবল ডাকাতি কর্‌তে এসেছিল; এর সঙ্গে তা'র সম্পর্ক কি! কিন্তু শাস্ত্র বলছে, সম্বন্ধ আছে। সমাজ বলছে, সেই এর সর্ব্বস্ব। সে সুধু দেখা-দিয়ে গেল, দেখ্‌লে না। এমন বিমল সৌন্দর্য্য—বিধাতার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য—দেখ্‌লে না! বোধ করি, দেখ্‌লে সে এ-কে ফেলে এক-পা কোথাও চ'লে-যেতে পার্‌ত না। আমারই মত নিশ্চল হয়ে দেখ্‌তে হ'ত। যে-পৃথিবীতে এমন পবিত্র সৌন্দর্য্য আছে, সেথা বাস ক'রেও সুখ। সে যদি এ-কে দেখ্‌ত, তা-হ'লে কি এমন ক'রে ধূলয় লুটুতে দিত? সৃষ্টিকর্ত্তার দেখা-পেলে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তুম, এ সোণার প্রতিমা এমন ক'রে সাজালেন কেন, আর কেনই-বা এর মাথায় এত্তবড় দুঃখের বোঝা তুলে দিলেন? এর দুঃখের কি আর শেষ হবে না? বিবাহ না-হ'লে কি কাউকে সুখী করা যায় না? আমি যদি প্রাণপণ করি, এর একবিন্দু অশ্রু, একটী দীর্ঘশ্বাসও কি হরণ কর্‌তে পার্‌ব না?

চামেলী ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য, সুরেশবাবু কি পাথর

হয়ে গেল নাকি? ছিঃ-ছিঃ, কি লজ্জা! এলোচুলে, মাটিতে শুয়ে—এমন জান্‌লে কোন্ শালা এখানে শু'ত! একখানা মোটা চাদরও সঙ্গে আনি নি যে, মুড়ি-দিয়ে প'ড়ে থাকৃতুম!

অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্থরেশ নামিয়া গেল। চামেলী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এদিকে কক্ষে প্রবেশ করিয়া পীতাম্বর দেখিলেন, রোগিণী স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষু অস্বাভাবিকরূপ উজ্জল। পীতাম্বর পার্শ্বে বসিয়া, কপালে হাত দিতে রোগিণী যেন চট্‌কা ভাঙ্গিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল। পীতাম্বর নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—জ্বর আসিতেছে, নিশ্বাস দ্রুত বহিতেছে। পীতাম্বরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, জ্বর আসিলে ভয়ানক বিপদ। সেই বিপদ উপস্থিত। পীতাম্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া দম্‌কা বাতাসের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। গৃহিণী চকিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। কম্পিত করে স্বামীর হাতখানি ধরিলেন। পীতাম্বর শিহরিয়া উঠিলেন। কি অপ্রিয় শৈত্য!—এ শীতলতা ত এ-লোকের নয়।

স্বামীর হাত ধরিয়া গৃহিণী অতি ধীর, অতি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ, অধীর হয়ো না! আমার মত এমন সৌভাগ্য কা'র? তুমি আমায় পায়ের ধূল দাও।"

পীতাম্বরের তপ্ত অশ্রু গৃহিণীর হাতের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় টপ্-টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

গৃহিণী আবার বলিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন? আমার যা হচ্ছে, যদি তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌তুম, তুমি আনন্দে অধীর হ'তে। গুরুদেব আমায় দর্শন দিয়েছেন; আর আমার কোন ভয়-ভাবনা নেই।

কেবল তোমার মুখ ভুলতে পারি নি। তুমি অনুমতি না-দিলে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও সাধ্য নেই, আমায় নিয়ে যান। তুমি আজ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে হাসিমুখে আমাকে বিদায় দাও।"

বিদায়! অশ্রুপ্লুত নয়নে পীতাম্বর গৃহিণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন। এই ত সেদিন রাঙা চেলী প'রে, ফুলের হারে সজ্জিত হয়ে, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী বালিকা আসিয়া কজ্জলরাগ-রঞ্জিত নয়নে, নীরবে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল! এই ত সেদিন! এরই মধ্যে বিদায়! রোগিণীর রক্তহীন, মৃত্যুচ্ছায়া-ম্লান, শীর্ণ বদন দেখিতে দেখিতে পীতাম্বরের কেবলই সেই সলজ্জ, স্মিত, কচি, রাঙা মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। এই ত সেদিন! এখনও যে মনের সবকথা বলা হয় নাই! বোধ করি, সকল কথা শুনাও হয় নাই! কর্ম্মময় জীবন কর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কথা কহিবার, শুনিবার, সাবকাশও হয় নাই। আজ সহসা এ বিদায় চাহিতেছে। একি নিষ্ঠুর পরিহাস! সহধর্ম্মিণীরূপে দেবী আসিয়া ক্রীতদাসীর ন্যায় আজীবন তাঁহার সেবা করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার প্রীতি, তৃপ্তির জন্য কি করিয়াছেন?

পীতাম্বর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গিন্নি, তুমি যত সহজে বিদায় চাইছ, আমি যে তত সহজে দিতে পারছি নি। বাপ, মা, ভাই, বোন,—কারু স্নেহ কখনও পাই নি। আমার শূন্য জীবন, শূন্য ঘর, তুমি পূর্ণ ক'রে ছিলে। তুমি সংসার আর আমার সেবা নিয়ে থাকতে; আমি কেবল কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতুম। দু'দণ্ড তোমার কাছে বসি নি, ভাল ক'রে দু'টো কথা কই নি, একদিন তোমার প্রিয় কাজ একটাও করি নি; কখন জিজ্ঞাসা করি নি—তুমি কি চাও, তোমার কি সাধ!"

গৃহিণী পীতাম্বরের মুখ চাপিয়া ধরিবার জন্য হস্ত তুলিলেন, কিন্তু

দুর্ব্বল হস্ত পীতাম্বরের মুখ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। বলিলেন, "অমন কথা ব'ল না। তুমি আমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখ নি। গরিবের মেয়েকে রাজরাণী করেছ। সহধর্ম্মিণীকে যা দিতে হয়—গুরুদেবের চরণাশ্রয়—তোমা-হ'তে পেয়েছি। তোমার মত মহাপুরুষের যে, একদিন সেবা কর্‌বার অধিকার পেয়েছি, সাধ মিটিয়ে না-কর্‌তে পারি, তা'তেই আমি ধন্য। কথার কথা বল্‌ছ? তোমার সঙ্গে ত কথা শেষ হ'বার নয়। আমি তোমার জন্য সব গুছিয়ে রাখি গে, এসব জঞ্জাল ফেলে-দিয়ে, তুমি এস—দু'জনে নিশ্চিন্ত মনে, সাধ-মিটিয়ে কথা কইব।"

"গিন্নি খোকার কি হবে?"

"আর কেন আমাকে এ-সবের ভিতর টান। খোকাকে যিনি দিয়েছেন, খোকার ভার তাঁর। আর আমায় মায়ায় জড়িও না। গুরুদেব আমার সব বন্ধন খুলে দিয়েছেন। তুমি আর আমায় বেঁধ না। আমার সব ঘোর কেটেছে। কে বলে, মহানিদ্রা! নিদ্রা নয় —জাগা! রাত পুইয়ে আস্‌ছে। ঐ দেখ, সূর্য্য উঠ্‌ছে! ওঃ, কি স্নিগ্ধ আলো! কত সূর্য্য! তুমি আমায় ধর! আনন্দের বেগ আমার সহ্য হচ্ছে না।"

পীতাম্বর গৃহিণীকে ধরিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, শ্বাসরুদ্ধ, শিবনেত্র! পীতাম্বর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, "গিন্নি, গিন্নি! অমন কর্‌ছ কেন? গুরুদেব, গুরুদেব! রক্ষা কর।"

গৃহিণী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব, গুরুদেব! —এই যে আমার সাম্‌নে! তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

সেইসময় সুরেশ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই পীতাম্বরের রুদ্ধ হৃদয়-বেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি আকুল ক্রন্দনে

বলিয়া উঠিলেন, "বাবা সুরেশ, তোমার মা আজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে! সুরেশ স্তম্ভিত হইয়া প্রথম রোগিণীকে দেখিল, তারপর "মা, মা," বলিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। গৃহিণী মৃদু ভৎ'সনা স্বরে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, আমার কাছে এস!" সুরেশ কাছে গেলে গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, আমি সত্যি তোমার মা। এজন্মে তোমায় পেটে ধরি নি, কিন্তু জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে।" তারপর স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে দিয়ে গেলুম।"

সুরেশ পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারের কাছে লোক গেছে?"

সে-কথার উত্তরে গৃহিণী বলিলেন, "আর ডাক্তার কেন, বাবা? আমার ডাক্তার ঐ সামনে দাঁড়িয়ে!"

সুরেশ বুঝিতে না-পারিয়া পীতাম্বরের মুখের পানে চাহিল। পীতাম্বর বলিলেন, "ভাগ্যবতী, সাধ্বীকে শ্রীগুরুদেব স্বয়ং নিতে এসেছেন! গিন্নি, আমার কবে তোমার মত সৌভাগ্য হবে!"—বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

সুরেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, মেয়েদের দেখ্‌বেন না?"

মা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ডাক।"

সুরেশ চম্পা এবং কনককে দ্রুত আসিবার জন্য লোক পাঠাইয়া নিম্নতল হইতে ডাকিল, "চামেলি, চামেলি!"

চামেলী ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিল। বালিকা মৃত্যু কখন দেখে নাই। পীতাম্বরকে কাঁদিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বাবা, কি হয়েছে? মা—মা!"

মা চক্ষু মেলিয়া একবার কন্যার দিকে চাহিলেন। নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। মায়ের প্রাণ ঈষৎ আলোড়িত করিয়া

একটী মৃদুশ্বাস বহিল। বলিলেন, "ভয় নেই, মা! গুরুদেব বল্‌ছেন, তিনি তোমায় দেখ্‌বেন। আমার গোপালকে তুই দেখিস্।" গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শীলাকে গৃহিণী গোপাল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তারপর পীতাম্বরকে বলিলেন, "আর কেন? ছুটী দাও। একবার এসে আমার শিয়রে ব'স। আমার শেষ-কামনা পূর্ণ কর।"

অতি সন্তর্পণে পীতাম্বর গৃহিণীর মস্তক নিজ অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন। গৃহিণীর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পীতাম্বরকে দেখিবার জন্য যেন নয়ন উর্দ্ধগামী হইল। মৃদু, স্পষ্ট স্বরে, 'গুরু-নারায়ণ' বলিতে-বলিতে মুক্তাত্মা মুক্তধামে চলিয়া গেল। সহসা কুসুমগন্ধে কক্ষ আমোদিত হইল! সুরেশ চকিতে শুনিল, কোথায় যেন সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে!

মাতার ভাব দেখিয়া চামেলী ভীতা হইয়া আবার ডাকিল, "মা, মা!—মা-যে এই কথা কইলে! মা-মা—বাবা-বাবা—আমার বড় ভয় কচ্ছে!"

পীতাম্বর তখন ধ্যানস্থ। উত্তর না-পাইয়া বালিকা আবার ডাকিল—"মা, মা!" বালিকা সুরেশের সঙ্গে সাহস করিয়া কখন মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই। এখন বিহ্বলা হইয়া বলিল, "সুরেশবাবু, মা কেন সাড়া দিচ্ছে না? আমি ছাতে শুয়েছিলুম ব'লে মা কি রাগ করেছে?"

সুরেশ কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "চামেলি! মা আর সাড়া দেবে না।"

বালিকা সুরেশের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "সাড়া দেবে না! কেন সুরেশবাবু? মা, মা, কথা কও, মা, আমার বড় ভয় কচ্ছে।"

হা-রে অভাগিনি! অকাল-শুষ্ক কলিকা! বালবিধবার জুড়াইবার

একমাত্র স্থল—মাতৃকোল। এখন তোমার শান্তিস্থল রহিল কেবল —চিতানল!

কিছুক্ষণ পরে কনক ও চম্পা আসিল। পরক্ষণেই গৃহে রোদনরোল উঠিল। দেখিতে-দেখিতে পীতাম্বরের বিশাল ভবন আত্মীয়, স্বজন, পরিচিত, অপরিচিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পীতাম্বর সোণার প্রতিমা সুসজ্জিত করিয়া সুরধুনীতীরে বিসর্জ্জন দিতে লইয়া গেলেন।

৩৮

গৃহিনীর সৎকার হইয়া গেল। এখন শ্রাদ্ধ-শান্তি করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নবীনের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। বালিকা চামেলী কি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে? চামেলীর যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এখন সে তাহা জানে না। পীতাম্বর ভাবিতে লাগিলেন, বালিকা কন্যাকে এই নিদারুণ সংবাদ দিতে হইবে। তাহার মুখের হাসি, চোখের আলো, জীবনের সুখ, সিঁথার সিঁদুর, অঙ্গের আভরণ—সকলি কাড়িয়া লইতে হইবে। গৃহিনী নাই, এখন এ-কাজ ত তাঁরই। দেখিতে-দেখিতে পীতাম্বরের মুখ, বুক কাঠিন্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্মশান হ'তে ফিরিয়া আসিয়া পীতাম্বর ডাকিলেন, "চামেলি!" চামেলী ছুটিয়া আসিল। সুরেশ পীতাম্বরের সঙ্গে ছিল। দেখিল, চামেলীর সীমন্তে সিন্দুররেখা যেন তাহাকে উপহাস করিয়া হাসিতেছে! চামেলীকে দেখিয়া পীতাম্বর কি ভাবিতে লাগিলেন। চামেলী পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কি বাবা?" পীতাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিছু না, মা! তুমি কোথায় ছিলে?"

"খোকাকে নিয়ে ছিলুম, বাবা!" "তা-ই থাক গে মা!" চামেলী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পীতাম্বর কখন নিরর্থক কাজ করিতেন না, বৃথা কথা কহিতেন না। চামেলীকে বৃথা-আহ্বান করিতে দেখিয়া সুরেশ কিছু বিস্মিত হইল। ইচ্ছা—প্রশ্ন করে। কিন্তু পীতাম্বরের চিরপ্রফুল্ল মুখ যখন গম্ভীরভাব ধারণ করিত, তখন কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস করিত না। সুরেশ নীরবে তাঁহার নিকট বসিয়া রহিল।

পীতাম্বর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া আবার ডাকিলেন, "চামেলি!"

"কি বাবা!" বলিয়া চামেলী আবার পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পীতাম্বর তেমনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। সুরেশ বুঝিল, পীতাম্বরের অন্তরে কি-একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। চামেলী জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডাক্‌ছিলে, বাবা?"

"না, মা! তুমি কোথায় ছিলে?"—"খোকার কাছে, বাবা!" "বেশ, মা! তাই থাক গে!" চামেলী চলিয়া যাইতেছিল। পীতাম্বর ফিরিয়া ডাকিলেন, "হাঁ, শোন, মা।" চামেলী পুনরায় কাছে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। পীতাম্বরও চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে চামেলী বলিল, "কেন, বাবা?" পীতাম্বর বলিলেন, "তা-ই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম। কোথায় যাচ্ছ?" "খোকার কাছে, বাবা!" বলিয়া চামেলী বিস্মিত হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর সুরেশের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বড় কঠিন কাজ, বাবা-সুরেশ, বড় কঠিন কাজ! এই দুধের মেয়ে, সংসারের কিছু জানে না। সবে বে হয়েছে। মনে-মনে কত সুখের ছবি আঁক্‌ছে! এ-কে কেমন ক'রে বলি, হাতের নোয়া খোল, সিঁথের সিঁদুরের সঙ্গে সে-সব ছবি মুছে ফেল। এ ক্ষুদ্র তৃণের ওপর কেমন ক'রে বজ্রাঘাত করি! তা'র-চেয়ে গিন্নীর সঙ্গে যদি ওকে পুড়িয়ে আস্‌তে পার্‌তুম! রোজ-রোজ

পোড়ার চেয়ে সে হ'ত ভাল! বল্‌ব ব'লে তিনবার ডাকলুম, পারলুম না! আজ আমি শক্তিহীন কিনা!"

সুরেশ ভাবিতে লাগিল, হায়! ইনি পিতা হয়ে কন্যাকে যে-কথা মুখে বল্‌তে পারছেন না, ভগবান্‌ জগৎপিতা হয়ে এই কচি মেয়েকে কেমন ক'রে এ-দুঃখ দিলেন! কেমন ক'রে বলি, তিনি দয়াময়!

পীতাম্বর বলিলেন, "কি-ভাবছ, সুরেশ? মায়ের রুদ্রমূর্ত্তি দে'খে ভয় পাচ্ছ? মা যে—সর্ব্বমঙ্গলা!"

"সর্ব্বমঙ্গলা! আপনি এখনও এ-কথা বলছেন! ধন্য আপনার বিশ্বাস!"

"তেমন ক'রে আর বল্‌তে পারছি কে, সুরেশ? তুমি নির্ম্মল, শুদ্ধাত্মা, আমার হয়ে মা'র কাছে প্রার্থনা কর যেন, সুখে, দুঃখে, শোকে, মঙ্গলে, অমঙ্গলে, সম্পদে, বিপদে এক মুহূর্ত্তের জন্য না-ভুলি, ভগবান্‌ মঙ্গলময়। গিন্নী শেষ সময় আমায় মহা শিক্ষা দিয়ে গেল! কি নির্ভর! সদ্যঃ-প্রসূত ছেলেটার কথাও একবার ভাবলে না! চামেলীকে গোপালের সেবা করতে ব'লে গেল, তবু খোকার কথা মুখে আনলে না! বল্‌লে, খোকাকে যিনি দিয়েছেন, খোকার ভার তাঁর! আমি উইল্‌ কর্‌ছিলুম! ভেবেছিলুম, মেয়েদের একটা বন্দবস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ব! আমাদের কেবল মুখের কথা, কাজের বেলা সব ভুলে যাই!"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "চেষ্টার অধিকার নেই? তা-হ'লে মানুষের উন্নতি, বিকাশ, এ-সব হবে কেমন ক'রে? এ-সব ত চেষ্টা-সাধ্য?"

পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত অনেক শাস্ত্র পড়েছ, এমন একটা কোথাও পাও নি কি—চেষ্টা, কর্ম্ম,—অবশ্য সকাম কর্ম্ম—

এ-সব বন্ধন ? সকল বন্ধন মুক্ত না-হলে জীবের চরমগতি—শান্তিলাভ হবে, কেমন ক'রে ?"

সুরেশ কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "হাঁ-হাঁ, আছে বটে ! বহু চেষ্টায় বার-বার সমাধিস্থ হয়েও জনকরাজার যখন শান্তিলাভ হ'ল না, তখন অষ্টাবক্র তাকে বলেছিলেন, "অয়মেব হিতে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি।"—সমাধিস্থ হয়ে থাক্‌বার চেষ্টাই এখন তোমার সত্য ও শান্তিলাভের পথে একমাত্র বিঘ্ন। শোন্‌বামাত্রেই জনকরাজা সমাধিস্থ হয়ে থাক্‌বার বাসনা পরিত্যাগ কর্‌লেন আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শান্তিলাভও হল।"

পীতাম্বরের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, মুখে আনন্দজ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এ-ভাব অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। তখনি নির্ম্মল গগনে মেঘ দেখা দিল। পীতাম্বর ধীরে-ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি দে'খে এস ত, বাবা, কনক কি কর্‌ছে ? এক-বার তাকে চুপি-চুপি ডেকে আন্‌তে পার ?"

কনকের নামে সুরেশ চকিত হইয়া ভাবিল, এ আবার কি বিপদ ! সেই লজ্জাকর ব্যাপারের পর কনক আর সুরেশের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। যে-হরিণী একবার বাণ বিদ্ধ হইয়াছে, সে ব্যাধ্‌কে দেখিলে ভয় পায়। সুরেশও পারতপক্ষে কনককে এড়াইয়া চলিত। আজ সহসা পীতাম্বরের অনুরোধ শুনিয়া সে ভীত হইল। কিন্তু উপায় কি ! ধীরে-ধীরে কনকের কাছে গেল।

কনক তখন একা এক ঘরে পীতাম্বর ও সুরেশের জন্য ফলমূল, আহার প্রস্তুত করিতেছিল। পরস্পর চোখোচোখি হইতেই দুজনেরই মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কনকের শিরায়-শিরায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল ! যাহার সঙ্গে একদিন নিকট-আত্মীয়ের মত স্বচ্ছন্দ-ব্যবহার করিয়াছে; আজ তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ ঘোমটা-টানা যায় না।

সর্ব্বশরীর কন্টকিত, গণ্ডযুগলে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে—জানিতে পারিলেও কনক মুখ ঢাকিতে পারিল না। নত-নয়নে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

অতি রূঢ়স্বরে "কি" বলিয়া কনক একটা ফল কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিতে-কাটিতে হঠাৎ বঁটীতে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া গেল। রক্ত পড়িতে দেখিয়া সুরেশ শিহরিয়া উঠিল। তাহার কোমল হৃদয় বিদার্ণ করিয়া অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ নির্গত হইল। সরবৎ ছাঁকিবার জন্য নিকটে একখানা নেক্‌ড়া পড়িয়াছিল—সুরেশ তাড়াতাড়ি তাহা ছিন্ন করিয়া, জলে ভিজাইয়া কনকের আঙ্গুলটী বাঁধিয়া দিতে গেল। কনকও তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, তুমি যাও।" সুরেশ বলিল, "দিদি, বাবা আপনাকে ডাক্‌ছেন।" দূর হইতে সুরেশ দেখিল, কনকের আঙ্গুল দিয়া যেমন টস্‌টস্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে, চোখ দিয়াও তেমনি টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। যাঁহারা মনস্তত্ত্ববিদ্ তাঁহারা কনকের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার একটা সিদ্ধান্ত করিবেন। ঘটনা যেমন ঘটিয়াছিল, আমরা বলিলাম।

সুরেশ বেচারী চলিয়া আসিতে-আসিতে ভাবিতে লাগিল, আমি কনকদিদির সঙ্গে সেদিন যে দুর্ব্ব্যবহার করেছি, তা'তে আমার উপর ত চটুবারই কথা। ঠিক হয়েছে! আর কনক, দুর্ব্বল মন এখনও বশ হয় নাই বুঝিতে পারিয়া মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, পরদিন হইতে সে ডাক্তারের পাদোদক এবং ভুক্তাবশেষ প্রসাদ ভিন্ন অন্যকিছু আহার করিবে না।

কনক সাধ্যমত আত্মসম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিয়া পিতার কাছে

আসিল। পীতাম্বর বলিলেন, "মা, চামেলীকে যা-বল্‌তে হয়, যা-কর্‌তে হয়, তুমি ক'র। আমি পার্‌লুম না। কনক অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে চামেলী মৃতপতির শ্রাদ্ধ করিতে বসিল। নিরশ্রু নয়নে, শুষ্ক মুখে স্পষ্ট-স্পষ্ট করিয়া মন্ত্রের এক-একটী শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। পীতাম্বর নিকটেই বসিয়াছিলেন। বালিকা-কন্যার স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

আনুষঙ্গিক সকল কার্য্য শেষ করিয়া পুরোহিত বলিলেন, "এইবার পিণ্ড মাখ।"

পিণ্ড কি, চামেলী জানে না। পীতাম্বরের মুখের পানে চাহিল। পীতাম্বর কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ঐ পাত্রে যা-কিছু আছে, হাতে ক'রে মাখ। এইবার আমার নবীনকে খেতে দিতে হবে।"—বলিয়াই তিনি চক্ষু ফিরাইলেন।

চামেলী অতি যত্নে পিণ্ড মাখিল। পুরোহিত বলিলেন, "মন্ত্র বল।" কিন্তু চামেলী এবার আর মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিল না। নিমীলিত নেত্রে পিণ্ড হাতে লইয়া পুরোহিতের আদেশমতে স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে ভাবিতে লাগিল, তুমি আমায় ফেলে চ'লে গেছ!—কোথায় গেছ, কোথায় আছ, জানি না। আমি একটী দিনের জন্য তোমায় যত্ন, আদর, সেবা কিছুই করিতে পাই নাই। এক দিনের জন্য তোমার হাতে কোন সুখাদ্য দিতে পারি নাই। তুমি যেখানেই থাক, দয়া ক'রে আমার এই শ্রদ্ধার উপহার হাতে তুলে নাও। এই আমার প্রথম সেবা, আমায় নিরাশ ক'র না। চামেলীর মনে হইল, তাহার উপহার গ্রহণের জন্য হাসিমুখে কে হাত পাতিয়াছে। চামেলী শিহরিয়া দেখিল, বাসরে একদিন সে যে তরুণ, সুকুমার মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, এ সেই! মূর্ত্তির

প্রসারিত হস্তে পিণ্ড স্থাপন করিয়া বালিকা মূর্চ্ছিতপ্রায় ঢলিয়া পড়িল!

গৃহিনীরও শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল। পরেশ, সুরেশ, চম্পা ও পরেশের মাতাকে বিস্তর বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পীতাম্বর তাঁহাদিগকে তাঁহার বাটীতে আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য নিজ বাস-ভবনের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। চামেলী একমনে খোকা এবং গোপালের পরিচর্য্যায় রত হইল। এইরূপে কয়েকমাস কাটিয়া গেল।

৫৬

রূপ কি বলিতে পার? সুরেশ যখন ছাদের উপর চামেলীর এলায়িতা দেহলতা দেখিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, চামেলী তখন সুসজ্জিত-সৌন্দর্য্য-গৌরবে রাজনন্দিনী। এখন তাহার অতি দীনবেশ। তবু এ নিরাভরণা, ভিখারিণী-চামেলীকে দেখিয়া সুরেশ চক্ষু ফিরাইতে পারে না কেন? সে যখন খোকাকে বুকে ক'রে ছাদের উপর গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়ায়, সুরেশের নয়ন-মন তখন আর কিছুতেই শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রে-ছত্রে নিবদ্ধ থাকিতে চায় না, চামেলীর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে; কিন্তু সুরেশ তাহা বুঝিতে পারে না। চামেলী যখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকে, সুরেশ অধ্যয়নের অবসর পায়, তখনও তাহার পাঠ করা হয় না। স্তূপীকৃত গ্রন্থরাশির পানে চাহিয়া ভাবিতে থাকে, এ সব কি সত্য, না, কেবল কবি-কল্পনা? ইহাদের সকলেরই এক প্রতিপাদ্য—ভগবান্ মঙ্গলময়, করুণাময়, জীবদুঃখে নিরতিশয় কাতর। তা-ই যদি হয়, তবে চামেলীর এত দুঃখ কেন?

ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই চামেলী! আর ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই এক

প্রহেলিকা—ভগবান্ যদি দয়াময়, তবে এত রূপ, এত গুণ দিয়া এই মাধুরী-কলিকা—নির্ম্মলা বালিকার জীবন এমন নিষ্ফল করিলেন কেন? কলঙ্কিনী এমিলি পামার পবিত্র জীবনের আভাস পাইবামাত্র স্বদেশে গিয়া একজন সচ্চরিত্র যুবাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছে! বিলাত হইতে আজ এই মর্ম্মে সুরেশের কাছে পত্র আসিয়াছে। সুরেশ ভাবিতেছে, বিধাতার এ-কি বিধান! যে-পদ্ম পাঁকে ফোটে, তা'র এত আদর, দেবতার চরণে আশ্রয় পায়! আর পবিত্রতার আধার চামেলী—তা'র অদৃষ্টে এত কষ্ট, এত দুঃখ!

সমস্যা ক্রমে অতি জটীল, অতি ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। আজ রাত্রিতে আর সুরেশের নিদ্রা হইতেছে না। বিছানায় কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া ছাদের উপর আসিল। শীতল চন্দ্রকিরণে, শীতল পবনে, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ শীতল হইলে সুরেশ ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, চামেলী যে অসুখী, এ-কথাই বা আমি কল্পনা করি কেন? এখনও সে বালিকা—পুতুল লইয়া খেলিতেছে! একটী সত্যিকার পুতুল—গোপাল, আর দু'টী জীবন্ত পুতুল—খোকা আর আমার মা। এই তিনটী পুতুলের পরিচর্য্যা করিয়া সে-ও একরকম বেশ দিন কাটাইতেছে! তবে তা'কে অসুখী ভাবি কেন? রাত্রি? রাত্রি ত নিদ্রায় কাটে। চামেলী যে-ঘরে শয়ন করিত, সুরেশের চক্ষু আপনা-হইতে সে-দিকে চাহিল। দেখিল, ঘরের কবাট মুক্ত। তারপর চক্ষু যেন কি-এক অলৌকিক প্রেরণায় কাহাকে খুঁজিতে-খুঁজিতে বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান একটী মূর্ত্তির উপর পতিত হইল। সুরেশ দেখিল, চামেলী ঊর্দ্ধনেত্রে, উদাসভাবে চাঁদের পানে চাহিয়া আছে—যেন বিষাদময়ী পাষাণপ্রতিমা! সুরেশ ভাবিল, মন ঠিকই বলিয়াছিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চামেলী বারাণ্ডা হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু সুরেশের মনের ভিতর

তাহার মূর্ত্তি তেমনি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি পোহাইয়া গেল, চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া লুকাইল, কিন্তু সুরেশের অন্ধকার হৃদয়ে যে-চাঁদ উদিত ছিল, তাহা আর অস্ত গেল না। ক্রমে সূর্য্যোদয়ে সকলে জাগিল, কিন্তু সুরেশের জাগ্রত-নিদ্রা ভাঙ্গিল না! বেলা বাড়িয়া রৌদ্র যখন খরতর হইল, তখনও সুরেশের হুঁস নাই।

সেইসময় চম্পা কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য ছাদে আসিয়া উপস্থিত। সুরেশকে তদবস্থায় দেখিয়া চম্পা ডাকিল, "ঠাকুরপো!"—ঠাকুরপো নিরুত্তর। চম্পা ক্রমে কাছে আসিলে সুরেশ তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার উস্কখুস্ক চুল, রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া চম্পা বলিল, "ঠাকুরপো, রোদে এমন ক'রে ব'সে রয়েছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

চম্পার তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিয়া সুরেশ বুঝিল, বড় বেগতিক। বলিল—"হুঁ।"

চম্পার হাতের কাপড় হাতেই রহিল। শুকাইতে দেওয়া আর হইল না। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শীত করছে?"

"বেজায়।"—বলিয়াই সুরেশ আপনার কক্ষ-অভিমুখে ছুটিল, আর বিছানায় পাতা চাদরখানা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইয়া, আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

চম্পাও ত ছাড়িবার পাত্রী নহে। তা'র-উপর আবার তা'র ভয়—পাছে অসুস্থ অবস্থায় অত্যাচার করিয়া দুষ্ট দেবরটা অসুখ বাড়াইয়া তুলে! সে-ও দ্রুতপদে পাছু-পাছু আসিয়া বলিল, "কৈ, গা দেখি?" যেমন বলা, অমনি কপালে হাত দেওয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে সুরেশের কপালও ভাঙা!—"ইস্! গা'-যে একেবারে ধান দিলে খই ফুটছে!"

মিথ্যা কথা বলিব না। ধান দিলে খই হইয়া ফুটিতে গা'-যে কত-খানি গরম হওয়া আবশ্যক, চম্পার সে-জ্ঞান আদৌ ছিল না! তবে সে

এমনই একটা কথা কথন-কথন গৃহিণীদের বলিতে শুনিয়াছে। আর সুরেশের গা'-যে তেমন গরম হয় নাই, তা-ই বা কে বলিবে! চম্পা স-মিনতি বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! অমনি চুপ্‌টি ক'রে শুয়ে থাক। আমি জামাইবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

সর্ব্বনাশ! একে বৌদি, তা'র-উপর আবার বিজয়-ডাক্তার! সুরেশ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দোহাই বউদি! তোমার পায়ে পড়ি! আমি এখনি চান্ ক'রে ফেল্‌ব, তা-হ'লেই সেরে যাবে। কাল রাত্তিরে ভারি এলোমেলো হাওয়ায় ছাদে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। আমি কুইনাইন্ গিল্‌তে পার্‌ব না! তোমার পায়ে পড়ি।"

এইসকল অসংলগ্ন প্রলাপ কি ভূতে-পাওয়া, না, ঘোর বিকারের লক্ষণ—চম্পা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সে বিহ্বল হইয়া পরেশকে গিয়া ডাকিল, "ওগো, শিগ্‌গির এস! ঠাকুরপো কি-রকম কর্‌ছে!" বলিয়াই পরেশের হাত ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিল।

পরেশের পায়ের শব্দ পাইয়া সুরেশ লজ্জায় আবার মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। পরেশ আসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "বেশ ত ঘাম হচ্ছে।"

চম্পা বলিল, "আঃ, বাঁচ্‌লুম! তা-হ'লে জ্বর ছাড়্‌ছে! ওগো! সে-যে আবোল-তাবোল বকুনি আর ঝেঁকে-ঝেঁকে ওঠা! চোখ্ রাঙা জবাফুল, কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে বল্‌লে, "আমি চান্ করব, খাব! এলোমেলো হাওয়া! কুইনাইন্ গিল্‌তে পার্‌ব না! আচ্ছা, তুমিই বল দিকি, রাত-বিরেতে সোমত্ত ছেলে ছাতের ওপর বসা কেন, বাপু?"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "তা-ই ত! কিহে সুরেশ, ব্যাপারখানা কি?"

"কিছু না, ছোড়্দা, কিছু না! ও চান্ ক'রে ভাত খেলেই সেরে যাবে।"

চম্পা বলিল, "হ্যাঁ, তা-ই ত, খেতে দিলুম আর কি! আজ দুধ-সাবু ছাড়া আর কিছুর নামটীও ক'র না।"

সুরেশ ভাবিল, জ্বরের নাম শুনিলেই ডাক্তার এসে নিশ্চয় খানিক কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ত'ার-চেয়ে দুধ-সাবু ভাল। অগত্যা বিষণ্ণমুখে বলিল, "আচ্ছা, বৌদি, আমি দুধ-সাবুই খাব, তুমি ডাক্তারকে আর খবর পাঠিও না।"

আপোষে এইরূপ মিটমাট হইয়া গেল।

পরেশকে আদালতে বাহির হইতে হইবে, চম্পা তাহার বন্দবস্ত করিতে চলিয়া গেল। সুরেশ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া গীটার লইয়া সঙ্গীত-সাধনায় বসিল। এই গীটারটা বিবি গ্যাসেলের স্নেহের দান। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় লইয়া তিনি স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

মনের অবস্থা যেরূপই থাকুক, সঙ্গীত-সাধনায় সুরেশ একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। তারের উপর অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে-করিতে যন্ত্র যেন আপনা-হইতে কি-এক রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে-সঙ্গে সুরেশও ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। সে মানসচক্ষে দেখিতে পাইল যেন অতি দীনবেশে এক বিয়োগবিধুরা অন্যমনে প্রিয়ধ্যান-নিরতা; ধীর-বিগলিত নেত্রনীর সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছে; এলায়িত কবরী, দেহবল্লরী ঘনশ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে। *
ধ্যান নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিতেই সুরেশের মন চিনিল—

* রাগিণী—পঠ-মঞ্জরী

চামেলী। সচকিতে চাহিয়া দেখিল, সত্য-সত্যই চামেলী অদূরে দাঁড়াইয়া উদাসনেত্রে তাহাকে দেখিতেছে! মাতার মৃত্যুশয্যা-পাশে সম্ভাষণ করা অবধি চামেলী আর সুরেশকে তেমন লজ্জা করে না। তারপর পীতাম্বরের গৃহে যখন হইতে সে অতিথি, তখন হইতে চামেলীর সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছে। চামেলীকে দেখিয়া সুরেশ থতমত খাইয়া গীটার রাখিয়া দিল।

চামেলী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি অসুখ করেছে?"

সুরেশ বলি, "কৈ, না। কে বল্‌লে?"

"আপনিই ত ছোড়্‌দিকে বলেছেন।"

"ওঃ, সে বৌদির ভয়ে ব'লে ফেলেছি!"

চামেলী আবার হাসিয়া বলিল, "আপনি ত বেশ লোক! ভয়ে ব'লে ফেল্‌লেন, অসুখ করেছে! তবে ভয়ে-ভয়ে এই সাবুটুকুও খেয়ে ফেলুন। ছোটজামাইবাবু আফিস বেরুবেন, ছোড়্‌দি তাঁর জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে। আমায় বল্‌লে, তুই ঠাকুরপোকে সাবু খাইয়ে আয়।"

সুরেশ মিনতিস্বরে বলিল, "চামেলি! তোমার পায়ে পড়ি—"

"ওমা! ও-কি কথা! ছিঃ"—বলিয়া চামেলী ঢিপ্‌ করিয়া সুরেশের পায় একটা গড় করিল। সুরেশ "কর কি! কর কি!"—বলিয়া পিছাইয়া গেল। তারপর বলিল, "দোহাই চামেলি, আমায় আর মিছিমিছি, ঐ সাবুগুলো গিলিয়ো না। আচ্ছা, তুমিই বল ত, ঐ খেয়ে কি আমার পেট ভর্‌বে?"

"সে ত ঠিক কথা! তা এ বিপদ ত আপনিই ডেকে এনেছেন। আচ্ছা, বসুন! আমি আস্‌ছি।" বলিয়া চামেলী দ্রুতপদে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই দিব্য একখানি কচি কলাপাতার উপর

ফলমূল ও সন্দেশ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই প্রসাদ খান!"

সুরেশ আর দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা রাখিল না। যখন সব নিঃশেষ হইয়া শুধু পাতাখানি পড়িয়া আছে, তখন দূর হইতে চম্পা ডাকিল, "চামেলি!" সুরেশ তাড়াতাড়ি সেই কচি কলাপাতখানি মুঠার মধ্যে গুটাইয়া মুখে পূরিয়া দিল। চামেলী "ও-মা!" বলিয়া বিশাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর সুরেশও সাবুর বাটী সাপটিয়া ধরিল। ঠিক সেইসময় চম্পা আসিয়া হাজির। সে ত আর জানে না, সুরেশ কি-অমৃত আস্বাদন করিতেছে! তাহার মুখপানে চাহিয়া চম্পা বলিল, "আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমার কি সবই অনাছিষ্টি! সাবু আবার অমন ক'রে চিবিয়ে-চিবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছ কি? ঢক্‌ঢক্ ক'রে গিলে ফেল!"

চামেলীর আর ধৈর্য রহিল না। মুখে আঁচল গুঁজিতে-গুঁজিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সুরেশ বলিল, "না, বৌদি, অনাছিষ্টি নয়। এ তারিয়ে খাবারই জিনিষ! কি চমৎকার মিষ্টি! কে রাঁধলে? বামুন?"

চম্পার মুখ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "হুঁ। তা-ই বৈ-কি! কে, বল দিকি?"

"তা-হ'লে তুমি, আর কে!"

"সত্যি, ভাল হয়েছে? আর একটু এনে দি ভাই, ও-টুকু খেলে কি পেট ভরবে?" বলিয়াই সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

সুরেশ চেঁচাইয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি! আর না।"

কে সে-কথা শোনে! আর এক বাটী সাবু আসিল, এবং সুরেশকে

অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেকটাও গলাধঃকরণ করিতে হইল। চম্পা গর্ব্বে, আহ্লাদে আটখানা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে চামেলী আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সুরেশবাবু, আপনি কলাপাতখানা খেলেন কি ব'লে ?"

"নইলে বউদি যে তোমায় বকৃত !"

"তা বকৃলেই বা ! আমায় বকৃবে—এই ভয়ে আপনি কলাপাত খেলেন কেন, সুরেশবাবু ?"

সুরেশ লজ্জায় চক্ষু নত করিল। চামেলীকে কেহ তিরস্কার করিলে যে, তাহার প্রাণে কি-আঘাত লাগে, তাহা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে ? আর বলেই বা কি করিয়া ? কিন্তু চামেলী ছাড়ে না। আবার প্রশ্ন করিল, "কেন, সুরেশবাবু ?"

একটা উত্তর ত দিতে হবে ! সুরেশ বলিল, "তা জানি নি ; কিন্তু তোমায় কেউ বকৃলে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়।"

"কষ্ট হবে—আপনি কেমন ক'রে জানৃলেন ? আমায় ত কেউ বকে নি, আপনিও শোনেন নি ! কেমন ক'রে জানৃলেন, আপনার কষ্ট হবে ?"

সুরেশের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু বালিকা তাহা বুঝিল না ; তথাপি তাহার মনে হইল, মুখখানি কি-সুন্দর !

সুরেশ বলিল, "তা নয়। যদি কেউ বকে, আমি তা-ই ভাব্‌ছিলুম।"

চামেলী বলিল, "কেন বকৃবে ?"

"কেমন ক'রে জানৃলে ? বকৃতেও ত পারে।"

"না, আমায় কেউ বকৃবে না—আমায় যে সবাই ভালবাসে।"

"কেমন ক'রে জানৃলে, তোমায় সবাই ভালবাসে ?"

চামেলী সরল, মধুর হাস্যে কক্ষ ও সুরেশের হৃদয় ভরিয়া দিয়া বলিল, "আপনি কি ছেলেমানুষ!"

বালিকা যুবাকে বলিতেছে, "আপনি কি ছেলেমানুষ! সুরেশ যেমন বিস্মিত, তেমনি পুলকিত হইল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না, কি-অধিকারে চামেলী তাহাকে 'ছেলেমানুষ' বলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "চামেলি! আমি কি তোমার চেয়েও ছেলেমানুষ?"

চামেলী আবার তেমনি মধুর হাসিয়া বলিল, "নয়! কে কা'কে ভালবাসে, তা-কি আবার বল্‌তে হয়, মনে-মনে বুঝ্‌তে পারে।"

"আচ্ছা, দেখি তুমি কেমন বুঝেছ! কে-কে তোমায় ভালবাসে, বল দিকি?"

"কেন, খোকা ভালবাসে! বাবা, মা, বড়্‌দি, ছোড়্‌দি, আপনার মা ভালবাসেন। আপনি—"

সুরেশের মনে হইল, যেন উদ্গিরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির উপর সে বসিয়া আছে। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে! সোৎসুকনেত্রে চামেলীর মুখ চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ভালবাসি, কি ক'রে জান্‌লে?"

চামেলী আবার হাসিল। বোধ করি, মনে-মনে ভাবিতেছিল, এমন গরু নইলে আর কলাপাত চিবোয়! মুখে বলিল, "সে-কি, সুরেশবাবু! আমার ছোট্ট ভাইটীকে কি আমি ভালবাসি না? আপনি যদি একটী ছোট্ট বোন্ পান, তা-হ'লে কি ভালবাসেন না?"

"বাসি বৈ-কি!"—বলিয়া সুরেশ দেখিল, বালিকার সরল, শান্ত মুখশ্রী সহসা বিষণ্ণ, গম্ভীরভাব ধারণ করিতেছে। তা'র চক্ষু দু'টীও যেন সজল! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া চামেলী বলিল, "আচ্ছা, সুরেশবাবু! যারা মারা যায়—ডাক্‌লে সাড়া দেয় না, কাঁদ্‌লেও কথা কয় না—

তা'রা কি আর ভালবাসে না ?" বলিয়া অতি ব্যাকুলভাবে ছলছল চক্ষু তুলিয়া সুরেশের পানে চাহিল।

চামেলী যে, সেই দু'দিনের দেখা স্বামীর উদ্দেশে এ-প্রশ্ন তুলিয়াছে, সুরেশ সে-কথা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, চামেলী তাহার মাতার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিতেছে। মাতার কথা মনে হওয়ায় সুরেশের চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইল। চামেলীকে শান্তি দিবার জন্য, বলিল, "বাসেন বৈ কি! মা'র কথা বল্‌ছ ত ?"

চামেলী হাঁ-ও বলিল না, না-ও বলিল না। তেমনি ছলছল ব্যাকুল নয়নে সুরেশের পানে চাহিয়া রহিল। সুরেশ দেখিল, চামেলী অন্যমনে আর কি ভাবিতেছে। তাহার মুখে কোন উত্তর না-পাইয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল, মা'র কথা নয়, চামেলী তবে কা'র কথা বলিতেছে ?

কা'র কথা ? যে একদিনের জন্য তাহার হৃদয়দ্বারে অতিথি হইয়াছিল, সেই তা'র কথা! যে কেবল দেখা দিয়া বালিকা-পত্নীকে উপহাস করিয়া চলিয়া গিয়াছে—তা'র! পিত্রালয়ে আসিবার দিন যে চামেলীর হাতখানি ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখ-চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমায় ভালবাস ত ?—তা'র কথা! লজ্জায় চামেলী সে-কথার উত্তর দিতে পারে নাই। তা-ই অনুতপ্ত চিত্তে আজিও মাঝে-মাঝে মনে করে, বুঝি, একটী অস্ফুট ছোট্ট 'হাঁ' বলিলে সে এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। সে-যে এত অভিমানী, চামেলী তখন ত তা বুঝিতে পারে নাই! এখন তাহাকে পাইলে চামেলী সে-কথার উত্তর দেয়। কিন্তু হায়, কোথায় রে, সে কোথায়! কিশোরীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস যেন সেই অনুদ্দিষ্টের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়া গেল। চামেলীও সুরেশের সম্মুখ হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চামেলী হঠাৎ চলিয়া গেলে সুরেশ প্রথমে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু আজ তাহার অন্য কথা ভাবিবার অবকাশ নাই। সুমিষ্ট বংশীধ্বনির ন্যায় তাহার কাণে কেবল দুইটী কথা বাজিতেছে—'আপনার মা ভালবাসেন, আপনি—'কি স্বর্গীয় সরলতা! এক মাতৃগর্ভে জন্ম; কিন্তু কনকদিদিতে আর ইহাতে কত প্রভেদ! কেমন সরলভাবে বল্লে—'আপনার মা ভালবাসেন, আপনি—'এ-ভালবাসাকে কেন আমি অন্তরে-অন্তরে লুকিয়ে রাখ্‌ছিলুম, কে জানে? আমার ভালবাসায় যদি কোন দোষ হ'ত, লজ্জা থাক্‌ত, তা-হ'লে কি এই পবিত্র বালিকা এমন সরলভাবে সে-কথা উচ্চারণ করতে পার্‌ত? এ-নির্দ্দোষ ভালবাসা—পবিত্রভাবে, পবিত্র জিনিসকে ভালবাসা। এই ভালবাসাই বৃন্দাবনের ভালবাসা—বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা ক'রে গেছেন। কিন্তু চামেলী ত বল্লে না, সে আমায় ভালবাসে। না-ই যদি বাসে? না-ই যদি বাসে?' না-ই যদি বাসে? এই কথাটী মনে-মনে বার বার উচ্চারণ করিতে-করিতে সুরেশের মনের ভিতর কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। সাধু সাবধান!

৩৭

এইসময় ভারতসাম্রাজ্য ও তিব্বতের সীমানা-নির্দ্দেশসম্বন্ধে উভয়-রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলিতেছিল। যোগশীলা যে, এই সীমানার উপর অবস্থিত, পীতাম্বর তাহা কিছু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঐ শৈল ক্রয় করিবার মানসে ব্রিটিশরাজের কাছে আবেদন করিলেন। উত্তরে তাঁহাকে লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সিমলা-শৈলে আহ্বান করা হইল। শারদীয় পূজোপলক্ষে পরেশ মাতা ও পত্নীকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে দেশে গিয়াছে। সুরেশ এবার

গেল না। তাহার উপর চামেলী ও খোকার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া, পীতাম্বর সিমলা যাত্রা করিলেন।

সুরেশ চামেলীকে ভালবাসে—সে ভালবাসা মর্ম্মস্পর্শী, অতি গভীর। চামেলীর ভালবাসা পাইলে অবশ্য সে সুখী হয়, কিন্তু আজন্ম সংযমফলেই হউক, অথবা চরিত্রবলেই হউক, ভোগবাসনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কেমন করিয়া চামেলীকে সুখী করিবে, কি-উপায়ে তাহার কল্যাণ-সাধন করিবে, এই অক্লান্ত চিন্তায় সুরেশ অনুক্ষণ ব্যাকুল। কিন্তু চামেলী অসুখী কিসে? পিত্রালয়ে চির-দিন যেমন আদরে ছিল, এখনও তা-ই আছে, বরং বৈধব্যদশা ঘটিবার পর আদর-যত্ন আরও বাড়িয়াছে। স্বভাবগুণে বালিকা সকলেরই স্নেহ-ভাগিনী। তবে তাহার কি অভাব? স্বামী? একদিনমাত্র যাহাকে দেখিয়াছে, যাহার সঙ্গে একটা কথাও হইয়াছে কি-না সন্দেহ, তাহার অভাব কি কখন বোধ হয়? না-হবে কেন? আহারে, বিহারে, ব্যবহারে যাহাকে নিরন্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহার অভাব বোধ-হওয়া বিচিত্র কি? সেইরাত্রে চামেলীর উদাস নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিবার কথা সুরেশের মনে পড়িল। সে-দিনের সেই ছলছল চক্ষু, তাহার সম্মুখ হইতে সহসা প্রস্থানের কথা, তাহার স্মরণ হইল। আবার সে-দিনের সেই প্রশ্ন, 'সুরেশবাবু, যারা মারা যায়—ডাক্‌লে সাড়া দেয় না, কাঁদ্‌লে কিছু বলে না—তা'রা কি আর ভালবাসে না'—কাহার উদ্দেশে উঠিয়াছিল, সুরেশ এখন বুঝিল। বালিকা-হৃদয়ের ক্ষত সুরেশ দিব্যচক্ষে দেখিল। বুঝিল, এই ক্ষতই মধ্যে-মধ্যে অশ্রুরূপে রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে। সুরেশের হৃদয় ব্যথিত, মথিত, চক্ষু সিক্ত হইল। হায়! এ-ক্ষতের ঔষধ কোথায়? এ-অভাব যে কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়।

সুরেশ অনন্যমন হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ-দুঃখ মোচন করা মানুষের

সাধ্যাতীত। তবে যিনি দিয়াছেন, তিনি যদি পারেন। কিন্তু তিনি ক্বরেন কৈ? সংসারে চারিদিকে হাহাকার, তিনি কা'র কি করছেন? কেউ পেটের যন্ত্রণায়, কেউ রোগ-যন্ত্রণায়, কেউ যম যন্ত্রণায়, সর্ব্বস্ব-হরণে, শত্রুর পীড়নে, দারুণ নিরাশায়, পণ্ডশ্রমে, নিষ্ফল প্রেমে—কত রকমে কত লোক কাঁদ্ছে! দুঃখের তালিকা করতে গেলে, মনে হয়, এ সংসার দানবীয় কল্পনা—কেবল মানুষকে যন্ত্রণা দিবার জন্য সংসাররূপ পেষণ চক্রের সৃষ্টি হয়েছে! পীতাম্বরবাবু বলেন, 'শোক, দুঃখ, বিপদ, এ-সকল মানুষের আভ্যন্তরিক শক্তিকে জাগিয়ে দেয়।' কিন্তু তাঁর কথা আলাদা! যে কূলে উঠে দাঁড়িয়েছে, তা'র আর ঝড়ের ভয় কি? তিনি ত দুঃখকষ্টের ওপরে চ'লে গেছেন। কিন্তু আমরা কি কেবল শোক, দুঃখ, বিপদের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ করবার জন্য জন্মেছি, না, সংসারের কল্যাণ-সাধনার জন্য? তা-ই যদি হয়, তবে এ বালিকার দ্বারা সংসারের কি-কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে? তা'তে আবার স্ত্রীলোক অন্তঃপুরচারিণী।—কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তবে মাতৃরূপে সুসন্তান গঠন ক'রে, সমাজের কল্যাণ-সাধন করতে পারে বটে! কিন্তু চামেলীর ত সন্তান হ'ল না!

মানুষের জীবন-রহস্য কি জটিল! কোথা-থেকে কাঁদ্তে-কাঁদ্তে এসে মানুষ জন্মাল; তারপর এই কুৎসিত স্থানকে কল্পনায় কত রকম ক'রে সাজিয়ে, আপনার জালে আপনি বদ্ধ হয়ে, ছট্‌ফট্‌! বাস্তব-সত্যের সঙ্গে যতই চেনা-পরিচয় হ'তে থাকে, ততই ত্রাহি-ত্রাহি! কিন্তু উপায় কি? একটা আশ্রয় নইলে ত মন থাকতে পারে না—মনের গঠনই এমনি! এইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ, উচ্চ আদর্শ আশ্রয় কর। সে-আদর্শ যদি কাল্পনিকও হয়, তবু শ্রেয়ঃ! আপনাকে যদি সেই আদর্শের মতন ক'রে গঠন করতে পার, তা-হ'লেই সেই কল্পনাকে উপলব্ধি করা হ'ল। কল্পনা করেছ, ঈশ্বর সত্যময়!

তুমি সত্যময় হও। ঈশ্বর প্রেমময়, তুমি বিশ্বপ্রেমিক হও। তা-হ'লে তোমারই কল্পনা সত্য হয়ে দাঁড়াল! মানবজীবনের এই উচ্চ সাধনা! ব্রহ্মার কল্পনায় মানব সৃষ্টি, মানব কল্পনায় ঈশ্বর সৃষ্টি। বেদবেদান্ত-মতে এই সাধনা—ধ্যান, ধারণা, তারপর সমাধিতে উপলব্ধি। আর তন্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র বল্‌ছে, এই সাধনার উপায়—ভাবাশ্রয়! মাতৃভাব বা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব! এই দুই প্রকার সাধনার আশ্রয় ব্যতীত, শাস্ত্র যাকে ত্রিতাপ বল্‌ছে, তা নিবারণের উপায় আর নাই! হয়, ধ্যান-ধারণা আশ্রয় ক'রে সত্য উপলব্ধি কর, নয়, ভাবাশ্রয়! এই দু'য়ের একটা আশ্রয় না-গ্রহণ কর্‌লে চামেলীর দুঃখনিবারণের আর উপায় নাই! এ বালিকা বয়সে—বালিকা কেন, কিশোরী—যা-ই হ'ক, এ-বয়স ধ্যান-ধারণার উপযোগী নয়। তা'র পক্ষে ভাবাশ্রয়!

সুরেশ যে একদিন, একসময়, একাসনে বসিয়া ধারাবাহিকরূপে এতগুলা কথা ভাবিয়াছিল, তা নয়। কয়দিন ধরিয়া চামেলীর কথা নিরন্তর ভাবিতে-ভাবিতে এই সকল চিন্তা তাহার মনের ভিতর গতাগতি করিতেছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুরেশ কিছুদিন হইতে পীতাম্বর-গৃহে চামেলী ও খোকার অভিভাবকরূপে অবস্থিত। কিন্তু সম্প্রতি পালাটা উল্‌টাইয়া গিয়াছে। চামেলীই এখন তাহার অভিভাবিকাস্বরূপ। স্ত্রীলোক যে কেমন করিয়া অতি সহজে এই দায়িত্বপূর্ণ পদটী অধিকার করিয়া বসে, সুরেশের তাহা বোধাতীত। চম্পার শাসন হইতে সে মধ্যে-মধ্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু পীতাম্বর, পরেশ প্রভৃতি কেহই নাই বলিয়া এখন সে বাড়ী ছাড়িতে পারে না। তা'র-উপর চম্পা দেশে যাইবার সময় চামেলীকে বলিয়া গিয়াছে যে, "যেমন এ-খোকাকেও দেখবি, তেমনি ও-খোকাকেও দেখ্‌বি।"

চামেলী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আবার কোন্ খোকা, ছোড়্দি ?"

"ঠাকুরপোকে লো! দেখিস্ নি ? আমার হাড় জ্বালাতন করেছে! মা-যে কি-ক'রে ওকে মানুষ করেছেন, তা তিনিই জানেন! আদুরে গোপাল কি-না, যা ধর্বে তা-ই! কাজ আদায় কর্বার সময় কেমন! বুড়ীর কাছে ব'সে, গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'মা, আমি বে করব না!'

মা অমনি আদরে গ'লে গিয়ে বল্লেন, 'বেশ বাবা! তুমি যাতে ভাল থাক, তা-ই কর।' আচ্ছা, ভাই, তুই বল্ ত, ছেলে কিসে ভাল থাকবে তা সে কি জানে! অমন মা পেয়েছিল তা-ই! আমি হ'লে কাণ ম'লে বে দিতুম!"

চামেলী হাসিয়া বলিল, "তা-ই দিলে না কেন, ছোড়্দি!"

চম্পা সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সে কি রে! দেখ্ছিস নি! আমি কি ঐ দজ্জাল ছেলেকে এঁটে উঠ্তে পারি! তুই ভাই, ওর নাওয়া-খাওয়াটা একটু দেখিস।"

কাজেই ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সুরেশকে চলিতে-ফিরিতে হয়। কোন দিন একটু এদিক-ওদিক হইলে চামেলী ধমকায়। বলে, "আপনি যখন-তখন হাত-মুখ-মাথা নেড়ে কি করেন, বলুন ত ? মনে মনে লেক্চার দেন বুঝি ? ঘড়ীটার দিকে চেয়ে দেখুন দিকি, এগারটা বাজ্তে কত দেরি ? ভাত খেতে হবে না ? আচ্ছা, সুরেশবাবু, আমাকে একদিন আপনার লেক্চার শোনান্ না!"

"শোন" বলিয়া সুরেশ বলিতে আরম্ভ করিল।—"চামেলী নামে একটী দুষ্ট বালিকা আছে—"

চামেলী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"দুষ্ট হবে না, মশাই—দুষ্টা বলুন।"

"বেশ" বলিয়া সুরেশ পুনশ্চ আরম্ভ করিল, "চামেলী নামে একটী দুষ্টা বালিকা আছে, সে সর্ব্বদাই লোকের উপর পীড়ন করিয়া থাকে। কাহারও স্নানাহার করিতে সামান্য বিলম্ব হইলে, বকে। আহারের সময় 'এটা খাও—ওটা খাও' করিয়া ভারি উৎপাত করে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তা'র অতিশয় অমনোযোগ। অত্যন্ত বিলম্বে আহার করে। দাস-দাসীদের পর্য্যন্ত আহার শেষ না-হইলে নিজে আহার করে না।"

সুরেশ চুপ করিলে চামেলী বলিল, "আমি প্রতিবাদ কর্‌ব।"

সুরেশ বলিল, "তা-হ'লে একজন সভাপতি চাই, নইলে কে মীমাংসা কর্‌বে!"

চামেলী উত্তর দিল "বেশ! সভাপতি হবে খোকা।"

খোকার নাম হইতেই সে নবোদ্গত কয়েকটী দন্ত বাহির করিয়া সহাস্য সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু সুরেশ সে-প্রস্তাবে সম্মত হইল না। চামেলী খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সকল সামগ্রীর উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তবে আর সভাপতি হবে কে? এরা সবাই ত বোবা। বিচার কর্‌বে কে?"

সুরেশ। কেন, ঐ ঘড়ীটা সভাপতি হ'ক। যে সময়ের পরিমাণ বুঝে, তা'র চেয়ে আর বিজ্ঞ কে? সে-ই সভাপতি হবার উপযুক্ত।

চামেলী। আচ্ছা বেশ! বিজ্ঞ সভাপতি-মহাশয়! সুরেশবাবু নামে একটী দুষ্ট বালক আছে।

সুরেশ। বালক নয়, মহাশয়া! বৃদ্ধ বলুন—

চামেলী। সুরেশবাবু নামে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ আছেন, তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। তিনি চাদরের পরিবর্ত্তে কখন-কখন কোঁচান কাপড়খানি আল্‌না হইতে টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইতে যান, এবং

ভাত দিবার জন্য পাচক-ব্রাহ্মণকে ডাকিতে, 'চামেলী'—বলিয়া ডাকিয়া ফেলেন।

বামাল্-সমেত ধরা পড়িলে চোরের যেরূপ অবস্থা হয়, সুরেশের তাহাই হইল। সে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কখন না, কখন না। ঐ-শোন সভাপতি-মহাশয় বল্‌ছেন, না-না-না।"

চামেলী বলিল, "মিথ্যা কথা! সভাপতি-মহাশয় বল্‌ছেন, ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্! কেন না, বিজ্ঞ সভাপতি-মহাশয় সুরেশবাবুর গুণাগুণ নিজেই ভালরকম জানেন। তাঁর নাইতে-খেতে বেলা হ'লে সভাপতি কেবলই মাথার ওপর টিক্‌টিক্ কর্‌তে থাকেন। কিন্তু সুরেশবাবু তা গ্রাহ্য করেন না। এই দেখুন, তাঁর বৌদি ব'লে গিয়েছেন, এগারটার সময় তাঁর ভাত খাবার কথা। কিন্তু তিনি এখনও স্নান পর্য্যন্ত করেন নি। আচ্ছা, সত্যি বলুন্ না সুরেশবাবু, আপনি দিন-দিন এত অন্যমনস্ক হচ্ছেন কেন? কি ভাবেন?"

"ভাবি কি জানো, চামেলি, অমৃত ফেলে মানুষে বিষ খায় কেন? উপায় থাক্‌তে, মানুষ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট ভোগে কেন?"

চামেলী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "সাধ ক'রে কে ভুগ্‌তে চায়!"

"সাধ ক'রেই ভুগ্‌তে চায়, চামেলি! সাধ ক'রে বাঁধন পরে, সাধের বাঁধন শেষে গলার ফাঁসী হয়। কেন? বে না-কর্‌লে, সংসারী না-হ'লে কি দিন যায় না?"

"যাবে না কেন? তবে সবই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। মনে হয়, আমার কেউ নেই!" চামেলীর চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

"চামেলি! আমি একজন মহাপুরুষের কথা শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, যার কেউ নেউ, তা'র হরি আছেন।"

"হরি কি ডাক্‌লে সাড়া দেন, কাঁদ্‌লে কথা ক'ন্?"

"মহাপুরুষের কথা কখন মিথ্যা হয় না। হরি ডাক্‌লে সাড়া দেন।"

"কি ব'লে তাঁকে ডাক্‌তে হয়?"

"যে যে-রকম সম্বন্ধ পাতায়, সে তা-ই ব'লে ডাকে"—বলিয়া সুরেশ গীটার তুলিয়া লইয়া সহসা গান ধরিল,—

'ভেবে না পাই কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তুমি ভাই কি ভগিনী, জনক কি জননী,
প্রণয়িনী, স্ত্রী কি পুত্র-কন্যে॥'

গান শেষ করিয়াই সুরেশ বলিতে লাগিল, "শ্রীরাধিকা, ব্রজাঙ্গনারা, মীরা, করমেতি বাই—এঁরা সকলে তাঁকে পতিভাবে সাধনা করেছিলেন।"

চামেলী সোৎসুকে প্রশ্ন করিল, "মীরা কে, সুরেশবাবু?"

সুরেশ মধুর ভাষায়, মধুরতর কণ্ঠে, মীরা ও করমেতির কাহিনী কতক-কতক বর্ণনা করিল। নাওয়া-খাওয়ার কথা আর কাহারও স্মরণ নাই। দুইজনেই তন্ময়—একজন বলিতে, একজন শুনিতে। চামেলীর মনে হইতে লাগিল যেন, গীটারের সুরে গান হইতেছে। কাহিনী শেষ করিয়া সুরেশ বলিল, "ইচ্ছা কর্‌লে তুমিও মীরা, করমেতির মতন হ'তে পার। তেমনিভাবে জীবনযাপন ক'রে জগতের কল্যাণ-সাধন কর্‌তে পার।"

চামেলী ধীরে-ধীরে বলিল, "ইচ্ছা কর্‌লেই কি হয়! ও-রকম হ'তে কা'র না ইচ্ছে করে—কি বল, খোকাবাবু?" খোকা বলিল, "আম্—মা!"

৩৮

দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া চম্পা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, এত রোগা হ'লে কি ক'রে? কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে! কেমন, নয় গা?"

'গা' ওরফে পরেশ বলিলেন, "নিশ্চয়! তোমার অসুখ করেছিল বুঝি? খাবার-দাবার একটু ধরাকাট্ না-করলে ত সারবে না।"

সুরেশ সাবুর কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "না, বৌদি! কিছু না, কিছু না। রোগা কি বলছ! ও তোমার চোখের ভুল! আমি রোজ এক মণ ক'রে ওজনে বাড়ছি!"

চম্পা বিস্মিত হইয়া বলিল, "রোজ এক মণ?"

সুরেশ। না-না, ওটা ভুল হয়েছে—এক সের।

চম্পা। এক সের!

সুরেশ। সের কে বলছে বৌদি! এক ছটাক।

চম্পা হাসিয়া বলিল, "কথা যদি ঢাকতেই জান না, ত বল কেন?"

সুরেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ঢাকা কি, বৌদি! এই দেখ, আমার হাতের গুলি! তুমি টিপে নোয়াও দিকি! একেবারে লোহার মতন! এই সব মাস্ল্ (muscle) দেখ! কি-রকম জোর হয়েছে দেখবে?"—বলিয়া একটা ছোট লোহার সিন্ধুক খানিকটা টানিয়া আনিল। সুরেশ সত্যই একটু ক্ষীণকায় হইয়াছিল। কিন্তু চম্পা তাহার রোক্ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "থাক্, ঠাকুরপো! এখন যেখানকার গন্ধমাদন সেইখানেই রেখে এস।"

পরেশ হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কনক ও ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত। চম্পা কিছুক্ষণ ধরিয়া কনকের মুখপানে

চাহিয়া রহিল। কনক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি-লো, চিন্‌তে পার্‌ছিস নি না-কি ?"

চম্পা বিষণ্ণস্বরে বলিল, "না-পার্‌বারই কথা। এমন রোগা হ'লে কেমন ক'রে দিদি ?"

ডাক্তার সোৎসাহে বলিল, তোমার "প্রেসক্রিপ্‌সন্ (Prescription) চাই না-কি ?"

কনক মিনতি করিয়া ডাক্তারের পানে চাহিল। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়াও দেখিল না। বলিতে লাগিল, "তোমার দিদি আজকাল আমার ওপর দিয়ে পুণ্যি ক'রে নিচ্ছেন। আমার পাতের প্রসাদ ভিন্ন কিছু খান না। আমার চরণামৃত থেতে আরম্ভ করেছেন।"

সেইসময় চামেলী কক্ষে আসিয়া বলিল, "বড়্‌দি ভাই, এত রোগা হলি কি-ক'রে।"

ডাক্তার বলিল, "তুইও হবি ? যা, শীগ্‌গির একটা পাথরবাটী ক'রে একটু জল নি'-আয়।"

বলিবামাত্রই চামেলী ছুটিল। কনক হাসিয়া ডাকিল, "ওরে ও পোড়ারমুখি, শোন্, শোন্! তোকে ঠাট্টা কর্‌ছে—বুঝ্‌তে পার্‌ছিস নি ?"

কথা শেষ না-হইতেই চামেলী পাথরবাটী করিয়া জল লইয়া উপস্থিত! কনক ডাক্তারকে বলিল, তুমিও যেমন—ঠাট্টা কর্‌বার আর লোক পেলে না! ও-পোড়ারমুখী কি ঠাট্টা বোঝে!"

ডাক্তার বলিল, "ঠাট্টা কর্‌ছে কে ? আমি না তুমি ? শোন্ চম্পা, আমি যেদিন থেকে টের পেলুম, তোমার দিদি এইসব ভিট্‌কিলমি আরম্ভ করেছে, আমি পাতে আর বেশী কিছু রাখ্‌তুম না। বলি দেখি, ক্ষিদের খায় কি না! দেখ্‌লুম তা'তেও কিছু হ'ল না।

যা রাঁধি, তা-ই খেয়ে থাকে। একদিন বাড়ী ফির্লুম না। এসে শুনি, সুধু আমার চরণামৃত খেয়ে আছে!"

সুরেশ একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ডাক্তার তাহাকে বলিতে লাগিল, "শুন্ছ সুরেশবাবু! আমি একে ছট্‌ফটে মানুষ, বাঁধা-বাঁধির ভেতর যেতে পারি নি। মনে কর্লুম্, এ ত ভারি বিপদ হ'ল! রাগ ক'রে 'দু'দিন বাড়ী এলুম না। এসে শুনলুম্, দু'দিনই খায় নি। এসব আর কিছু নয়, আমাকে সজুত কর্বার চেষ্টা! ভাল-ছেলেটীর মতন সময়ে নাব-খাব। আমাদের ব্যবসায় যে তা হ'তে দেয় না।"

কনক এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বলিল, "তা নাই বা দিলে, তুমি আমার জন্য এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

"মাথা ঘামাচ্ছি এইজন্যে যে, তুমি আমার চোখের উপর রোগা হয়ে যাচ্ছ, আমি ডাক্তার কিছু কর্তে পার্ছি নি! তুমি যে-রকম পুণ্য অর্জ্জন কর্‌ছ, স্বর্গ-থেকে রথ এল ব'লে! কি বল, সুরেশ?"

সুরেশ কনকের শীর্ণ মুখমণ্ডল, দীপ্ত চক্ষু দেখিয়া বুঝিয়াছিল, এ-সকল তাহার পুণ্য-অর্জ্জন নহে—প্রায়শ্চিত্ত। কনকের মুখে দিব্য আভাস দেখিয়া বুঝিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সফল হইয়াছে। সুরেশ ভক্তিভরে মনে-মনে কনককে প্রণাম করিল এবং ছলছল চক্ষে উঠিয়া গেল। ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "এই দেখ, যে ভাবুক তা'র ভাব লেগে গেছে!—উঠে গেল! ওহে ভায়া, তোমার ছোড়্দাকে একবার ডেকে দাও ত?"

পরেশ আসিলে ডাক্তার বলিল, "ওহে পরেশ, এদিকে ত ভারি বিপদ উপস্থিত। চামেলীর শ্বশুরের অসুখ শুনেছ ত?

"হাঁ, কালকে কাগজে দেখ্‌ছিলুম, বহুমূত্র রোগ হয়েছে, ছুটী নিয়েছেন।"

."ছুটী বোধ করি, এবারে একেবারেই নিতে হবে! বাঁচ্‌বার আশা খুবই কম। কলিকাতায় এসেছেন, চিকিৎসা করতে। এখানে বাড়ী পাওয়া কেমন সহজ, জান ত? কি করি, খুড়ো—আমার ওখানেই আছেন। চামেলীকে নিয়ে-যেতে চান, সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য।"

কনক দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, পরেশ, তা হবে না। একে ত ওর শাশুড়ী অমনিতেই বলে"—চামেলীকে দেখিয়া কনক চুপ করিল।

চামেলীও দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, বড়্‌দি, আমি যাব। একে ত আমি কিছুই কর্‌তে পেলুম না, শ্বশুরেরও সেবা কর্‌তে পাব না?"

চামেলীর বিষণ্ণস্বর, নিষ্ফল আক্ষেপ, শ্বশুরের সেবায় মৃত পতিরও তুষ্টিসাধন-নিমিত্ত আগ্রহ শুনিয়া কনক ও চম্পা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। পরে কনক বলিল, "তুই থাম্! বাবা এখানে নেই!"

চামেলী বলিল, "বাবা যদি রাগ করেন, সে ভার আমার, বড়্‌দি! আমিই সব দোষ মাথায় পেতে নেব। জামাইবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চল।"

পরেশ বলিল, "যখন অত ক'রে বল্‌ছে, একবার দেখে আসুক না, ক্ষতি কি?"

চামেলী আর অপেক্ষা করিল না। একটী ছোট তোরঙ্গে আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতে ছুটিল। পরেশ বলিল, "শাশুড়ী যদি তেমন দুর্ম্মুখো হয়—"

পরেশ কথা শেষ না-করিতে-করিতে কনক বলিল, "দুর্ম্মুখো কি? ওর নাম রেখেছে—রাক্ষুসী, ডাইনী।"

পরেশ বলিল, "তা-হ'লে আর ক'দিন সেখানে টেঁক্‌বে! আপনিই পালিয়ে আস্‌বে! আর তোমরা সেখানে আছ, তেমন বেশী কিছু হ'লে ভোলাতে পার্‌বে না?"

কনক এ-কথার কোন উত্তর দিল না। খোকাকে একবার বুকে ধরিয়া চুম্বন করিয়া, চম্পা ও ধাত্রীর হস্তে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া চামেলী ছুটিয়া আসিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল। চামেলীর চক্ষে জল ঝরিল, কিন্তু সে আর ফিরিয়া চাহিল না। কাঁদিতে-কাঁদিতে চামেলী শ্বশুরঘর করিতে গেল। কনক বুঝিতে পারিল না, সে রোদন কি কেবল খোকার জন্য, না, অন্য কাহারও উদ্দেশে।

কনকের বাটীতে পৌছিয়াই চামেলী দ্রুতপদে শ্বশুরের কাছে ছুটিল। সদ্যঃস্নাতা চামেলীর অর্দ্ধসিক্ত, কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশরাশি আজানু-আলুলায়িত! কনক ছুটিয়া গিয়া তাহার অঞ্চলাগ্র মস্তকোপরি তুলিয়া দিল। বালিকার সেদিকে হুঁস ছিল না। যখন সে রুগ্নকক্ষের দ্বারদেশ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মাথার কাপড় আবার খসিয়া গিয়াছে। শ্বশুর চীৎ হইয়া নিমীলিত নয়নে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিয়রে বসিয়া শাশুড়ী। শাশুড়ী বধূকে সহসা চিনিতে পারিলেন না, তাহার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সেইসময় শ্বশুর কোন প্রয়োজনে ডাকিলেন, "ঝি!"

"কি বাবা?"—বলিয়া চামেলী কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইল।

শ্বশুর চকিতে চাহিয়া দেখিলেন—এ-কি স্বর্গ হইতে কোন্ দেবকন্যা আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইতেছে! এ সুমিষ্ট স্নেহার্দ্র স্বর ত এ-জগতের নয়! শাশুড়ীর এতক্ষণে আর ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। চামেলী তাঁহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইতেই, তিনি অপ্রসন্নমুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এক সর্ব্বনাশ ত হয়েছে, আবার এক সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে। শুনো-চুলে ডাইনীর মত আবার কা'কে খেতে এল!"

চামেলীর উত্থিত-পদ নিশ্চল হইল। সংসার অন্ধকার করিয়া চক্ষুর্দ্বয়

জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু পীড়িতের শীর্ণ মুখ দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ অশ্রু মুছিয়া বুক বাঁধিল। শ্বশুর তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। চামেলী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া মর্ম্মভেদী, কাতরকণ্ঠে বলিল, "বাবা, বাবা, আপনিও কি আমায় ত্যাগ কর্‌লেন ?"

কেবল একটীবারমাত্র 'মা' বলিয়া শ্বশুর আর কথা কহিতে পারিলেন না। বধূর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া, কাছে বসাইয়া, ধীরে-ধীরে, অতিযত্নে তাহার মস্তকে, পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চামেলী আপনার অশ্রু ভুলিয়া অঞ্চলে শ্বশুরের চক্ষু মুছাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শাশুড়ীঠাকুরাণী বিজয়ডাক্তারের পিসীকে ডাকিয়া আনিয়া 'বেহায়া ছুঁড়ীর' কীর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন।—'লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্বশুর বলিয়া একটা সম্ভ্রমও নাই! মাথার কাপড় খুলিয়া একেবারে তাঁহার গা'-ঘেঁষিয়া বসিয়াছে!' পিসীর সে-সব কথায় কান ছিল না। তিনি অন্তরাল হইতে চামেলীকে দেখিতে-দেখিতে বলিলেন, 'বউ নয়, যেন আগুনের হল্‌কা!' চামেলী যাহাতে শুনিতে পায়, শাশুড়ী এরূপস্বরে বলিলেন, 'তাই ত নুড়ো হাতে ক'রে যেমন এল, অমনি আমার ঘরে আগুন ধ'রে গেল!' বলিয়াই তিনি নবীনের নাম করিয়া গুন্‌গুন্‌ স্বরে কাঁদিতে সুরু করিলেন।

চামেলী কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। একমনে শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিল। কেবল অপরাহ্নে একবার দু'টী ভাতে-ভাত ফুটাইয়া লইবার জন্য কক্ষের বাহির হইত! কিন্তু চামেলীর অক্লান্ত, অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা-সত্ত্বেও শ্বশুরের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল!

পরেশ ও সুরেশ রোগীকে নিত্য দেখিতে আসিত। সুরেশ দেখিল, রোগীর উপর চামেলীর আশ্চর্য্য প্রভাব! অন্য কেহ ডাকিলে রোগী সাড়া দেয় না, কাহারও হাতে ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করে না। কিন্তু চামেলী

'বাবা' বলিয়া ডাকিলেই চক্ষু মেলিয়া চায়, চামচ্ দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিলেই হাঁ করে, এবং চামেলী যাহা দেয়—শান্ত শিশুর মত পান করে! রোগী কখন-কখন সহসা চমক্‌ভঙ্গের মত বিহ্বলনেত্রে চারিদিকে চায়, তারপর 'মা-লক্ষ্মি!' বলিয়া ডাকে; আর সঙ্গে-সঙ্গে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আজ পরেশ ও সুরেশ দেখিতে আসিয়া দেখিল, রোগী চকিত হইয়া ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল; তারপর ডাকিল, "মা-লক্ষ্মি!" চামেলী ত্বরায় নিকটে আসিয়া বলিল, "কি, বাবা?"

রোগী আবার ডাকিল, "মা-লক্ষ্মি!" চামেলী রোগীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "এই যে, আমি।" রোগী কিছুক্ষণ বিস্মিত, সন্দিগ্ধ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তুমি নয়। আমার মা-লক্ষ্মীকে ডেকে দাও। আমার বড় ভয় কচ্ছে।"

চামেলী রোগীর বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "ভয় কি বাবা! এই যে, আমি।" রোগী আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সুরেশ বুঝিল, রোগীর বাহ্য-চৈতন্য লুপ্তপ্রায়, এখন সে কেবল মানসছবিতে অভিভূত হইতেছে। অবস্থা ভীতিজনক বুঝিয়া আজ রাত্রে সুরেশ আর বাটী গেল না। চামেলী একা, পাছে ভয় পায়!

চামেলী সামান্যমাত্র আহার করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বাড়ী গেলেন না, সুরেশবাবু?"

সুরেশ। না, আজ আমি এখানে থাকব।

সুরেশ থাকিবে শুনিয়া চামেলী হর্ষিতা হইল। আজ তাহাকে শ্বশুরের কাছে একা থাকিতে হইত। একজন তান্ত্রিক সাধক আসিয়াছেন। শ্বশুরের কল্যাণে ঘটস্থাপনা করিয়া কালীপূজা করিতেছেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী সেই পূজার কাছে বসিয়া আছেন। চামেলী একজন সঙ্গী

পাইলে বাঁচে! তাহাতে আবার সুরেশের মত সঙ্গী। কত সদালোচনা হইবে! চামেলীর খুব আহ্লাদ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার মনে একটা আশঙ্কার ছায়া দেখা দিল। সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন আপনি থাক্‌বেন? বাবার কি অসুখ বেড়েছে?"

সুরেশ বড় বিপদে পড়িল। অসুখ বাড়িয়াছে শুনিলে চামেলী ভীতা হইবে। মৃত্যু সন্নিকট শুনিলে একেবারে অধীর হইয়া উঠিবে। সুরেশ চামেলীর প্রশ্নের কোন উত্তর না-দিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন বুঝ্‌ছ?"

চামেলী। আমি ত দেখ্‌ছি খুব অঘোরে ঘুমুচ্ছেন!

সুরেশ। তাই ত দেখ্‌ছি!

চামেলী। খোকা কেমন আছে, সুরেশবাবু?

চামেলী এ-কয়দিন খোকার সম্বন্ধে কোন কথা সাহস করিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই, পাছে শুনিতে পায়, তাহার অসুখ হইয়াছে। কিন্তু আজ চামেলীর বড় মন-কেমন করিতেছে! তাই সহসা তাহার মুখ হইতে এ প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল। সুরেশ তাহা বুঝিতে পারে নাই, বলিল, "খোকা আজ ক'দিন ধ'রে বড় কাঁদ্‌ছে। গা গরম হয়েছে।"

চামেলী চমকিয়া উঠিল!—"খোকার জ্বর! নিশ্চয় আমার জন্য কেঁদিয়েছে! আমি কি করি বলুন ত সুরেশবাবু? সেখানে কচি-ছেলে, এখানেও এক কচি-ছেলে। সেখানে সে বলে—'আম্ মা!' আর-এখানে কেবল 'মা-লক্ষ্মি! মা-লক্ষ্মি!' লক্ষ্মী ত কেমন! শাশুড়ী বলেন, নুড়ো হাতে ক'রে এসেছিলুম, বাড়ীতে পা-দিতেই আগুন ধ'রে উঠ্‌ল। সুরেশবাবু, এঁ-কে কি রক্ষে কর্‌তে পার্‌ব না? সেখানে সে আমার জন্যে কাঁদ্‌ছে, আমার প্রাণ ছুটে যাচ্ছে। এখানে এঁ-কে কেমন করে ফেলে

যাই? সুরেশবাবু, সংসারে কি সবাই এমনি বিপদে পড়ে? না, কেবল আমারই কপালে এই শাস্তি?"

চামেলীর চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ব্যথিতা বালিকার মর্ম্মভেদী মূক-বেদনা সুরেশ বুঝিয়াও সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। চামেলী সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "সুরেশবাবু, খোকার কি খুব বেশী অসুখ? বাবাকে তার্ করেন নি কেন!"

সুরেশ। তাঁকে তার্ করা হয়েছে। বোধ হয়, তিনি শীগ্‌গিরই আস্‌বেন। চামেলি! সংসারে সর্ব্বদাই মেঘ লেগে রয়েছে। এই জন্যে শাস্ত্রে বলে, 'যারা চিরদিন সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে চায়, তাদের এ মেঘের রাজ্য-থেকে অনেক উচুঁতে উঠ্‌তে হবে।' যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সংসারে থেকেও ভগবানে মন সমর্পণ করেন।

চামেলী। ভগবানে কেমন ক'রে মন সমর্পণ করি, বলুন, আমার দুই ছেলে যে, দু'জায়গায় শুয়্‌চে!

সুরেশ বলিল, "কেন, চামেলী"—

ডাক্তার এইসময় নিঃশব্দে রোগীর কক্ষের দিকে আসিতেছিল। সুরেশের আওয়াজ পাইয়া সে পাশের কক্ষে পরদার আড়ালে দাঁড়াইল। আড়ি পাতিয়া শুনিল, সুরেশ বলিতেছে, "কেন, চামেলি! যার ছেলের অসুখ হয়, সে কি আর স্বামীকে আদর-যত্ন করে না? বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনারা সংসারের সব কাজ কর্‌তেন। কিন্তু তাঁদের মন পড়ে থাকৃত— সেই কৃষ্ণের উপর। সারাদিন কাজ কর্‌তেন আর ভাব্‌তেন, কতক্ষণে কৃষ্ণের কাছে যাব।"

ডাক্তারের প্রধান দোষ ছিল, হঠকারিতা। সামান্য কারণে অগ্নি-স্তম্ভের মত জ্বলিয়া উঠিত! সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি

নিঃশব্দে দ্রুতপদে কনকের কাছে গিয়া বলিল, "ওগো, দেখ্‌বে এস, তোমার বোন্‌কে হাবা-গোবা পেয়ে শালা কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছে।"

কনক দেখিল, ক্রোধে ডাক্তারের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'র কথা বল্‌ছ ?"

ডাক্তার ফোঁস্ করিয়া উঠিল, "ইস্! তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লে দেখ্‌ছি!—কার কথা! কা'র কথা শুনবে? সেই ভণ্ডা—যে গেরস্তর বউ-ঝির কাছে ছোঁক্-ছোঁক্ ক'রে বেড়ায়! কুলের কুলবধূ নইলে যার কৃষ্ণপ্রেম হয় না। যে কীর্ত্তনের দল ক'রে নেচে-গেয়ে দেশ মজাচ্ছে। যার নাম কর্‌লে পাপ হয়, কিন্তু তোমার বাবার মুখ দে' লাল পড়ে—সেই শালার-ব্যাটা-শালা সুরেশ! ভণ্ড, পাজী, নচ্ছার,—"

কনক ডাক্তারকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "যাক্ গে! যে যেমন কাজ কর্‌বে, তেমনি তা'র ফল ভুগ্‌বে। তোমার আমার তা'তে কি?"

কনক এই বলিয়া স্বামীকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ডাক্তার একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, "তোমার-আমার কি! তোমার কিছু না-হ'তে পারে, কিন্তু আমার সয় না, সইব না। আমার কি? বেহ্মচারীর মুখোস্ মুখে দিয়ে, আত্মীয়তার পোষাক প'রে আমার অন্দরে ঢুক্‌বেন; বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে আমার পরিবারকে মজিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন—আর আমার কি!"

ডাক্তার দেখিল, কনকের মুখ হঠাৎ মৃতের মতন নীলবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি কিছু মনে ক'র না। আমি তোমায় কিছু বলি নি।"

স্বামীর কথায় কনকের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ছুটিল, বলিল, "তুমি কি

এখনও আমায় মাপ করতে পার নি? আমার মাথা খাও, বল, কি-করলে তুমি আমার এক মুহূর্ত্তের অপরাধ ভুলবে।"

"শোন, কনক! ভগবান্ কে কোথায় আছে কি-না জানি নি, মানিনি! কিন্তু তুমি যে আপনাকে আপনি দণ্ড দিচ্ছ, আমাকে এক মুহূর্ত্ত খুসী কর্‌বার জন্যে প্রাণপণ কচ্ছ, তা দে'খে বুঝেছি, ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিস আছে, সেটা কথার কথা নয়, জীবন্ত জিনিষ! কিন্তু তোমার এত কর্‌বার দরকার ছিল না। তা'র অনেক দিন আগে আমি তোমাকে মাপ করেছি! কিন্তু ও-শালাকে মাপ কর্‌তে পার্‌ব না। যতদিন তোমার এই শীর্ণ শরীর, বিষণ্ন মুখ—মহাপাপীর মত আত্মশাসন কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ব, ততদিন এই ভণ্ডার অপরাধ আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

"কিন্তু তুমি বুঝে দেখ, তা'র চেয়ে আমারই অপরাধ বেশী!"

"সে-বিচার আমার কাছে নেই। অত চুল-চিরে বিচার তুমি কর্‌তে পার, আমি পারি নি। আমি সাদাসিধে বুঝি। শুনেছি, ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখ-দেখা নিষেধ। ও-শালা মেয়ে মানুষের সঙ্গে হাটি-চাটি মেরে গল্প করে কেন? তাদের দরদ দেখিয়ে, আপনার হয়ে, মন ভোলাবার চেষ্টা করে কেন? এসব শয়তানী নয়?"

কনক কি বলিতে যাইতেছিল, ডাক্তার বাধা দিয়া বলিল, "না কনক, তুমি তা'র হয়ে আমাকে একটা কথাও ব'ল না। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। তবু আমার যে-সর্ব্বনাশ করেছে, তা মুহূর্ত্তের ভুল মনে ক'রে মনকে বুঝিয়ে, একদিন মাপ করতে পারতুম! কিন্তু চামেলী! পবিত্র ফুলের মত যে আমার চোখের ওপর ফুটে উঠেছে! সরল বালিকা! জলের মত তরল, শ্বেত, স্বচ্ছ আয়নার মত নির্ম্মল! যার মনে কোন পাপ নেই, পাপীর চক্র বুঝ্‌তে পর্য্যন্ত পারে না! যাকে দেখ্‌লে আমার মত পাষণ্ড শয়তানেরও মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। তা'র সঙ্গে

এ-কি ব্যবহার! এর আচরণ মনে হলে, তোমার বাবার ওপর পর্য্যন্ত আমার রাগ হয়। বুড়ো হয়েছেন—মানী-জ্ঞানী, সংসার কি, দেশ বুঝেছেন, অনেক দেখেছেন, আর এর বেলা অন্ধ! 'বাবা সুরেশ' বৈ মুখে কথা নেই। বয়স্থা, বিধবা মেয়ের অভিভাবক রেখে গেলেন—শয়তানকে! ডাইনের হাতে পুত-সমর্পণ! এখন যে রক্ষক সেই ভক্ষক! তাঁর চোখ ফুটিয়ে দেবার জন্যে, লোককে সতর্ক করবার জন্যে, ওকে অপদস্থ করবার জন্যে, আমি ঢের চেষ্টা করেছি। শেষবার ত্রিদিবকে দিয়ে সভায় ঐ ভণ্ড-শালার গুণাগুণ প্রকাশ করবার মৎলব করলুম। তোমার বাবা বিবি র‍্যাসেল্‌কে দিয়ে তা পণ্ড ক'রে দিলেন! বার-বার চেষ্টা করেছি, বার-বার বিফল হয়েছি! এবার চরম হয়েছে! দেখ্‌ব, এবার কে রক্ষা করে!"

ডাক্তার চলিয়া যাইতেছিল। কনক হাত ধরিয়া বলিল, "রাত হয়েছে, শোবে চল। আমি বাতাস করব, ঘুমিয়ে পড়্‌বে।"

ডাক্তার বলিল, "শুভকার্য্যে বাধা পড়্‌ল! তুমি খোকার কাছে যাও। আমি আস্‌ছি।"

কনক শয়নকক্ষে গেল। ডাক্তার আবার আড়ি-পাতিতে চলিল। আবার নিঃশব্দে রুগ্নকক্ষের পাশে আসিয়া শুনিল, সুরেশ বলিতেছে, "চামেলি! রাত অনেক হয়েছে, রোগী এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এই বেলা তুমি আর কোথাও গিয়ে একটু গড়িয়ে নাও-না কেন? আমি তোমার শ্বশুরের কাছে রইলুম।"

চামেলীকে আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। শ্রমে, রাত্রি-জাগরণে, দুশ্চিন্তায়, শ্বশ্রূর নিরন্তর নিষ্ঠুর ব্যবহারে চামেলীর মন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুরেশ ছুটী দিতেই সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমি ঘুমুব না, একটু জিরুই গে।"

ডাক্তার মনে-মনে বলিল, শালা! রুগীর ঘরে কখন কে এসে পড়ে, তা-ই ঘর-থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে! দাঁড়া শালা আমি ঠিক হয়ে আসছি! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

চামেলী শ্বশুরের মাথার বালিশ, গায় ঢাকা-দেওয়া চাদরখানি ঠিক করিয়া দিয়া, রোগীর কপালে একবার হস্তার্পণ করিল। স্পর্শমাত্রে রোগী একবার সতৃষ্ণনয়নে তাহার পানে চাহিল, তারপর আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সুরেশকে 'দরকার হ'লে ডাক্‌বেন'—ব'লে চামেলী চলিয়া গেল।

পাশের ঘরে আসিতেই চামেলীর শরীর যেন আপনা-হইতেই এলাইয়া পড়িল। মেজের আঁচল পাতিয়া ক্লান্ত কায় ঢালিয়া দিল। কিন্তু ঘুম হইল না। দেহ-মন—দু'ই যেন অবসন্ন, তন্দ্রাচ্ছন্ন। চামেলীর মনে শৃঙ্খলাহীন কত চিন্তা আসিতেছে, যাইতেছে!—খোকার অসুখ, শ্বশুরের অসুখ; শ্বশুর যদি মারা যান, শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। চামেলীর চক্ষু সজল হইল, ভাবিতে লাগিল, আমি সত্যই অলুক্ষুণে। চামেলী অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে রাত্রিও অগ্রসর হইতেছে। আজ অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার। ত্রিতলের ঠাকুরঘর হইতে মধ্যে মধ্যে গভীর ঘণ্টাধ্বনি ও গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ আসিতেছে। সমস্ত বাড়ী যেন ছম্‌ছম্ করিতেছে! চামেলীর ভয় করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, সুরেশবাবুর কাছে উঠিয়া যায়। কিন্তু দেহ যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে! চামেলী শুনিল, উপর হইতে স্তবপাঠের শব্দ আসিতেছে, 'রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র। দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥'

'মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর' বলিয়া, জগন্মাতার উদ্দেশে যুক্ত-করে

ললাট স্পর্শ করিয়া, চামেলী স্থির হইয়া শুইয়া রহিল। সেইসময় সুরেশ আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "চামেলি, ঘুমিয়েছ কি ?"

চামেলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না, সুরেশবাবু। বাবা খুঁজ্‌ছেন ?"

"না। বোধ করি, তাঁর জ্বর ছাড়ছে। খুব ঘাম হচ্ছে। দেখ্‌তে হবে। থার্‌মোমিটার্‌টা কোথায় রেখে এসেছ—"

চামেলী নিরতিশয় ভীত হইয়া বলিল, "ঘাম হচ্ছে ? তবে কি হবে সুরেশবাবু! আমার ভারি ভয় কচ্ছে।"

"ভয় কি ? ভগবান্‌কে ডাকো।"

"ডাক্‌লে তিনি শোনেন কৈ ? এত্তদিন ধ'রে এত ডাক্‌লুম—"

"তুমি ডাকার মত ডাক্‌তে পার নি। গোপিনীরা যেমন তাঁকে আপনার ভেবে আকুল-প্রাণে ডাকৃত ! তাঁকে প্রাণপতি মনে ক'রে—"

সহসা ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দন্ত চাপিয়া বলিল, "বটে ! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ছে ! থার্‌মোমিটারের দরকার ! তা-ই এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছ ! কৃষ্ণপ্রেম-ভজাবার আর লোক পাও নি ? ভণ্ডামী কর্‌বার আর জায়গা পাও নি ? শয়তানী কর্‌বার আর সময় পাও নি ? তা-ই রাত-দুকুরে, থার্‌মোমিটারের ছল ক'রে, এই নির্ব্বোধ বালিকার পেছনে ঘুর্‌ঘুর্ ক'রে বেড়াচ্ছ ? বাজারে-বেশ্যার সঙ্গে তুমি ভগ্নীভাব কর, গেরস্তর বউ-ঝিদের কৃষ্ণপ্রেম ভজাও ! পাজী, নচ্ছার, শয়তান, আজ তোমার সব শয়তানীর শেষ ! লোকের চোখ ফুটিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে অনেকবার অপদস্থ কর্‌বার চেষ্টা পেয়েছি, বার-বার নিষ্ফল হয়েছি। আমরা বদ্‌মায়েস বটে, কিন্তু তুমি বদ্‌মায়েসের বাস্থু ! আমিও পাজী, কিন্তু তুমি পাজীর পা-ঝাড়া ! তুমি সাধু নয় ! শয়তানের শিরোমণি ! আজ আর তোমার নিস্তার নেই।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গে ডুড়ুম্ করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল। সুরেশের গুরুবল—ক্রোধের উত্তেজনায় ডাক্তারের শরীর থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। হাতের লক্ষ্য ঠিক ছিল না, গুলি সুরেশের মাথার উপর দিয়া দেয়ালের কার্ণিসে ঠেকিয়া ঠক্ করিয়া মেজেয় পড়িয়া গেল। পুনরায় পিস্তল উঠাইতে-না-উঠাইতে কনক পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাপটিয়া ধরিল। চামেলীও বিদ্যুৎবৎ উঠিয়া সুরেশের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দারুণ ক্রোধে ডাক্তারের মুখ দিয়া গাঁজ্‌লা উঠিতেছে! "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও" বলিয়া কনকের বাহুকবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য সে ঘোরতর চেষ্টা করিতে লাগিল। কনক বলিল, "কখন না, কেন তুমি এ মহাপাপে লিপ্ত হচ্ছ?"

"মহাপাপ! সাপ, বিছে, মশা, ছারপোকা মার্‌লে মহাপাপ? ছেড়ে দাও।"—"কখন না।" মানসিক বলে বলবতী কনক, বলবান্ স্বামীকে অনায়াসে ধরিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে তান্ত্রিক-সাধক পূজা সাঙ্গ করিয়াছেন। শাশুড়ীঠাকরুণ দক্ষিণা দিবার পূর্ব্বেই পিস্তলের আওয়াজ পাইয়া স্বামীর রোগ-শয্যাপাশে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, স্বামী ভবরোগ মুক্ত হইয়া নিরাময় স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। "ডাইনী আমার কি-সর্ব্বনাশ করলে গো!" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঠিক সেইসময় কনকের বাহু মুক্ত হইবার পুনঃ-চেষ্টায় ডাক্তারের পিস্তলে আর একটা আওয়াজ হইয়া গেল। চামেলী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

৩৯

একজাতীয় বৃশ্চিক আছে, যাহারা অন্যত্র বিষ উদ্গিরণ করিতে না-পাইলে আপনার মস্তিষ্কে আপনি হুল ফুটাইয়া প্রাণত্যাগ করে। মনস্তত্ত্ব-

বিদ্‌গণ বলেন যে, আততায়ী ব্যর্থমনোরথ হইলে কখন-কখন তাহার আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক কনককে সেইকথাই বুঝাইতেছিলেন।—

"সাবধান, মা! বিশেষ সতর্ক থেক। বিজয়বাবুর এখন উন্মাদের মত অবস্থা, হিতাহিত জ্ঞান নাই। যখন এরই মধ্যে দু'তিনবার আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছেন, তখন এটা মস্তিষ্কবিকার ব'লে ধরতে হবে।"

কনক কাতরকণ্ঠে বলিল,"বাবা, আর কি ক'রে সতর্ক হব! পিস্তল, ছুরি-ছোরা, দা-বঁটি পর্য্যন্ত যেখানে যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলেছি। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর একবার চক্ষু বুজি নি! আর কি-করতে হবে আমায় ব'লে দিন!"

"আর কি-করবে, মা! সতী-সাধ্বীর যা-সাধ্য তা করছ! তুমি যে কি করছ, তা বলতে হবে না। তোমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারছি! এখন তুমি না অসুখে পড়লে হয়! আর ত কেউ দেখবার নেই!"

কনক কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আমি মরব না, বাবা! আমারই পাপে এই সব ভোগ হচ্ছে! আপনি বলুন, উনি ভাল হবেন ত?"

"মা, তুমি বুদ্ধিমতী, বৃথা আশায় কোন ফল নেই! বিজয়বাবু সাদাসিধে আমুদে লোক। কিন্তু বড় হঠকারী! রাগ হ'লে জ্ঞান থাকে না। এই লোক দীর্ঘকাল ধ'রে একজনের উপর মনে-মনে শত্রুতা পোষণ করেছেন। মর্ম্মান্তিক শত্রুতা, শত্রুর প্রাণনাশে পর্য্যন্ত উদ্যত হয়েছিলেন। ব্যর্থ হ'য়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন! উন্মাদের মত হয়েছেন। এ উন্মত্ততা কতদিনে সারবে—সারা-না-সারা সবই ঈশ্বরের হাত! পাগল হয়েও যেতে পারেন। তুমিও মা সাবধানে থেক! পিস্তল

ছোড়্বার সময় তুমিই ওঁকে ধ'রে ছিলে! তোমার ওপর রাগ হ'তে পারে, তোমাকেও মার্বার চেষ্টা কর্তে পারেন!"

"বাবা, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তা-ই যেন হয়, ওঁর হাতেই আমার শেষ হয়!" বলিয়া কনক কাঁদিতে লাগিল।

চিকিৎসক এ-পরিবারের সহিত বহুদিনের পরিচিত। কনকের দুঃখে তাঁহার চক্ষুতে অশ্রুর উদয় হইল। কিন্তু তাহা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন।

চামেলীও এ-পর্য্যন্ত অচৈতন্য, প্রবল জ্বরে আক্রান্ত! সুরেশ অনাহারে, অনিদ্রায় তাহার শুশ্রূষা করিতেছে ও ভাবিতেছে, বালিকা আমার প্রাণরক্ষার্থে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কনক আত্মজীবন উপেক্ষা করিয়া ডাক্তারকে ধরিয়াছিল। ইহারা গৃহকর্ম্ম করে, ক্রীতদাসীর মত মানবের সেবা করে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই আপনাদের দেবীত্ব অভিব্যক্ত করে! কিন্তু এই দুই দেবীও আমার জীবন-রক্ষার কারণ নয়। ডাক্তার প্রথমে আচম্বিতে পিস্তল ছুড়িয়াছিল। তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিল কে? সেই সে-রাত্রে যিনি কনকদিদির খোকাকে কাঁদাইয়া আমাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি ঘোর অহঙ্কারী, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, তা-ই স্বেচ্ছায় অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছি! গুরুদেব, আমার কল্যাণ-সাধনে তোমার সকল চেষ্টাকে আকস্মিক ঘটনা ব'লে মনকে বুঝিয়েছি! কিন্তু পিস্তলের লক্ষ্যভ্রষ্ট-হওয়া ত আকস্মিক নয়! আমি ঠিক্ জেনেছি, ঠিক্ বুঝেছি, আকস্মিক নয়! এই ঘটনাটা বুঝেছি, জেনেছি! কিন্তু এমন অজানিত অযাচিত-ভাবে যে, তুমি কত কৃপা কর্ছ, তা ত জানি না! চামেলী সম্বন্ধে আমার মনে যে, পাপ নাই, ডাক্তার তা বুঝ্তে পারে নি। অন্য সকলেই হয় ত ভুল বুঝ্বে, কিন্তু তুমি ঠিক

বুঝেছিলে, অন্তর্যামি! তুমি বার-বার আমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছ, বার-বার আমার কল্যাণ-সাধন কর্‌ছ, আর বার-বারই আমার চোখে ধূল দিচ্ছ! তুমি কৃপা ক'রে না-চেনালে তোমায় চিন্‌ব কেমন ক'রে, গুরুদেব! তুমি ধরা না-দিলে আমার কি সাধ্য তোমায় ধরি! আরও কতদিন এমনি লুকোচুরি খেল্‌বে? এই প্রাণান্তকর ঘটনাও আবার ভুলিয়ে দেবে নাকি! ওঃ, আমি ঘোর অবিশ্বাসী, নিরাশ্রয়! মানুষের পরম আশ্রয়—বিশ্বাস, তা আমার নাই! আমায় দেখা দাও, দেখা দিয়ে আমায় রক্ষা কর! আমি কোথায় তোমায় খুঁজ্‌ব! কোথায় তোমার দেখা পাব! হীনশক্তি, ক্ষীণবল, আমার সাধ্য কি তোমায় খুঁজে বেড়াই! আমায় দয়া ক'রে দেখা দাও! দাও, দেখা দাও! দেবে না? তুমি আমার কাছে আস্‌বে না? আমায় তোমার কাছে যেতে হবে। আচ্ছা, চামেলীকে ভাল ক'রে দাও, আমি এ-জীবন তোমার অন্বেষণেই পাত কর্‌ব!

চামেলীকে লইয়া পীতাম্বরের গৃহে আসিতে-আসিতে সুরেশের মনে এইসকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল। চিন্তার নিবৃত্তি নাই, যতই সময় যাইতেছে, ততই বাড়িতেছে। তা'র-উপর চামেলীর ভাবনা।

পরদিন পীতাম্বর ফিরিয়া আসিলেন এবং খোকাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। খোকা একদণ্ড স্থির হইতেছে না। কেবলই 'আম্ মা, আম্ মা' করিয়া কাঁদিতেছে! হায়, আজ ইহার গর্ভধারিণী থাকিলে কি এর এমন দুর্দ্দশা হইত! পীতাম্বরের চক্ষে জল আসিল—আমার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছে। যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্, সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি এই পুত্রকে রক্ষা কর্‌তে পারি, গুরুদেবের আদেশ মত এ-কে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে জন-কল্যাণে অর্পণ কর্‌তে পারি, মৃত্যুর সময় মনে কর্‌ব,

আমার জীবনধারণ ব্যর্থ হয় নাই। ভাবিতে-ভাবিতে তিনি ক্রন্দমান্ সন্তানকে বক্ষে লইয়া চামেলীর কক্ষে গমন করিলেন।

চামেলী এখনও অচেতন, তা'র-উপর তাহার প্রবল জ্বর। সুরেশ দিবারাত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতেছে। পীতাম্বর খোকাকে চামেলীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিলেন। শিশু চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং অবিলম্বে চামেলীর তপ্ত বক্ষে আশ্রয় লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল! চামেলীও সেই অচেতন অবস্থায় একটী বাহু দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। পীতাম্বর ও সুরেশ উভয়ে মুগ্ধ হইয়া এই হৃদয়-দ্রবকারী দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

সুরেশ পীতাম্বরকে বলিল, "যতক্ষণ-না খোকা জেগে ওঠে, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্-না!"

পীতাম্বর বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "ঘুম! ঘুম ত পরের কথা, একটু মনঃস্থির ক'রে যে কর্ত্তব্য স্থির করব, তা-ও এখন পারছি নি! আমি এখন কি করি, আমায় ব'লে দিতে পার? এরা ভাই-বোনেও কি গিন্নীর মত আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে?"

পীতাম্বরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি যেন আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু সাধুর আশীর্ব্বাদ-লব্ধ এ শিশুর জীবন ত ব্যর্থ হবার নয়! কিন্তু একে রক্ষা করাই বা যায় কি ক'রে? জন্মমাত্রে মাতৃহীন হ'ল! যার হাতে পালন করবার জন্য দিলুম, সে দেখছি, নিজেই যেতে বসেছে! আহা, অভাগিনী কেবল যন্ত্রণা সইতেই এসেছিল। সুরেশ, আমি বাপ, কিন্তু মেয়েটার যন্ত্রণা দে'খে সময়-সময় মনে হয় যে, যত শীঘ্র ওর যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ—"

পীতাম্বরের কথা শেষ না-হইতেই সুরেশ তাঁহার চিন্তার গতি অন্য

দিকে ফিরাইবার জন্য বলিল, "দেখুন, কি আশ্চর্য্য! চামেলী অচেতন অবস্থায়ও খোকাকে বুকে টেনে নিলে আর খোকাও চামেলীর বুকে আশ্রয় পাবামাত্রই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। দেখ্‌ছি চামেলীকে না-বাঁচাতে পার্‌লে খোকাকেও রক্ষা করা দায় হবে!"

"তা-ই ত কি করি"—বলিয়া পীতাম্বর যুক্ত-করে, সজল ঊর্দ্ধনেত্রে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, গুরুদেব! কোথায় আপনি? আপনি ভিন্ন আর আমার কোন উপায় নেই!"

সুরেশ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শুনিল, সেইসময় চম্পা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিতেছে, "বাবা, বাবা, দেখ্‌বে এস, নাগা-বাবা আস্‌ছেন!"

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পীতাম্বর 'গুরুদেব, গুরুদেব'—বলিতে-বলিতে ছুটিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, একদল বালকের মাঝখানে শ্রীঅমরনাথ স্বামী, সাক্ষাৎ কৈলাসনাথের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। কোন বালক বলিতেছে, 'সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার জটা থেকে গঙ্গাজল বা'র কর!' কেহ বলিতেছে, 'না ঠাকুর, জটার ভেতর থেকে সাপ বা'র ক'রে খেলাও!' কেহ বলিতেছে, 'না-না, ফুঁ-দিয়ে আগুন জ্বাল!' কেহ গৈরিকবস্ত্র, কেহ কম্বল, কেহ জটা ধরিয়া টানিতেছে! সন্ন্যাসী মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, 'বোলো হর-হর বম্‌-বম্‌।' বালকের দল 'বম্‌-বম্‌'—বলিয়া উচ্চধ্বনি করিল। কেহ বলিল, 'হর-হর বম্‌-বম্‌, ক'সে লাগাও গাঁজায় দম্‌।'

পীতাম্বরকে দেখিয়াই বালকগণ পলায়ন করিল। পীতাম্বর সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইলেন। সাধু হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন—"শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!" পীতাম্বরের বক্ষস্থল হইতে যেন পাষাণ সরিয়া গেল।

সাধু পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সব কুশল?" পীতাম্বর বলিলেন, "না, বাবা, আমার কন্যা-পুত্রের প্রবল জ্বর!"

অমরনাথ বলিলেন, "চল, দে'খে আসি।" সন্ন্যাসী ভিতরে আসিতেই চম্পা আসিয়া বলিল, "এই ত আপনি বেঁচে আছেন, নাগা-বাবা! তবে যে, বাবা বলেন, আপনি মারা গেছেন!"

"ও ভুও-বেটার কথা শোন কেন, মা! আমাদের কি মরণ আছে!"

চম্পা আবদার করিয়া বলিল, "এবার, বাবা, আপনাকে আমায় মন্তর দিতে হবে। আর-বার মন্তর দেবেন বল্লেন, আর মারা গেলেন!"

"বেশ, তা দোব, আজই দোব। আজ বেশ দিন। মঙ্গলবার!"

"আজই? বেশ! তবে চলুন, আপনাকে নাইয়ে দি! দেখুন দেখি, গায় কত ধূল-ছাই মেখেছেন!"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ও-বেটী; তুমি ভারি ধাড়িবাজ্! ছাই-মাথা সন্ন্যাসী-গুরুর কাছে মন্তর নেবে না! আচ্ছা, বেটী, জলটল ঠিক কর্!" তারপর সহসা তাঁহার চক্ষু সজল হইল, চম্পাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা, মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আর এ বুড়ো-ছেলেকে মুগ্ধ ক'রো না।"

চম্পা কিছুই বুঝিল না। তাড়াতাড়ি স্নানের জল প্রস্তুত করিতে গেল।

সন্ন্যাসী চামেলীর কক্ষাভিমুখে চলিলেন। সমস্ত বাটী যেন তাঁহার সুপরিচিত।

৪০

সন্ন্যাসী কক্ষে প্রবেশ করিতেই চামেলী চক্ষু মেলিল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ, মা?"

অতি ক্ষীণস্বরে চামেলী উত্তর দিল, "ভাল আছি, বাবা! আমার খোকা?"

"এই যে, মা,—তোমার খোকা!" বলিয়া সন্ন্যাসী শিশুকে তুলিয়া লইয়া চামেলীকে দেখাইলেন। চামেলী ঈষৎ হাসিয়া খোকাকে লইতে হাত বাড়াইল। কিন্তু হাত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তুমি বড় কাহিল হয়েছ, আগে কিছু খাও, নইলে খোকাকে নিতে পার্‌বে না। আমি ততক্ষণ খোকাকে ঠাকুরঘর থেকে চরণামৃত খাইয়ে আনি। তা-হ'লেই ওর জ্বর সেরে যাবে। পীতাম্বর এস।"

সন্ন্যাসী কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুগ্নশয্যা-পার্শ্বে সুরেশকে দেখিয়াই তাহার উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুরেশ বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল। পীতাম্বর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুরেশ, কি দেখ্‌ছ! বাবা আস্‌তেই এ-বাড়ীর হাওয়া ফিরে গেছে!"

সুরেশ ভাবিতেছিল, যাহার জন্য এ-কয়দিন নিয়ত ভাবিতেছি, ইনিই কি তিনি! এত দয়া! আমার মন বুঝে কাছে এসেছেন! এইসময় পীতাম্বর বলিলেন, "এস, প্রণাম কর।"

পীতাম্বরের কথা শেষ হইতেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাপরে, উনি সংযমী, ব্রহ্মচারী, মহাবীর—উনিই আমার প্রণম্য!" বলিয়া মস্তক নত করিয়া সুরেশকে প্রণাম করিলেন।

পীতাম্বর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সুরেশ কেমন থতমত খাইয়া ধীরে-ধীরে আপন ঘরে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী শিশুকে লইয়া পীতাম্বরের সঙ্গে ঠাকুরঘরে গেলেন।

ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়াই সন্ন্যাসী বলিলেন, "পীতম্‌, শিশুর জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছ, না?"

"প্রভু, শ্রীগুরুর চরণপ্রসাদে শিশুকে আমি লাভ করেছি। এ হ'তে মহাকার্য্য সাধিত হবে—আমার বিশ্বাস। জন্মের পূর্ব্ব-হ'তে শিশু

দেবকার্য্যে নিয়োজিত। যদি বাঁচে, এ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়ে আমার কুল পবিত্র, দেশ পবিত্র করবে—আমার এই ধারণা।"

"তবে এর ওপর এত মায়া করছ কেন? শিশু ত তোমার নয়।"

"প্রভু, জানি, শিশু আমার নয়। মহাভাগ্যে আমি এর লালন-পালন ভার প্রাপ্ত হয়েছি। নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ। এ যতদিন-না জীবনের ব্রত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এ-কে লালন-পালন ক'রে জীবন ধন্য করব না কেন? আর—" পীতাম্বর সহসা নীরব হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি, পীতম্?"

"প্রভু, মহাপুরুষ হলেও আমার ত সন্তান বটে!"

"পীতম্, কে কা'র পিতা, কে কা'র সন্তান! সবাই আপন-আপন অদৃষ্টলিপি পূর্ণ করবার জন্য জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতা উপলক্ষ্য মাত্র। তা-ই বলছিলুম, তুমি এ-কে কেন এত ক'রে মায়া-মোহের ফাঁদে ফেলছ!"

"প্রভু, যতদিন-না শিশুর অদৃষ্টলিপি পূর্ণ করবার সময় আসে, ততদিন ত আমার একটা কর্ত্তব্য আছে?"

অমরনাথ গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন, "কর্ত্তব্য? কি জান, পীতাম্বর! জীবন ক্ষণভঙ্গুর, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই। কাজ চুকিয়ে ফেলাই ভাল।"

"ওঃ, তা-ই বলছেন! বেশ কথা! প্রভু! আপনি সাক্ষী, আমি আজ হ'তে আমার পুত্ররূপী এই শিশুকে দেবকার্য্যার্থে নারায়ণ-চরণে উৎসর্গ করলুম। আজ হ'তে এ-শিশুর উপর পুত্ররূপে আমার কোন অধিকার নাই! যতদিন-না দেবকার্য্যক্ষম হয়, আমি এ-শিশুর সেবকমাত্র!"

অমরনাথ পীতাম্বরকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "পীতম, এ মহাত্যাগের যে অলৌকিক ফল, আজ হ'তে তুমি তা'র অধিকারী।"

পীতাম্বর জানু-পাতিয়া বসিয়া কোশা হইতে অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! এ ত্যাগের যে-কিছু ফল সে-সমস্তই—'শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু" বলিয়া স্বামীর চরণে অঞ্জলিপূর্ণ জল ঢালিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার অলৌকিক ত্যাগ দে'খে আমি ধন্য হলুম! পীতাম্বর, তোমার কর্ত্তব্য তুমি মহা গৌরবে পালন করেছ, এখন আমার কর্ত্তব্য আমি করি। শিশুকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দি।"

অমরনাথ শিশুকে আসনে শয়ন করাইলেন। তারপর কোথা হইতে গঙ্গাজল লইয়া তাহার মস্তকে দিলেন, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখাইলেন। পীতাম্বর মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন, শিশু সত্যই শিশু-দিগম্বরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে! অমরনাথ স্বামী কর্ণে মন্ত্র দিবামাত্রই শিশু নিস্পন্দ হইয়া গেল। পীতাম্বর ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হ'ল, কি হ'ল?"

"ভয় নাই, পীতাম্বর! সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্রই শিশু নির্ব্বিকল্প-সমাধি লাভ করেছে।" বলিয়াই শিশুর কাণে 'হর-হর—বম্-বম্' রব করিতে লাগিলেন। শিশুর চৈতন্য হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যখনই সমাধি দেখ্‌বে, শিশুর কাণের কাছে, এইরূপ ব'ল! এখন চল, খোকাকে তোমার কন্যার কাছে নিয়ে যাই।"

৪১

চামেলী এখন উঠিয়া বসিয়াছে। সুরেশের মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছেন। খোকা আসিতেই চামেলী বলিয়া উঠিল, "খোকাকে এমন ক'রে ছাই মাখিয়ে আন্‌লেন কেন, বাবা?"

অমরনাথ উত্তর দিলেন, "তোমার খোকা যে, মা, সাধু হয়েছে।"

চামেলী সবিস্ময়ে বলিল, "আমার খোকা সাধু হয়েছে ! আমি ওকে কি-ব'লে ডাক্‌ব, বাবা ?"

নাগা-বাবা বলিলেন, "ওর নাম হয়েছে—বালগঙ্গাধর।"

"ও বাবা ! অত বড় নাম আমি বল্‌তে পার্‌ব না, নাগা-বাবা !"

"আচ্ছা, মা, তুমি ও-কে 'ভুলো' ব'লে ডেকো !"

"ও-রে আমার ভুলো ! ও-রে আমার ভুলো-ছেলে !" বলিয়া চামেলী হাত পাতিতেই ভুলো, বনাম—বালগঙ্গাধর, তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "শোন মা ! এ-ছেলে সাধু হয়েছে। এর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। এ-ছেলে তোমার নয়। সুধু এর পালন-ভার তোমার। যত্ন ক'রে এ-কে পালন ক'র।"

চামেলী বলিল, "ছেলে যা'র হ'ক, আমি ত ভুলোর মা হলুম, বাবা !"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নিশ্চয়।"

সেইসময় চম্পা আসিয়া বলিল, "বাবা, জলটল সব ঠিক করেছি, আপনি নাইবেন আসুন !"

"চল, মা !"—বলিয়া অমরনাথ স্নানার্থে চলিলেন।

চম্পা তাঁহাকে একখানি নূতন পীঁড়ির উপর বসাইয়া প্রথমে পদদ্বয় ধৌত করিল। পরে সেই জল আপনার মাথায় দিতে অমরনাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কি করিস্, মা, কি করিস্ ! আমি-যে তোর ছেলে ! ছেলের পায়ের জল মাথায় দিতে আছে ? আমার অকল্যাণ হবে যে !"

চম্পা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল, "যাট্ ! যাট্ ! ও-হ ত বাবা, কি করলুম !" তারপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর জটাভার এলাইয়া নূতন গামছায় অতি যত্নে তাহা মুছাইতে-মুছাইতে বলিল, "দেখুন দিকিন্ বাবা, এত বড় জটা কি রাখ্‌তে হয় !"

সন্ন্যাসী যেন ভীত হইয়া বলিলেন, "থাক, মা, থাক !"

তারপর চম্পা সাধুকে সুগন্ধি সাবান্ মাখাইতে বসিল। পীতাম্বর সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কন্যার হস্তে সাধুর এই নির্য্যাতন দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, সাবান্ মাখ্ছেন যে !"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন, "পীতম্, তুমি যে-কাজে যাচ্ছিলে, চ'লে যাও। সাবান্-মাখান কি বল্ছ ! আমার মা-টী আজ আমায় নিয়ে যে-রকম পড়েছেন, জটা-ক'টা নিয়ে ফির্তে পার্লে বাঁচি ! গোড়াতেই নজর পড়েছে ঐ গুলির উপর !"

চম্পার সাবান্-ঘষা দেখিয়া পীতাম্বর ভীত হইয়া বলিলেন, "কর্ছিস কি, মা ! বাবার কি একপুরু ছাল তুলে দিবি ?"

"নইলে এত ধূল-ছাই উঠ্বে কেমন ক'রে, বাবা !" বলিয়া চম্পা সাবান্ ঘষিতে লাগিল !

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ-রে সুরেশ কোথা গেল ?"

চম্পা বলিল, "সে একটু ঘুমুচ্ছে।" তারপর পিতা চলিয়া গেলে, চম্পা চুপি-চুপি অমরনাথকে বলিল, "বাবা, শুনুন্ ! ভারি দুষ্টু ছেলে !"

"কে, মা—আমি ?"

চম্পা তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনি নয়, বাবা, আপনি খুব ভাল ছেলে !"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে দুষ্টু ? সুরেশ ?"

"হ্যাঁ বাবা ! কথা শোনে না।"

সন্ন্যাসী কৃত্রিম কোপ-সহকারে বলিলেন, "পাজী-বেটা ! আমার এমন মা'র কথা শোনে না ! কি-কথা শোনে না, মা ?"

চম্পা আস্তে-আস্তে বলিল, "যে করবে না ! আমার শাশুড়ী সেদিকে

কোন খেয়াল করেন না। তাঁরই আদরে ছেলে অমন হয়েছে! আমি কত বোঝাই, ঠাকুরপো ঘাড় পাতে না! উল্‌টে হাসে!"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন—"নচ্ছার বেটা।" তারপর চম্পা আবার ধীরে-ধীরে বলিল, "বাবা, দেখুন!"

"কি, মা?"

চম্পা এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখ্‌ছ, মা?"

"আমার শাশুড়ী শুন্‌ছেন কি-না তা-ই দেখ্‌ছি!" তারপর সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া চম্পা বলিল, "বাবা, দেখুন! ঘরে থাক্‌বে না, বিবাগী হয়ে কোন্ দিন বেরিয়ে যাবে!"

অমরনাথ মনে-মনে বলিলেন, "তোমার বাক্য সফল হউক, মা! আমার আসা সার্থক হ'ক! কিন্তু বাহিরে যেন ভীত হইয়া বলিলেন, "তা-ই ত, মা! তবে কি হবে!"

"আপনি একটু ও-কে দেখ্‌বেন, নাগা-বাবা! ও ভারি বাউণ্ডুলে!"

অমরনাথ বলিলেন, "দেখ্‌ব বৈ-কি, মা! খুব ভাল ক'রে দেখ্‌ব! তুমি যার মঙ্গল-কামনা কর, সে ত দিন কিনে নিয়েছে, মা!"

তারপর স্নান শেষ হইল। চম্পা সন্ন্যাসীকে দিব্য পট্টবাস পরাইয়া, চন্দন মাখাইয়া, গলায় ও জটায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। সন্ন্যাসী বররূপী মহেশ্বরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

সেইসময় দীনবেশে কনক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িল! পশ্চাতে ডাক্তার দাঁড়াইয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছে!

অমরনাথ খানিকক্ষণ ডাক্তারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বাবু! হাস্‌ছ যে?"

ডাক্তার পূর্ব্ববৎ হাসিতে-হাসিতে বলিল, "ওর পাগ্‌লামী দে'খে।"

"ওর কি পাগলামী?"

"কি পাগলামী? যাকে-তাকে, মনে করে সাধু।"

"তোমাকেও সাধু মনে করে না-কি?"

"আমাকে? সে বড় মজা! আমাকে ঠাউরেছে, একটা দেব্‌তা-টেব্‌তা কেউ। আমার পাদক-জল খায়, প্রসাদ খায়।"

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

"আমি ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছি নি—আমি দেব্‌তা, কি ও দেবী! আমার মনে হয়, যেমন দেবা, তেমনি দেবী! আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি ত সাধু?"

"তোমায় কে বল্‌লে, আমি সাধু? সাধু এমন চন্দন মাখে? চেলী পরে? ফুলের মালা গলায় দেয়?"

"এই আবার সব গুলিয়ে দিলে!"

"তোমার গোল্‌টাই কি ছাই বল না?"

"গোল কি জান, বাবা? বিষম গোল! সে গোল এমন গোল যে, কেবলই ঘুর্‌ছে! আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথাটাও পন্‌পন্‌ ক'রে ঘুর্‌ছে! ঘোর! ঘোর! ঘোর! ঘোর!" বলিতে-বলিতে ডাক্তার ঘুরিতে লাগিল, আর বালকদের মত বলিতে লাগিল, "মানি-মানি জানি নি, পরের ছেলে মানি নি।"

অমরনাথ অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের হস্ত ধরিলেন। ডাক্তার থমকিয়া দাঁড়াইয়া কটমট্‌ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে-দেখিতে বলিল, "তুমি বল্‌তে পার, খুন করা পাপ, কি আত্মহত্যা পাপ? আমি ডাক্তার, কিন্তু কোন্‌টা বড় রোগ, ঠিক পাচ্ছি নি! কোন্‌টা পাপ?"

"সুধু পাপ? মহাপাপ!"

"কোন্‌টা? কোন্‌টা?"

"দু'টই।"

"এই আবার গোল বাধালে! দু'টই মহাপাপ! আচ্ছা পাপ বড়, না, মহাপাপ বড়? পাপ বড়, কি সাপ বড়? কেউটে বড়, কি গোখ্‌রো বড়?"

"চলম্মা, সেই কথা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করি গে।"

"ঠিক্ বলেছ, চল ত, চল ত! যে-বেটা কেউটে-গোখ্‌রো দুই ছিষ্টি করেছে, সে না-হ'লে কেউ এ-কথার জবাব দিতে পার্‌বে না। হাঃ-হাঃ, বড় মজার কথা! কেউটে বড়, কি গোখ্‌রো বড়! এতদিন তুমি কোথা ছিলে সন্ন্যাসীঠাকুর? ভাগ্যিস্, কাল রাত্তিরে কনক স্বপ্ন দেখ্‌লে, তুমি এসেছ—আমার সন্দেহ মেটাতে! তা-ই ত এলে! নইলে, চাঁদ! ও পাকা জটায় ফুলের মালার বাহার কোথায় থাক্‌ত?"

সন্ন্যাসী ও ডাক্তারের উচ্চ হাস্যরোলে পীতাম্বর আসিয়া পড়িলেন। কনককে দেখিয়াই তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কনক এমন হয়েছিস কেন, মা?"

কনক কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! উনি পাগল হয়েছেন!"

পীতাম্বর অমরনাথের পানে অশ্রুসিক্ত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "প্রভু! আর কতদিন আমায় এ-সব দেখ্‌তে হবে?"

"আর বেশী দিন নয়, পীতম্! খেলা শেষ হয়ে এল ব'লে! কনকময়ী, তুমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" তারপর চম্পাকে বলিলেন, "মা! তুমি স্নান ক'রে, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে যেও। এস, মা, কনকময়ী! ভয় নেই! ঠাকুরের চরণামৃত খেলেই তোমার সব ভাল হবে! এস ডাক্তারবাবু!"

কনক ও ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া অমরনাথ ঠাকুরঘরে উঠিলেন ও উভয়কে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর সন্ন্যাসী কুশী পুরিয়া

নারায়ণের চরণামৃত লইয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ধ্যানস্থের মত বসিয়া রহিলেন। পরে ডাক্তারকে তাহা পান করান হইল। চরণামৃত-পানের কিছু পরে ডাক্তার বলিল, "আরে বাঃ-বাঃ! চন্নামেত্ত খেলে এমন নেশা হয় জান্‌লে কি পয়সা খরচ ক'রে মদ খেতুম। ওঃ, তা'ই আমার চন্নামেত্ত খাবার জন্যে তোমার এত ঝোঁক্!"

শেষের কথাটা অবশ্য কনককে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল, আর বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডাক্তার ঢলিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী কনককে বলিলেন, "মা, এইখানেই ও একটু ঘুমুক। একেবারে রোগমুক্ত হয়ে জেগে উঠ্‌বে। তুমি চম্পামায়ীকে পাঠিয়ে দাও গে। ও খানিক বিশ্রাম করুক। যখন জাগ্‌বে, তখন একেবারে নীরোগ হবে।"

কনক আনন্দে ছুটিয়া গেল, এবং চম্পা ও পরেশকে পাঠাইয়া দিল।

সন্ন্যাসী ইহাদের দু'জনকে দীক্ষা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "দু'জনে হর-গৌরীর মত সংসার কর! তুমি, মা, যেমন সকলকে মায়ের মত যত্ন কর, তেমনি তোমার একটী খোকা হবে।"

"কবে, বাবা, কবে আমার খোকা হবে?"

পরেশ লজ্জায় অধোমুখ হইল, কিন্তু চম্পার ভ্রূক্ষেপ নাই; আনন্দে, উৎফুল্ল চিত্তে বলিতে লাগিল, "তোমার মত সুন্দর খোকা হবে ত? বাবা?"

"মা, মা, তোর পাগল-ছেলেকে আর পাগল করিস নি' মা"—বলিতে-বলিতে সন্ন্যাসীর নেত্র আর্দ্র হইল, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥'

পরেশ ও চম্পা আনন্দে অধীর হইয়া শ্রীগুরুপদে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। পরে কনক আসিল।

কনক আসিবার পর সন্ন্যাসী ডাক্তারের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন, "বিজয়!"

ডাক্তার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কে তুমি? কেন আমায় জাগালে? আমি মা'র কোলে শুয়ে বেশ ঘুমুচ্ছিলুম।"

কনক ডাক্তারের নিকট গিয়া বলিল, "ওঠ, নাগা-বাবার কৃপায় তুমি ভাল হয়েছ। ওঁকে প্রণাম কর।"

ডাক্তার চারিদিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি—আমি কোথায়? এ-কি? এটা ত তোমার বাপের বাড়ীর ঠাকুরঘর!"

কনক স্বামীর মুখ চাহিয়াই বুঝিল, সে উন্মাদ-অবস্থার কথা সুস্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিতেছে না। ধীরে-ধীরে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে লাগিল।

ডাক্তার সন্ন্যাসীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে বর্ণন করিয়া কহিল, "কেন যে আমি সুরেশকে বিদ্বেষ-চক্ষুতে দেখ্‌তুম, তা'র কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি নি। বোধ হয়, আলোয়-অন্ধকারে, দেব-দানবে, সাধু-শয়তানে যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ, এ-ও তাই! বাবা, আমি কিছুই মান্‌তুম না। এখন একেবারে আমার সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে!"

কনক ভীত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আবার কি কিছু হবে?"

অমরনাথ বলিলেন, "না, মা। শোন, কনকমায়ী, তোমার আর কোন ভয় নাই! দুষ্টু ছেলে-মেয়েকে মা কখন-কখন চড়্‌টা-চাপড়্‌টা মারেন, তা-ব'লে কি ভালবাসেন না?"

কনক আত্মগ্লানিতে বিদ্ধ হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে মহা পাতকী !"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তুই তোর ছেলের গায়ে ধূল-ময়লা লাগ্‌লে কি করিস, বল ত মা ! ধুইয়ে-পুঁছিয়ে দিস, না, তা'কে ফেলে দিস ?"

পুত্রকে ফেলিয়া দিবার কথা শুনিবামাত্র কনক চমকিয়া বলিল, "সে-কি বাবা ! তা'কে কি ফেল্‌তে পারি ! সে-যে আমার ছেলে !"

"আর তুমি মায়ের সতীন-ঝি, না ? মা—সত্যি মা ! তাঁ'র ভেতর কোন জাল-জুচ্চুরি নেই ! ভাবের ঘরে চুরি নেই ! মা কি ছেলের অপরাধ মনে ক'রে রাখেন ? ছেলে হেসে-খেলে, নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে, তিনি তা-ই দেখ্‌তে ভালবাসেন। আমরা যদি, মা, ঝগ্‌ড়া-মারামারি করি, গায়ে ময়লা মাখি—তা'তে মা কত ব্যথা পান, তা-কি মা, তুমি জান না ?"

ডাক্তার সজল নয়নে বলিল, "আমি অতি হতভাগা, এমন মা আছে—আমি জান্‌তুম না।"

"এখন ত জেনেছ ?"

"কেমন ক'রে বুঝ্‌ব, বাবা ? মা হয়ে ছেলের চোখে ধূল দিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে, সে-যে ভুলিয়ে দেবে না, তা'র ঠিক কি !"

"আচ্ছা, আর ভুল্‌বে না।"

"আ ঠাকুর ! তেমনি শিষ্ট, শান্ত, সুবোধ ছেলে পেয়েছ কি-না ! সেই প্রথমভাগে যেমন পড়েছিলুম—গোপাল বড় সুবোধ বালক, তাহার সর্ব্বদাই পাঠে মন। মাষ্টারমশায় যা বলেন, সে সব কথা শোনে।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি চাস বল ?"

"ভারি সোজা কথা জিজ্ঞাসা করেছ, ঠাকুর ! আমি কি চাই, তা-ই

যদি জান্‌ব, তা-হ'লে আর এমন হবে কেন? আমি কি চাই, সে তুমি জান। কিসে আমাদের ভাল হবে, তা-ই তুমি করে দাও।"

অমরনাথ কনকের দিকে প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "বেটা ভারি শেয়ানা।"

ডাক্তার ও কনক সাধুর চরণযুগলে প্রণাম করিয়া আসিবার সময় সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমরা পীতাম্বরকে একবার পাঠিয়ে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে পীতাম্বর সুরেশকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ আসিতেই সন্ন্যাসী তাহাকে নমস্কার করিলেন। পীতাম্বর হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, সুরেশ আমার পুত্রতুল্য! এতদিন এর গুরুকরণ হয় নি—"

কথা শেষ হইতে-না-হইতে অমরনাথ বলিলেন, "ওঁর যি'নি গুরু হবেন, তাঁর এখনও তপস্যা শেষ হয় নি!"

সুরেশ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। বিহ্বল নেত্রে অমরনাথের পানে চাহিল। দেখিল—স্থির, কঠিন পাষাণমূর্ত্তির মত সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

সুরেশের আত্মাভিমানে বড় গুরুতর আঘাত লাগিল। প্রণাম করিতে গে'লে সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করেন না। একটা মিষ্ট সম্ভাষণ পর্য্যন্ত নাই! দৃষ্টিতে কঠোর বিরক্তির ভাব। আমি কি এঁর একটা প্রসন্নদৃষ্টি-লাভের যোগ্য নই? বালব্রহ্মচারী ব'লে লোকে আমায় কত আদর-যত্ন করে; আমার কথা কত আগ্রহ ক'রে শোনে; পীতাম্বরবাবু আমায় হেন্-তেন্ কত-কি বলেন, সবই কি ভুল? আমার পবিত্র জীবন ব'লে মনে-মনে এত দিন যে অহঙ্কার ক'রে এসেছি, সে-কি ভুল? কি-অপরাধে মহাপুরুষ আমায় এমন কঠোর দণ্ড দিচ্ছেন? ইনি মহাপুরুষ তা'তে সন্দেহ নাই। স্বচক্ষে দেখেছি, ইনি আস্‌তেই পীতাম্বরবাবুর

বাড়ীর হাওয়া ফিরে গেল। অযাচিতভাবে যা'র-তা'র কল্যাণসাধন করছেন, কিন্তু আমাকে কেবলই শ্লেষবাক্য বলছেন! নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ আছে! কিন্তু সেটা-কি মিষ্ট-কথায় আমায় বুঝিয়ে দিলে হ'ত না? এত শ্লেষবাক্য কেন? ভাবিতে-ভাবিতে সুরেশের অভিমান উথলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল—পীতাম্বরকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে লাগিল—"বাবা, মহাপুরুষ আমার প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করলেন না। আমি নিশ্চয় এখনও সাধুকৃপা লাভ করবার যোগ্য হ'তে পারি নি! গুরু-কৃপা না-পেলে আমি ভগবৎ-কৃপা পাব না। মুক্তি দেবার জন্য মহাপুরুষ দ্বারে-দ্বারে ফিরছেন। যে ভাগ্যবান্, সে তাঁর অযাচিত কৃপা লাভ করছে! কিন্তু আমি এমনই অভাগা—সে কথা থাক্। আপনি অনেকবার আমায় বুঝিয়েছেন যে, গুরুকৃপা-লাভের যোগ্য হ'তে হয়। সে-কথা এখন আমি বুঝেছি! বৃথা আক্ষেপ করবার সময় আর নেই! আমি চল্লুম! যা'তে গুরুপদ-সেবার অধিকারী হ'তে পারি, এখন থেকে নিরন্তর চেষ্টা দেখ্‌ব! আপনি চামেলীকে একটু দেখ্‌বেন। তাকে বল্‌বেন—" সহসা সুরেশের দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপর পতিত হইল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল, তীব্র কটাক্ষে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল! সে আবার বসিয়া পড়িল।

দেবগৃহ নিস্তব্ধ! সাধু যেন ধ্যানস্থ হইয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া আছেন। পীতাম্বর নীরবে একবার সন্ন্যাসী, একবার সুরেশকে দেখিতেছেন! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিতে লাগিল, "মা'র চেয়ে যে আত্তিসো তা'রে বলি ডা'ন! পীড়িতা কন্যার তত্ত্বাবধান করবার জন্য আমি তা'র বাপকে অনুরোধ করছি—আমি এমনই মূঢ়! সাধুর পুণ্য-দর্শন ফলে আমার মনের পাপ আজ অতি কুৎসিত আকার ধ'রে, আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে! বাবা, আপনার এতদিনের শিক্ষা, উপদেশ,

পুত্রনির্ব্বিশেষ স্নেহ, পরম আত্মীয়-জ্ঞানে আশ্রয়-দান, সব বিফল হয়েছে! আমি বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী! আপনার গৃহ কলঙ্কিত করেছি!" তারপর সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া সুরেশ যুক্তকরে বলিল, "প্রভু! এ মহাপাতকের কি উপায় আছে?"

সন্ন্যাসী এখনও যেন ধ্যানাচ্ছন্ন। উত্তর দিলেন, "আছে।"

"আজ্ঞা করুন।"

সন্ন্যাসী তেমনই আচ্ছন্নভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "জগন্মাতার কৃপালাভে সর্ব পাপ নিমেষে ধ্বংস হয়! সহস্র বৎসরের অন্ধকার ঘরে এক মুহূর্ত্তে আলো আসে!"

সুরেশ কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, "আর কি উপায়?"

অমরনাথ বলিলেন, "আর উপায়,—'তত্ত্বমসি'-মহামন্ত্র সাধনা ক'রে জ্ঞানাগ্নিতে পাপ দগ্ধ করা। কিন্তু সে বহুজন্মের কাজ!"

"আর কি উপায় নাই, প্রভু?"

"আছে।—প্রায়শ্চিত্ত।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত, আজ্ঞা করুন।"

"প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ।"

সুরেশের মুখ হর্ষ-বিকসিত হইল। সাষ্টাঙ্গে সাধুচরণে প্রণাম করিল। অমরনাথ "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রতি-প্রণাম করিলেন। তারপর অগ্রে নারায়ণ, পরে পীতম্বরকে প্রণাম করিয়া সুরেশ ধীর-পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ চলিয়া যাইবার পর পীতাম্বর বহুক্ষণ নত বদনে বসিয়া রহিলেন। পরে ধীরে-ধীরে নয়ন তুলিয়া বলিলেন, "প্রভু, অবোধ বালক, কিন্তু আমি নারায়ণ-সমক্ষে আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে বলতে পারি, ওর মনে কোন পাপ নেই।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,"হ'তে পারে। কিন্তু সোণার শেকল কি বাঁধন নয়, পীতাম্বর ?"

পীতাম্বর আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর যোগশীলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অমরনাথ বলিলেন, "যোগশীলা ক্রয় করবার প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত থাক্। তবে তা'র নির্দ্দিষ্ট মূল্য যেন সঞ্চিত ক'রে রাখা হয়।" সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ এবং পীতাম্বরকে তৎসম্বন্ধে যেরূপ সহায়তা করিতে হইবে, সে-সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কথায়-কথায় সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এখানে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হয়েছে না ?"

পীতাম্বর বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। সুরেশই তা'র স্থাপন-কর্ত্তা।"

"পীতম্, শুভদিন অতি নিকট! অনেক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হবেন। তারই জন্য এই সব শুভসূচনা। এআশ্রম আমাকে একবার দেখিয়ে এস।"

৪২

অপরাহ্নে পীতাম্বর ও সন্ন্যাসী আশ্রম-দর্শনে আসিলেন, ও দ্বারদেশে আসিয়াই সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইলেন। তারপর আশ্রমের আধ দেশী, আধ-বিলাতীভাব দেখিয়া অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে ধ্যান-ধারণা কিছু হয়, না, কেবল লেক্‌চর্ ?"

সাধুর মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া পীতাম্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কিছুদিন হ'ল ধ্যান-ধারণা করবার জন্য এখানে একটী গুহা নির্ম্মিত হয়েছে।"

"আশ্রমের তা-হ'লে অনেক অর্থ আছে, বল!"

"প্রভু, এ-গুহাটী একজন বিদেশী স্ত্রীলোকের দানে প্রস্তুত হয়েছে। তা'র আশ্চর্য্য ইতিহাস!"—বলিয়া পীতাম্বর এমিলি পামারের কাহিনী,

আশ্রমের জন্য তাহার হার্‌মোনিয়ম্‌ ও দেড় হাজার টাকা দানের কথা বিবৃত করিলেন।

"কোথায় সে গুহা, চল-না দে'খে আসি।"

পীতাম্বর অমরনাথকে আশ্রমভবনের পশ্চাদ্ভাগে লইয়া গেলেন।

একটী প্রায় চতুষ্কোণ জমির উপর একটী কৃত্রিম পাহাড়,—বড়-বড় পাথরের চাঁই আর সিমেণ্ট দিয়ে স্বাভাবিক পাহাড়ের মত দৃঢ় করিয়া গাঁথা। ইহারই অভ্যন্তরে গুহা অবস্থিত। তাহার একটীমাত্র প্রবেশ-দ্বার —দৃঢ় লৌহনির্ম্মিত। পীতাম্বর সন্ন্যাসীকে পাহাড়ের উপরে লইয়া গিয়া দেখাইলেন, গুহার ভিতর আলোক ও বায়ু-চলাচলের জন্য কতকগুলি নল অতি সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "চল, ভিতর দে'খে আসি।"

চাবি আনিবার জন্য পীতাম্বর আশ্রমের দ্বারবানকে আদেশ দিলে সে বলিল, "কেওয়াড়ী বন্ধ্‌ হায়। সুরেশবাবু ভিতরে আছেন।"

এমনসময় সুরেশবাবু ভিতরে! তবে কি সে সত্য সত্যই সাধু-নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিল? পীতাম্বরের মাথা ঘুরিয়া গেল, বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী বিস্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

পীতাম্বরের ধারণা ছিল, তাঁহার সহিত আলোচনা না-করিয়া এরূপ কঠোর প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্তে সুরেশ কখন প্রবৃত্ত হইবে না। সিম্‌লা গমনের পূর্ব্বে পীতাম্বর যে-সুরেশকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, সে-সুরেশ যে আর নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সুরেশের আচরণে পীতাম্বর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সত্য-সত্যই কি সে মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া গুহায় আপনাকে জীবন্ত সমাহিত করিল! পীতাম্বর ব্যাকুল নেত্রে সন্ন্যাসীর পানে চাহিলেন।

অমরনাথ বলিলেন, "পীতাম্বর, সুরেশের মমতা তুমি ত্যাগ কর। এর-উপর আর তোমার কোন অধিকার নাই।"

ভয়ে পীতাম্বরের মুখ বিবর্ণ, বলিলেন, "সত্য-সত্যই কি সুরেশ প্রায়োপবেশন কর্‌বে ?"

"সে-কথা মা জানেন। মা এখন তা'কে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তোমার-আমার আর অধিকার নাই।"

"প্রভু, আমার পরিবার যখন মৃত্যুমুখে, তিনি নিজ কন্যা-পুত্র-সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি, কিন্তু এই হতভাগ্যকে আমার হাঁতে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর বাক্য খুব পালন কর্‌লুম !" পীতাম্বরের চোখে জল আসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেছ,তা'তে আর আক্ষেপ কি !"

পীতাম্বর আত্মগ্লানিতে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আক্ষেপ ! আমারই দুর্ব্বুদ্ধির ত এই পরিণাম ! আমি কেন অগ্নি আর কাষ্ঠকে একস্থানে রেখে গিয়েছিলুম ! চামেলীকে তফাতে রাখ্‌লে আজ সুরেশের এ দুর্গতি হ'ত না ! প্রভু, আমি অতি মূঢ়, মহা মূর্খ ! আপনাকে মহা জ্ঞানী মনে ক'রে এই সুরেশকেই কত উপদেশ দিয়েছি ! আমি হিতাহিত, ভালমন্দ-জ্ঞানশূন্য। প্রভু, দয়া করুন ! আপনি নলের মুখ দিয়ে সুরেশকে ডাকুন ! আপনার করুণার আহ্বান শুন্‌লে সে কখনই থাকৃতে পার্‌বে না—বেরিয়ে আস্‌বে। আপনি তা'কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। তা'র সাম্‌নে দীর্ঘ জীবন প'ড়ে রয়েছে,প্রায়শ্চিত্তের অনেক উপায় হ'তে পার্‌বে !"

অমরনাথ স্বামী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পীতাম্বরের পানে চাহিয়া বলিলেন, "পীতম্‌, সংসার-আশ্রমে থাকৃলেই কখন-না-কখন মোহ এসে পড়ে,

তোমার অপরাধ নাই। সুরেশকে যদি সত্যই পুত্রবৎ জ্ঞান ক'রে থাক, পিতার কার্য্য কর। তা'র শ্রেয়ঃ-পথের কণ্টক হ'য়ো না। তুমি কি তা'র দেহের সব লক্ষণ দে'খে বুঝ্‌তে পার নি, সে কতবড় আধার! জেনো, পীতম্‌, সুরেশ জগন্মাতার একজন চিহ্নিত-সেবক। তা'র জীবন-মরণ, মঙ্গলামঙ্গলের ভার তোমার আমার হাতে নয়। মা তা'কে ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। পীতম্‌, আমি তা'র সঙ্গে অতি কঠোর ব্যবহার করেছি। স্নেহের পিপাসায় আকুল হয়ে আমার পানে ছুটে এসেছে, আমি তা'কে নির্ম্মম আঘাত ক'রে দূর করেছি। ব্যথা দিয়েছি, ব্যথা পেয়েছি। কি করব! আমায় কে ঘাড় ধ'রে করিয়েছে। আমি-কি আঘাত পাই নি! কি করব! সুরেশের যা প্রয়োজন, মা নিজে তা'র আয়োজন করছেন। পীতম্‌, তুমি তা'কে গুহার ভেতর থেকে বা'র ক'রে আন্‌বার ইচ্ছা করছ? আমি ভাব্‌ছি কি জান? পাছে কেউ গুহার ভিতর প্রবেশ ক'রে তা'র ব্রতভঙ্গ করে!"

পীতাম্বর বলিলেন, "সে ভয় নাই, প্রভু! গুহা-দ্বার ভিতরে অর্গল-বদ্ধ হ'লে, বাইরে-থেকে খোলা যায় বটে, কিন্তু সে-কৌশল সুরেশ বৈ আর কেউ জানে না। আশ্রমের বালকেরা ত নয়ই, আমিও জানি নি।"

সন্ন্যাসী প্রীত হইয়া বলিলেন, "বেশ! আমার সঙ্গে-সঙ্গে বল, পীতম্‌! মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক!"

উভয়ে গুহা-দ্বারে প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিলেন, অদূরে কয়েকজন আশ্রমের সভ্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা পরমাদরে সন্ন্যাসী ও পীতাম্বরকে সভাগৃহে লইয়া গেল ও বেদীর উপর কম্বল বিছাইয়া অমরনাথকে বসিতে অনুরোধ করিল। অমরনাথ বেদীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্রমের ছাত্র কত?"

একজন সংখ্যা উল্লেখ করিয়া বলিল, "কিন্তু সকলেই অবিবাহিত নয়, আমাদের ভিতর বিবাহিত ও সংসারী সভ্যও অনেকে আছেন।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা'তে ক্ষতি কি? ব্রহ্মচর্য্য—শব্দার্থের সঙ্গে বিবাহিত হওয়া-না-হওয়ার কোন সম্বন্ধ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মে চরণ করাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। সত্যকাম প্রভৃতি অনেক ব্রহ্মবিদ্ আধিকারিক পুরুষ আশৈশব ব্রহ্মপরায়ণ হয়েও যৌবনে বিবাহ, পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি করেছিলেন। তারপর সময়ে বাণপ্রস্থ আশ্রয় ক'রে, অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। তাঁরা কি ব্রহ্মচারী ছিলেন না? তা-হ'লে বল, ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মচারি-রচিতই নয়!"

একজন সভ্য প্রশ্ন করিল, "ব্রহ্ম কি?"

অমরনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষগণ বলেন, 'সকল বস্তু উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু উচ্ছিষ্ট হয় নি।' অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, মুখে বলা যায় না। যা মুখ দিয়ে বে'রয় তা-ই ত উচ্ছিষ্ট? ব্রহ্মের স্বরূপ কি, মুখে বলা যায় না। নানা শাস্ত্র তাঁকে নানা লক্ষণে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কেউ বলেন—'নেতি,নেতি'; কারুর কথা—'তত্ত্বমসি'; কারুর বাক্য—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; কারুর সিদ্ধান্ত—'সোঽহং।' তাঁর স্বরূপ লক্ষণ কেউ বল্‌তে পারে নি। কেমন ক'রে বল্‌বে? বস্তু-অবস্তু, ভাব-অভাব, ব্যক্ত-অব্যক্ত, সবই তিনি। বস্তু কি, লক্ষণে বুঝান যায়; কিন্তু অবস্তু কি, কি-লক্ষণে বুঝাবে? কিন্তু এ-ও তাঁকে বুঝাবার চেষ্টামাত্র। তিনি প্রকৃতপক্ষে কি, সে সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষগণ বলেন, ব্রহ্ম 'অস্তি'ও নয়, 'নাস্তি'ও নয়,—তিনি 'অস্তি-নাস্তি'র মধ্যে।' তাঁকে বুঝান যায় না, কেলমাত্র বোধে বোধ করা যায়।"

"তা'র উপায় কি?"

"সমাধি সাধনা। সমাধি হ'লে স্ব স্বরূপের জ্ঞান হয়।"

"প্রভু, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সান্ত। সান্তের জ্ঞানে অনন্তের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব ?"

সন্ন্যাসী ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—তিনি যে অণু হ'তে অণু, মহৎ হ'তে মহৎ।—তা-ছাড়' গঙ্গাজল, স্পর্শ করতে হ'লে কি হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে হয়, না, তোমায় ছুঁতে হ'লে তোমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছুঁতে হয় ?"

"প্রভু, সমাধিলাভ কেমন ক'রে হয় ?"

"প্রথমে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য শুনতে হয়, তারপর মনন, পরে নিদিধ্যাসন। এইসকল সাধনা ব্যতীত সমাধিলাভ হয় না। শাস্ত্রপাঠ, তর্কবিচারে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় বটে, কিন্তু সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ কখনই সম্ভব নয়। এই এক উপায়। আর এক উপায়—নিরন্তর শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁর নাম-গুণগান। তাঁর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভালবাসা। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা, রোদন। এ হ'ল—ভক্তিপথ। পূর্ব্বে যা শুনলে সে হ'ল—জ্ঞানপথ। কিন্তু এ উভয় পথের প্রধান সহায়—ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা।" তারপর সন্ন্যাসী সুমিষ্ট স্বরে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য,
ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন,—
ইত্যাদি—"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "পাশ্চাত্য-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে তোমাদের এই সৎ-চর্চ্চার অনুষ্ঠান আর অনুরাগ দে'খে আমি ধন্য হলুম। চল, পীতম্, তোমাদের বাড়ী যাই।"

৪৩

গৃহে ফিরিয়া অমরনাথ পীতাম্বরকে বলিলেন, "চামেলীমায়ীকে অনেকক্ষণ দেখি নি, দেখ ত সেখানে কেউ আছে কি না ?"

পীতাম্বর ইঙ্গিত বুঝিলেন—সাধু তাঁহার কন্যার সহিত নির্জ্জন-সাক্ষাৎ-প্রয়াসী। সঙ্গে করিয়া চামেলীর কক্ষে লইয়া গেলেন।

চামেলী খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল। পীতাম্বরকে দেখিয়াই বলিল, "বাবা, সুরেশবাবু কই ? সবাই আমায় দেখ্‌তে আস্‌ছে, তিনি আস্‌ছেন না কেন ? তুমি একবার তাঁকে পাঠিয়ে দাও গে, বাবা !"

পীতাম্বর কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী চামেলীর নিকটে বসিয়া তাহার মস্তকে পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সুরেশের জন্য বড় মন-কেমন কর্‌ছে, মা ?"

চামেলী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, "হাঁ বাবা ! তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। আমার অসুখের সময় বাবা ছিলেন না, তিনি একদণ্ড আমার কাছ-ছাড়া হ'ন নি ! বাবা থাক্‌লেও তিনি বাবাকে কিছু কর্‌তে দিতেন না। তিনি আমায় কত উপদেশ দেন।"

"কি উপদেশ দেন, মা ?"

"সে খুব ভাল উপদেশ, বাবা ! বলেন, সর্ব্বদা ভগবান্‌কে ভাব্‌তে !"

"কি-রকম ক'রে ভাব্‌তে বলেন, মায়ী ?"

চামেলী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যেন একটু লজ্জা, একটু বিসদৃশ ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। সাধু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কি-রকম ক'রে তোমায় ভাব্‌তে বল্‌তেন ?"

"এই মীরা, করমেতি যে-রকম ক'রে তাঁকে ভাব্‌ত ! তিনি ত বাবা, জগৎপতি ! সেইরকম পতিভাবে তাঁকে ভাব্‌তে বল্‌তেন !"

"তুমি সেইরকম ভাব ত ?"

"না, বাবা! আমি বড় পাপী! আমি সে রকম ক'রে ভাবতে পারি নি!"

"কেন, মা, ভাবতে পার না ?"

"আপনাকে বলি। আপনার কাছে বলতে দোষ নেই। আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলুম, বাবা! গোপাল আমায় বললে, 'মা'—এই দেখুন, বাবা, আমার গায় কাঁটা দিচ্ছে—গোপাল বলেছে, 'মা, আমায় কোলে নে'।"

সন্ন্যাসী আনন্দাশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "থাক্, মা, আর ব'ল না—বলতে নেই! তা-হ'লেই, মা, বুঝে দেখ! নারায়ণ যখন তোমার ছেলে হয়েছেন, তখন আর তাঁকে অন্যভাবে ভাবলে তিনি রাগ করবেন।"

"রাগ করবেন? তা-হ'লে মীরা, করমেতী, এদের উপরও তিনি রাগ করেছিলেন?

"তা কেন, মা! তিনি যে তোমায় মা ব'লে ডেকেছেন। আমার কথা যদি শোন, মা, তা-হ'লে তোমাকে একটা ভাল কথা ব'লে দিতে পারি।"

"বলুন না, বাবা! আপনার কথা শুনব না ত কা'র কথা শুনব!"

"আচ্ছা, বল দেখি, মা! নারায়ণ কোথা আছেন?"

"সুরেশবাবু বলেন, তিনি সব জায়গায় আছেন। সকল মানুষের ভিতর আছেন।"

"সে কথা ঠিক মান ত?"

"মানি বৈ-কি, বাবা!"

"বেশ, মা! তা-হ'লে বোঝ, নারায়ণ যদি সব মানুষের ভিতর থাকেন, তা-হ'লে—সব মানুষই তোমার ছেলে—কেমন?"

"তা-ই বটে ত,বাবা!"

"তা-হ'লে তুমি—সবাইকে ছেলে ব'লে মনে করবে?"

"সবাইকে? সুরেশবাবুকেও?"

"হাঁ, সুরেশবাবুকেও। যতক্ষণ তুমি তা না-ভাবছ, ততক্ষণ তুমি তা'র সঙ্গে দেখা ক'র না। করলে পাপ হবে।"

চামেলী কোন উত্তর করিল না। স্থির হইয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"সুরেশবাবু কোথায়?"

"আমি তাঁকে এক জায়গায় রেখে এসেছি।"

নানা চিন্তায়, সন্দেহে চামেলীর মুখ ঈষৎ বিষণ্ণ হইল। জিজ্ঞাসা করিল,"তাঁকে কোথায় রেখে এসেছেন, বাবা? তিনি ভাল আছেন ত?"

"তিনি খুব ভাল আছেন।"

"তবে কেন তাঁকে রেখে এলেন, বাবা?"

"তিনি ব্রহ্মচারী, যতক্ষণ-না তিনি সব স্ত্রীলোককে মা'র মতন ক'রে দেখতে পারবেন, ততক্ষণ তাঁর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত নয়।"

চামেলী আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, বাবা, আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, তাঁর মনে কোন পাপ নেই!"

"তা না-থাক্! কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে মা-ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখা নিষেধ! এই দেখ না, যেমন—তুমি। তুমিও ব্রহ্মচারিণী কি-না? তোমাকে বাবা কি ছেলে-ছাড়া আর কোন পুরুষের মুখ দেখতে নেই!"

চামেলী এ-কথার কোন উত্তর না-দিয়া কেবলমাত্র বলিল, "খোকার খাবার সময় হয়েছে—অনেকক্ষণ খায় নি।"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে উঠিলেন, চামেলী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কাল একবারটি সুরেশবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি ভাল আছি, দে'খে খুসী হবেন।"

চামেলীর কথা শুনিয়া সাধু চকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহাকে তীব্র কটাক্ষে দেখিতে-দেখিতে বলিলেন, "তবে দে আমার খোকাকে। ছেলে তোকে আমি মানুষ করতে দিয়েছি। কিন্তু এমন মা'র কাছে অমনি রাখ্‌তে চাই নি।" বলিয়া খোকাকে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। চামেলী শঙ্কিতা হইয়া দুই বাহু-বেষ্টনে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "না—খোকাকে নিয়ে যাবেন না।"

"তবে আর এমন কথা বল্‌বি নি?"

চামেলী সভয়ে সিক্ত নেত্রে সাধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "না!"

সে অসহায় নৈরাশ্যব্যঞ্জক কাতর দৃষ্টিতে সাধু মর্মাহত হইয়া পীতাম্বরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "পীতম্, আমি চল্‌লুম। এই কদিনটা সংসারের সংশ্রবে এসে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে! ওঃ, সরল নির্ম্মল-চিত্ত বালিকার হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে এলুম! সাক্ষাৎ মাতৃরূপিনী মহামায়ার প্রাণে আঘাত করলুম! নির্ম্মল, মহাপ্রাণ যুবকের প্রায়োপবেশন-প্রায়শ্চিত্ত বিধান করলুম!"

"প্রভু! আপনি মায়ের আদেশ পালন করেছেন, আপনি সন্ন্যাসী, ফল-প্রত্যাশী ন'ন।"

"কি বল, পীতাম্বর! সন্ন্যাসী—ব'লে কি আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি? আমার কি মানুষের প্রাণ নয়! গৃহীরা মনে করে, আমাদের

হৃদয় কঠোর—দয়া নেই, ভালবাসা নেই! তা'রা জানে না যে, তাদের দুঃখ তাদের চেয়ে আমাদের শতগুণ বাজে; তা'রা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে দে'খে, মাঝে-মাঝে এসে আমরা তাদের চেতিয়ে দেবার চেষ্টা করি। বিষপাত্র পরিত্যাগ ক'রে অমৃত আস্বাদন কর্‌বার জন্য সকাতরে মিনতি করি। হায়, কে শোনে! ব্যথা দূর কর্‌বার জন্যে আসি, সহস্রগুণ ব্যথা নিয়ে চ'লে যাই! আর বেশীক্ষণ এখানে থাক্‌লে আমি উন্মাদ হ'য়ে যাব।"—বলিয়া সন্ন্যাসী গমনোদ্যত হইলেন।

পীতাম্বর বলিলেন, "প্রভু, এক ভিক্ষা।"

সন্ন্যাসী তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

পীতাম্বর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "প্রভু! সুরেশকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন—"

"আমার বাবারও সাধ্য নাই! চামেলী যতক্ষণ-না ওকে মন থেকে ছেড়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ কারু সাধ্য নেই—ওকে নড়ায়!"

"সে-কি, বাবা! ঐ এক রত্তি ক্ষুদে মেয়ে—ওর কি শক্তি!"

"হাঁ, ঐ ক্ষুদে মেয়েটার এত শক্তি যে, চোরের মত আজ রাত্রেই আমায় চুপি-চুপি পালাতে হবে।"—বলিতে-বলিতে অমরনাথ চলিয়া গেলেন।

৪৬

গুহাদ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া সুরেশ ভাবিতে লাগিল,—এই শেষ। অপরিণামদর্শী জীবনের এই পরিণাম! কোথায় নারায়ণ-জ্ঞানে জীব-সেবা, লোকহিতৈষণা, আশা, উৎসাহ, উদ্যমপূর্ণ নিয়ত বর্দ্ধমান্ কর্ম্মক্ষেত্র, আর কোথায় অন্ধকারমগ্ন ক্ষুদ্র গহ্বরে অনাহারক্লিষ্ট জীবনের যন্ত্রণাময় অবসান! সুরেশের মনে পড়িল, এই গুহা সে অতি যত্নে হর্ষোৎসাহে প্রস্তুত করাইয়াছিল। কে ভাবিয়াছিল, এইখানে তাহার জীবন্ত-সমাধি হইবে! এ কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস! পরিহাস কেন?

বিধাতা খ্যায়বান্, করুণাময়। তাঁর একহাতে অমৃতভাণ্ড, একহাতে তরবারি। আমি যদি এখন স্বেচ্ছায় তরবারিতলে মাথা পেতে দি। মাথা পেতে দিয়েছি, কিন্তু কখন্ ঘা পড়্বে জানি না। মৃত্যুর দেশ-কাল সবই [illegible] কিন্তু আমার মৃত্যুস্থান নির্দ্দিষ্ট, সময় অনির্দ্দিষ্ট। 'এই ক্ষুদ্র গহ্বরের অভ্যন্তরে মৃত্যুর মুখাপেক্ষা ক'রে ব'সে থাক্তে হবে। ক্ষুৎ-পিপাসার যন্ত্রণা থেকে যতক্ষণ-না সে আমায় মুক্তি দান করে, ততক্ষণ পলে-পলে তা'র আগমন প্রতীক্ষা করতে হবে। যন্ত্রণা থেকে যে মুক্তিদান করে, সে ত বন্ধু। কিন্তু তবু মৃত্যুর নাম শুন্‌লে মনে ভয় হয় কেন? শাস্ত্রবলে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।' দেহত্যাগ—জীর্ণবাস ত্যাগের মত। সুধু যদি দেহত্যাগ হয়, তা-হলে ভয়ই বা কি, আর দুঃখই বা কি? যে-দেহে মা'র কোলে শুয়ে স্তন্যপান করেছি, সে-দেহ ত আমার নাই। কৌমারে যে-দেহে বাল্যক্রীড়া করেছি, সে-দেহও আর নাই। সে দেহ নাই বটে, কিন্তু স্মৃতি আছে। তা-হলে কি স্মৃতি নাশই মৃত্যু? কত স্মৃতি ত বিলুপ্ত হয়েছে; তবু ত আমি রয়েছি। মৃত্যুতে কি এই 'আমি' নাশ হবে? এই 'আমি' জীবাত্মা। যতদিন-না মুক্তি হয়, এ-আমি থাক্‌ব, কিন্তু সুরেশ থাক্‌বে না, ঐ ত দুঃখ! এত যত্ন ক'রে যে-সুরেশকে গড়েছি, সেই সুরেশ লুপ্ত হবে—এই দুঃখ, এই ভয়! কিন্তু এই সুরেশের কি কিছুই থাক্‌বে না? বলে, 'জলে জল-বিম্বপায়।' এক রত্তি জলহাওয়ায় ফাঁপিয়ে তুলেছে,—হাসছে, ভাস্‌ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু সুরেশের কি কিছুই থাক্‌বে না? শাস্ত্র বলে—'বিজ্ঞানও বলে, 'কিছুরই নাশ নাই!' তা হলে দেহনাশের পর সুরেশের কি হবে? শাস্ত্র যা বলছে, সে ত ভয়ানক কথা—'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ!' উঃ, কি ভয়ঙ্কর! তারপর? তারপর আবার কোথায় গিয়ে জন্মাব! সেখানে হয় ত এমন মা, এমন ভাই, এমন বৌ ত পাব না।

সুরেশের চক্ষুতে জল আসিল। অজিন-আসন পাতা ছিল, ধীরে-ধীরে তাহার উপর বসিল। আবার ভাবিতে লাগিল, আস্‌বার সময় কাউকে একটা কথাও ব'লে আসা হ'ল না! আমার দ্বারা কারুর কিছু হ'ল না। মায়ের কি কর্‌লুম? ছোড়দার অকপট স্নেহ, বৌদির মায়ের মত যত্ন, পীতাম্বরবাবুর, চামেলীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার কি প্রতিদান দিলুম? আস্‌বার সময় চামেলীকে একবার দেখেও এলুম না! সে এখন কি কর্‌ছে? অনেকক্ষণ আমায় দেখে নি। নিশ্চয় আমার কথা ভাব্‌ছে! যত দিন যাবে, ভেবে-ভেবে হয় ত আবার একটা অসুখ করবে। কারুর কিছু করতে পার্‌লুম না, বরং সবাইকে কষ্টই দিলুম! আপনারই বা কি কর্‌লুম? দুর্ল্লভ নরজন্ম লাভ করেছি; বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি; পীতাম্বরবাবুর ন্যায় সাধুর সঙ্গ, অমরনাথ স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের পুণ্য-দর্শন, সব—সবই বিফল হ'ল! অবশেষে মর্ম্মান্তিক আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা! আমার নিদারুণ আত্মাভিমানের এই পরিণাম! কি আশ্চর্য্য, এখন হাসি পাচ্ছে! এই ক্ষুৎ-পিপাসাতুর, ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে আমি অহঙ্কার করেছি! কি মূর্খতা! কি ভ্রান্তি! অন্নগতপ্রাণ, শ্বাসবায়ুর উপর জীবন নির্ভর, নারীকটাক্ষে যার হৃদয় চঞ্চল হয়, তা'র আবার গর্ব্ব! দেমাকে আপনাকে দুর্ভেদ্য শৈলবৎ মনে করতুম! কনকদিদি ঠিক বলেছিলেন, 'পাহাড়ও ক্ষয়।' পীতাম্বরবাবু বরাবর আমাকে সতর্ক করেছেন। বউদি আমার জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকতেন! আমি মনে-মনে হাস্‌তুম! ছোড়দা বিবাহ করতে—তাঁকে ঘৃণা করেছি! ওঃ, শত্রু যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে দুর্গ অধিকার করে, কিছু জান্‌তে পারা যায় না। মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়! তারপর দুর্জ্জয় রিপু যখন কেল্লা অধিকার ক'রে বিজয়ডঙ্কা বাজায়, তখন মানুষ চমকে উঠে! শেষ নিরুপায় দে'খে

আত্মসমর্পণ করে! আমার ঠিক তা-ই হয়েছে! মর্‌তে চলে'ছি, কিন্তু এখনও চামেলীকে আমার-আমার করছি! কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন, তুমি ত জান, আমার মনে কোন পাপ নাই। নাই, কেন? চিরদিন আমি [illegible]না ক'রে এসেছি! কীটানুকীট হয়ে মনে করেছি, আমি অসীম বলে বলীয়ান্! আসক্তির দাস হয়ে আপনাকে ভেবেছি—ত্যাগীর বাদ্‌সা! নিজে অন্ধ হয়ে লোককে পথ দেখাবার চেষ্টা করেছি। উপদেশ দিয়েছি, লেক্‌চার দিয়েছি, আচার্য্যের আসন গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হই নি। আবার বর্ব্বর কা'কে বলে? ধিক্ আমায়! ক্রন্দন—অতি দুর্ব্বল হয়ে আপনার চরিত্র-বলের উপর অসীম আস্থা স্থাপন করেছি! দেমাকে এমন লোক দেখ্‌তে পাই নি—গুরু ব'লে যার পদাশ্রয় নিতে পারি! পীতাম্বরবাবু অসীম ধৈর্য্যে বারবার আমায় বুঝিয়েছেন, সাবধান করেছেন, আমি তাঁকে অজ্ঞ মনে করেছি! আজ গুরু আমায় বিমুখ, আমি নিরাশ্রয়! কোথায় তুমি নররূপী ঈশ্বর! আমি তোমায় ত্যাগ করেছি, কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌তে পার নি—বারবার আমায় রক্ষা করেছ! আজ আমি শান্তিহীন, অতি অসহায়, অতি নিরাশ্রয়! আমার এ চরম দুর্দ্দশায়, পরম সময় আমায় ত্যাগ ক'র না। একবার কাছে এস, দেখা দাও! ভগবান্ করুণাময়! যদি শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তুমি এই মুহূর্ত্তে, আমার এই সমাধিভূমিতে, আমার সম্মুখে বিদ্যমান। আমি তোমার আবশ্যকতা কখন বোধ করি নি, আজ আমি নিরাশ্রয়, আত্মীয়-স্বজন, সংসার-পরিত্যক্ত,—আমায় আশ্রয় দাও! আজ আমি অহঙ্কার হীন, অতিদীন—দীনবন্ধু, আমায় দয়া কর! আমি পতিত—পতিতপাবন, আমায় কৃপা কর! ওঃ, একটা জীবন বিফলে গেল! শুনেছি, গুরুমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের ধ্যান হয়। তা ই করি।

নিমীলিত নেত্রে সুরেশ ধ্যানে বসিল। কিছুক্ষণ পরে

চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—না, আমি অতি পাষণ্ড—শ্রীগুরু-চরণ স্মরণ কর্‌ছি—চামেলীর মুখ মনে উঠ্‌ছে! গৃহ-দ্বার অর্গলবদ্ধ ক'রে সংসারের প্রবেশ রোধ করেছি, কিন্তু মনের কপাট বন্ধ কর্‌তে পার্‌ছি কৈ? কোথা দিয়ে সে মুখ এসে উদয় হচ্ছে—নিতান্ত বালিকাজ্ঞানে এ-কে বরাবরই তাচ্ছিল্য করেছি। পীতাম্বরবাবুর বাড়ীতে ছোড়্‌দা, আমি নিমন্ত্রিত হয়ে আহারের সময় সেই প্রথম দেখা। লজ্জাভয়-জড়িতা, কুণ্ঠিতা বালিকা ছুটে-এসে একখানি রেকাবি দিয়ে ছুটে চ'লে গেল। কিন্তু তখন চামেলীর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করে নি। তারপর পীতাম্বরবাবুর অন্তঃপুরে কনকের পর চামেলীর সেই গান! সুরেশ মানসচক্ষে সেই ছবি আবার দেখিতে লাগিল। চামেলী গাহিতেছে—

'সখি, ওহি দেশমে মুঝে যানা।
যিস্‌কি নাম নেহি, আউর নেহি ঠিকানা॥
যাঁহা পাপপুণ্য নেহি ভাওয়ে,
যাঁহা শোকতাপ নেহি আওয়ে,
যাঁহা নেহি কোই আপনা বেগানা॥

এ-কি, সুরেশ ত তখন এ মহিমাময়ী দেবীকে দেখিতে পায় নাই! সে ব্রীড়াময়ী, কুণ্ঠিতা বালিকার ভিতরে কোথায় এ দেবী লুকাইয়া ছিল! কোথায় সে নবজাগরিত বিহগ-কণ্ঠের জড়িত স্বরলহরী! এ-যে সুরের বন্যা দুকূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে! আর গায়িকার মুখে যেন শত সূর্য্য-কিরণ ঠিকরিয়া পড়িতেছে! এ-চামেলীকে ত সুরেশ সেদিন দেখে নাই! সুরেশের মনে হইতেছে যেন, গায়িকা রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর আগার—এ ধূলির ধরণীর অধিবাসিনী নয়!

পৃথিবীর পাপ-তাপ হরণ জন্য যেন কোন্ উর্দ্ধতম প্রদেশ হইতে পুণ্য-প্লাবিনী গোমুখী-ধারার ন্যায় তাহার সুর-ধারা স্খলিত-গলিত হইয়া পড়িতেছে! সুরেশ মনে-মনে বলিতে লাগিল, কোথায় সে দেশ, কোথায় সে দেশ! 'উহি দেশমে মুঝে যানা।' আবার তখনি লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, আমি কি পাগল হব! শমন সম্মুখে, সময় অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে, আর আমি কি ভাব্‌ছি! কি ক'রে মনকে বশ করি; শুনেছি, জপ-ধ্যানে মন স্থির হয়। আমি কি জপ করব? শ্রীগুরুদত্ত মহামন্ত্র কোথায় পাব? কেন? কেন? অপার করুণাময় গুরুদেব ত আমায় ছলে মন্ত্র দিয়েছেন। আমি শেষবার প্রণাম করতে 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছিল। এই মহামন্ত্র শ্রীরামনুজাচার্য্য আচণ্ডালে দান করেছিলেন। আমি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম। আমার এই মন্ত্র। 'নারায়ণং তনুত্যাগে'—এই মহামন্ত্রই আমি জপ করি। সুরেশ স্থির হইয়া বাসনা প্রণব-সহযোগে সেই মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

৪৫

উক্ত ঘটনার পরদিন চামেলী রোগশয্যা ত্যাগ করিল। খোকাকে কোলে করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ভুলো এক আশ্চর্য্য সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে! চামেলী তাহা সকলকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র। যার কাছে যায়, বলে—'দেখো, এমন কথা তোমরা কেউ কখন শুনেছ? ভুলো, বল্ ত, তুই-কি আমার ছেলে?' ভুলো বলে—'চেলে!' চামেলী অমনি মাতৃত্বে গলিয়া গিয়া বলে, 'কি হবে, বাপু! না, তুই আমার ছেলে ন'স।' ভুলো তবুও

বলে—'চেলে।' 'শুন্‌লে গা তোমরা। এমন ছেলে দেখ নি! আমি বারণ কর্‌লেও বল্‌বে—'চেলে!' বলিয়া চামেলী ভুলোকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে. হাসিতে-হাসিতে সহস্রবার চুম্বন করে। হাসিতে-হাসিতে তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরে। আবার বলে—'না, আমি তোর মা নই!' ভুলো কি তা শোনে! বলে—'আম-মা!' চামেলী বলে—'নাঃ, এ ছেলের সঙ্গে কিছুতেই পার্‌বার যো নেই!' তখনই চামেলীর মনে হয়, ভুলো ত এই বয়সেই সাধু হয়েছে! বড় হ'লে তবে কি চামেলীকে সে ছেড়ে যাবে! অমনি বালিকা দুই বাহুতে শিশুকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে! শিশুও দুই ক্ষুদ্রভুজে মায়ের গলা বেষ্টন করিয়া, হাসির লহর তুলিয়া মুখে-নাকে লাল মাখাইয়া দেয়! চামেলী মোহিত হইয়া ভাবিতে থাকে—না, এ ক্ষুদ্র দু'টী ভুজের বন্ধন কখনই খুলিবে না।

মায়াহীনের মায়া, বন্ধনহীনের বন্ধন বড়ই কঠিন, বড়ই মনোহর! ত্যাগীশ্বর, যোগীবর বালগঙ্গাধর পীতাম্বর-ভবনে প্রবেশ করিয়া এমনি মায়া পাতিয়াছেন যে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁর মোহিনীতে মুগ্ধ! কত হাসি, কত রঙ্গ, আধ-ভাষে কত কথা! দেখিয়া শুনিয়া কাহারও লালসার তৃপ্তি হইতেছে না! সেই একই হাসি, একই কথা, কিন্তু চিরনূতন—দেখিয়া কাহারও সাধ মিটে না, আশা পূরে না। চামেলীর হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। কিন্তু তবুও একটা-একটা ক্ষুদ্র তপ্তশ্বাস অনুদ্দিষ্ট সুরেশের উদ্দেশে ছুটিয়া যায়।

পীতাম্বরও শিশুর ভুবনমোহন হাস্য দেখিয়া হাসেন। কিন্তু সে-হাসি রোগীর হাসির মত মলিন। কালি হইতে পীতাম্বরের চির-প্রফুল্ল মুখ বর্ষার দিনের মত নিষ্প্রভ। মন যেমন অবসন্ন, তেমনি অপ্রসন্ন। সুরেশ যে, এমন কঠিন মায়াবন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়াছিল, পীতাম্বর তাহা বুঝিতে

পারেন নাই ! অভাব নহিলে বস্তুর, বিচ্ছেদ নহিলে ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝা যায় না।

এইরূপে দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তৃতীয় দিন প্রভাতে চম্পার একটী পুত্রসন্তান হইল। গৃহ মঙ্গল-শঙ্খরোলে কম্পিত হ'ল, সঙ্গে-সঙ্গে এক মর্ম্মভেদী, করুণ আর্ত্তস্বর সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

পীতাম্বর চামেলীর কক্ষাভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, চামেলী খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। উভয়েরই শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু নিমেষ শূন্য ! গম্ভীরস্বরে পিতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মা ?"

চামেলী একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার নীল উৎপল-সদৃশ অধর দুইটী যেন কি বলিবার প্রয়াসে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। পীতাম্বর শিশুর অঙ্গ পরীক্ষা করিলেন—অঙ্গ হিম ! তারপর ধীরে-ধীরে চামেলীর কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইলেন। চামেলী করুণ, তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়িল।

পীতাম্বর শিশুর কর্ণে 'হর-হর বম-বম' রব করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "সমাধি নয়, পীতম্, গুরুদেব মহাসমাধিস্থ।"

"গুরুদেব" বলিয়া পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকধারী, দিব্যদীপ্ত, শান্ত সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি !

পীতাম্বর কিছুক্ষণ নীরবে সন্ন্যাসীর মুখ চাহিয়া বলিলেন, "গুরুদেব কি বল্‌ছ, চিদানন্দ ? এই শিশুরূপে স্বয়ং গুরুদেব এসেছিলেন ?"

"চিন্‌তে পার নি ?"

পীতাম্বর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দারুণ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভাই রে, এ-কি হ'ল !"

"পীতম্, আমি হতভাগ্য, গুরুদেবের শিশুলীলা দেখতে পেলুম না। আমায় দাও, পবিত্র, দিব্য-শরীর একবার মস্তকে ধারণ করি।"—বলিয়া

চিদানন্দ পীতাম্বরের অঙ্ক হইতে শিশু-শরীর লইয়া হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "পীতাম্বর, তুমি মহা ভাগ্যবান্! একবৎসর এই পবিত্র শরীর স্পর্শ করেছ। সাধ মিটিয়ে গুরুদেবকে আদর-যত্ন, লালন-পালন করেছ।"

পীতাম্বর করুণ ক্রন্দনস্বরে বলিলেন,"সাধ মেটে নি, চিদানন্দ! আশা পূর্ণ হ'ল না। হায়, যদি ঘুণাক্ষরে বুঝ্‌তে পারতুম যে—গুরুদেব!"

"তা-হ'লে কি মায়িকভাবে এঁর লালন-পালন করতে পারতে? এমন মধুর বাৎসল্য-ভাব তোমার আস্বাদন হ'ত কি, না, প্রতি কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে আপনাকে অপরাধী মনে ক'রে শঙ্কিত হ'তে?"

"ভাই রে, একটা কথা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারছি নি, আমার কি-পুণ্যে গুরুদেবকে পুত্ররূপে পেলুম, আর কি-অপরাধেই বা এত শীঘ্র হারালুম!"

চিদানন্দ বলিলেন, "ভাই সে-সব কথা পরে হবে এখন। এখন আর কেন! গুরুদেবের মায়িক-লীলা ত শেষ হ'ল। তুমি কন্যাকে দেখ, আমি এ পূত দেহের যথাবিধি সৎকার ক'রে আসি।"

আকস্মিক আঘাতে চামেলী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। চিদানন্দ মৃতশিশু লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "কোথায় নিয়ে যাও, কোথায় নিয়ে যাও, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও"—বলিতে-বলিতে চিদানন্দের পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। তথাপি চিদানন্দকে চলিতে দেখিয়া চামেলী ছুটিতে-ছুটিতে বলিতে লাগিল, "নিয়ে যেও না, তোমার পায় পড়ি, সন্ন্যাসীঠাকুর! আমার কোল শূন্য ক'রে আমার বাছাকে নিয়ে যেও না। আমার যে আর কেউ নেই। সন্ন্যাসী, ফের! একবার আমার বাছাকে দাও। আজ সকাল থেকে আমি ওকে একটীও চুমু খাই নি। একবার আদর করি, তারপর নিয়ে যেও। তবু

এলে না! বাবা, তুমি সন্ন্যাসীকে বুঝিয়ে বল, ভুলো যে সারা রাত কিছু খায় নি! একবার নিয়ে এস, আমি ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি।"

কঠোর ব্রতধারী সন্ন্যাসীর পদ নিশ্চল হইল! তিনি রোদন-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "পীতম্, এইজন্যেই কি গুরুদেব আমায় পাঠিয়েছেন! তুমি উঠে এস, মায়ীকে ধর।"

পীতাম্বর উঠিয়া গিয়া কন্যাকে ধরিয়া বলিলেন, "মা, কোথা যাস, যা হবার হয়েছে, তুই ফিরে আয়!"

"কি হবার? কি হয়েছে, বাবা! আমি ত কিছুই জানি নি ভুলোর কি হয়েছে? এই ত ভোরে উঠে কত দেয়ালা করছিল। কোল থেকে গড়িয়ে গিয়ে আমার পায়ের তলায় পড়ল। আর নড়ল না! তোমরা জান না; ভুলো ঘুমিয়ে পড়েছে, ও এখনি জেগে উঠবে। ক্ষিদে পাবে। আমি-নইলে কারুর হাতে দুধ খায় না। আমায় বলে—'মাম্-মা!' ওকেই জিজ্ঞাসা কর, এখনি বল্‌বে, ও আমার ছেলে? ভুলো, ভুলো, বল্ ত! বাবা, ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে তা-ই সাড়া দিচ্ছে না! সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কেন আমার ছেলে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছ! নাগা-বাবা ব'লেছিলেন,— আমি সুরেশবাবুকে দেখ্‌তে চাইলে ভুলোকে কেড়ে নেবেন। আমি ত একবারও দেখতে চাইনি, ঠাকুর! সুরেশবাবু থাক্‌লে কি তুমি আমার কোল থেকে ছেলেকে এমন ক'রে কেড়ে নে'-যেতে পারতে! বাবা, বাবা, তুমি সন্ন্যাসীকে ধর। ভুলোকে নে'-যেতে দিও না। ওরা বড় কঠোর, কারুর মুখ চায় না!"—বলিয়া চামেলী দৃঢ়মুষ্টিতে সন্ন্যাসীর গাত্রবস্ত্রের প্রান্তভাগ ধরিল।

পীতাম্বর কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, ছেড়ে দে! ভুলো কি আর উঠ্‌বে! খাবে! তোকে মা ব'লে ডাক্‌বে!"

"আর উঠ্‌বে না? খাবে না? ও আর আমায় মা ব'লে ডাকবে না?

আর তেমন হেসে-হেসে বল্‌বে না—ছেলে। না-না, বাবা, তোমার পায় পড়ি, ও-কথা ব'ল না! আমার বুক ফেটে যায়! বাবা বাবা, আমি বড় দুঃখী, আমায় দয়া কর! ও-কথা ব'ল না! আমার ভুলোর অকল্যাণ হবে! ভুলো আর আমায় মা ব'লে ডাকৃবে না! আমার বুকের ভেতর যে কেমন কর্‌ছে! ভুলো আর তেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে আমার বুকে এসে পড়্‌বে না? আমার বুক-জুড়ুনো ধন! বাবা, আমায় ধ'রে রাখ, নইলে আমি ছুটে কোথায় চলে যাব!"

"এ বুড়ো ছেলেকে ফেলে কোথায় যাবি, মা আমার! আমার যে আর কেউ নেই!"

"খবরদার! আর আমায় কেউ মা ব'লে ডে'ক না; আমাকে যে মা বল্‌বে, যে যত্ন কর্‌বে, তাকেই কেড়ে নিয়ে যাবে! আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। ভুলোকে নিয়ে যে আমি সব দুঃখ ভুলে আছি, বাবা! আমার কি হবে! তোমরা সে-কথা কেউ একবার ভাব্‌ছ না! আমার-যে আর কেউ নেই। আমি ত ওকে চাই নি, বাবা! তোমরাই ভুলোকে আমায় দিয়েছিলে! তবে আবার কেড়ে নিচ্ছ কেন? ওঃ, এমনি করেই কি জব্দ কর্‌তে হয়! আমি কা'র কি করেছি, বাবা, যে আমার ওপর এত অত্যাচার? সুরেশবাবু, সুরেশবাবু, কোথায় তুমি? দেখ-সে এরা সব আমায় কি-যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর-যে আমি সইতে পার্‌ছি নি! ওরে ভুলোরে, আয়রে, আয়রে—ওঃ—"

অভাগিনী চামেলী পিতৃবক্ষে মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! পীতাম্বর কন্যার মুষ্টি হইতে সন্ন্যাসীর বস্ত্র মুক্ত করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী শিশু-শব লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

কনক, বিজয়, পরেশ দূরে দাঁড়াইয়া নিরন্তর চক্ষু মুছিতে-মুছিতে এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিতেছিল। চামেলী মূৰ্চ্ছিতা হইলে কনক দ্রুত

আসিয়া তাহাকে অঙ্কে লইয়া বসিল ও মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। পীতাম্বর বলিলেন, "মা। ওর মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে কাজ নেই! ও বেশ আছে, মা! যতক্ষণ এ-জ্বালা ভুলে থাকতে পারে, থাক। উঃ, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা!"

"বাবা, তুমি অধীর হ'লে আমরা কোথায় যাব?"

"অধীর হই নি, মা! এই মেয়েটার জন্য বলছি! আমার মনে কি হচ্ছে জান? ও যদি এ মূর্চ্ছা ভেঙে আর না-ওঠে ত আমি বাঁচি।"

"বালাই, ও-কথা কি বলতে আছে, বাবা!"

"বালাই? ও-যে সত্যই বালাই, মা! যে কেবল দুঃখ-ভোগের জন্য সংসারে এসেছে, সে বালাই নয় ত কি? স্ত্রীলোকের পতি পুত্র সুখ। পতি-পুত্রহীন হওয়ার চেয়ে দুঃখও আর নাই। এ-অভাগিনী স্বামী পেলে না, ওর পুত্র হ'ল না—কিন্তু এ-দু'য়ের জন্যই দুঃখে শোকে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে গেল! কনক, ও মরুক, নয় পাগল হয়ে থাক।" তিনি চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

ডাক্তার অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবা, আপনি জানেন, আমি বরাবরই মুখফোঁড়। যা মনে হয়, তা-ই ব'লে ফেলি। ইনি যখন ভগবানের বিশেষ স্নেহের পাত্রী, তখন জানবেন, এই মরুভূমিতেই ফুল ফুটবে।"

"বিজয়! তাঁদের দয়ার কথা ব'ল না। যেখানে—যে যত অসহায়, যত পতিত আছে, তাদের ওপরই ওঁদের বেশী দয়া!"

"বাবা, সে কথা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি।"

দীর্ঘকালব্যাপী মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর চামেলী উঠিয়া বসিল। কনক তাহার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে-দিতে বলিল, "শুনেছিস, চম্পার কেমন চাঁদপানা খোকা হয়েছে?"

চামেলী গভীর, মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমায় কেন

শোনালে, দিদি? আমি কতবড় অলুক্ষুণে, জান না! আমি যার দিকে চাই, সেই যেন কপ্পূরের মত উবে যায়! আমি আর কারুর পানে চাইব না।”—বলিয়া চামেলী চক্ষু মুদিল। তারপর বলিল, “দিদি, আমায় শাশুড়ীঠাকরুণের কাছে পাঠিয়ে দাও! দাও, দিদি, আমি আর এখানে থাকব না! কি-জানি পোড়া চোখে কখন কা'কে দেখ্‌ব, আবার সর্ব্বনাশ হবে!”

কনক বলিল, “তা-ই যদি মনে করিস, তোর শ্বশুরবাড়ীতে কি ছেলে-পুলে নেই?”

“তা কি করব! আমি তাদের ঘরের বউ, তা'রা যা-ইচ্ছে—করবে!”

পীতাম্বর বলিলেন, “তোমার শাশুড়ী কি তোমায় সেখানে ঢুকতে দেবেন, মা?”

“তবে আমি কোথায় যাই, বাবা!”—বলিয়া চামেলী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেইসময়ে কনকের পুত্র ‘মা, মা,’ বলিতে-বলিতে উপর হইতে নীচে আসিতেছিল। চামেলী দুই হস্তে দৃঢ়রূপে চক্ষু চাপিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ঐ দেখ, ঐ দেখ, দিদি! ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও! সোণারচাঁদকে আমার সাম্‌নে আস্‌তে দিও না। আমি রাক্ষুসী, আমার নিশ্বাসে সব জ্বলে যায়। যাও, দিদি, তোমার ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! আমি মায়ের ব্যথা বুঝেছি, দিদি! মায়ের ব্যথা বুঝেছি!”

কনক তাহার পুত্রকে অন্যত্র লইয়া গেল। এইসময় চিদানন্দ ধীরে-ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “পীতম্, মায়ীকে ওপরে নিয়ে চল।”

সন্ন্যাসীর গলা পাইয়াই চামেলী বলিয়া উঠিল, “সন্ন্যাসীঠাকুর! আমার ভুলোকে কোথা রেখে এলে?—এনে দাও! আমি পতিপুত্রহীনা

দুঃখিনী, আমায় ফাঁকি দিও না, ঠাকুর! তোমার পায়ে পড়ি, আমার গোপালকে ফিরে দাও।"

চিদানন্দ বহুকষ্টে চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "চল মা, ওপরে চল, তোমার গোপালকে দেব।"

"দেবে? দেবে? চল, ঠাকুর, চল! আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাও, বাবা, আমি আর চোখ চাইব না!"

"আচ্ছা, মা! তা-ই চল! কিন্তু আগে কিছু খেয়ে নাও।"

"সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি তলোকে খেয়েছি! আমার পেট ভ'রে রয়েছে! আর আমি কিছু খাব না। আমার গোপালকে দেখাবে চল।"

চিদানন্দ বলিলেন, "মায়ীকে স্নান করিয়ে, শুদ্ধাম্বর পরিয়ে দিতে বল।"

কনক চামেলীকে স্নান করাইয়া শুক্লবস্ত্র পরাইয়া দিল ও তাহার হস্ত ধরিয়া ঠাকুরঘরে লইয়া গেল।

চামেলী আসিলে চিদানন্দ বলিলেন, "মায়ী, তোমার তুলো ঐ গোপালের ভেতর লুকিয়েছে। আমি যা বলি, তুমি যদি তা-ই কর, মা, তুমি দু'জনকেই দেখ্‌তে পাবে।"

চামেলী অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিল, "বল, সন্ন্যাসীঠাকুর, শীগ্‌গির বল—আমায় কি করতে হবে? তুমি যা বলবে, আমি তা-ই করব!"

"শোন, মা!" বলিয়া চিদানন্দ চামেলীর কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন। তারপর বলিলেন, "মা, আমি তোমায় এই মালা দিচ্ছি, তুমি ঐ কথাটী মনে-মনে বল্‌তে-বল্‌তে মালা জপ কর। একমন হয়ে জপ করবে, মা! কারুর কথা কাণে শুনো না। কোনদিকে চেও না।"

"বেশ, সন্ন্যাসীঠাকুর! আপনি তবে আমার চোখ-কাণ খুব ভাল ক'রে এঁটে বেঁধে দিন। যতক্ষণ-না গোপাল দেখা দেয়, আমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না, কিছুই খাব না! এইখানে হত্যা দে' প'ড়ে থাক্‌ব। দেখা না-পেলে মর্‌ব।"

চামেলীর চক্ষু-কর্ণ বাঁধা হইল। কনক ঠাকুরঘরে তিন-চারিখানি কম্বল পাতিয়া একটা বিছানা করিয়া দিল। তারপর চামেলীকে শোয়াইয়া, তাহার হস্তে মালা দিয়া, সন্ন্যাসী নারায়ণ-বিগ্রহের সম্মুখে যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মনে-মনে বলিলেন, "যদি শ্রীগুরুচরণে মতি থাকে, যদি একদিনের জন্যও তোমার নাম ক'রে থাকি, যদি জন্মজন্মান্তরে এমন কোন কাজ ক'রে থাকি, যা সুফলপ্রদ, নারায়ণ! এই দুঃখিনী বালিকার অভিলাষ পূর্ণ কর! যদি এ নির্ম্মল বালিকার কোন অঞ্জন থাকে, জন্মান্তরীণ্ কোন পাপ থাকে, আমায় দাও! আমি যেন তা'র ফলভোগী হই! নারায়ণ, তুমি এই নির্ম্মলা বালিকাকে দেখা দাও!"

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণামান্তর দেবগৃহের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া সন্ন্যাসী পীতাম্বরের সঙ্গে ধীরে-ধীরে চলিয়া আসিলেন।

৪৬

ধ্যান যত গাঢ়তর হইতে থাকে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ ততই প্রসারতা লাভ করে। দীর্ঘকাল জপ করিবার পর সহসা তীক্ষ্ণ আর্ত্তস্বর সুরেশের কর্ণগোচর হইল। অমনি দেখিল, মৃত শিশুকোলে চামেলী অর্দ্ধমৃতার ন্যায় অবস্থিতা। তারপর সেই স্তব্ধ কক্ষে পীতাম্বরের আগমন। শিশু-শব লইয়া চিদানন্দের প্রস্থান। চামেলীর আকুল ক্রন্দন। 'সুরেশ-বাবু', 'সুরেশবাবু' বলিয়া তাহার করুণ আহ্বান শুনিয়া সুরেশ যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অমনি তাহার চক্ষুর উপর যে-দৃশ্য প্রতিভাত

হইতেছিল, তাহাও মিলাইয়া গেল! এ-কি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম? এমন জাগ্রত সত্যের মত স্বপ্ন জীবনে কখন দেখি নি! শুনেছি, মানস-চক্ষু কখন-কখন অলৌকিক উপায়ে দেশ-কালের সীমা লঙ্ঘন ক'রে সত্য প্রত্যক্ষ করে! যোগি-ঋষিরা একস্থানে ব'সে লোক-লোকান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ কর্‌তেন! আমি ত যোগি-ঋষি নই—আমার এ নিশ্চয় স্বপ্ন! কিন্তু, কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম? চামেলীর কি কোন বিপদ সম্ভাবনা আছে? থাক্‌লেই বা, আমার তা'তে কি! আমি মর্‌তে চলেছি, কোথায় ভগবানের নাম করব, না এ-কি! তা'র বাপ আছে, বোনেরা আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, তা'রা তা'কে দেখ্‌বে। কিন্তু যতই দেখুক, আমার মতন ক'রে কেউ দেখ্‌বে না। সে-কথা কি সে জানে? জানে বৈ-কি! নইলে সবাই থাক্‌তে অসময়ে 'সুরেশবাবু, সুরেশবাবু' ব'লে ডাক্‌বে কেন? ওঃ, সে নিশ্চয় পাগল হয়েছে! আমাকে দীর্ঘকাল না-দেখ্‌তে পেয়ে নিশ্চয় ব্যাকুল হয়েছে! ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে তা'কে সান্ত্বনা দি! আমি ম'রে গেলে এত ক'রে আর কে তা'র কথা ভাব্‌বে! কি আশ্চর্য্য, ম'রে গেলে এত চিন্তা, এত ভাবনা, সব ফুরিয়ে যাবে? আর তা'র সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না! ম'রে গেলে চামেলীকে ভুলে যাব?—ভাব্‌তে মনে কষ্ট হয়! চামেলীও কি আমায় ভুলে যাবে? দিনকতক কাঁদ্‌বে-কাটবে, হয় ত রাত্রিতে নির্জ্জনে আমার কথা মনে ক'রে কেঁদে-কেঁদে বালিস ভিজাবে! আমি যদি তখন তা'কে দেখ্‌তে পাই, হয় ত একটা মিষ্ট কথাও বল্‌তে পারব না! তারপর দিনকতক কেঁদে-কেটে ক্রমে আমায় ভুলে যাবে! খোকা ক্রমে বড় হবে, তা'কে নিয়েই সে ভুলে থাক্‌বে। ম'লে, আমি তা'কে ভুলে যাব, এ-তে যেমন কষ্ট, সে আমায় ভুলে যাবে তা'তে তা'র চেয়ে বেশী কষ্ট! এরই নাম—মোহ!

এক-মায়ের পেটে জন্ম নয়, রক্তের টান নেই—সময়-স্রোতে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে এসে দু'জনে দেখা। তারপর বিচ্ছেদের ভয়ে আকুল! আমি পাছে ভুলি, সে পাছে ভোলে, এই ভাবনায় ব্যাকুল! একটা দুঃস্বপ্ন দে'খে কত কথাই ভাব্‌ছি! আসন্ন মৃত্যু ভুলে, পরকালের ইষ্টানিষ্ট ভুলে, ভগবান্‌, শ্রীগুরুদেবের চরণ, মহামন্ত্র, সব ভুলে, কাল্পনিক ভয়ে, দুঃখে কাতর হচ্ছি! মন খালি জাল বুন্‌ছে! মনের এই স্বপ্ন-জাল-বিস্তারই সংসার-মায়া! স্বপ্ন—স্বপ্ন—সবই স্বপ্ন! স্নেহ-ভালবাসা, হিংসা-দ্বেষ, শত্রু-মিত্র, বিচ্ছেদ-মিলন, সবই স্বপ্ন! কতকগুলো সুস্বপ্ন, কতকগুলো দুঃস্বপ্ন! চামেলী একটা সুখস্বপ্ন! শিশুর মৃত্যু যা দেখ্‌লুম—একটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন—'দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং'—'গোবিন্দ, গোবিন্দ'—বলিয়া সুরেশ আবার জপে মন দিল। কিন্তু শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে, সুরেশ ভাবিল, একেবারে মৃত্যু-শয্যা পাতিয়া জপ করি। লম্বমান হইয়া শয়ন করিল।

যেখানে দিবা-রাত্র নাই, সেখানে সময়-নিরূপণ করা যায় না; এ গহ্বরে দিবা-রাত্রের আদৌ প্রবেশ নাই। কেবল অন্ধকারের রাজ্য—তাহা দিবসে তরল, রাত্রিতে গাঢ়তর হয়। বহুক্ষণ জপ করিবার পর অন্ধকারের অবস্থা দেখিয়া সুরেশ অনুমান করিল, এখন ঘোর রাত্রি! মনে ভাবিল, মহারাত্রি আসিতে আর বিলম্ব কত? তাহার মনে হইল, গুহা-প্রবেশ-সময় সে দ্বারবানকে বলিয়াছিল—'আমি তিন-চারি-দিনের ফল-মূল আহার্য্য লইয়া সাধুর আদেশে গুহার ভিতর নির্জ্জন-বাস করিব। কেহ আমার ব্রতভঙ্গ না-করে।' তিন-চারি-দিনের ভিতর মৃত্যু না-হইলে, সকলে ভীত হইয়া তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে পারে! কোথা মৃত্যু! দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র হরণ ক'রে তা'র আশা-প্রদীপ নিবিয়ে দাও! সতী-পতীর প্রেম-পাশ ছিন্ন কর!

পিতা-মাতার স্নেহের কোল থেকে পুত্র-কন্যা কেড়ে নিয়ে যাও। যে স্বেচ্ছায় তোমায় বরণ করতে চাচ্ছে, তা'র কাছে আসতে এত বিলম্ব করছ কেন? এস! 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া সুরেশ আবার জপ করিতে আরম্ভ করিল।

৪৭

গভীর রাত্রে পীতাম্বরের ভবন যখন নিবিড় নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন, চামেলী চমকিত হইয়া শুনিল—'আম্-মা।'

'এস, বাবা!' বলিয়া চামেলী কর প্রসারণ করিলে ভুলো তাহার বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চামেলী তাহাকে ভুজবন্ধনে বাঁধিয়া বলিল, 'এইখানে শুয়ে ঘুমো।' কিন্তু সে কি তেমনি শান্ত ছেলে! ভুলো উঠিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল। চামেলী উঠিয়া-বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাবি?' ভুলো তেমনি আঁচল ধরিয়া টানিতে-টানিতে বলিল, 'চ!' কাজেই চামেলীকে চলিতে হইল।

ভুলো আঁচল ধরিয়া টলটল্ করিয়া মাতালের মত চলিতেছে! চামেলী স্মিত নেত্রে তাহাই দেখিতে-দেখিতে পিছু-পিছু চলিল। কিছু দূর গিয়া চামেলী বলিল, 'ও-রে, পা ব্যথা করবে, কোলে আয়।' ভুলো সে-কথাও শুনিল না, টলিতে-টলিতে চলিল।

কিছুদূর যাইয়া চামেলী দেখিল, এক বিশাল অট্টালিকা। তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে—উঃ, কত ছেলে রে! চামেলী চকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, একস্থানে এক নাতিস্থূলা, ঈষৎ শ্যামবর্ণা, প্রৌঢ়া রমণী একমনে মন্থন করিতেছেন। তাঁহার হর্ষ-বিকশিত বদনে বিন্দু-বিন্দু শ্রমবারি। মধ্যে-মধ্যে রমণীর আকর্ণ-বিস্তৃত বিশাল অক্ষিযুগল ঈষৎ চঞ্চল হইয়া কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে? কি সুন্দর চক্ষু—যেন মাতৃত্বের করুণায় টলটলায়মান! মায়ের কমলমুখে কি হৃদয়-বিকাশী হাসি! রমণীর

মুখ চাহিয়া চামেলীর চক্ষু সহজে ফিরিল না। 'ঠিক যেন মা যশোদা'—বলিয়া চামেলী রমণীকে পুনঃপুনঃ দেখিতে লাগিল।

কিন্তু চামেলী কা'কে দেখিবে, কোন্ দিকে চাহিবে?—চারিদিকেই যে শোভাসম্পদের রাজ্য! কোনখানে বিচিত্র বসনা, বিবিধ-ভূষণা রমণীগণ রূপের হাট বসাইয়া, নবনীপূর্ণ করিয়া মৃৎভাণ্ড সকল স্তরে-স্তরে সাজাইয়া রাখিতেছে। এমনসময় কে বলিয়া উঠিল, 'নন্দরাণি! নন্দরাণি! ঐ তোমার নীলমণি, ননী চুরি ক'রে পালাল!'

চামেলী চকিতে চাহিয়া দেখিল—নীলমণিই বটে রে! গা দিয়ে যে কিরণ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে! শিশুর তিলকাঙ্কিত ললাট—তা'র-উপর ঝুঁটি-বাঁধা চুল! নাসায় গজমোতি, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, গলায় মণিহার। তাহার কোমরে সোণার কোমরপাটা, পায় স্বর্ণ-নূপুর! চামেলী অবাক্ হইয়া শিশুকে দেখিতে লাগিল! নীল অঙ্গে অলঙ্কার-জ্যোতি কি অপরূপ! বালকের দুই করে দুইটী নবনীত গোলক। এক কর তাহার পক্ক বিম্বফল-সদৃশ অধর-সংলগ্ন। প্রসারিত অপর করে নবনী—অন্যান্য শিশুগণ খাইতেছে! মাঝে-মাঝে সেই অদ্ভুত নীলশিশু কজ্জল-পূরিত, ভীতি-চপল নয়নে চারিদিকে চাহিতেছে, আর আপনার মুখের নবনী অন্য শিশুর মুখে ধরিতেছে! এ-কি! কোথা হইতে এতগুলো বানর আসিয়া পড়িল! শিশু তাহাদিগকেও নবনী খাওয়াইতেছে! ননীর ছড়াছড়ি, কাড়াকাড়ি,—কোন বালক আছাড় খাইয়া গড়াগড়ি দিতেছে, আবার উঠিয়া নাচিতেছে! সেইসময় সেই মন্থনকারিণী প্রৌঢ়া রমণী 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোপাল ছুটিয়া-আসিয়া চামেলীর অঞ্চল ধরিল। চামেলী ভূলোকে ও তাহাকে দুই কক্ষে লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিল।

চামেলী ঠাকুরঘরে শয্যা গ্রহণ করিবার পর তিন দিন সমভাবে কাটিল। পীতাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। চিদানন্দ বলিলেন, "পীতম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। যে-মন্ত্র তোমার কন্যাকে আমি দিয়েছি, তা'তে সিদ্ধ হ'লে কখনই তা'র দেহপাত হবে না।"

চতুর্থ দিন রাত্রিশেষে উভয়েই শুনিলেন, দেবগৃহ হইতে সুধাময় সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিতেছে—

'ওঠরে নীলমণি, খাও ননী যাদুধন।
শশী অস্ত গেল, ভানু তনু প্রকাশিল,
ওঠরে ওঠরে গোপাল,
কাননে চলিল গোপাল,
দাঁড়ায়ে সব রাখালগণ পথ করে নিরীক্ষণ।'

পীতাম্বর ও চিদানন্দ ঠাকুরঘরে আসিয়া দেখিলেন, চামেলীর চক্ষে আর বন্ধনী নাই। সে উঠিয়া বসিয়াছে।

পীতাম্বর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছ, মা?"

পিতার দিকে চক্ষু না-ফিরাইয়াই চামেলী উত্তর দিল, "গোপালকে ঘুম থেকে তুলছি, বাবা! কত বেলা হ'ল দেখ দিকিন্।"

কন্যার হস্তে নবনীত দেখিয়া পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত ভোরে মাখন পেলে কোথা, মা?"

"কেন, বাবা, মা-যে গোপালকে ননী তুলে খাওয়াতেন! সে নোউনী, হাঁড়ি, সবই ত রয়েছে।"

"এত সকালে দুধ পেলে কোথা?"

"মঙ্গলার দুধ দুয়ে এনেছি। বাবা, মঙ্গলার দুধ তুমি আর কাউকে খেতে দিও না। ওর সব দুধ আমার গোপালের জন্যে থাকবে।"

মঙ্গলার নাম শুনিয়া পীতাম্বর ভীত হইলেন। তাঁহার গাভীগণের ভিতর এই গাইটাই দুষ্ট। তাহার পরিচারক ও আহারদাতা ভিন্ন আর কাহাকে সে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। চামেলী-যে কেমন করিয়া তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া আনিল, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। বলিলেন, "মা আমি ননী তোল্‌বার জন্য আলাদা লোক রেখে দেব। তুমি যখন বল্‌বে, তুলে দেবে।"

"নন্দরাণীর কি লোক ছিল না, বাবা? তবে তিনি নিজের হাতে ননী তুল্‌তেন কেন? গোপাল নইলে কি খায়? সব ফেলে-ছড়িয়ে এক ক'রে দেয়! অমন দুষ্টু দেখ নি, বাবা; আপনি যত পারিস খা-না বাপু! তা নয়! রাজ্যের ছেলে জড় কর্‌বে, আর ছিষ্টির বাঁদর! এই দেখ না, গোপাল উঠ্‌লে এখনি সব হুপ্-হাপ্ ক'রে এসে পড়ে!"

চিদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার চোখের বাঁধন কি হ'ল?"

চামেলী অতি মধুর হাস্য করিয়া বলিল, "সে ভারি মজা হয়েছে, সন্ন্যাসীঠাকুর! তুমি হয় ত শুন্‌লে রাগ কর্‌বে!"

"না, মা, রাগ কর্‌ব কেন? বল না!"

"আমার চোখের বাঁধন দে'খে গোপাল খোল্‌বার জন্যে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌ল। সে কি সহজে খুল্‌তে পারে! তখন হাঁপিয়ে উঠে বল্‌লে, চিদে-শালা এমনি শক্ত ক'রে বেঁধেছে!"

সন্ন্যাসীর চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। চামেলী বলিল, "তুমি কেঁদ না, সন্ন্যাসীঠাকুর! আমার গোপালের অকল্যাণ হবে। সে অতশত ত জানে না। যা মনে এল, বল্‌লে! ও-মা এই-যে উঠেছিস্!

তোমাদের দে'খে মুচ্‌কে হেসে পাশ ফিরে শু'ল! তোমাদের দে'খে লজ্জা কর্‌ছে! একটু স'রে যাও ত, বাবা, নইলে খাবে না।"

পীতাম্বর ও সন্ন্যাসীঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

চিদানন্দ বলিলেন, "পীতাম্বর, তুমি মহাভাগ্যবান্! মা তিনরূপেই তোমার ঘরে লীলাময়ী। তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা তমোময়ী, মধ্যমা রজোগুণান্বিতা, কনিষ্ঠা শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী।"

পীতাম্বর বলিলেন, "ভাই চিদানন্দ, একটা কথা বুঝতে পার্‌ছিনি। শ্রীগুরুদেব বৃথা-গর্ভযন্ত্রণা সহ্য কর্‌লেন কেন? তাঁর আগমন কি কেবল আমায় কৃপা কর্‌বার জন্য? যখন মনে হয়, কেবল আমার উপর স্নেহ-পরবশ হয়ে তিনি দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেছেন, আমার জন্য এসে কেবল মাতৃহীন অনাথ শিশুর দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে গেলেন, তখন আমার বুক ফেটে যায়!"

"ভাই, মহাপুরুষদের কার্য্যকলাপ দুর্ব্বোধ্য! আমি অমরনাথের মুখে যা শুনেছি, তুমিও তা শোন। মাতৃহীন শিশুর দুঃখ-কষ্ট ভোগ কর্‌তে আর তোমার কন্যার হৃদয়ে মাতৃভাব বিকাশের জন্য গুরুদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

"কিন্তু আমি-যে পুত্রকে দেবকার্য্যে উৎসর্গ করেছিলুম, তা'র কি হ'ল?"

"তোমার কন্যার হৃদয়ে মাতৃত্ব উদ্দীপন ক'রে তিনি সে-কাজ সম্পন্ন ক'রে গেছেন! যে সময় আস্‌ছে, বিশুদ্ধ মাতৃভাবে সাধনাই তা'র উপযোগী! অন্যভাবে সাধনায় মানুষ ঠিক থাক্‌তে পার্‌বে না। তা'তে পতন সম্ভাবনা। ভবিষ্যতে যাঁরা এই মাতৃভাবে সাধনার আচার্য্য হবেন, তোমার কন্যা হ'তে তাঁদের সেই ভাব উদ্দীপ্ত

হবে। তুমি এর ফল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে।' পীতম্, তোমায় আর উপদেশ দেব কি? গুরুদেব বলেন, ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত হয়ে থাকবার কথা—ঝড় তা'কে যেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়! কখন আঁস্তাকুড় থেকে রাজবাড়ীর মাথায় তুলে দেয়! তুমি ত সবই জানো। তবে সংসারে ঘটনার আবর্ত্তে হাবুডুবু খেয়ে অনেক কথা ভুলে যেতে হয়। মানুষের চেষ্টায় কিছু হয় না। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা'—তিনিই এই সংসার-চক্র চালনা কর্‌ছেন।"

"ভাই, সে-কথা এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝ্‌ছি! যে-সময় আমি একটু নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেছিলুম, সেইসময়ই আমার জীবনে মহাঝড় উঠ্‌ল!"

"বোধ করি, তোমার এ কঠোর দীক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ-শিক্ষায় তোমার মহা কল্যাণ হবে। এ গুরুর হাতের চড়!"

"চিদানন্দ, একটা ধোঁকা ভারি র'য়ে গেল—এই সুরেশের বিষয় কত আশাই করেছিলুম! পুত্রের মত ওকে স্নেহ কর্‌তুম।"

"মত কেন? ঐ ত তোমার পুত্র। গুরুদেব বলেছেন, তোমার মানস-পুত্র। তুমি তা'র সম্বন্ধে নিরাশ হচ্ছ কেন? মনে করেছ, সে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ কর্‌বে? সে-গুড়ে বালি! সুরেশ প্রায়োপ-বেশনে বস্‌লে গুরুদেব কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে বসেছেন। মা'কে বলেছেন, 'মা, এই আমি তোর দ্বারে বস্‌লুম। আমার সুরেশ যদি অনশনে মরে, আমিও তোর দ্বারে অনাহারে দেহপাত কর্‌ব।'"

সেইসময় চামেলী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, আমার গোপাল কোথা গেল! এই দেখ, আমার মাই দিয়ে দুধ গড়িয়ে পড়্‌ছে, খেতে বল্‌লুম্—বল্‌লে, 'দুধ খাব না। আমায় পায়েস রেঁধে দে, পায়েস খাব।'"

চিদানন্দ ও পীতাম্বর বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, মায়ের বক্ষ আর্দ্র করিয়া অজস্র ক্ষীরধারা ঝরিতেছে!

চামেলী বলিতে লাগিল, "দাও, বাবা, আমায় পায়েস রাঁধ্‌বার সব জিনিস এখনি যোগাড় ক'রে দাও! সে লুকিয়েছে, পায়েস না-পেলে দেখা দেবে না। সে লুকুলে তা'কে খুঁজে বা'র কর্‌বার কারু সাধ্য নেই! এই দেখ না, লুকোচুরি খেল্‌তে-খেল্‌তে ভুলো তা'র ভেতর লুকুলো, ভেতর কি বেরুলো! আমার বড্ড মন-কেমন কর্‌লে গোপালের ভেতর থেকে দেখা দেয়! কিন্তু আর তা'কে ত বা'র কর্‌তে পার্‌লুম না!"

সেইসময় সুরেশের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া বলিলেন, "বেয়াইমশাই! আমার সুরেশকে যে অনেকদিন দেখি নি। সন্ন্যাসীঠাকুর, শুনেছি, তোমরা তা'কে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। সে ভাল আছে ত?"

চিদানন্দ বলিলেন, "সে বেশ ভাল আছে, মা!"

"কোথায় আছে সে?"

"সে এই সহরেই আছে। তুমি ত জান, মা, সে ধ্যান করবার জন্য গুহা করেছে। সেইখানে সে নির্জ্জনে সাধন-ভজন কর্‌ছে!"

"সে খাচ্ছে-দাচ্ছে কি?"

"আ-মা, সাধুর কি আবার খাবার ভাবনা! তুমি তা'কে আশীর্ব্বাদ কর, মা, যেন তা'র মনস্কামনা পূর্ণ হয়!"

"বাবা, আমি কায়মনোবাক্যে তা'কে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তা'র মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক! আমি জানি, বাবা! স্বপ্নে দেখেছি, সে সন্ন্যাসী হবে! তা'র পুণ্যে তা'র পিতৃপুরুষ উদ্ধার হবেন! বাবা, মা হ'লে অনেক সইতে হয়! পেটের ছেলে বুকের রক্ত দে' মানুষ ক'রে যমের হাতে তুলে দিতে হয়—ভগবানের চরণে দেওয়া ত, বাবা, ভাগ্যের কথা! তা'র পিতৃপুরুষের কার্য্যে আমি তা'কে দান করেছি! আর ত আমার তা'র

ওপর অধিকার নেই। সে ভাল আছে, চোখে দেখ্‌তে পেলে, তা-ও না-পাই, কানে শুন্‌তে পেলে আর আমি কিছু চাই নি।"

চিদানন্দ অসীম শ্রদ্ধাসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, ধন্য তুমি জননী! এমন গর্ভে না-হ'লে অমন সন্তান হয়! মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার পায় আমার মতি থাকে—আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। সুরেশের জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই!"

"বাবা, তা'র রকম-সকম দে'খে, অনেকদিন থেকে আমি বুক বেঁধেছি!"—বলিয়া বৃদ্ধা চামেলীর মস্তকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "এখন এই মেয়েই আমার সব। মেয়ে আমায় বলেছে, ও-ই গোপালকে আমায় দেখাবে। কেমন, মেয়ে, দেখ্‌তে পাব ত?"

চামেলী বলিল, "পাবে বৈ-কি মা! গোপাল বলেছে, তুমি যে তা'র আয়ী হও।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "বেশ, মা! আমরা দুটীতে গোপাল নিয়ে থাক্‌ব।"

চামেলী নিবিষ্টচিত্তে বৃদ্ধা ও সন্ন্যাসীর কথা শুনিতেছিল। সহসা বলিল, "চল, মা, চল, আমরা পায়েস রাঁধি গে। গোপাল অনেকক্ষণ কিছু খায়নি—"বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পীতাম্বর উঠিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিতে গেলেন।

চিদানন্দ ধীরে-ধীরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের দিকে চলিলেন ও তথায় পৌঁছিয়াই অগ্রে গুহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কয়েকজন সভ্য ছুটিয়া আসিল।

তাহাদের মধ্যে দুইজন তাঁহাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল। চিদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বাপ-মার মত আছে ত?"

একজন উত্তর দিল, "ঠাকুর, বাপ-মা কি ছেলেকে সন্ন্যাসী হবার

অনুমতি দেয়! আমরা যদি বদ্‌মায়েস হই, ব'খে যাই, তা'তে বোধ করি, তাঁদের তত আপত্তি হয় না। কিন্তু ছেলে সন্ন্যাসী হবে, এ-কি সহ্য হয়!"

চিদানন্দ হাসিয়া উঠিলেন। তারপর তাহাদিগকে বলিলেন, "এবার আমি কোন বিশেষ কাজে এসেছি।"

একজন উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার তা হ'লে কবে আস্‌বেন?"

"আমার আসার ঠিক নেই, কিন্তু তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে, ছ'মাস পরে তোমরা কাশীতে যেও।"

"এ ছ'মাস আমরা কি-ভাবে থাক্‌ব?"

চিদানন্দ তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর পীতাম্বরের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, চামেলী এক বাটী পায়েস ও একখানি ঝিনুক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পীতাম্বর বলিতেছেন, "মা, একটু দাঁড়াও। সদর-রাস্তা দিয়ে তোমায় কেমন ক'রে হাঁটিয়ে নে যাব?"

চামেলী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া বলিতেছে, "সে-কি, বাবা, সবাই যে আমার ছেলে!"

"তা হ'ক্, মা, হাঁট্‌তে তোমার কষ্ট হবে! গাড়ী এল বলে।"

তারপর পীতাম্বর চিদানন্দকে বলিলেন, "ভাই, মেয়েটা কি শেষে পাগল হয়ে গেল?"

চিদানন্দ পীতাম্বরকে চুপি-চুপি বলিলেন—"ভয় নেই। এ-ভাব বেশী দিন থাকে না। কিছুদিন পরে এ-ভাব গিয়ে তোমার মেয়ে একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন হবে।"

পীতাম্বর বলিলেন, "ভাই, তুমিও চল। চামেলীর গোপাল কোথা লুকিয়েছে ও জানে। বল্‌ছে, সেইখানে যেতে হবে! চল, ভাই, যাই, নইলে মেয়েকে কিছু খাওয়ান যাবে না।"

সেইসময় গাড়ী তৈয়ারি হইয়া আসিল। চিদানন্দ, চামেলী ও সুরেশের মাতাকে লইয়া পীতাম্বর গাড়ীতে উঠিলেন।

৪৮

দীর্ঘ অনশনে নিরতিশয় দুর্ব্বল হইলে, সুরেশ শরীরের অভ্যন্তরে, অন্ত্রে-তন্ত্রে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। জঠরাগ্নি নিত্য-নিয়মিত আহুতি না-পাইলে দেহাভ্যন্তরস্থ দাহ্যমান পদার্থসমুদয়কে জীর্ণ করিতে থাকে। তাহাতে অসহ্য জ্বালার উৎপত্তি হয়। এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সুরেশ স্থির করিল, ভ্রূযুগল-মধ্যে একাগ্র দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া একনিষ্ঠ চিত্তে অবস্থান করিবে। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিতে-থাকিতে সুরেশের মনে হইল, সে অন্ধকার গহ্বর বিমল চন্দ্রকিরণে আলোকিত হইয়াছে! কি সুখস্পর্শ সমীর! কোথায় যেন ঝর্‌ঝর্ করিয়া নির্ঝর ঝরিতেছে! মরি-মরি, কোথা হইতে এ কিন্নর-কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে! সুরেশ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিল! সঙ্গীতের প্রতি শব্দ সুস্পষ্টভাবে শুনিল—'ওহি দেশমে মুঝে যানা।'

সুরেশ মনে-মনে বলিল, সেই দেশেই ত চলেছি। তারপর দেখিল, শীতল, শুভ্র কিরণে দিক পূর্ণ করিয়া ধীরে-ধীরে চন্দ্রোদয় হইতেছে—নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক চাঁদ! কিন্তু এ-কি! এ-কি! চাঁদ নয়—এ-যে চামেলী! স্থির, মুগ্ধ নেত্রে সুরেশ চামেলীকে দেখিতে লাগিল! এখনও সেই সঙ্গীত কর্ণে বাজিতেছে—

'যাঁহা কোই নেহি আপনা বেগানা,
ওহি দেশমে মুঝে যানা।'

সুরেশ মনে-মনে কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, সেখানে কি তুমি থাক্‌বে না, চামেলি? এমন স্থানে আমার কি কাজ, বলিয়াই সহসা সুরেশ যেন সচেতন হইয়া উঠিল। ওঃ, এখনও সেই আসক্তি—মৃত্যুর দ্বারদেশেও আমায় পরিত্যাগ করে নি! কি উপায়, কি উপায় হবে! গুরুদেব! গুরুদেব! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর! অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে চিরদিন তুমি আমায় রক্ষা ক'রে এসেছ! এ পরম সময় পরিত্যাগ কর্‌লে, আমার কি গতি হবে! আমায় আশ্রয় দাও! রক্ষা কর! তুমি যেই হও, যেথায় থাক, আমায় চরণে রাখ! আমি অতি দুর্ব্বল! আমার সকল ভার তোমার! মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্তে থাকে, তোমারি অভয় পদে আমায় তেমনি ক'রে আশ্রয় দাও! উঃ, শরীরের অন্ত্র-তন্ত্র সমস্ত যেন কে মোচড় দিয়ে-দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ছে! এই বোধ করি, যম-যন্ত্রণা! কোথায় তুমি! কোথায় তুমি—দেবাদিদেব গুরুদেব! সুরেশ কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল না। শরীরের ভিতর, বাহির, আপাদ-মস্তক শুষ্ক, নীরস। সুরেশ মনে-মনে মহাপুরুষের শ্রীমুখলব্ধ মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ জপ করিতে-করিতে সুরেশ বোধ করিল, সত্য-সত্যই যেন সে শিশু হইয়াছে! জননী তাহাকে অঙ্কে লইয়া বসিয়াছেন, আর সে মাতৃমুখ চাহিয়া স্তন্যপান করিতেছে! অমৃতময়ী ক্ষীর-ধারা পান করিয়া সুরেশ সবল বোধ করিল। মাতৃকোল হইতে উঠিয়া তাহার জন্ম-ভবনের কক্ষে-কক্ষে ছুটিয়া-ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অজস্র প্লাবিত ক্ষীর-ধারায় মায়ের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে—পূর্ণতাব গুরুভারে বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে! করুণাময়ী স্নেহের আকুল আহ্বানে ডাকিতেছেন, সুরেশ শুনিল না। মুক্ত-আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। তারপর

একদিন চকিত হইয়া শুনিল, দূরে কোথায় সানাইয়ের সুরে আনন্দ-রাগিনী বাজিতেছে! বড় মিষ্ট লাগিল। তন্ময় চিত্তে সুর লক্ষ্য করিয়া চলিল।

সুর যতই নিকটতর হইতেছে, সুরেশ ততই অধিকতর তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। যেখানে সানাই বাজিতেছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল—এ-কি! এ-যে তাহাদেরই বাটী! চণ্ডীমণ্ডপে এত আলো কেন? সুরেশ ত্বরায় তথায় গিয়া দেখিল, মণ্ডপ আলো করিয়া সিংহবাহিনী, দশভুজা বসিয়া আছেন! সুরেশ মুগ্ধ চিত্তে, মুগ্ধ নেত্রে প্রতিমা দেখিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে তাহার মনে হইল, প্রতিমা সজীব! যেন হাসিতেছে। করুণায় ঢলঢল ত্রিনেত্র অতি প্রীতিভরে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে! এমন হাসি, এমনি দৃষ্টি, তাহার মায়ের দেখিয়াছে। এ-কি! এই ত মা! মা-ই ত বটে! সুরেশ ব্যাকুল হইয়া ডাকিল—"মা!"

প্রতিমা কোন উত্তর দিল না। সুরেশকে দেখিতে-দেখিতে মন্দ-মন্দ হাসিতে লাগিল।

সুরেশ ব্যাকুল হইয়া আবার ডাকিল—"মা!"

কোন উত্তর নাই। সুরেশ তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মা ডাকিলে সাড়া দেয় না—এতে কা'র না দুঃখ হয়! সুরেশ যখন খুব অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল, এক হস্ত প্রসারণ করিয়া দেবী তখন তাহাকে নিকটে লইয়া গেলেন। সুরেশ তাঁহার গায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুই এমন ক'রে সেজেছিস্ কেন? প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "সাজ্‌ব কেন, বাবা, আমি ত বরাবরই এমনি।"

"হাঁ—তা বৈ-কি! তোর তিনটে চোখ, দশটা হাত বুঝি বরাবর থাকে?"

"বরাবরই থাকে, বাবা! তুমি দেখ্‌তে পাও নি!"

"মা, তুই সেজেছিস! আমি রোজ-রোজ তোকে দেখি, আর বল্‌ছিস দেখ্‌তে পাই নি!"

"না, বাবা! রোজ-রোজ তুমি-যা দেখ, সেইটেই আমি সেজে থাকি।" বলিয়া মা সুরেশের চক্ষুর উপর তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন।

সুরেশের চক্ষুর উপর হইতে সহসা যেন একটা আবরণ খসিয়া পড়িল। বিস্মিত নেত্রে সুরেশ দেখিল, যে-মেদিনীর উপর সে দণ্ডায়মান্, তাহা তাহার মায়ের দেহ! জল, স্থল, আগুন, আকাশ, বাতাস, সবই তাহার মায়ের রূপ। ক্ষুধায় আকুল হইলে যে-মা নিত্য তাহাকে স্তন্য দান করেন; ভয়ে ভীত, চলিতে-চলিতে পতিত হইলে যে-মা তাহাকে কোলে তুলিয়া নে'ন্; খেলিতে-খেলিতে গায় ধূলা-কাদা মাখিলে যে-মা মুছাইয়া দেন; যিনি দীন-হীন বেশে দুই হস্তে ব্যস্তভাবে সংসারের নিত্য-কর্ত্তব্য পালন করেন; রন্ধনশালায় অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান; তিনিই বারাণসী-ধামে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা, দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন; তিনি কখন সন্তানের কল্যাণ-কামনায় দুষ্টের দমনে অসিকরা করালিনী, আশ্রিতে বরাভয়-দায়িনী! কখন ষোড়শী! আবার কখন ছিন্নমস্তারূপে নিজ শোণিতদানে সন্তানের প্রাণরক্ষা করিতেছেন! মা কখন ভিখারিণী, কখন রাজ-রাজেশ্বরী। মা অনন্ত আধারে অনন্তরূপে বিরাজিতা। কোথাও বৃক্ষ-বল্লরীরূপে ফল-পুষ্প প্রসব করিতেছেন; কখন বিহঙ্গমের আধারে চঞ্চুপুটে আহার লইয়া শাবকসন্নিধানে ধাবমানা; কোথাও সর্পিণীরূপে ডিম্বদেহে জীবন-তাপ সঞ্চারকারিণী; কোথাও বাঘিনী হইয়া শাবককে স্তন্য দান করিতেছেন। মা অনন্ত মূর্ত্তিময়ী! র‍্যাসেল, এ্যমলী, কনক চম্পা, চামেলী, সবই অনন্ত আধারে অনন্তরূপিনী মা!

ভয়ে, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া অনাহার শুষ্ক, ক্ষীণকণ্ঠে সুরেশ 'মা-মা' বলিতে-বলিতে অন্ধকার গহ্বরের চারিদিক চাহিতে লাগিল। সহসা গুহাদ্বার উন্মুক্ত হইয়া সূর্য্যালোকের সঙ্গে-সঙ্গে দিব্যালোক-রূপিনী এক ষোড়শী রমণী 'গোপাল, গোপাল' বলিতে-বলিতে গুহায় প্রবিষ্ট হইল। সুরেশ চিনিল—চামেলী। তাহার পশ্চাতে পীতাম্বর ও চিদানন্দ স্পন্দহীন, তৎপশ্চাতে তাহার জননী।

চামেলী আসিয়াই সুরেশের শিওরে বসিয়া তাহার মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইল। তারপর 'গোপাল খাও' বলিয়া অল্পে-অল্পে ঝিনুকে-ঝিনুকে তাহার মুখে পায়সান্ন দিতে লাগিল। মাতৃহস্তে পায়সান্ন ভোজন করিতে-করিতে সুরেশের মনে হইতে লাগিল, যেন প্রতি বিন্দুতে তাহার দেহে মত্তহস্তীর বল সঞ্চারিত হইতেছে। এ-কি দেবমায়া, না, সত্য চামেলী? বাহির হইতে গুহাদ্বার উন্মুক্ত হইল কি-রূপে? সে-কৌশল ত কেহই জানে না। ক্রমে ধীরে-ধীরে তাহার স্মরণ হইল, একদিন গল্প করিতে-করিতে সে চামেলীর নিকট সে-গুপ্ত কৌশল ব্যক্ত করিয়াছিল।

সুরেশ ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল। চামেলীর সম্মুখে ফিরিয়া-বসিয়া যোড়করে বলিল, "মা, দয়াময়ি! ছেলের চোখে আর ধূল দিতে পারবি নি, মা! আশীর্ব্বাদ ক'রে আমায় বিদায় দে! তোমার দত্ত জীবন যেন তোমার কাজে উৎসর্গ করতে পারি।"

চামেলী দণ্ডায়মানা হইয়া বলিল, "মা কাত্যায়নি, তোমার হাতে আমার গোপালকে সঁপে দিলুম্! রণে-বনে, দুর্গমে সঙ্কটে রক্ষা ক'র, যোগমায়া! আমার গোপাল আবার যেন, মা, আমি ফিরে পাই।"

সুরেশ চামেলীর চরণে প্রণতঃ হইল। পরে জননীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, অভাগা সন্তানকে গর্ভে ধ'রে বড় কষ্ট পেয়েছ!"

সুরেশের মা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সুরেশকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিই আমার সুসন্তান—বংশের তিলক! তোমার পুণ্যে তোমার পিতৃলোক উদ্ধার হবেন! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক!" সুরেশ মাতাকে ইষ্টদেবী সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিল।

তারপর চিদানন্দ ও পীতাম্বরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনাদের পায় আমি বিদায় চাচ্ছি! আশীর্ব্বাদ করুন যেন, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

অশ্রুবেগে পীতাম্বর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। সুরেশকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নেত্রনীরে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

চিদানন্দ বলিলেন, "আমার কাছ থেকে এত সহজে তোমার বিদায় নেওয়া হবে না। আমি সোজায় তোমায় ছাড়্ছি নি! পঁচিশ বছর পূর্ব্বে এক-যাত্রায় তোমার এই পিতার সঙ্গী হয়েছিলুম, আর এ-যাত্রায় তোমার সঙ্গী হব! পীতম্, এখন তোমার সুরেশকে কাশী-ধামে নিয়ে চল্লুম। সেখানে গুরুদেব এঁর প্রতীক্ষা করছেন।"

"তবে আসুন, সময় বয়ে যায়" বলিয়া সুরেশ গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে-গাহিতে চলিল—"ওহি দেশমে মুঝে যানা।"

পীতাম্বর কিছুক্ষণ সুরেশ ও চিদানন্দের পশ্চাৎ চাহিয়া কন্যার দিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, চামেলী সম্পূর্ণ উদাস-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কন্যারূপে তোমায় পালন ক'রে আমি ধন্য হয়েছি! বল্‌তে পার, মা, তুমি কে?"

চামেলী বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে-কি বাবা, আমি-যে গোপালের মা।"

সমাপ্ত।

বাসিফুল সম্বন্ধে অভিমত

প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত—

* দেবেন্দ্রবাবুর গল্পের প্রধান গুণ, সংসারের সহিত উহার সহানুভূতি * আর একটা গুণ, ভাষা ও ভাবের সংযম * তৃতীয় গুণ, রসাবতারণায় তাঁহার নিপুণতা—যেখানে যে ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানে সেই ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ; যে চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই চিত্রই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বাসিফুল' উল্লেখযোগ্য পুস্তক। এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কি হইলে ছোট গল্প পূর্ণতা লাভ করে, সে কথা এখন বলিব না। এ পুস্তকের সকল গল্প পূর্ণতা লাভ করে নাই। প্রথমটি ও শেষেরটি যেমন হইয়াছে, মাঝেরগুলি তেমন হয় নাই। আজি কেবল 'বাসিফুলের' ভাষার কথা বলিব—ইহার ভাব। অতুল্য বলিলেও অতিরঞ্জন হইবে না। আজিকালি * * সাদা ভাষার কারচুপি আর দেখিতে পাই না। এই গ্রন্থে পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছি। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"মানবহৃদয়ে একদিন না একদিন বসন্তের বিকাশ হয়। যেদিন পাখীর প্রমত্ত তান সুপ্তপ্রাণ জাগাইয়া তোলে ; যেদিন ফুলের গন্ধ মদিরার ন্যায় মনে মত্ততা সঞ্চার করে ; যেদিন ভৃঙ্গগুঞ্জনে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠে ; যেদিন সমীর-সংস্পর্শে অন্তর নবরাগরঞ্জিত কিশলয়ের ন্যায় তরতর করিয়া কাঁপিতে থাকে ; যেদিন কিশোর-

যৌবন রূপের ডালি লইয়া উপাস্য দেবতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহে; যেদিন ব্যাকুল বাসনা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আরাধ্যের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, তৃষিত চিত্ত মিলনের সাগরসঙ্গমে স্নাত হইবার নিমিত্ত অধীর হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়।"

দেখিবেন বসন্তের ও যৌবনসুলভ মানবহৃদয়ের একত্র সমাবেশের কি সুন্দর বায়স্কোপ চিত্র। যে চিত্রে শ্রীমতী বলিয়াছিলেন,—"বাঁশী কাণে বাজে বা প্রাণে বাজে"—এ সেইরূপ চিত্র। মধুকর মালতী-মুকুলে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিতেছে—হৃদয়ের মধ্যে কে যেন কিসের লাগি সেই মধ্যম সুরে সুর মিলাইয়া গুন্‌গুন্ করিতেছে। সাহিত্যে অপূর্ব্ব বায়স্কোপ এটাও দেখাইতেছে ওটাও শুনাইতেছে। নবকিশলয় কাঁপি-তেছে, আর বসন্ত-সমীর যেন আনন্দে অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। সাধারণ জড় বায়স্কোপ কেবল দেখা যায়, দেবেন্দ্রবাবুর এই অপূর্ব্ব সাহিত্য-বায়স্কোপ দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়। দেবেন্দ্রবাবু এইরূপ লেখা লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন, এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মন্তব্য—

* আমরা দেবেন্দ্রের 'বাসিফুলের' ডালি সাদরে গ্রহণ করিলাম। 'বাসিফুলের' ফুলগুলি সুরভি, শুচি, পূজার ফুল। গল্পগুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, এ ডালিতে বিকৃতির শোচনীয় স্পর্শদোষ নাই; ইহা মানস-নন্দনের ফোটাফুল, কাগজের, ন্যেকড়ার, মোমের কৃত্রিম ফুল নহে * দেবেন্দ্রবাবু যে দৃষ্টির সাহায্যে গল্পগুলির রেখাপাত করিয়া-ছেন, যে অনুভূতির ছায়ালোক-সম্পাতে ক্ষুদ্রপটে ছবিগুলি ফুটাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালা-সাহিত্যে সে দৃষ্টি সে অনুভূতি বড় বিরল।

বাঙ্গালী ৬ই চৈত্র, ১৩২২।

'বঙ্গবাসী' বলেন,—

'বাসিফুলের' গন্ধ আছে। গ্রন্থকারের লিপিপটুতা পাঠের আগ্রহ উত্তেজিত করিয়া তুলে, অঙ্কনে বর্ণনে গড্ডালিকা প্রবাহ নাই। ৩০শে বৈশাখ, ১৩২৩।

'বসুমতী' বলেন,—

'বাসিফুলের' প্রত্যেক গল্পেই এক একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, সকল গল্পগুলিই মধু, গন্ধ ও কান্তির অক্ষয় ভাণ্ডার,—অনন্ত প্রস্রবণ! কবির মোহিনী তুলিকার মনোরম বর্ণে চিত্রিত সংসার-সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইবেন। পুস্তকখানি খুলিয়া যে কোন গল্প পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। * * এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আদরের সামগ্রী। ১০ই আষাঢ়, ১৩২৩।

Professor Jitendralal Banerji, M. A. B. L., writes :—

* I have read your book with great delight and admiration. There is a sober restraint in your style, a chastened beauty alike of phrase and thought which appeals to me powerfully. * Insight is the soul of art ; but without sympathy there can be no insight ; and it seems to me your peculiar glory and distinction that you are abundantly gifted with this sympathy.

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছেন,—

'বাসিফুল' কয়েকটি সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যায়িকা। শব্দবিন্যাস-কৌশলজনিত ভাষার লালিত্য, ভাবের অবতারণা, পুষ্টি ও বিকাশ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন,—

* * প্রত্যেক গল্পটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শে মানব-হৃদয়কে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে; অথচ উক্ত উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য গ্রন্থকার গল্পগুলি রচনা করিয়াছেন, এ কথা পুস্তকের কোন স্থলেই ধরা-ছোঁয়া যায় না—গল্পের স্বাভাবিক প্রবাহ উহা দ্বারা কিছুমাত্র প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। উহাই সুলেখকের সুকৌশল। গ্রন্থকারকে ঐ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত বলিতে পারা যায়।

উক্ত কৌশল ভিন্ন গ্রন্থকারের বলিবার বাঁধনি চমৎকার এবং ভাষাও তদ্রূপ উপযোগী—বিশেষ বিশেষ রসের অবতারণাস্থলে ভাষাও তাঁহার হস্তে অনুরূপ আকার ধারণপূর্ব্বক উহাদিগকে সম্যক্ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। উদ্বোধন—শ্রাবণ, ১৩২৩।

এতদ্ব্যতীত দৈনিকচন্দ্রিকা, নাট্যমন্দির, জন্মভূমি, অর্চ্চনা, বাঁশরী, মুর্শিদাবাদহিতৈষী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এবং বঙ্গের অন্যান্য প্রথিতনামা মনীষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত।

প্রকাশক—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস, ৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।

Cover Printed at The Bishnu Press
Goabagan Calcutta